ফ্রীডম রোড

[আজাদী সড়ক]

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত
হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস :

ফ্রীডম রোড [Freedom Road]
মুক্তিপথে [Conceived in Liberty]
অপরাজিত [Unvanquished]
দু' হাজার বছর আগে [My Glorious Brothers]

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে :

শেষ সীমান্ত [Last Frontier]
স্পারটাকাস [Spartacus]
সাকো ও ভানজেটি [The Passion of Sacco and Vanzetti]

অনুবাদ হচ্ছে :

দি আমেরিকান [The American]
গল্প সংগ্রহ [Selected Stories]

ফ্রীডম রোড

[আজাদী সড়ক]

হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদ :

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

র‍্যাডক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম ইংরেজী সংস্করণ : ১৯৪৪
প্রথম বাংলা সংস্করণ : ১৯৫৪

প্রচ্ছদপট :
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : চার টাকা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : সন্তোষ ধর, বি. ও. বি. প্রেস : কলিকাতা-৯

ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন যে অসংখ্য কালো, সাদা, পীত ও বাদামী নরনারী, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।



হাওয়ার্ড ফাস্ট আমাদের কাছে একখানা চিঠিতে লিখেছেন: 'যখনই দোরের কড়া নড়ে ওঠে, তখনই আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করি, গোয়েন্দা পুলিশ এল নাকি? এবং প্রায়ই দেখি যে আমাদের আশঙ্কা সত্য হয় ...এর থেকেই পাবেন আজকের আমেরিকার এক টুকুরো ছবি।'

বাংলা ভাষায় 'ফ্রীডম রোড'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে হাওয়ার্ড ফাস্ট আনন্দ জানিয়ে অনেকদিন আগে যে প্রথম ভূমিকাটি দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে অসুস্থ অবস্থায় তিনি আবার লেখেন: 'অত্যন্ত অসুস্থ বলে ইচ্ছা থাকলেও লিখে উঠতে পারছি না। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে 'ফ্রীডম রোড'এর ভূমিকা হিসেবে, বাংলা দেশের পাঠকদের জানান যে 'ফ্রীডম রোড' প্রভৃতি বইয়ের লেখক এবং অন্যান্য শিল্পীরা ডুইট আইসেনহাওয়ারের সরকারের হাতে কী রকম বর্বর নির্যাতন এবং কারাবাস সহ্য করছে।' এবং আরও জানান যে 'হাজারো কারসাজি সত্ত্বেও এই এ্যাটম বোমার হুমকিদারেরা কখনই শিল্পীদের মাথা নোয়াতে পারবে না।' হাওয়ার্ড ফাস্টএর সেই ইচ্ছানুযায়ীই আমরা এই নতুন ভূমিকা যোগ ক'রে দিলাম।

আমেরিকার সংগ্রামী ঐতিহ্য বহনকারী হলেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ, হলেন তাঁদেরই সৃষ্ট শিল্পী থিওডোর ড্রেজার, জ্যাক লণ্ডন, সিনক্লেয়ার, হাওয়ার্ড ফাস্ট, জেরোম প্রভৃতি। যতবেশী আমরা নিয়ে আসব আমাদের ভাষায় এইসব মহান শিল্পীদের, ততবেশী আমরা সত্যিকারের আমেরিকাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারব বাংলা ভাষার পাঠক সাধারণের সঙ্গে।

আমেরিকার সাহিত্য-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হাওয়ার্ড ফাস্ট। তাঁর প্রতিটি রচনায় পাওয়া যায় স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের বলিষ্ঠ

স্বাক্ষর। আমেরিকার বিপ্লবী ঐতিহ্য তুলে ধরে, আমেরিকার জনসাধারণের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণ এভাবে বড় বিশেষ কেউ করতে সক্ষম হননি। তাঁর দেশাত্মবোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে আমেরিকার মহান বিপ্লবী ঐতিহ্যকে ভিত্তি ক'রে 'ফ্রীডম রোড', 'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' ও 'দি আমেরিকান'এর মত বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করতে, 'সিটিজেন টম পেইন', 'ক্লার্ক টাউন' ও সর্বাধুনিক উপন্যাস 'সাকো ও ভানজেট্টি' সৃষ্টি করতে।

অনেকদিন আগে থেকে, বিশেষ ক'রে গত দুই দশক আগে, আমেরিকার শোষকশ্রেণী নিয়মিতভাবে পরিকল্পনানুযায়ী চিৎকার শুরু করেছিল যে আমেরিকার ধনতন্ত্র, আমেরিকার গণতন্ত্র, এক 'বিশেষ পথ' ধরে এগিয়ে চলেছে বলেই, কী অতীতে, কী বর্তমানে, এর সাফল্য বিরাট। এ অবস্থায় আমেরিকার প্রগতি আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল শোষকশ্রেণীর এই ইতিহাস-বিকৃতির অপচেষ্টার জবাব দেবার। 'সাচ্চা নাগরিক কর্তব্য' হিসেবেই হাওয়ার্ড ফাস্ট সেদিন তুলে নিলেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এবং রচনা শুরু করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহ। লেখা শুরু করবার আগে অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে তিনি পুরোনো দলিলপত্র, বই, কাগজ ঘেঁটে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ এর মধ্যে তিনি জনসাধারণের সামনে একে একে তুলে ধরলেন আমেরিকার মহান বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের পটভূমিকায় লেখা সব উপন্যাস : 'কন্‌সিভড ইন লিবার্টি', 'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার', 'দি আনভ্যানকুইসড', 'সিটিজেন টম পেইন', 'ফ্রীডম রোড', 'দি আমেরিকান'। এই বইগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি তুলে ধরেন যে শ্রেণী-সমাজের ইতিহাসই হ'লো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। শোষকশ্রেণীর চেঁচামেচিতে সাময়িক ধূম্রজালই সৃষ্টি হ'তে পারে মাত্র, কিন্তু তাদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বিকৃত ইতিহাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

গভীর দরদ দিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্ট রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস 'ফ্রীডম রোড'। ১৮৬১-১৮৬৫-র গৃহযুদ্ধ আমেরিকার জনসাধারণকে শোষণমুক্ত করতে পারে নি। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের এক নতুন যুগ শুরু হয়েছিল তখন। হাওয়ার্ড ফাস্ট ইচ্ছে ক'রেই তাঁর উপন্যাসের সময় ঠিক ক'রে নিয়েছেন ঐ গৃহযুদ্ধের এক দশক পরে, অর্থাৎ ১৮৬৭-১৮৭৭ দশকে। বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ফলাফলের একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই তিনি উপন্যাসের এই সময়টি বেছে নিয়েছিলেন। অপূর্ব প্রাণশক্তিপূর্ণ বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে যে সূক্ষ্ম শিল্পরস ফুটে উঠেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়ে প'ড়েছে বহু অপ্রকাশিত রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঠিক চিত্র। গৃহযুদ্ধের যে আগুনে আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্ম হয়, সেই গণতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের শোষক ও শাসকবর্গ কি ভাবে পদদলিত করেছে, কি ভাবে ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্ত নিগ্রোদের নতুন বাঁধনে তারা বেঁধেছে, কি ভাবে কুখ্যাত কু ক্লাক্স-ক্ল্যান সৃষ্টি হয়েছে, কি ভাবে লিঞ্চ করা হয় নিগ্রোদের এবং কি ভাবে তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে নিগ্রোরা এবং গরীব 'সাদা বদমায়েসরা'— আমেরিকার সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসে গিডিয়ন জ্যাকসন একটি চরিত্র। প্রথম জীবনে সে ছিল ক্রীতদাস। পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের সৈনিক এই নিগ্রোটিকে অত্যন্ত সাহসী বিপ্লবী সংগঠকরূপে অঙ্কিত করেছেন হাওয়ার্ড ফাস্ট। এর চরিত্রের মধ্য দিয়েই তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে দেশের সাধারণ মানুষ—সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের মিলিত শক্তি—শত্রুকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে নবজীবনের সৃষ্টি করতে পারে।

এই উপন্যাসের আর একটি চরিত্র হ'লো ষ্টিফেন হমস্। অত্যন্ত শ্রেণী স্বার্থ সচেতন শ্বেতাঙ্গ আবাদ-মালিক সে। গৃহযুদ্ধের পর যে ত্রাস-

সৃষ্টিকারী গুণ্ডাবাহিনী কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান সৃষ্টি হয়েছিল, তার পৃষ্ঠপোষক ছিল এরই শ্রেণী। এরাই পরবর্তীকালে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে কি ভাবে গিডিয়ন জ্যাকসনদের সুখী-জীবন সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে ভেঙে দিয়েছিল, তারই ইতিবৃত্ত হ'লো এই 'ফ্রীডম রোড' উপন্যাসটি।

সেদিনের গিডিয়ন জ্যাকসন, এব্‌নার লেইটদের সুখী-জীবন ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছিল সেদিনের ষ্টিফেন হমসরা। কিন্তু অনেক বছর পরে আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে, গিডিয়ন জ্যাকসনদের উত্তরপুরুষরা বিজয়ী হয়েছে, গড়ে তুলেছে জনসাধারণের জন্য শোষণহীন নবজীবন এবং এই জন্যেই ষ্টিফেন হমসদের আজকের উত্তরপুরুষরা আরও মরীয়া হ'য়ে আক্রমণ শুরু করেছে, আক্রমণ শুরু করেছে আমেরিকার অভ্যন্তরে এবং আমেরিকার বাইরে বিভিন্ন দেশে। এরাই বিজ্ঞানী রোজেনবার্গ দম্পতিকে হত্যা করেছে; বিশ্ববিখ্যাত গায়ক পল রোবসনকে প্রায় বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য করাচ্ছে; চার্লি চ্যাপলিনকে আমেরিকা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে; মনীষী আইনষ্টাইনকে উদাত্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হয়েছে আর হাওয়ার্ড ফাস্ট, ফস্টার প্রভৃতিকে কারাবাস করতে হয়েছে। তাঁদের গৃহ, কাগজপত্র এদের তাণ্ডবে তছনছ হ'য়ে যায়; হাওয়ার্ড ফাস্টের বই প্রকাশের সুপরিকল্পিত বাধা আসে; আমেরিকার সরকারী লাইব্রেরীগুলোতে তাঁর বই রাখা নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়। এবং বিশেষ ক'রে এই 'ফ্রীডম রোড' উপন্যাসখানির হাজার হাজার কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমেরিকার প্রখ্যাত নিগ্রো নেত্রী ক্লডিয়া জোনস-এর বক্তৃতায় দেখি, বছরে গড়ে ৫০ জন নিগ্রোকে লিঞ্চ ক'রে হত্যা করা হয়, ৫০০০ নিগ্রো—স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের—এই ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং সমস্ত নিগ্রোদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক Second class citizen) হিসেবে রাখা হয়েছে।

নির্ভীক লেখক তাই লিখেছেন :

'এই হৃদয়বিদারক ও ভয়োৎপাদক অসম্মানই হচ্ছে আজকের আমেরিকার স্বরূপ। আমরা চাই না···আমি থামতে পারি না যখন দেখি ক্ষুদে বদমায়েসগুলো শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের চোখের সামনে দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। আমার কণ্ঠস্বর এর বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়ে উঠবেই।'

পরিশেষে এই অনুবাদ-প্রকাশ সম্পর্কে দু'টি কথা লিখতে হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'ফ্রীডম রোড' প্রকাশের অনুমতি দিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্ট আমাদের জানান যে তাঁর কাছে এই বইটির অনুবাদ ক'রে দু'জন অনুবাদক চিঠি লিখেছেন। নতুন ক'রে অনুবাদ করাবার আগে যদি এই অনুবাদ দু'টি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় তো তিনি খুশী হবেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে যে অনুবাদটি সঠিক এবং রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে, সেটিই আমরা প্রকাশ করলাম।

দ্বিতীয়তঃ, 'ফ্রীডম রোড'-এর বাংলা নামকরণের জন্য আমরা সুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি দু'টো নাম নির্বাচন করেছিলেন : 'আজাদী সড়ক' কিংবা 'মুক্তি মার্গ'। প্রথম নামটি গ্রহণ ক'রে আমরা বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে 'ফ্রীডম রোড' নামটিই বাংলা অনুবাদেও আমাদের রাখতে হ'লো।

—প্রকাশক

প্রথম খণ্ড

নির্বাচন

মুখবন্ধ

যুদ্ধ তখন থেমে গেছে, থেমে গেছে রক্ত-ঝরা সুদীর্ঘ সংগ্রাম—শেষ হ'য়ে গেছে সে-যুগের পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তির লড়াই। ঘরে ফিরে গেছে নীল পোষাকের সৈনিকরা। আর নিজেদের জমি-জমার হাল দেখে বিস্মিত বেদনায় শিউরে উঠেছে ধূসর পোষাকের লোকেরা—দেখেছে যুদ্ধের কি মর্মান্তিক পরিণতি।

এপ্পোমাটকসএর বিচারালয়ে অস্ত্রত্যাগ করলেন জেনারেল লী; তারপর থেমে গেল সব। উষ্ণ দক্ষিণাঞ্চলের চল্লিশ লক্ষ কালো মানুষ দাসত্বের নিগড় থেকে তখন মুক্ত। বহু কষ্টে অর্জিত হয়েছে সে-মুক্তি, অসীম মূল্য তার। মুক্ত মানুষ যেমন চিন্তা করে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, তেমনি স্মরণ করে তার অতীত। সুদিন দুর্দিন দুই-ই যে এখন তার। ক্ষুধায় আজ আর আহার জোগাবার মালিক নেই কেউ। কিন্তু স্বাধীন পা ফেলে খুশী মত চলে যাও, আজ আর মালিক নেই যে ধমকে উঠবে আস্তে চলার জন্য। যুদ্ধ যখন থেমে গেল তখন এমনই দু'লক্ষ কালো মানুষ ছিল রিপাব্লিকের পণ্টনে। বাড়ী ফেরার সময় অনেকই তারা হাতে ক'রে নিয়ে গেছে আপনাপন বন্দুক।

তাদেরই একজন হ'লো গিডিয়ন জ্যাকসন্। দীর্ঘ, সবল, কিন্তু আজ ক্লান্ত সে। হাতে বন্দুক, পিঠে রং-চটা নীল পণ্টনী কোট—সে ফিরে এসেছে ক্যারোলিনার মাটিতে, ফিরে এসেছে কারওএলএর আবাদে। যতদুর মনে পড়ে তার, সেই বিশাল শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদটি ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, যুদ্ধে কোনো ক্ষতি হয়নি ওটার। কিন্তু চারদিকের ক্ষেত আর বাগান ভরে গেছে আগাছা আর জঙ্গলে।

আবাদ-মালিক কারওএলরাও চলে গেছে—কেউ জানে না, কোথায়। ফিরে এসে মুক্ত মানুষ, দেশে থেকে গিয়েছিল যারা, তাদেরই সঙ্গে সেই পুরোনো গোলামের চালা-ঘরেই বাসা বাঁধে। তারপর যত দিন যায়, তত বেশী মুক্ত মানুষ ফিরে আসে কারওএলএর আবাদে; আসে সুদূর সেই হিমেল উত্তরাঞ্চল থেকে যেখানে গিয়েছিল তারা মুক্তির অন্বেষণে; ফিরে আসে ইউনিয়ন পল্টন থেকে; আসে পাইনের বন আর নির্জন বিলের গোপন আবাস থেকে। দাসত্ব-মুক্তির গভীর বিস্ময় নিয়ে তাদের জীবন হ'লো শুরু।

[এক]

নভেম্বরের কন্‌কনে শীতের সকাল। জীর্ণ চাদরখানায় গলা পর্যন্ত ঢেকে, মেয়ে জেনিকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে রসেল। কাকের ডাকে এই ভোরেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তবু শুয়ে শুয়ে চোখ বুঁজেই সে কাকের ডাক শোনে: কতদূর থেকে ডাকছে কে জানে: কা-কা-কা··· কেমন যেন একটা বিষাদের আভাস সে-ডাকে। কিন্তু রসেলের মত প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে বহুকাল ধরে এই ডাকই শুনতে হয়, তার কাছে তেমন কিছু খারাপও লাগে না। দিনটা ভালই যাক্‌ আর মন্দই যাক্‌, কাকের তো কিছু এসে যায় না।

বুকের ওপর রসেল অনুভব করছিল জেনির দেহের উষ্ণ অনুভূতি, নড়ে চড়ে উঠতে মা বললে: 'ঘুমো লক্ষ্মীটি, ঘুমো, ঐ শোন কেমন কাক ডাকছে, কা-কা—'

কিন্তু বেলা গড়িয়ে চলে—তার গতি রোধ অসম্ভব। খড়ের মড়মড়ে বিছানাটা বেশ উষ্ণ ও আরামপ্রদ। রসেলের ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতে। কিন্তু হঠাৎ কুয়াসার আবরণ ভেঙ্গে সূর্য আসে বেরিয়ে। আলোর জোয়ারে ভেসে যায় সারা ঘরটা। দোমড়ান দরজার আঁকা আঁকা তক্তার ফাঁক দিয়েও ঢুকছে রোদ্দুর। ঘরের মেঝেয় ছেলে জেফ ছুটোছুটি শুরু করেছে—তার পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ আসছে। মায়ের বুক থেকে মেয়ে

ধড়মড় ক'রে উঠে নেমে গেল। ওর দেহের স্পর্শ এতক্ষণ যেখানটায় উষ্ণ অনুভূতি দিচ্ছিল, হঠাৎ উঠে যেতে সেখানটা বরফের মত ঠাণ্ডা মনে হ'ল রসেলের। জেফ মার্কাসকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে। মার্কাস চিৎকার করছে: 'ভাল হবে না, ভাল হবে না, বলছি!' এরপরই দু'জনে ধ্বস্তাধস্তি ক'রে একেবারে মেঝের উপর গড়াগড়ি শুরু করল।

চোখ বুঁজেও রসেল বুঝতে পারে বেলা বেড়ে চলেছে, চারদিকে নানান শব্দ। আচ্ছা, মানুষের ঘুমটা হঠাৎ কেন একেবারে ভেঙ্গে যায়? কেন ভেঙ্গে যায় এমনি ক'রে নির্মমভাবে? কথাটা রসেল বহুবার নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করেছে। আরও এক মুহূর্ত সে চোখ বুঁজে অন্ধকার উপভোগ ক'রে নেয়। তারপর তেমনি অবিন্যস্ত অবস্থায়ই উঠে পড়ে।

'থাম্‌লি, জেফ—থাম্‌লি?' মা ছেলেদের ঝগড়া মিটানর চেষ্টা করে।

মার্কাসকে দু'পায়ে পেঁচিয়ে ধরেছে জেফ, একেবারে পেটের ওপর। জেফএর বয়েস পনেরো, কিন্তু দেহের গঠন ঠিক গিডিয়নএর মত। সাবালক হ'বার আগেই ছেলেটা যেন দৈত্যের মত বেড়ে উঠেছে। ছ' ফিট লম্বা, গায়ের রং গাঢ় তামাটে—অনেকটা তার মায়ের মত। গিডিয়নএর গায়ের শুকনো কুলের খোসার মত চকচকে কালো রং তার হয়নি। কিন্তু গড়ন সুন্দর, মুখখানা তার বাবার মতই লম্বাটে। ছেলেটা জন্মেছেই বুঝি রমণীমাত্রেরই কামনার ধন হ'য়ে। মার্কাসএর বয়স বারো, দেহ চর্মসার, দেখতে ছোট। রসেল জেফকে নিয়ে পড়ল:

'পা ছাড়িয়ে নে—পালা এখান থেকে বুড়ো ধাড়ি।'

জেনি এবার সাত বছরে পা দিল। উঠেই সে বাইরে ছুটে গেছে।

ঘুম ভাঙ্গামাত্র এটাই তার সর্বপ্রথম কাজ। রোজ ভোরে উঠে সে এমনি ছুটে যায়—জীব যেমন ধায় আলোর পানে। দোর গোড়ায় দেখা মেলে কুকুরটার ; লাফিয়ে, মাথা নেড়ে, ঘেউ ঘেউ ক'রে সে আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

জেফ উঠে দাঁড়াতে মার্কাস তাকে বেপরোয়া কিল ঘুসি ছুড়তে শুরু করল। যেন বিশাল ওক গাছে ক্ষুদ্র কাঠ-ঠোকরার ঠোকর পড়ছে। গিডিয়নএর মতই জেফ শান্ত স্বভাবের, কিন্তু যে অন্তর্নিহিত শক্তিটি তার বাবার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সেটি তার মধ্যে নেই। রাগ বড় একটা হয় না জেফএর, কিন্তু একবার রাগলে একেবারে আগুন। গিডিয়নএর রাগ কখনও বাইরে প্রকাশ পায় না।

'বেরো—দু'টোই বেরিয়ে যা,—গেলি এখান থেকে—' চেঁচিয়ে উঠল মা।

কিন্তু বলতে বলতেই রসেল হেসে ফেলে। এই কালো কালো ডাগর ছেলেরা যে তারই গর্ভে, তারই ক্ষুদ্র দেহের একটি নাড়ীর সংযোগে তিল তিল ক'রে বেড়ে, ভূমিষ্ঠ হয়ে, একদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলেছে!—এ বিস্ময় তার প্রতিটি মুহূর্তের। তার স্বামী যে এক বিরাট দেহী পুরুষ, এরা যে তারই সন্তান—কথাটা মনে পড়লেই তার বুকখানা গর্বে উঁচু হ'য়ে ওঠে। চারদিকে একবার সে চোখ বুলিয়ে নেয়—দরজার ঝাপটা আপনা থেকে দুলে পেছনে সরে এসেছে ; সারা ঘর আলোয় ভরে গেছে। একগোছা জ্বালানী নিয়ে জেফ এসে ঢুকল ঘরে। পিপেয় ধরা বৃষ্টির জলে সে মাথা ধুয়ে এসেছে, এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে। এবার রসেল নিজেও গিয়ে সেই পিপের জলে হাত-মুখ, মাথা ধুয়ে নিয়ে মেয়েকে ডাকল: 'আয় জেনি, শীগগির আয় তো—মুখ-হাত ধুয়ে নে!'

জলে জেনির বড় ভয়। বারে বারে ডেকে তবে রসেল ওকে ধরতে

পেরেছে। আর যেই ওর কোঁকড়া চুলের মাথাটায় জল একবার ঢেলেছে অমনি শুরু হয়েছে তার চিৎকার, যেন একটুখানি ঠাণ্ডা জলে ভিজলে ও একেবারে মরে যাবে। রসেল ঘরে ফিরে দেখে জেফ ইতিমধ্যেই উনুনে আঁচ দিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাঠের বাটিটায় সে আটাময়দা মেখে নিল। ততক্ষণে জেফ হাওয়া ক'রে ক'রে উনুনে ভাল আঁচ তুলেছে। কুকুরটা এসে আগুনের কাছে শুয়ে পড়েছে—নভেম্বরের এই হাড়-কাঁপানো শীতের সকালবেলা থাক্‌না ও ওখানেই।

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে, দেশ তখন সমৃদ্ধির চূড়ায়, কারওএলএর আবাদ ছিল দক্ষিণ ক্যারোলিনার উর্বর জমির বাইশ হাজার একর জুড়ে। একদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়···আর একদিকে একশ' মাইল দূরে বিস্তৃত জোয়ার-জলে ঢাকা সমুদ্রোপকূল···মাঝখানে সুদূরপ্রসারী প্রশস্ত সীমারেখার মত মনোরম ঢেউ খেলান দক্ষিণ ক্যারোলিনা·· সেইখানে কারওএলএর আবাদ। সম্পদের উৎস তখন তুলো—এক এক একরেই ফলত দেড় গাঁট ক'রে। আর যখন গুটি ফাটত তখন মনে হ'তো দিগন্তবিশারী এক শ্বেত সমুদ্র···যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সাদা আর সাদা।.

সমগ্র দৃশ্যের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ছিল আবাদ-মালিকের বিশাল প্রাসাদটি। চারতলা মিলে বাইশখানা কামরা, গ্রীসিয় মন্দিরের মত বারান্দায় স্তম্ভের সারি, আবাদের প্রায় মধ্যখানে একটা খাড়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেই বিশাল প্রাসাদ। প্রবেশ-পথের এক পাশে চমৎকার এক সারি উইলো গাছ। সতেজ ওক গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকত রক্ষা-প্রাচীরের মত। আধ মাইল দূরের ক্রীতদাসদের চালা-ঘরের ওখান থেকে তাকালে ঐ বিশাল প্রাসাদকে আরও বেশী মন্দির বলে মনে হ'তো।

আর নীল আকাশের কোলে যখন ভেসে যেত সাদা মেঘের সারি, তখন যে অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হ'তো, এদেশের কোথাও তার তুলনা মিলত না।

কিন্তু সে সব ছিল আগেকার দিনে। আজ, এই ১৮৬৭ সালে, সারা কারওএলএ কোথাও তুলোর চাষ হয়নি। শোনা যায় আবাদের মালিক ভাড়লে কারওএল নাকি এখন চার্লসটনে বসবাস করে। কিন্তু সঠিক কেউ বলতে পারে না। আরও শোনা যায় যে, কারওএলএর দু-দু'টো ছেলেই লড়াইতে মারা গেছে। ঋণ ও বকেয়া খাজনার দায়ে পড়ে যে অস্বাভাবিক অচল অবস্থায় কারওএলএর আবাদ ধ্বংস হ'য়ে গেছে, সেই একই অবস্থার মুখোমুখী হ'য়ে শেষ হ'য়ে গেছে দক্ষিণের আরও অনেক বিশাল জমিদারী। শোনা যায়, আবাদের মালিক এখন খোদ সরকার। আবার এও শোনা যায় যে, কারওএলএর ক্রীতদাস যারা ছিল, তারা প্রত্যেকে মাথা পিছু চল্লিশ একর জমি আর একটা ক'রে খচ্চর পাবে। এমন কত কথাই তো আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কি যে এখন করা দরকার, সেই সঠিক কথাটা কেউ বলতে পারে না। বার বার কলাম্বিয়া থেকে সাদা লোকেরা ছুটে এসে নানা রকম অত্যাচার ক'রে শেষে আবার চলে গেছে।

ইতিমধ্যে মুক্ত ক্রীতদাসরা এখানেই বসবাস করতে থাকে। খন্দে খন্দে ফসল বুনে আর জমি-জায়গা দেখাশোনা ক'রে তাদের অনেকেই সারাটা যুদ্ধকাল এখানে কাটিয়ে দিয়েছিল; আর একদল গিডিয়নএর মত দূর দেশে গিয়ে ইউনিয়ন-পল্টনের সৈনিক হয়েছিল; এছাড়াও কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। এমন কি, যখন মুক্তি এল, তখনও তাদের বেশীর ভাগই তেমনি লুকিয়েই ছিল। তার কারণ এ নয় যে পলাতকদের জন্য চরম শাস্তিকে খুব ভয় করতো তারা; প্রধান কারণ—যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না তাদের।

তাদের পক্ষে জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ী—সে তো এই রকমই ছিল চিরটা কাল।

আবাদের ভার নায়েবদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এক পুরুষ ধরে প্রায় সব সময়ই কারওএলরা চার্লস্টন শহরেই বসবাস করত। তিন বছর লড়াই চলার পরে মাত্র একবার ডাড্‌লে কারওএল আবাদ পরিদর্শনে এসেছিল। যাবার সময় কুঠিতে তালা লাগিয়ে চাকরবাকরদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। '৬৫ সালে শেষ নায়েবটিও চলে যায়, এবং সেই সময় থেকেই ক্রীতদাসেরা স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করে। তারা আর তুলোর চাষ করল না। তুলো ছিল তখন নগদ পয়সা আনার ফসল কিন্তু তাদের না-ছিল নগদ পয়সার দরকার, না-ছিল নগদ-পয়সার ফসল সম্বন্ধে কোন জ্ঞানবুদ্ধি। তারা আবাদের নীচু জায়গা বেছে বেছে বুনত ধান আর জনার; বাগানে ফলাতো শাকসব্জী আর ঘরে পুষতো শূয়োর, মুরগী এবং এই ক'রেই কেটেছে তাদের দিন।

অধিকাংশ মুক্ত ক্রীতদাসের তুলনায় তাদের দিন সুখেই কেটেছে বলা যায়। তিন তিনবার দলে দলে সৈন্য এসে সবকিছু লুটেপুটে শূন্য ক'রে রেখে গিয়েছিল সারাটা আবাদ। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের দিনও তারা পেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। পরাজিত সেই সব ক্ষিপ্ত সৈন্যরা তাদের মোট চারজনকে খুন করেছিল। কিন্তু অন্যান্য মুক্ত-লোকেরা যে-সব জায়গায় ছিল, সে-সব জায়গার ঘটনার তুলনায় এ আর এমন কি ক্ষতি!

আর আজ কিনা সুদূরের সেই যে বস্তুটা, যার নাম কংগ্রেস, সেখান থেকে আদেশ এসে গেছে যে মুক্ত মানুষ গিয়ে ভোট দিতে পারবে। আজ তাই এদেশে এসেছে অপূর্ব বিস্ময়ের এক যুগ।

মার্কাসই সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছে যে গিডিয়ন ভোট দিয়ে ফিরে

আসছে। অনেকদিন পরেও এ-কথাটা তার মনে হয়েছে। সে, এক্সেল খৃষ্ট এবং আর কয়েকটি ছেলে তুলো-কুঠির ওখানে খেলতে যাচ্ছিল। পাহাড়ের দিকে বেশ খানিকটা যখন উঠেছে, তখন চোখ পড়ল বড় পথটার দিকে। পথটির প্রায় দু' মাইল সোজাসুজি নজরে পড়ে। রৌদ্রের মধ্যে সেই ধূলোভরা সুদূর পর্যন্ত রাস্তাটা পড়ে আছে। কোথাও যাওয়া যায় না ও-পথ দিয়ে। কেউ বলে, যাওনা ওপথে অনেকদূর এগিয়ে, দেখবে কলাম্বিয়ায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে হ'লো জনশ্রুতি, আর দুনিয়াটাই তো জনশ্রুতিতে ভরা। মার্কাস আর তার সঙ্গীদের ধারণা যে খানিকটা গিয়েই পথটা ফুরিয়ে গেছে—অন্য কোথাও যে যেতে হবে এমন কি কথা আছে?

…গিডিয়ন আর ভাই পিটার মিলে চারদিন আগে একুশের বেশী বয়সী সকলকে জড়ো করেছিল। প্রায় সকলের পক্ষেই বয়সের হিসাবটা নেহাৎ অনুমানের উপরই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কারণ, তাদের বয়স জানবার কোন উপায়ই তো ছিল না। বিশ, একুশ, বাইশ, না, কি— কি ক'রে জানবে? —আর বয়সের হিসাব তো তৈরি থাকে না, বয়স বিচার করতে হ'লে অনেক কিছু ঘটনা বিবেচনা করতে হবে। ভাই পিটারকে তাই যতদূর মনে পড়ে একবার আগাগোড়া স্মৃতি হাতড়িয়ে সাবালক আর নাবালকদের আলাদা ক'রে ফেলতে হয়েছিল। তারপর নানান কথা, গোলমালের শেষে, তারই কথায় বলতে হ'লে, গরু আর বাছুর সে দু' ভাগ ক'রে ফেলেছিল; ঠিক হ'লো যে মোট সাতাশ জন ভোট দিতে যাবে।

'তা এখন এই ভোট জিনিসটা হবে কি ক'রে?' সকলে উত্তরের জন্য গিডিয়নএর দিকে তাকিয়েছিল।

মার্কাস বুঝেছিল যে উত্তরটা গিডিয়নএর কাছ থেকেই আশা করা স্বাভাবিক। মৃত্যু আর ভগবান—এসম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে সবাই

জিজ্ঞেস করে ভাই পিটারকেই। কিন্তু এ ছাড়া,—ফসল বোনা, রোগ, ব্যাধি ইত্যাদি অন্য সবকিছু সম্বন্ধে সকলে জিজ্ঞেস ক'রে থাকে গিডিয়নকেই, জিজ্ঞেস করে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন।…

সেই ভোট সেরে আজ তারা ফিরে আসছে। মার্কাসএর নজরে পড়ল ধুলিধূসর পথে দু' মাইল দূরে একদল লোক ধীরে ধীরে একসঙ্গে হেঁটে আসছে। দেখেই মার্কাস চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নেমে এল :

'ওরা এসেছে! এসেছে— এ—এ!'

অন্য ছেলেরাও তার পেছন পেছন ছুটলো। সকলে মিলে এমন হৈ হৈ চিৎকার শুরু করল যে সারা গ্রামের লোক শুনতে পেয়ে হুড়মুড় ক'রে চারদিক থেকে ছুটে এল ঘটনা কি জানতে। রসেল ভেবেছিল নিশ্চয়ই খুন জখম হয়েছে কেউ। তাই এসেই সে মার্কাসকে ধরে দু' ঘা চড় বসিয়ে দিয়েছে যাতে ও একটু শান্ত হ'য়ে কথা বলে।

'কে এসেছে?'

'বাবা।'

'গিডিয়ন?' প্রশ্ন করে বোন মেরী। কে যেন সঙ্গে সঙ্গে বলে : 'ঠাকুর তোমারই মহিমা।' কথাটা অবশ্য অনেকেরই মনের কথা।

ভোটের ব্যাপারটাই ছিল রহস্যময়, কুলক্ষুণে। গাঁয়ের মরদরা যখন চলে গিয়েছিল, সমস্তটা আবাদ জুড়ে নেমে এসেছিল নির্জনতা, দিনগুলো কেটেছে নিঃসহ প্রতীক্ষায়। ভোট জিনিসটা যে কি, সেটা কেউ-ই জানেনা ব'লেই রহস্য আরও গভীর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। মেয়েরা আগে কখনও পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেনি। এ ক'দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকলে মিলে কত রকম

অদ্ভুত কল্পনা করেছে যে এই ভোট নিয়ে! তাদের গবেষণা শুধু বেড়েই গেছে।

এখন সবাই রৌদ্র থেকে চোখ আড়াল ক'রে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সত্যিই তো, ঐ তো সব ফিরে আসছে গাঁয়ের মরদরা ...ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এত ক্রোশ পথ তারা হেঁটেছে কি ক'রে? যাক্ ফিরে তো এসেছে! গুনতে জানে যারা তারা সকলেই এক একবার গুনে নিয়েছে। মনে হয় সকলেই ফিরছে। রসেল এর মধ্যেই গিডিয়নকে চিনতে পেরেছে; তার মস্ত শরীরটা কত বড় দেখায়!

ভারী কাঁধ, সরু কোমর, লম্বা পা, ষাঁড়ের মত মজবুত দেহ—গিডিয়ন একটা প্রকাণ্ড মানুষ। প্রবাদ আছে, অত বড় যার শরীর তার আর বুদ্ধি হবে কতটুকু! সে হয় ষাড়ের মত। কিন্তু প্রবাদ অথবা কিংবদন্তীতে কান দেবার লোক গিডিয়ন নয়। নিজের উপর তার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে। তাছাড়া, সকলে যে তার ওপর নির্ভর করে, এরও একটা কারণ আছে। একথা অবশ্য সত্য যে সহসা নড়তে চায় না তার কিছুই—না শরীর, না বুদ্ধি। কিন্তু প্রয়োজনবোধ করলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি হ'তে পারে সে। যখনই তার মাথায় কোন নতুন বুদ্ধি আসে, বারে বারে উল্‌টে পাল্‌টে বিচার ক'রে দেখে নেয় গিডিয়ন। কিন্তু চিন্তাভাবনার পরে যা সে বুঝবে তার নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়।

সকলের আগে আগে হাঁটছে গিডিয়ন। রসেল চিন্‌তে পেরেছে ঠিকই। অমনি ধীরে ধীরে ঝুঁকে ঝুঁকে চলা মানেই অনেক ক্রোশ পথ সে হেঁটে এসেছে। রাইফেলটা পথের ওপর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে আসছে; ও-কায়দাটা সে পল্টনে থাকতে সে শিখেছিল। কাঁধে তার একটা বস্তা, ওর মধ্যে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু এনেছে বোধহয়। তার

পাশে হাঁটছে ভাই পিটার ; দীর্ঘ, শীর্ণ, চেহারা। তার হাতে কোন অস্ত্র নেই, ভগবান-বিশ্বাসীরা যে রকম হয় সেই রকম। তার পেছনে আসছে জেফারসনরা দু' ভাই, দু'জনারই হাতে রাইফেল। তারপর আসছে ক্ষুদে মানুষ হ্যানিবল ওয়াশিংটন। আসছে জেমস্, এন্ড্রু, ফারডিনাণ্ড, আলেকজাণ্ডার, হ্যারল্ড, বক্সটার, টুপার—তাদের এখনও কোন বংশ-পদবী ঠিক হয়নি। ক্রমশ পদবী-গ্রহণের কথাটা তাদের মনে হবে, তখন তারা নামের পেছনে পদবী যোগ দেবে। কিন্তু পদবী গ্রহণের আগে ভেবে চিন্তে দেখতে হ'বে তো! অনেকেই আবার সহজে খুশী হ'তে চায় না।

লাফাতে লাফাতে জেফ ছুটে গেল তাদের সামনে। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো—সবাই দল বেঁধে ভীড় ক'রে চলল তার পেছন পেছন। রসেল গেল না। জামার কলারটা ধরে মার্কাসকেও টেনে রাখল সে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল তুলতে যাতে স্বামী এসে তৃষ্ণা মেটাতে পারে। অর্বাচীন শিশুর মত ছুটে স্বামীর কাছে তো যেতে পারে না সে। পরস্পরকে দু'জন গভীরভাবেই তো জানে।

নভেম্বরের শেষ হ'লেও বিকেল বেলা একটু গরম পড়েছে। ক্লান্তি ভরে ঘরে এসে বসেছে গিডিয়ন এবং অন্য সকলে। কালো কালো মুখ বেয়ে নেমেছে চকচকে ঘামের ধারা। রসেলের দেওয়া সবখানি ঠাণ্ডা জল নিঃশেষ ক'রেও তৃপ্তি হ'লো না তাদের ; আবারও বাড়িয়ে দিল কাঠের মগ। তাদের পরিতৃপ্তিতে রসেলের শ্রম যেন সার্থক হ'লো। সকলেই চাইছিল কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করতে। শুরু হলো একটা এলোমেলো প্রশ্নের ঝড়।

'ভোটটা কি ?'

'ফিরে তো এলে, কই কিছু আনলে না তো ? ভোট কোথায় ?'

'ভোট কেনা হয়ে গেছে ?'

'পয়সা দিয়ে কিনেছ ?'

'কতজন সাদা মানুষ দেখলে ভোটে ?'

'কত বড় তারা ?'

'কত জন ?'

এই রকমই চলল অনেকক্ষণ। শেষে ভাই পিটার বলে উঠল :

'ভাই, বোন ও ছেলেমেয়েরা ! থামো—একটু চুপ করো, শান্ত হও ! সব প্রশ্নের জবাব দেব আমরা।'

একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল তারপর। ছেলেমেয়েদের আদর করলো তারা। গিডিয়ন দু'হ'তে জড়িয়ে ধরে আদর করল রসেলকে। শহর থেকে কেউ কেউ মিছরি এনেছে। এর মধ্যেই তা বিলি শুরু হয়ে গেছে। সকলেই যার যার বোঁচকা খুলে ফেলেছে; মেয়ে জেনির জন্য গিডিয়ন এনেছে একটা গোলাপ। ভারী স্বন্দর রঙীন কাপড়ে তৈরি অথচ আসল গোলাপের মত, স্বমিষ্ট গন্ধও যেন আছে তাতে। ভোটের কথা এখনও কেউ শুরু করেনি। অথচ অন্য কথার শব্দেই জোর হৈ চৈ শুরু হয়েছে। অনেকগুলো কুকুর পাগলের মত চারধারে ঘুরছে। এই আনন্দের একটা বড় অংশ ওদেরও পাওনা হয়েছে বলে ওরা মনে করে; কুকুরের স্বভাব তো তাই। শেষে ভাই পিটার হাত তুলে অনুরোধ জানায় শান্ত হবার জন্য। তার কথায় কিছুটা শান্তভাব ফিরে এল। পুরুষরা উবু হ'য়ে বসে পড়ল মাটিতে। ছেলেমেয়েরা খুশি মত বসে পড়ল ঘাসের ওপর। গৃহিণীরাও হয় বসল নয়তো ঘন হ'য়ে হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাই পিটার বলল : 'গিডিয়ন ভাই এখন আপনাদের বলবে। এই যে শুনছেন ভোট, এ হ'লো বিবাহের মন্ত্রের মত, যিশুর বাণীর মত, সকলেরই জিনিস। স্বর্গের দুত গ্যাব্রিয়েলের মত সবল দক্ষিণ হস্ত

প্রসারিত ক'রে সরকার বলছেন : তুমি নিজে মত দাও। আমরা তা করেছি। আরও প্রায় পাঁচশো অন্য নিগার আর সাদা মানুষও ছিল আমাদের সঙ্গে। সরকার বলছেন—একজন প্রতিনিধি বেছে নাও, আমরা তা নিয়েছি। আমরা গিডিয়নকে ঠিক করেছি।'

ধীরে ধীরে গিডিয়ন উঠে দাঁড়াল। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। রসেল শুধু বোঝে যে গিডিয়ন ভয় পেয়েছে; স্বামীর নাড়ীনক্ষত্র সব কিছুই তো তার জানা। কিন্তু ওঁকেই যে বেছে নিল—এর মানেটা কি? প্রতিনিধি আবার কি জিনিস?

'সেখানে গিয়ে আমরা ভোট দিলাম।' গিডিয়নএর কণ্ঠস্বর কোমল। কথাগুলো আসছে অতি ধীরে। কারণ তাকে বক্তব্যটা মনের মধ্যে উল্টে পাল্টে গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।

'ভোট—'

কথাটা উচ্চারণ করতেই গিডিয়নের মনে পড়ে গেল সব। এই তো দিন কয়েক আগে তারা শহরে গিয়েছিল ভোট দিতে। ভোট জিনিসটা ঠিক কী, এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই কিছুটা সন্দেহ ছিল। ভাই পিটার এবং সে নিজে অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে জিনিসটা হলো স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এখন তারা স্বাধীন, তাদের মতের একটা মূল্য আছে। নিজেদের জীবন নিয়ে যখন কোন সমস্যা উপস্থিত হবে তখন সেই মত তারা খাটাবে। এই তো হ'লো ভোট বস্তুটার মানে, কিন্তু এর সবকিছুই হ'লো দুর্বোধ্য, এবং দুর্বোধ্য বলেই তারা হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। তা হোক্, কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে থাকলেই তো তারা দেখতে পাবে জিনিসটা ঠিক কী রকম গিয়ে দাঁড়ায়।

শহরে গিয়ে গিডিয়নের মনে হয়েছিল, জগতে যত কালো আর

সাদা মানুষ আছে সবাই বুঝি এখানে এসেছে। রাস্তায়, আদালতের স্তম্ভ শোভিত বারান্দার প্রাঙ্গনে, এখানে সেখানে সর্বত্র মানুষের ঠাসাঠাসি ভীড়। সকলেই বলছে ভোটের কথা ; কথা তো নয়, চিৎকার। জনতার অর্ধেকের হাতেই বন্দুক। কালো হোক আর সাদাই হোক, বন্দুকটা হাতে আছেই তাদের। একদল ইউনিয়ন-সৈন্য শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাহারায় রত। এর জন্য মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল গিডিয়ন…এত বন্দুক আর মাথা গরম লোক সব এখানে !

অনেক নিগারই ভেবেছিল : ভোট মানে, বাড়ী ফিরে যাবার সময় মাথাপিছু চল্লিশ একর জমি আর সঙ্গে একটা ক'রে খচ্চর : ভেবেছিল, এই ভোটে অন্তত সকলে বড়লোক হ'য়ে যাবে। তাই অনেকে ভোট দিয়ে নিজেদের শূন্য হাতের দিকে ব্যর্থ আক্রোশে তাকিয়ে অগ্নিমূর্তি হ'য়ে উঠেছিল।

এবার গিডিয়ন ভোট দেবার সময় নিজের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল শ্রোতাদের সেটা বোঝাবার চেষ্টা করল। …সেই পুরোনো আদালতের মধ্যে চারদিকে রং-চটা দেয়াল। লম্বা একটা টেবিলের সামনে অগুন্তি বই নিয়ে বসে আছে রেজিস্ট্রাররা। তাদের পেছনে সাজানো রয়েছে লম্বা ডোরা আর নক্ষত্র খচিত পতাকা। প্রায় আধ ডজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে ভোট কেন্দ্র আর ভোটের বাক্সগুলো। তারপর একখণ্ড কাগজ দেওয়া হয়েছিল তার হাতে। তাতে লেখা ছিল :

'গঠনতন্ত্রমূলক অধিবেশনের পক্ষে' ; তার নীচে—

'গঠনতন্ত্রমূলক অধিবেশনের বিপক্ষে' ; এবং তারও নীচে—

'আপনার ভোট × চিহ্নিত করিয়া নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলিয়া দিন।'

সারাদিন ধরে নিগ্রো আর ইয়াংকীরা পথে ঘাটে বলছিল কি জন্য

প্রতিটি কালো মানুষেরই অধিবেশনের স্বপক্ষে ভোট দেওয়া উচিৎ। জিনিসটি বোঝা মোটেই শক্ত নয়; অধিবেশনের ফলে গড়ে উঠবে এক নতুন পৃথিবী; এই রকমই বলছিল সবাই। গিডিয়ন কাগজখানা দেখছিল, এমন সময় একজন রেজিস্ট্রার একঘেয়ে ক্লান্তস্বরে বলে উঠল:

'স্বপক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, ভোট কেন্দ্রে যাও, কাগজে একটা চিহ্ন দিয়ে তারপর ভাঁজ করবে।'

আর একজন রেজিস্ট্রার পড়ে গেল: 'জ—জ—জএর ঘরে—গিডিয়ন জ্যাকসন।' টেবিলের লোকেরা ভ্রূ কুঁচকে খাতার পাতা উল্টাতে লাগল। একজন বলল:

'এখানে সই কর, না পারলে টিপ দাও।'

কলমটা নিয়ে অতি কষ্টে বাঁকা বাঁকা ক'রে কোনমতে গিডিয়ন লিখল—"গিডিয়ন জ্যাকসন।"

ভয়ে কাঁপছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে নামটা লিখতে পারার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদও জানিয়েছিল। টিপ সই দিয়ে নিজেকে অন্তত হীন মনে করতে তো হ'লো না তাকে। ভোটকেন্দ্রে এসে বাক্সে ফেলবার আগে কাগজখানা আগাগোড়া পড়তে চেষ্টা করল সে। 'গঠনতন্ত্রমূলক অধিবেশন'—এসব হয়তো সংস্কৃত শব্দ হবে। এগুলো না থাকলে সে ঠিকই বলতে পারত, খানিকটা সে পড়তে পেরেছে। 'পক্ষে' যেখানে লেখা সেখানেই সে চিহ্ন দিয়েছে। এটুকু অন্ততঃ সে পড়ে বুঝতে পেরেছিল। তবু একটা বিষয়ে তার বড়ই লজ্জা হচ্ছে এখনও। পরে একদিন সুবিধামত সে চিন্তা ক'রে দেখবে। সে শ্রোতাদের বলল:

'আমরা তো গেলাম ছেলের মত, কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু জানি না। ভাই পিটার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুক, আমরা যা করেছি তা যেন ঠিক হয়।'

এদিক ওদিক থেকে কয়েকটি কোমলকণ্ঠে বলে উঠল :

'ঈশ্বরের করুণা অপার।'

গিডিয়ন বলতে থাকে : 'প্রথম একজন ইয়াংকী লোক আমাদের সঙ্গে কথা বলল। ভেড়ার পালের মত আমাদের সবাইকে এক এক দলে ভাগ ক'রে দিল। আর কমও তো নয়, বোধহয় পাঁচ-ছ'শো হবো আমরা সেখানে। দাঁড়িয়ে আছি সবাই—কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু বুঝি না। "তোমরা একজন প্রতিনিধি ঠিক কর"—সেই লোকটা বলল। তারপর সে অনেকগুলো কাগজ দিয়ে গেল আমাদের হাতে। প্রথমে বলল একটা নিগার, তারপর আর একটা নিগার, তারপর বলল একজন সাদা মানুষ। তখন ভাই পিটার দাঁড়িয়ে জোরে বলল : "গিডিয়নই হলো উপযুক্ত লোক!" '

এই পর্যন্তই। এর বেশী কিছু বলতে পারল না গিডিয়ন। এখন সবাই বুঝতে পারল কি ক'রে গিডিয়ন প্রতিনিধি হ'লো। সকলের মন তাই গর্বে ভরে গেল। এত গর্ব কোনকালে তাদের হয়নি। যতই ভুল বুঝুক তারা, গর্ব কারুরই কম হলো না। এরপর উঠল ভাই পিটার। সে বলল কি ক'রে এবার গিডিয়ন চার্লসটনএ যাবে এবং অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করবে। রসেলের কান্না পেয়ে গেল। গিডিয়ন নীচের দিকে চেয়ে পা দিয়ে দূর্বা ঘসছে। মার্কাস আর জেফএর বুক যেন আনন্দে ফুলে উঠেছে; আসছে সাতটা দিন তাদের আর পায় কে, শাসন করবার কেউ থাকবে না আর।

'ভগবানের নাম কর।' ভাই পিটার বলল।

সকলে উত্তর দিল : 'ঈশ্বর তোমার করুণা অপার।'

ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল তারা। প্রত্যেকেরই মনে জমে উঠল গল্প-বলার মত এক একটি সুন্দর কাহিনী।

আজ রাতে রসেল স্বামীকে কাছে পেয়েছে। খড়ের বিছানায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রী শোনে ছেলেমেয়েদের একটানা নিঃশ্বাসের শব্দ। আর শোনে ডোবার জলে দাদুরীর ডাক ; কানে আসে নিশাচর পাখীর কিচির-মিচির।

'আর কেঁদোনা।' গিডিয়ন বলে রসেলকে।

'ভয় করে—'

'ভয় করে কেন ?'

'তুমি দূরে যাও আর আমার মন কেমন করে।'

'এই তো আমি ফিরে এসেছি।'

'আবারও তো যাবে—সেই ক—ত—দূ—রে চার্লসটন—'

রসেল যেন অন্য এক পৃথিবীর কোন গল্পে-শোনা অদ্ভুত জায়গার কথা বলছে।

'আবার তো ফিরে আসবো,' মিষ্টিসুরে গিডিয়ন বলে : 'আচ্ছা, এমন আনন্দের সময় কি মেয়েদের কাঁদতে হয়, ছিঃ ! শোনো, কালো মানুষের ভাগ্যে এমন ভাল সময় আর কখনও আসেনি। সোনা আমার, এ হ'লো নাম-কীর্তনের সময়। এসো, আরও কাছে সরে এসো। আমাদের সুদিন আসছে এখন। আমার তো খুব ভয় হচ্ছে, তবে তোমার আর ছেলেমেয়েদের জন্যে কোন ভয় হয় না।'

'তবে কিসের ভয় ?'

নৈরাশ্যের সুরে গিডিয়ন বলে : 'আমি যে কালো নিগার, বোকা। আমি যে নিগার মানুষ। আমি জানি, ওখানে কত সব ব্যাপার—পড়তে জানি না, নাম ছাড়া কিছু লিখতেও জানি না, কি ক'রে—?'

'ভাই পিটার তো আর বোকা নয়।'

'কি রকম ?'

'সে-ই তো দাঁড়িয়ে বলেছে—এই হচ্ছে তোমাদের প্রতিনিধির যোগ্য ব্যক্তি। কেন তুমি ভাবো তোমায় ঠিক করেছে বোকা নিগাররা ?'

'জানি না।'

রসেল যেন খুশি হয়েই ধীরে ধীরে ফোঁপাচ্ছে। পরিপূর্ণ সুখের সময় উচ্ছল আনন্দের ঘটনায় রসেল্এর চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়। ছলছল চোখে স্বামীকে সে বলে : 'ওগো, ওগো, মনে আছে সে-কথা, সেই যখন ইয়াংকী পল্টনে গিয়েছিলে, সেই কতদূর—? বলনা, বলনা আমায়··· কান্নায় তখন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল—তুমিই তো বলেছিলে, এই তো পুরুষের কর্তব্য, কর্তব্য করতেই হয়। এওতো তেমনি, তফাৎ তো কিছু নেই—বলনা, বল !'

'কী রকম ?'

ঠোঁট দুটী স্বামীর কানের কাছে রেখে রসেল একটানা অস্পষ্ট গুনগুন করতে থাকে :

'নিগারের প্রিয়ারে নিগার
পারে না তো ভুলতে—ভুলতে
মাঠে তুলো তুলতে তুলতে
নিগারের প্রিয়ারে···'

এই পর্যন্তই। এরপর গড়িয়ে যায় অতীতের ভগ্ন স্মৃতি,—আর আশা আর আশংকা—গিডিয়ন ঘুমিয়ে পড়ে।

[দুই]

পরদিন সকালবেলা এক সঙ্গে সকলে খাবার খেতে বসেছে। রসেলএর মত বৌ, দু-দুটো জোয়ান ছেলে, জেনির মত সুন্দরী মেয়ে···খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। কথাটা গিডিয়ন গর্বভরে ভাবে। ছেলেরা বুনো বুনো আর বদরাগী। বয়সের সময় সে নিজেও তো একটুও কম ছিল না। পিঠের ওপর শ'খানেকেরও বেশী ক্ষত চিহ্ন এখনো রয়েছে। তা থেকেই তো বোঝা যায় কী সাংঘাতিক বদরাগী ছিল সে নিজে এক সময়।

গরম জনারের রুটি, তার ওপর ঢালা মাংসের জুসের মত গুড়। সবে আরম্ভ করেছে সবাই, খোলা দরজাটা দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রবেশ করলো বুড়ো পিটার: 'এই যে ভাই, ভাল তো সব? দিদি, তুমি ভাল? আর তোমরা, ক্ষুদে মনিরা?'

বেশী সাধাসাধি করতে হলো না, পিটার এসে বসে পড়ল ওদের সঙ্গে। ঘরময় গরম রুটির মিষ্টি গন্ধ, জিভের জল রাখা দায়। প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। বাচ্চাদের জন্য পকেটে এনেছে কয়েকটা কদমা। নিজের রান্নার প্রশংসা যে করে, রসেল চিরদিনই একটু বেশী খাতির করে তাকে; মানুষ যদিও ঈশ্বরেরই সন্তান, তবু অন্তরটা বেশীর ভাগেরই চালতের মত টক্।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বুড়ো পিটার জেফকে বললে: 'বাবা, ঘরের কাজকর্ম একটু দেখতে পারবে বাপের হয়ে?'

'তা পারবো।' জেফ উত্তর দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে পিটার আর গিডিয়ন কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল খামারের মধ্যে একটা নোংরা তক্তায় ঠেস দিয়ে।

খড়খড়ে রোদ্দুর পড়েছে জায়গাটায়, দূরের উপত্যকা থেকে বইছে সকাল বেলার ঝিরঝিরে হাওয়া। কুকুরটাও এসেছে পেছন পেছন, এসে বসে পড়েছে পাশে। প্রথমে কারুর মুখে কথা নেই। পাশ থেকে ঘাসের শীষ ছিঁড়ে দাঁত খুঁটতে আরম্ভ করেছে দু'জনেই।

'কবে যাবে ঠিক করলে, গিডিওন ?' পিটার প্রশ্ন করে।

'চার্লসটন্এ ?'

'হ্যাঁ।' মুহূর্ত কাটল, গিডয়ন নীরব। পিটার আবার বলে: 'ভয় করছ কিসের ?'

'কি ক'রে বুঝলে ভয় পেয়েছি ?'

'হুঁ-হুঁ। শোন ভাই! তুমি আর আমি, দু'জনকেই আমরা তো বহুকাল থেকে জানি। আসছে খৃষ্ট মাসে তুমি পা দেবে ছত্রিশ বছরে। ভাবছো, কি ক'রে জানলাম ?···ওঃ, সে কি তখন চিৎকার তোমার মায়ের, তার পেটে তুমি। শুয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছিল—ঠাকুর, আমারে নাও, আর যে পারি না সইতে। সে-বছর আমি চোদ্দয় পড়েছি। তোমার বাবা তখন বললে—পিটার, পিটার, ছুটে যা, খবর দে নায়েববাবুকে—সোফিয়া মরছে। দৌড়ে গেলাম। নায়েব তখন বুড়ো জীম ব্লেক। বললে, নিগার-বৌ প্রসবের সময় মরবে এমন কথা সে জন্মেও শোনেনি। ডাক্তার ডাকা হয়েছে ? কিন্তু ডাক্তার আর এল না। য়্যানা ঠাকুমা ছিল ধাত্রী। তিন—দি—ন ধরে চললো সময়ের সঙ্গে টানাটানি, তারপর তুমি হলে। কিন্তু মা তোমার চোখ বুজল। জীম ব্লেক তো বেতের চোটে আমার চামড়া খসিয়ে দিলে। ঈশ্বরের নামে, মহামহিম কারওয়েলএর নামে দোহাই দিলে—কিছুই আমি বলে বলিনি তাকে। তা হলে ? সেই জন্যই তো তোমার জন্মের কথা আমার নখদর্পনে। মনে আছে সে কথাও—সেই যখন আমরা ওদের বেগার খাটতাম ঝাঁ-ঝাঁ গরম তুলোর ক্ষেতে। কত বলাবলি করতাম আমরা, কি দাম

আছে নিগারের জীবনের ? পরিষ্কার মনে আছে সব। তোমরা যদি এখন বল যে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখের জীবন কাটাব তো তোমাদের মহাপাতক হবে—ভগবানের করুণা—আমি যে নিগার, আমি তো তা পারি না। ইয়াংকীদের সঙ্গে লড়াইয়ে যেতে চেয়েছিলে যখন তখন কার কাছে এসেছিলে পরামর্শ করতে ?'

'তোমার কাছেই—।' গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে।

'বলেছিলে, রসেলকে দেখো, বাচ্চা তিনটাকে দেখো—আমি তা দেখেছি।'

'হুঁ-হুঁ, তা দেখেছ বটে।'

'আর এখন, যেই বলেছি ভয় পেয়েছো, অমনি খচ্চরের মত খিঁচিয়ে উঠলে !'

'বলছো তো তুমি চার্লসটন্‌এ যেতে,' অস্পষ্ট অনিচ্ছা জানায় গিডিয়ন : 'নিগার আমি, পড়তে পারি না, লিখতে পারি না, নিজের নামটাও তো ভাল মত উচ্চারণ করতে পারি না—আর তুমি কিনা বলছ চার্লসটন অধিবেশনে যাও। কত মস্ত মস্ত সাদা বাড়ী, মস্ত বড় শহর, অগুন্তি শ্বেতাঙ্গরা হাবা নিগারগুলোকে নিয়ে তামাসা করে, আর তুমি বলছো শহরে যাও।'

সামনের ছড়ানো বালির ওপর একটা দাগ কাটতে কাটতে পিটার শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে: 'গিডিয়ন, কি ক'রে তবে প্রথমবার চার্লসটন্‌এ গিছলে ?'

'সে তো গিছলাম ইয়াংকীদের সাথে।' মনের পটে ভেসে ওঠে : 'নীল পোষাক, হাতে বন্দুক, দশ হাজার লোক ছিল পাশে, কেমন ভজনের গান গাইতে গাইতে—'

'তখন ভয় ছিল না। এখন একলা যাচ্ছো তাই ভয় হচ্ছে, কেমন ! নীল পোষাক নেই, হাতে বন্দুক নেই, নেই গান, শুধু একটা আহ্বান শোনা যাচ্ছে, ওরে কালো নিগার, তোরা যে মুক্ত !'

গিডিয়ন কোন উত্তর দেয় না। ধীরে ধীরে পিটার বলে: 'পুঁথিতে পড়েছি মুশোর কথা, তিনিও ছিলেন ভীতু। কিন্তু ভগবান তাঁকে আদেশ করলেন, পৃথিবীর লোকেদের পথ দেখাতে—।'

'আমি তো আর মুশো নই।'

'জনসাধারণের প্রয়োজন একজন নেতার, গিডিয়ন। ভোটের ওখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজে নিজে বুঝেছি—আইন বলছে: মুক্ত হয়েছে নিগাররা, আইন বলছে: ভোটে অংশ গ্রহন করো, আইন বলছে: দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছ নিগাররা—জীবনকে গড়ে তোল! নিগাররা পড়তে জানে না, লিখতে জানে না, চিন্তা করতে পর্যন্ত জানে না। মনে আছে, পড়া শিখতে গেলে ক্রীতদাসেরা বেত খেয়েছে। একটু চিন্তা করতে গেলে হয় বেত মারত, নয়তো বেচে দিত ভাঁটি অঞ্চলে। এখন এই নিগারদের বুড়ো কুকুরের মত ঠেলে ঘরের বার ক'রে দেওয়া হয়েছে নিজেদের খাবার খুঁজে নিতে। মনে মনে ভেবেছি, কে চালাবে এদের, কে দেখাবে পথ নেতার মত, যত জোরেই হাঁটুক, যত হম্বিতম্বিই করুক, দেখি তো সব ভয়ে কাঁপে। কে হবে এদের নেতা?'

'আমায় কেন বেছে নিলে, তুমি নিজে কেন হ'লে না?'

'বেছে নিয়েছে জনসাধারণ। এখন থেকে এই ভাবেই হবে।' পিটার বলল। তার শীর্ণ হাতখানা গিডিয়নএর হাঁটুর ওপর রেখে একটু ঝুঁকে সে বলল: 'শোন ভাই, তুমি বলছো, তুমি লিখতে পড়তে পার না। মায়ের পেট থেকেই কি লোকে পড়া শিখে আসে? শিখে নাও। পড়তে শেখো, লিখতে শেখো। আমি তো একটুখানি লিখতে জানি। বোধ হয় গোটা পনের কুড়ি শব্দ। আমি ওগুলো লিখছি, পড়তে সুরু কর দেখি, সুরু হোক এই ভাবেই—'

অসহায় হয়ে মাথা নাড়ল গিডিয়ন।

'আমরা যে কথা বলি তাই ধরো না কেন। কথা হলো গুছিয়ে

শব্দ সাজানো—শ্বেতাঙ্গরা তাকে বলে ব্যাকরণ। ঘাড়ে-মাথা একই লোক; একজন শব্দগুলো ঠিক বলতে পারে, আর আমার মত নিগার তা পারে না। তুমিই বা কি ক'রে পারবে বল দেখিনি?'

'ঈশ্বর জানে—' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'ঈশ্বর তো জানেই, আমিও জানি। শুনতে হবে। তোমাকে শুনতে হবে সাদা মানুষের কথা কওয়া। দিনের প্রতিমুহূর্তে শুনতে হবে, আর বুঝতে হবে। নিজে নিজে শিখতে হবে তোমাকে! তারপর এমন দিন আসবে যখন একখানা পুরো বই তুমি পড়তে পারবে। বইতে না আছে এমন জিনিস দুনিয়াতে নেই।—বেদবাক্যের মত এ কথা সত্য।'

'ফসলের ভাবনাতেই তো সারাটা দিন কেটে যায়, কখন তবে লোকে লেখাপড়া করবে, মগজে বুদ্ধি বাড়বে?' গিডিয়ন বলে।

'শুরু যখন করেছি একবার, শেষ ক'রে তবে ছাড়বো, পুল পার হতেই হবে। এর মধ্যে ঘরের কাজগুলো তো জেফই করতে পারবে! মার্কাসও তোমার চমৎকার ছেলে। সবতাতেই যিশুর আশীর্বাদ পেয়েছো তুমি। নয়া দুনিয়া জন্ম নিচ্ছে, গিডিয়ন, উজ্জ্বল নয়া দুনিয়া।' মৃদু হেসে পিটার ধ্বসে-পড়া ক্রীতদাসদের চালা বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে: 'জেগে ওঠ, কাজে লেগে যাও—' সুদীর্ঘ শীর্ণ হাত দু'খানা যুক্ত ক'রে মাথা নত ক'রে বলে: 'তুমিই ভরসা, ভগবান!'

'তোমার কি মনে হয়, অধিবেশনে কি হবে?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'গঠনতন্ত্র তৈরি হবে। গঠনতন্ত্র হলো বাইবেলের মতন। জংলী শূয়োরের মত এখানে ওখানে দৌড়োবে নিগাররা, পৃথিবী এমন ধারা থাকতেই পারে না। সাদা লোকেরা নিগারদের ঘেন্না করে—নিগাররা ভয় করে সাদা লোককে। এতো ভাল নয়।'

'কিন্তু কি ক'রে বুঝবো কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ আইন?'

'কি ক'রে বুঝতে পার একটা লোক ভাল আর একটা মন্দ? কি ক'রে বোঝ যে একটা মেয়ে সতী আর একটা অসতী?'

'সে আমি একরকম তুলনা ক'রে বুঝতে পারি।'

'বেশ, তুলনা ক'রে বুঝতে পার। পড়তে পার না, লিখতে পার না; কি ক'রে তবে তুলনা করতে পার? শোন, নিগারের জন্য কোন কালে কোন ইস্কুল নেই—গরীব সাদা লোকদের জন্যও নয়। এইখানেই তার শুরু। ইস্কুল করার জন্য আইন কর—সেটাই হবে খাঁটি আইন। এই তো আমাদের কারওএল এলাকা—প্রায় কুড়ি হাজার একর জমি হবে এখানে। কিন্তু মালিকানা স্বত্বটি কার? জমিদার কারওএলএর? সরকারের? না নিগারের, না সাদা লোকের? নিগার তো জমি চায় —তেমনি চায় সাদা লোকেরাও। প্রচুর জমি তো পড়ে আছে, সবাই পেতে পারে। কিন্তু ভাগাভাগি কি ভাবে হ'তে পারে?'

'তা কি ক'রে বলি বল?'

'আরে রোস, আস্তে আস্তে—'

'তবে তুমি কেন প্রতিনিধি হ'য়ে যাওনা, পিটার?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'কেন সবাই আমায় ভোট দেয় না? দেখ, একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো! বয়েস হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কোন দিনই তেমন চতুর হ'তে পারলাম না। আমায় দেখে তো নিজেকেই শুধুবে কোনদিন—ঐ ব্যাটা বুড়ো নিগার, ওকে আবার পছন্দ হবে কি ক'রে?

'না না, আমি এমন কথা কখনো বলবো না।'

'শতায়ু হও বাবা, তুমি হয়তো বলবে না। কিন্তু তুমি তো হ'লে সরল শিশুর মত। এই-ই তো সময়। ঠিক আছে, নিজেকে মজবুত ক'রে নাও,

কুয়ো থেকে যেমন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বালতিতে ভর্তি করা হয় তেমনি ক'রে বিদ্যায় আর বুদ্ধিতে নিজেকে ভরে নাও।'

গিডিয়ন মাথা নাড়ে। 'কি ক'রে বিশ্বাস করি, কি ক'রে—'

'দেখ, বিশ্বাস করো আর না-ই করো, কিছু এসে যাবে না। আসলে ব্যাপারগুলো যা ঘটে তা সবই একরকম। ঐ যে বললাম জল তোলা বালতি...'

'ধরো, তারা যদি আমাকে দেখে হাসে, টিট্‌কিরি দেয়?'

'সে তো দেবেই, বাবা। বিলের নিগার যখন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে — কোথায় আমার মনিব? — তখন আমরা হাসি কেন? আমরা তো তাকে বলি—ওরে ব্যাটা তুইতো এখন স্বাধীন, মনিব আবার কি? সে তো বোঝেইনা শিকারী কুকুরের চাইতে আবার বেশী স্বাধীনতা কি? হতভাগ্যদের দেখে আমরা হাসবো— এতো স্বাভাবিক। হাসি তোমায় সইতেই হবে, হতাশ হ'লে চলবে না। প্রথমে তোমায় তারা প্রতিনিধির মাইনে দেবে। বোধহয় তিনটাকা ক'রে রোজ, তাইতো বলেছিল সেই ইয়াংকী লোকটা। টাকা কটা দিয়ে তুমি কিনবে একখানা বই। হয়তো খুব ক্ষিদে পাবে উপোসী লোকের মত, কিন্তু বই তুমি কিনবেই, আর কিনবে একটা মোমবাতি, রাত্তিরে পড়বার জন্য। ব্যাস্, তারপর শব্দের মানে ঠিক করবে।'

গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। ভাই পিটার যত বেশী বলে গিডিয়ন তত বেশী আতংকিত হতে থাকে চার্লসটন অধিবেশনের সাফল্য সম্বন্ধে। আবার ইউনিয়ন পল্টনে যখন মার্চ ক'রে চলেছিল তখনকার মত আনন্দের শিহরণও বোধ করতে থাকে সর্ব অঙ্গে।

'সবচেয়ে আগে কি বই?'

'তা—, যাজক হ'লে তো বলতো বাইবেল। কিন্তু বাইবেল তো আর সোজা নয়। গোড়াটা আগে মজবুত ক'রে নাও। আগে নেবে শেখার

বই—বানান-এর বই, তারপর অঙ্কের বই। এসব শেখা হ'লে তখন নিজেই বুঝতে পারবে তারপর কোন বই দরকার।'

'হুঁ—হুঁ!' গিডিয়ন রাজী হোল।

'বই-এর মধ্যেই তো সব কিছু আছে, তাই না?' বৃদ্ধ পিটার বলল; বুঝল, এবার কিছুটা গোপন রেখে কৌতূহল সৃষ্টি ক'রে কথা বলাই উচিত।

'কি রকম?'

'কিছু একটা ঘটেছে—তবেই না এক একখানা বই লেখা হয়েছে।—তাই না? এই যে হলো—এই যে নিগাররা মুক্ত হলো এ রকম ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেনি। সেই যে পুরাকালে ঈজিপ্টের লোকদের চালিয়েছিলেন মুশো—সেই থেকে আজ পর্যন্ত এমন ব্যাপার কমতো ঘটেনি। তাঁর তো কোন বই ছিল না। মুশো তাকিয়ে থাকতেন ঈশ্বরের পানে। তিনি কি কি সৎ কাজ করতে বলে গেছেন?'

'সেসব কি ক'রে জানা যায় বলতো?'

'গিডিয়ন, তোমার হৃদয় ভালবাসায় ভর্তি কর। জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করো।'

'আমি যে বড় বদরাগী।' নিজেই স্বীকার করে গিডিয়ন।

'কে-ই বা নয়, ভাই? কলংকের মধ্যে, পাপের মধ্যে আমাদের জন্ম। বল দেখি গিডিয়ন জগতে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক কে?'

'জীবিত না মৃত?' চিন্তিত গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'যে কোন লোকের মধ্যে।'

'আমার তো মনে হয় এবে বুড়ো।'

'ঠিক বলেছ! আচ্ছা, কি ক'রে বুড়ো এবে অত জ্ঞান পেয়েছে? কি ক'রে সে ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়ে নিগারদের বোঝায়ঃ তোমরা এখন তা মুক্ত হয়েছ?'

'ভেবে সে ঠিক বুঝতে পারে।'

'তাই-ই। তার চেয়ে আরো বেশী সত্য—অন্তরটা তার দয়া আর ভালবাসায় ভরা। সেদিন পাইন বন থেকে ওরা সবাই বলছিল—বুড়ো এবে নাকি ছিল অবিকল তোমার মতন, একটুও আলাদা নয়। কিন্তু তার অন্তরটা ছিল মস্ত ঐ জমিদার বাড়ীটার মতন।'

'তা যা বলেছ, মস্তবড় অন্তর ছিল তার।' গিডিয়ন স্বীকার করে।

'আচ্ছা, একটা কথা বিচার কর দিকিন্ গিডিয়ন। দুটো লোক এল, সঙ্গে একজন সাক্ষী নিয়ে। একজনের ফিটফাট পোষাক, শহুরে লোক। সে বললে: দূর, বাতাসটা বইছে না। অন্য লোকটার ময়লা পোষাক, খেতে পায় না। সে বললে: বাতাসটা চমৎকার বইছে। তোমাকে এখন বিচার করতে হবে বাতাসটা বইছে কি বইছে না। কি ক'রে বিচার করবে?'

'হাত উঁচিয়ে দেখব, বইছে কিনা—'

'ঠিক। নয়তো আরো দশ বিশ জনকে শুধাবে। কিন্তু সাক্ষী যদি মানো—দেখো আবার, সুন্দর সাজগোজ আর মিহি স্বর বলেই যেন মেনোনা। হ্যাঁ, এবার গিডিয়ন, পিঠে পড়েছে চাবুক, মনটা হয়েছে শক্ত, এবার তোমায় ভাল ক'রে বুঝতে হবে সাদা আদ্মিদের। তার মানে দুঃখ কষ্ট সইতে হবে। মানুষের চামড়ার রং ময়লা হ'লে, কিছু তাতে যায় আসে না। এই আসল কথাটা যেন মনে থাকে। কালো সাদা —দুইয়ের মধ্যেই ভাল মানুষ মন্দ মানুষ আছে।'

'তা আমি বুঝেছি।' গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

'ঠিক আছে, এতেই হবে।' পিটার কি যেন একটু চিন্তা করল। 'করুণাময়ের করুণা। তিনি যেন অনুক্ষণ থাকেন তোমার সঙ্গে।'

'তোমার কথাই সত্য হোক।' গিডিয়ন বলে।

[তিন]

একটার পর একটা দিন চলে যাচ্ছে, আর কিছুই হচ্ছে না। গিডিয়ন যে অধিবেশনে নির্বাচিত হয়েছে, সে ঘটনাও গৌণ হয়ে এসেছে। আজকাল তিন চার দিন পরে হয়তো কখনো একবার ঘটনাটা তার মনে পড়ে মাত্র। সত্যিই তো, সে-ই যে প্রতিনিধি—এমন কী প্রমাণ আছে তার কাছে? ভোটের সময় প্রথম দিকে বৃদ্ধ পিটার-এর লম্বা বক্তৃতার পরে তো মনে হয়েছিল তাদের সকলেই গিডিয়নকেই সমর্থন করবে। পরেও অবশ্য কেউ বলেনি যে সে গিডিয়ন-এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। না, এমন কথা কেউই বলেনি। সুতরাং সে নিজে এবং ভাই পিটার এতেই স্বাভাবিক ভাবে বুঝে নিয়েছে যে গিডিয়নই নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু ভোট তো হয়েছে গোপনে কাগজে লিখে। তাদের তো বলা হয়েছিল যে ভোট গণনা শেষ হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং উপযুক্ত পরিচয় পত্রও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দুই সপ্তাহ তো পেরিয়ে গেল। আশা আশংকায় আন্দোলিত গিডিয়ন নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা, ভাল ক'রে যে গুনতে পারে কতদিন তার লাগতে পারে পাঁচ-ছশো পর্যন্ত গুনতে। এ সব ভাবনা-চিন্তা সে একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। পাগল—মাথা ঠিক থাকতে ইয়াংকীদের যেন আর কাজ নেই, বসে বসে মূর্খ একটা কালো নিগারকে ডাকতে যাবে প্রতিনিধি হতে। দূর!

সামনে আসছে শীত, নানান কাজ নিয়ে সে এখন সর্বদা ব্যস্ত। গরমকালটাই বেশ, সহজেই দিন কেটে যায়—মনটাও লাগে ভাল। কিন্তু শীত আসছে মনে পড়লে যেন খুরপি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দেয়।

সপ্তাহভর গিডিয়ন লোক লাগিয়ে কাঠ কাটাচ্ছে তরাই অঞ্চল থেকে। আগেকার দিনে দেশটাকে দেখাশোনা করার লোক যখন ছিল, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা দিক থেকেই কাটা হতো। কাটা হতো হাত দেড়েক গোড়া বাদ দিয়ে। বছরের পর বছর সেই গোড়াগুলো সেখানেই পড়ে থেকে নষ্ট হতো। বিষয়টা নিয়ে গিডিয়ন অনেকদিন ভেবেছে। এ বছর তাই সে মাটি খুঁড়ে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলার কথা তুললো।

'ডবল খাটুনি—কী দরকার ?' বলল অম্বরা।

'গোড়াটা গাছের সঙ্গে কাটা যত সোজা, শুধু গোড়াটা কাটতে গেলে তার ঢের বেশী পরিশ্রম।' গিডিয়ন বললে।

'দূর্, কার লেজ আটকেছে গোড়া তুলে নিতে যাবে ?'

'তা কি ক'রে জানবো ? জায়গাটা যে কার তাই-ই তো জানি না ! তবে তোমার আমারই হবে জায়গাটা—সেইদিনও আসছে।' গিডিয়ন বলে।

'খালি সেই কথাই তো ভাবি—কবে যে সেই দিনটা আসবে।'

হয়তো এই নিয়েই তারা অর্ধেকটা দিন ধরে কথা কাটাকাটি করতো। কিন্তু উৎসাহী গিডিয়ন প্রস্তাব করল : 'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, ভোট নেওয়া যাক।' বলল যখন তখন কিন্তু সে মোটেই নিশ্চিন্ত নয় যে কথাটা খাটবে কি না এখানে। বিশেষ ক'রে এই দিন-ঠিকা কাঠ কাটার কাজে এমন এক পরমাশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে কেউই ভাববে কিনা।

একবার যখন বিষয়টা মাথায় এসেছে তখন আর রোখে কে। এবং কথাটা বলার পরে সবাই যখন নীরব—মনে মনে গিডিয়ন তার হ্যাঁ-কি-না উপায়টা প্রয়োগ ক'রে দেখল। সেবারে যদিও সকলে অধিবেশনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিল কিন্তু সেখানের নিয়ম প্রণালী ছিল একেবারে নতুন এবং বৈপ্লবিক। শুধুই 'হ্যাঁ' অথবা 'না,' কিম্বা হ্যাঁ-না দুই-ই ভোট দিতে পারবে কি না, এই গোলমালটা বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি মেটাতে হলো

তাদের। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত উপায়টা প্রয়োগ করা হলো এবং বেশ খেটেও গেল। গিডিয়ন-এর গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলার প্রস্তাব যথেষ্ট ভোটাধিক্যে পশে হয়ে গেল।

আরও একবার, যখন মস্ত ষাঁড়ের মত বিরাটবপু ট্রুপার, আপত্তি করল যে তার যা প্রয়োজন তার চাইতে দ্বিগুন কাঠ-কাটার কাজ সে করে, অথচ ক্ষুদে ব্যাটা হ্যানিবল ওয়াশিংটন নিজের প্রয়োজনের কাঠের মোটে অর্ধেক কাটে না, গিডিয়ন ব্যাপারটা আবার ভোটে ফেলল। কেবল এবারই দেখা গেল নতুন এক পরিস্থিতি। কুঁড়ুল রেখে সকলে তাই আলোচনা করতে বসল পারস্পরিক সাহায্যের কথা। সেই আগেকার দিনে—যখন নায়েব ছিল—একসঙ্গে কাজ করা ছিল দস্তুর মত একটা অভ্যেস। কিন্তু এখন তারা স্বাধীন; সক্রিয়ভাবে তা বুঝতেও পারছে সবাই। অথচ এখনই কিনা উঠছে এই নিয়ে নানা কথা। কেন সকলে নিজের কাজ নিজে করবে না? মুক্তি বলতে যদি এই-ই না বোঝায়—তা হ'লে সে-মুক্তির মানে হয় কিছু?

এ এক নতুন প্রশ্ন করেছে পিটার ভাই! ভোট নেবার আগে পর্যন্ত প্রশ্নটার ভালমন্দ নানান্ দিক সে বুঝিয়ে দিলে। লম্বা মুখখানা রাগে লাল ক'রে হ্যানিবল ওয়াশিংটন ট্রুপারকে বললে: 'তুই তবে তোর নিজেরটা কাটগে। আমি বলছি, একসঙ্গে যে আমরা কাটছি তাতে কিছুতেই সবার সমান ভাগের বিরুদ্ধে যাবে না। আমায় কেন টিট্‌কিরি দিলি তবে, শালা হারামির বাচ্চা?'

তৎক্ষণাৎ কুঁড়ুল তুলল ট্রুপার। সকলে ধরাধরি ক'রে দুজনকে তফাৎ ক'রে ছাড়িয়ে দিল। পিটার ধমকে উঠলো: 'লজ্জা করে না এই তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে খুন-খারাবী করতে?' পুরো একঘণ্টা উত্তেজিত আলোচনার পরে সামান্য বেশী ভোটে প্রস্তাবটা জিতল। গিডিয়ন পিটারকে বললে:

'নাঃ, ঝামেলা যেন আর কিছুতেই ফুরোয় না বাপু!'

'মানুষের জীবনটাই তো তাই।'

'তা হবে, কিন্তু ওদের এই ঝগড়া আর চেঁচামেচিতে আমার ভাই মাথা ধরে গেছে।'

'দেখ গিডিয়ন, ওরা এক সঙ্গেও কাজ করতে পারে না, আলাদা হয়েও না। একেবারে ওরা শিশুর মত। দুটো বছর মোটে গেছে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে নিগাররা। কি ক'রে আশা কর—এরই মধ্যে ভাল হয়ে উঠবে তারা? সময়ের গতি যে বড় ধীর।'

কিন্তু সময় চলে, ঝঞ্ঝাটও বাড়ে। ভোট জিনিসটা প্রথম কিছুদিন ছিল উজ্জ্বল সূর্যোদয়েরই মত। তারপর দিনের যত দিন গড়িয়ে যায় অথচ ভোটের আর কোন কিছুই হয় না, জীবন যেন আগেরই মতন অনিচ্ছায় টেনে টেনে চলবার মত হয়ে ওঠে। গিডিয়ন লক্ষ্য করে জমিদার বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকেই ঘন ঘন উঁকি ঝুঁকি মারছে। কত সুন্দর সুন্দর জিনিস-পত্রে বোঝাই বাড়ীটা। সেই জিনিস-পত্র নিয়ে বড় বেশী কথাবার্তা চলছে আজ-কাল। কথাবার্তার মধ্যে গিডিয়ন-এর বিরুদ্ধতার আভাস পাওয়া যায়। তার কারণ হলো এই যে গেল বছর একদল দক্ষিণ ক্যারোলিনার যুদ্ধ ফেরৎ সৈন্য বাড়ী ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে জিনিস-পত্তর সব তছনছ ক'রে ভেঙ্গে যা খুশি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তখন গিডিয়ন-এর আদেশ মতই জিনিস-পত্তর আবার সব গুছিয়ে তেমনি রেখে দেওয়া হয়েছিল। লোকেরা তখন বলেছিল—'গুছিয়ে আবার রেখে দেবো কেন—কিসের জন্য?' গিডিয়ন বলেছিল—'ওর কোন জিনিসই আমাদের নয়। দেখছো না, আমাদের জামা কাপড় আর ঘর-বাড়ীর সঙ্গে ওসব মানায় না। আমাদের যা আছে সব দরকারী—ও সব হলো বাবুগিরির জন্যে।'

গিডিয়ন দেখল মার্কাস-এর হাতে একখানা চামচে রয়েছে।—ও-বাড়ী ছাড়া তো এ তল্লাটে আর কোথাও চামচে নেই।

কিন্তু কি করে? মার্কাস তা হ'লে ভেতরে ঢুকেছিল। বিরাট হলঘরওয়ালা বাড়ী, প্রায় একশো ঢুকবার বেরুবার দরজা। ভেতরে ঢোকা বেশী কষ্ট নয়। এ সমস্যা এই তার প্রথম, সুতরাং কি ক'রে ছেলেকে এখন শাসন করা যায় গিডিয়ন ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছিল না। খানিক ভাববার পর মনে হলো একটা ছেলেকে কি ক'রে শাসন করতে হয় তা সে জানে। কিন্তু নিজের অসীম অজ্ঞতা সম্বন্ধে যে ভীতি সঞ্চারিত হয় তার মনে! প্রতিরাত্রে আগুনের পাশে বসে পিটার-এর লেখা সেই শব্দ ক'টা সে পড়ে। পিঁপড়ে, মানুষ, মেয়ে-মানুষ, যুবতী, তুমি, নিগ্রো, চওড়া ইত্যাদি,—এযে অজস্র জিনিসের পাহাড়। দিশে হারিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল গিডিয়ন। সুতরাং চামচে হাতে মার্কাসকে দেখে দৃঢ়তার বদলে ছেলেকে সে এক দিশেহারা প্রশ্ন ক'রে বসল:

'কি ক'রে অতবড় বাড়ীতে ঢুকলি মার্কাস?'

'না-তো, আমি যাইনি তো?'

দিব্যি মিথ্যে বলে গেল মার্কাস। গিডিয়ন ভাবল—না, ছেলে তো অত সোজা নয়। সমস্যা যে অফুরন্ত হ'য়ে উঠছে।

'কোথায় পেলি চামচে—' ধমকে উঠল গিডিয়ন।

'কুড়িয়ে পেয়েছি—।'

'না, এমনি কুড়িয়ে পেতে পারিস না, ভাল চাসতো সত্যি বল।'

'পড়ে ছিল যে!'

'কোথায় পড়েছিল?'

অপ্রস্তুত অবস্থায় সে মার্কাসকে ধরে ফেলেছে, ঘটনাটি তাই এখন একটু একটু ক'রে বেরুচ্ছে। ভেতরে ঢুকেছিল ভাঁড়ারঘরের মধ্য দিয়ে—অন্য ছেলেরা অনেক জিনিস নিয়ে গিয়েছে—সিল্ক, রুপো—সব লুকিয়েছে। গিডিয়ন ছেলেকে বেত মারতে পারল না। তার হাত উঠল না। কোনদিন কোন ছেলেকে সে বেত মারেনি। তার মত

মানুষ বেত মারতে জানে না। বেত মারে সাদা মানুষেরা। বেত মারা ওদেরই ব্যবসা। বেতের এক একটা ঘা কি নিদারুণ, নিজের পিঠে সে অনুভব করেছে অসংখ্য বার। গিডিয়ন লোক ডেকে সভার মধ্যে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে শানিত বাক্যবাণে শাসন করল।

'কতকাল আর ঐ বাড়ীটা ওখানে থাকবে?' পিটার গিডিয়নকে জিজ্ঞেস করল।

'শেষ বিচারের দিন আসুক।' দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় গিডিয়ন।

রাত্রে বিছানায় রসেল কথাটা তুলল; চোখে তার জল।

'কি ক'রে ছেলেটাকে অমন ক'রে শাসাতে পারলে?' রসেল ফোঁপাচ্ছে।

'যা করা উচিৎ তাই করেছি।'

'সবার সামনে তাই বলে ঐ রকম করলে?'

'অন্যায় করেছিল যে ছেলেটা।'

'দেখছি ভোটের পর থেকে এমনি ধারা অন্যায়ই কেবল ঘটবে।'

'কী—?'

'তোমায় নিয়ে যাবে চার্লসটনএ আর নিগারদের জুটিয়ে দেবে শূয়োর কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করতে। ওরা খালি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করবে, কিছুই ওরা করতে পারবে না। কোন কিছু করতে পারবে না।'

গিডিয়ন ঘুমের ভান ক'রে চুপচাপ পড়ে রইল। কথা বন্ধ ক'রে তখনও রসেল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কাঁদছে।

শরীরের রক্ত গরম, যা খুশি তাই করতেও পারে—জেফ-এর বয়েস এখন পনেরো। জন্তুর মত শক্তিমান দেহ, ভয়ানক একগুঁয়ে। তার মনে হয়, তার বাবা তো বুড়ো হয়েছে,—পিটারও। পৃথিবীটা তারা গুটিয়ে এনে ওর ঘাড়ের চারধারে ফাঁসের মত যেন এঁটে রেখেছে। ওকে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। দরজা ভেঙে ও বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ক্ষুদ্র এই সম্প্রদায়টি আজো রয়ে গেছে বহু সহস্র বছর পূর্বেকার এক তমসার যুগে—যে যুগে শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হয়নি—যে যুগে সংবাদ-পত্র জন্মায়নি—যে যুগে সময়ের কোন পরিমাপ মানুষ শেখেনি—শেখেনি ঘড়ির নির্মাণ···অখণ্ড অবাধ সময় ব'য়ে যেত। মাথার ওপরে থাকত কমলালেবুর মত লাল ঝুলন্ত এক বিরাট সূর্য, আর ধীর পদক্ষেপে পার হ'ত একটার পর একটা ঋতু!—সব মিলে দিনরাত্রি ঋতুর এক অতি সহজ পরিক্রমা।

জেফ এখন পনেরো বছরের। প্রাক-যুদ্ধের সমস্ত স্মৃতি তার কাছে অস্পষ্ট। মুক্তি আর দাসত্ব—এই দুইয়ের তারতম্য নিয়ে ক্রমাগত এই যে এত ঝড় ঝঞ্ঝা, এর একটু ছাপও তার মনে পড়েনি। জন্ম তার বিশৃংখলার মধ্যে; সমস্ত কৈশোরও কেটেছে বিশৃংখলায়।

এখন সে একজন যুবক; কিন্তু তবুও যেন শিশু। তাকে ফেলে সবাই যেদিন দল বেঁধে ভোট দিতে চলে গিয়েছিল সেদিন সে কিছুতেই সইতে পারছিল না। তাদের চলার প্রতিটি পথ বাঁশীর মত বেজেছিল তার মনে। মনে হয়েছিল—ওরই এক পথ ধরে একদিন হয়তো সেও চলে যাবে, আর ফিরবে না। কোন কোন সময় গিডিয়নও অনুভব করেছে কি এক চাপা দুরন্ত আবেগ সুপ্ত আছে ছেলেটার মধ্যে। তাই সে ছেলেকে ছেড়ে দেয় জনহীন বিলের মধ্যে একলা শিকারে। শব্দহীন বুনো গান গাইতে গাইতে জেফ তীর ছুঁড়ে বেড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোথাও ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর পারে—চারিদিকের গাছ-পালা ঝোপ ঝাড় আলুথালু—এখানে হরিণের দল আসে জল খেতে—সেখানে সে শুয়ে থাকে প্রহরের পর প্রহর; নিশ্চিন্তে ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করে—কখন পুরুষ হরিণরা আসবে প্রকাণ্ড শিং নাচিয়ে, হয়তো হরিণ আসবে না, আসবে হিংস্র বন্য শূয়োর! সেই সব দীর্ঘ, শব্দহীন প্রহরে নিঃসীম স্বপ্নের সমুদ্রে ভেসে যায় তার মন।

স্বপ্নে ভেসে ওঠে তার না-দেখা নগর আর আষাঢ়ে-কাহিনীর শব্দে শব্দে গড়ে-ওঠা পরীর দেশ। স্বপ্নে ভাসে তার দেবতুল্য আব্রাহাম, ঈশ্বরের মত নিরাকার, কণ্ঠে উপাসনার সঙ্গীত। স্বপ্নে থাকে তার কখনো মর্মভেদী বাসনা—যার শেষ নেই, কোথায় কেন বোঝা যায় না, হৃদয় তার কেবলই প্রসারিত হ'য়ে যায়।

একদিন একটা বিলের মধ্যে দু'জন সাদা মানুষের সামনে পড়ে গিয়েছিল সে। কথাটা বাপকে সে কোনদিন বলেনি। লোক দু'টো ছিল পণ্টনী মানুষ, পরনে ছিটের পুরোনো ধূসর পোশাক। জেফকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়েছিল তারা। জেফ তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকিয়েছিল একটা গাছের আড়ালে, গাছটার সঙ্গে একেবারে মিশে দাঁড়িয়েছিল। দুটো বন্দুক থেকেই আগুন ছুটেছিল—গোটা বিলে জেগেছিল লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি। ওকে যদি ধরতে পারত তারা, তা হ'লে তাকে ওরা খুন করতো, একটা নিগারের মৃত্যু হতো—সহজ স্বাভাবিক মরণ···মুখ থুবড়ে জলের মধ্যে পড়ে থাকত দেহটা—তারপর দিনে দিনে মাটি আর শীর্ণ পাতার সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে যত···তারপর একেবারে বিস্মরণ। সারা পৃথিবীতে কোন কিছু যদি জেফ-এর কচি মনে চিহ্ন এঁকে থাকে তবে সে ছিল এই ঘটনাটা। যখন ঐ সাদা লোক দু'জন বিলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাদের যে কোন একজনকে সে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। উন্মুখ হৃদয়ে ঔৎসুক্যে সে চেয়ে চেয়ে দেখেছে তাদের। বারে বারে প্রশ্ন জেগেছে বিশ্লেষনের চেষ্টা করেছে—কেন তাদের ইচ্ছে হয়েছিল ওকে মেরে ফেলবার? এ ঘটনার কথা কোনদিন সে কাউকে বলেনি।

নায়েব চলে যাবার পর এই প্রথম কারওএল গ্রামে একখানা চিঠি এসে পৌঁছেছে। একটা স্মরণীয় ঘটনা ছিল ভোট, কিন্তু সে তো অনেক

দিন আগের কথা। চিঠি এসেছে কারওএলএ—এও আরেকটি স্মরনীয় ঘটনা। কিন্তু মাঝখানে এতদিনের তফাৎ ব'লে এই দুটো স্মরণীয়র মধ্যে কেউ কোন সম্পর্ক খুঁজে পায় না। দুপুরের শেষদিকে একটা টাঙ্গা এসে থামল কলাম্বিয়া ফটকের সামনে। গদাই লস্করীচালে টাঙ্গা থেকে নামলো পোস্টমাষ্টার ক্যাপ হলস্‌টেইন। নেমেই শুরু করলো মুক্ত নিগারদের প্রতি তার চিরাচরিত দুর্ব্যবহার। প্রথমে বিদ্রোহীদের অধীনে, তারপর ইয়াংকীদের; তারপর আবার বিদ্রোহীদের অধীনে এবং তারপর আবার ইয়াংকীদের অধীনে—এইভাবে সমস্ত যুদ্ধকালটা ধ'রে ক্যাপ হলস্‌টেইন তার পোস্টমাষ্টারের চাকরিটি বজায় রেখেছে।

হলস্‌টেইনকে রাজভক্ত বললে মহাভুল হবে। লোকটা দিন রাত্তির খালি চণ্ডু খায় আর অনর্গল থুথু ফেলে। সে হলো গঠনতন্ত্রের এক অতি জঘন্য শত্রু। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত লক্ষবার সে শ্রাদ্ধ করে গঠনতন্ত্রের। ভুলেও সে কোনদিন একবার জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান জানায়নি। কিন্তু কি করা যায়! এই ক্যাপই যে একমাত্র লোক যে সকলকে চেনে। লড়াইয়ের সেই তাণ্ডবের ধাক্কায় কে কে বেঁচে আছে আর কে কে আছে দেশে, আর কে কে চলে গেছে দূরে—চার্লসটন, কলাম্বিয়া, আটলাণ্টা কিম্বা উত্তরে, সেসব খবর একমাত্র এই লোকটাই জানে। এই হলস্‌টেইনই একমাত্র লোক যে এই হাজার হাজার মুক্ত লোকদের বেশীর ভাগকেই চেনে। সুতরাং পল্টনের কর্তাদের আর উপায় ছিল না। তাকেই রেখে দিতে হলো পোস্টমাষ্টারিতে। যদিও একথা তারা বিলক্ষণ জানতো যে প্রতিদিন গালাগাল দিয়ে তাদের চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করে এই লোকটা। ভগবানের নামে সে শপথ করতো যে নিজের দু'হাতে বেশী না হ'ক অন্ততঃ একটা সাধারণতন্ত্রীকে ভবলীলা পার করিয়ে তবে সে নিজে মরবে। হেন মানুষ আজ কারওএলএ এসে চিৎকার সুরু করেছে:

'হো—ই, আঁটকুড়ের পো—কালা নিগ রা—!'

এও সত্য যে পায়ে হাঁটা কোন জীবকে হলস্টেইন ভয় করে না। ডাক শুনে ছেলে মেয়ে বুড়ো বাচ্চা সব হুড়মুড় ক'রে এসে পোস্ট-মাষ্টারকে ঘিরে দাঁড়ালো। পোস্টমাষ্টার মাটিতে খানিকটা তামাকের থুথু ফেলে হাত দুটো ঝেড়ে পকেট থেকে টেনে একটা বাদামী লম্বা খাম বার করলে। আড় চোখে খামটা একবার দেখে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বললে :

'ওরে উল্লুকের বাচ্চা মিটমিটে চোরেরা! তোদের মধ্যে গিডিয়ন জ্যাকসনটা আবার কে?'

গিডিয়ন আপন মনে হাসছিল বেটে বুড়ো ক্যাপকে দেখে। ক্যাপএর মধ্যে কি যেন তার ভাল লাগে, কিন্তু কি যে তা, সে ঠিক বুঝতে পারে না। 'এমন মানুষও আছে যে পচে গলে মরার সময় না হ'লে ভগবানের নাম করে না।'—পিটার-এর এই উক্তিটা এই ক্যাপের সম্বন্ধে খাটে। গিডিয়ন এগিয়ে এল পোষ্টমাষ্টারের সামনে, আপাদমস্তক লক্ষ করল ক্যাপ; আগে থেকেই সে গিডিয়নকে চেনে, তবুও জিজ্ঞেস করে :

'গিডয়ন জ্যাক্‌সন?'

'হুঁ—।'

'সই কর্ এখানে।'

'হ্যাঁ, করছি।'

একটা পেন্সিলের টুক্‌রো বার করলে হলস্টেইন।

'লিখতে পারিস্? না পারলে একটা চিহ্ন দে এখানে।'

'আমি লিখতে পারি,' গিডিয়ন বলল। শুধু নামটাই সে কোন রকমে লিখতে পারে। কিন্তু একটু শ্বাস ছাড়বারও জায়গা দিচ্ছে না আশেপাশের লোকেরা—চারদিক থেকে সব ঠেসে ধরেছে। ক্যাপএর সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও যে গিডিয়ন একটু অক্ষরগুলো মনে ক'রে নেবে—ভীড়ের মধ্যে

সে সুযোগও পাওয়া গেল না। কিন্তু লিখে সে ফেলেছে,—যদিও এত লোকের সামনে কখনো সে কিছু লেখেনি। চাপাগলায় মৃদু প্রশংসা উঠল গিডিয়ন-এর—গিডিয়ন লিখতে পারে! বুড়ো ক্যাপ তারপর টাঙ্গায় উঠে খচ্চরকে চাবুক কষিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

বাদামী খামখানা আস্তে আস্তে উল্টে দেখল গিডিয়ন। বাঁ দিকে ওপরের কোণায় ছাপানো অক্ষর রয়েছে :

দশদিনের মধ্যে যদি বিলি না হয়,

নীচের ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাইবেন :

জেনারেল ই. আর. এস্ ক্যান্‌বি ;

যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাধিনায়ক, কলাম্বিয়া,

দক্ষিণ ক্যারোলিনা, দ্বিতীয় সামরিক জিলা।

মাঝখানের খানিকটা ছাড়া অবশিষ্ট প্রায় সবই গিডিয়ন পড়তে পেরেছে। ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাই পিটার বললে :

'জেনারেল ক্যানবি, হুঁ, লোকটা নতুন ইয়াংকী—সবে চাকুরি পেয়েছে এইসব খবরদারী করবার জন্য। আরতো—দক্ষিণ ক্যারোলিনা। আর—দ্বিতীয় সামরিক জিলা। আরে সেই—সেবারে ভোটে যাবার আগে তারা যা বলেছিল তাই। মোটকথা মানেটা দাঁড়াল এই। আর বাকি অক্ষরগুলোর যে কি মানে তা একমাত্র ভগবান জানেন।

বিপরীত কোণে লেখা :

সরকারী কাজ

অন্যথায় ব্যবহার করিলে ১০০'০০ ডলার জরিমানা।

বৃদ্ধ পিটার কিম্বা এই যে এতলোক গিডিয়নকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, এদের একজনেরও মগজে কুলোয় না এর মানে বোঝার। খামের মাঝখানে লেখা ঠিকানা :

গিডিয়ন জ্যাকসন সমীপেষু,

কারওএল কৃষিক্ষেত্র, কারওএল,

দক্ষিণ ক্যারোলিনা ; দ্বিতীয় সামরিক জিলা।

'গিডিয়ন জ্যাক্‌সন্!' নামটা পিটার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করল, কিন্তু আটকাল এসে 'সমীপেষু' শব্দটাতে। শব্দটা সে আগে কখনও শোনেওনি, মানেও জানে না। উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন গোটা কয়েক শব্দ পড়তে পারে। চেষ্টা একবার সেও করল, ম্যারিয়ন জেফারসনও চেষ্টার ক্রটি করল না। ইউনিয়ন পল্টনে থাকার সময় কয়েকটা ক'রে শব্দ তাদেরও শেখানো হয়েছিল। সকলের সকল প্রচেষ্টাই বিফল হলো। এবার তারা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল চিঠিখানার দিকে। শেষকালে গিডিয়ন বললে :

'আচ্ছা পিটার!—শব্দটার মানে কিছু বুঝলে?' পিটার মাথা নাড়ল—সে জানে না। হ্যানিবল ওয়াশিংটন বললে : 'বাবু কিম্বা শ্রীল কিম্বা ঐ রকম কিছু একটা হবে।'

'তা হলে ওটা গিডিয়নএর নামের আগে দেয়নি কেন?—পেছনে দিয়েছে কেন?'

আবার সকলে নির্বাক! নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল বৃদ্ধ পিটার : 'খামটা খুলে ফেলনা—।'

ধীরে ধীরে সাবধানে গিডিয়ন খামখানা খুলল। নানা রকমের কাগজে খামখানা ভরা। অন্যান্য কাগজের ওপর জড়ানো একখানা চিঠি গিডিয়ন-এর নামে। ঠিকানাটা লেখা ঠিক খামের ওপরের কায়দায়। লেখা :

'ইহা হইতে আপনি জ্ঞাত হইবেন যে ১৮৬৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে চার্লসটন শহরে অর্থাৎ দ্বিতীয় সামরিক বিভাগে যে রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রমূলক অধিবেশন হইবে তাহাতে দক্ষিণ ক্যারোলিনার অন্তর্গত—সিংকারটন জিলার কারওএল হইতে আপনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত

হইয়াছেন। এতৎসঙ্গে আপনার পরিচয়পত্র এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পাঠান হইল। চার্লস্টন শহরে মেজর জেমস্‌কে আপনার ভোটে নির্ব্বাচনের এবং অনুমোদনের সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; তিনি আপনার পরিচয়পত্র গ্রহন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিশ্বাস করে যে আপনি সম্মান পুরঃসর এবং বিচারজ্ঞান প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় মহাসভা এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং আশা করিতেছে যে আপনি সততার সহিত ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন মূলক কার্যে আপনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

সাঃ জেনারেল ক্যানবি,

যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাধিনায়ক, দ্বিতীয় সামরিক জিলা।'

এই হলো চিঠি। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, সামান্য একটি অংশের অর্থ কারুর মাথায় আসে না। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে শুধু মনে হয় —এই ভোটে নির্বাচনটাই একটা অকারণ ঝঞ্ঝাট হয়েছে, একটা শয়তানী ভেল্কি। তাদের এত সাধের এই নবার্জিত মুক্তি, এ যেন শুধু এই ভেল্কির জন্যই একটা পরিহাসে পরিণত হয়েছে, যেন একটা জ্বালাময় বিদ্রূপ। অজ্ঞতার অন্ধ তমসায় সব কিছু যেন আবৃত। তার গায়ের রংয়ের মত, রাত্রির মত কালো অন্ধকার। এ একটা তামাসা, স্বপ্নের মত তামাসা। মুক্ত হওয়ার পরেও প্রতিরাতে যে স্বপ্ন সে দেখেছে, যে স্বপ্নে সে অনুভব করেছে বেতের ঘায়ের দুঃসহ যাতনা, যে স্বপ্নে তার মনে পড়েছে দগ্ধ দুপুরে তুলোর ক্ষেতে ঘামঝরা পরিশ্রম.... স্বপ্ন—জলন্ত বাস্তব স্বপ্ন। এত বাস্তব যে বিছানা ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে দরজায় গিয়ে আপন চোখে তাকে দেখতে হয়েছে—ক্ষেতে তুলো বোনা হয়নি। এই মুহূর্তের জাগরণ যেন সেই স্বপ্নেরই সমতুল্য। থেকে থেকে গিডিয়নএর ইচ্ছে হয় ছুটে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার।

হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও বৃদ্ধ পিটার তারপরেও অনেক চেষ্টা করল, অর্থ উদ্ধার আর হয় না। দেখে শুনে শেষকালে সকলে নিরাশ হ'য়ে পড়ল। তারপর সূর্য গেল অস্তে। রাত্রে গিডিয়নএর ঘরে আগুনের আলোয় কাগজপত্র বিছিয়ে আবার তারা বসল।

হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলে: 'এগুলো যদি আমরা শহরে নিয়ে যাই তা হ'লে সাদা মানুষেরা মানে বুঝিয়ে দিতে পারে।'

হঠাৎ গিডিয়ন গর্জে ওঠে: 'না—না—!' অবাক হ'য়ে সকলে তাকায় গিডিয়নএর দিকে। মার্কাস ও জেফ বাপের এমন মেজাজ কখনো দেখেনি। তারা সকলে নিঃশব্দে বসে রইল। জেফ ঠিকই বুঝল—এ হলো গভীর কোন কিছুর ভূমিকা। সে দেখল তিন তিনজন জোয়ান পুরুষ—যে তিনজনের ওপর নির্ভর করে গোটা সম্প্রদায়টা, যে তিনজন মানুষ খাঁটি ঈশ্বর-বিশ্বাসী, যে তিনজন জানে ভাল ফসল ফলাবার মন্ত্র, গরু, বাছুর, আর শূয়োর মারবার সময়ও যে তিনজন হলো নেতা—সেই তিন তিনজন মানুষকে একেবারে বোবা, অকর্মণ্য, অপদার্থ ক'রে ফেলেছে একখণ্ড কাগজের লেখা। কাগজটার ক্ষমতা তো অসীম! জেফএর চিন্তাধারা এই রকমই, সব কিছু মনশ্চক্ষে ছবির মত দেখে নিতে চায় সে। উঁকি মেরে নিজে একবার দেখে নিল কাগজখানা। সত্যিই তো—স্তব্ধ-গভীর অর্থ দিয়ে সাজানো শব্দগুলো। পড়তে সে শিখবেই, এ তো সে কবেই সঙ্কল্প ক'রে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা আন্দাজ করতেই জীবনে সর্বপ্রথম আজ তার মনে হলো যেন সে তার বাপের চাইতে বড়।

আরো একটি জিনিস তার জীবনে আজ প্রথম মনে হলো—তার বাপের প্রতি অশ্রদ্ধা। কোনদিন যদি সে এমনি অজ্ঞ মূর্খ অবস্থায় তার বাপের মতই এক সমস্যায় পড়ে, তা হ'লে কিছুতেই সে এতখানি ব্যর্থতায় ও ক্রোধে অসহায় হ'য়ে পড়বে না। রসেল কিন্তু এর

সবকিছু অন্যভাবে অনুভব করেছে। সকলের কথা আর ভাবনায়, ব্যথা আর বেদনায় সপ্তমে-বাধা বীণার মত তার অন্তরটি হয়ে উঠেছে। সকলের চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়েছে সে। কাল রাত্রে দেবীর নামে মানৎ করা তামার পয়সাটা সে খরচ ক'রে ফেলেছে। মানৎ না করলে কি আর সংসারে সুদিন আসে? এখনও অবশ্য মূর্তিখানি সে সযত্নে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, কেউ যাতে দেখতে না পায়। গিডিয়ন জানতে পারলে আর উপায় থাকবে না, ক্ষেপে আগুন হ'য়ে উঠবে, বড় ঘেন্না তার এই সব জিনিসে। দিনক্ষণ, মঙ্গলা-মঙ্গল কিছুই সে মানে না, গোঁয়ারের মত যা খুশি ক'রে বসে। আবার পিটারও পছন্দ করে না, বলে অখৃষ্টিয় এ সব,—যত সব পৌত্তলিকতা—।

এতক্ষণে নানা ভুল ভ্রান্তি মিলিয়ে কম বেশী প্রায় গোটা চিঠিটাই সকলে মিলে পড়ে ফেলেছে। 'পুনর্গঠন', 'বিচারজ্ঞান প্রয়োগ পূর্ব্বক' এই রকম দু একটা শব্দের অর্থ তারা আন্দাজে কিছু একটা ধরে নিয়েছে। অন্যান্য শব্দের অর্থও তারা যা করল তা অশুদ্ধ। কিন্তু মোটের ওপর তারা যা সারমর্ম বুঝেছে সে হলো এই: গিডিয়নকে চার্লসটনএ যেতে হবে, এ কথা অবশ্য তারা আগেই জানতো। অধিবেশন সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে তাদের, সেটা চলতে পারে বহুদিন পর্যন্ত; হয়তো ওটা একটা চিরস্থায়ী জিনিস—হয়তো তা নয়। ওদের মনে হয়, গিডিয়নকে ওরা হারিয়েছে, গিডিয়ন আর ওদের নয়। খামের অন্য কাগজগুলোর ওপর ওরা একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সকলে, এগুলো গিডিয়ন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, শহরে নিয়ে এর অর্থ জানতে পারবে।

গিডিয়ন তারিখের কথা জিজ্ঞেস করল—। জীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে। 'এর মধ্যেই কি চোদ্দই জানুয়ারী এসে গেল?' পিটারের মনে পড়ল খামের ওপর ডাক-মোহরের কথা।

'এই, এইতো রয়েছে—এতে আছে জানুয়ারীর ২-রা।'

'ও বাবা! কত—দি—ন লাগবে চার্লসটনএ যেতে—' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে হ্যানিবল ওয়াশিংটন। তার মনের কোণে গিডিয়নের প্রতি একটু হিংসা জমে উঠেছে।

'এ ছেঁড়া পাৎলুন পরে যেতে পারবো না, যাই বলো।' গিডিয়ন বলল। ভুরু কুঁচকে নিজের ছেঁড়া ময়লা পাৎলুন, নীল রংয়ের জীর্ণ পল্টনী কোটটা এবং মিলিটারী বুটটা একবার সে দেখে নিল।

'ঠিকই, মানাবে না।' পিটার বলে: 'আমার একটা কালো আচ্‌কান আছে। দস্তানাও একজোড়া আছে—একটু ছেঁড়া, তা রসেল ঠিক সেরে দিতে পারবে। হয়তো একটু আঁট হবে তোমার, তবু পরে যেতে পারবে, গিডিয়ন।'

'ফারডিনাণ্ডের সুন্দর একটা পাৎলুন আছে!'

'টুপারএর সেই উঁচু-মাথা টুপিটা নিয়ে নাও, ওঠা তো ঘরেই পড়ে আছে। বড় সুন্দর—একটু থেঁৎলে গেছে বটে কিন্তু টুপিটা বেশ।'

'ওগো, শার্টটা আমি সেলাই ক'রে কেঁচে দেব'খন।' বললে রসেল।

হ্যানিবল ওয়াশিংটনও বলে ফেলে:

'আমার একটা ঘড়ি আছে। পল্টনের সেই ইয়াংকী লোকটা দিয়েছিল।' হ্যানিবলএর এটা হলো সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ। আশ্চর্য মমত্ব বোধ করে গিডিয়ন এই সব লোকদের জন্য—এত ভালবাসে এরা! 'ওটা নিয়ে যেও গিডিয়ন!' হ্যানিবল আবার বলে।

'দরকারও নেই, ব্যবহার তো জানি না ঘড়িটরির—কিন্তু জিনিসটা ভারি চমৎকার—'

'একখানা রুমাল! কিন্তু যে ক'রে হোক নেয়া দরকার।' পিটার ভেবেচিন্তে বলে: 'নিগার ঘাম পুছবে সে জন্তে নয়, বুক পকেটে রাখার জন্য একখানা দরকার—সাদা লোকেরা যেমন রাখে। লাল

টুকটুকে এক টুকরো কাপড় আমার আছে, দিব্যি কাপড়টা, রসেল তা দিয়ে একটি রুমাল বানিয়ে দিতে পাররে।'

এই ভাবেই শুরু হলো সুদীর্ঘ পথের শেষে বহুদূরের চার্লসটন শহরে গিডিয়ন জ্যাকসনএর যাত্রা। দুদিন পরে এক কাক-ডাকা ভোরে, পৃথিবী 'তখন সবেমাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বহু ক্রোশ পশ্চাতে রয়ে গেছে কারওএল—দীর্ঘ পা ফেলে ধূলিকীর্ণ মাটির পথে চলেছে গিডিয়ন জ্যাকসন। মাথার উঁচু টুপিটা ছেড়া···ভারি গলায় সে গাইছে অতীত পণ্টন-জীবনের কুচ্ কাওয়াজী গান :

মোর পদতলে
তৃণ নাহি ফলে
মুক্তির সড়কে,—
মোর পদ তলে
তৃণ নাহি ফলে
মুক্তির সড়কে।—
জন ব্রাউন,
হে দাদা ঠাকুর,
আমরা এসেছি,
মোরা এসেছি—
মুক্তির সড়কে···

অদ্ভুত উদ্ধত সঙ্গীত। এ রকম একটা গানের বিনিময়ে একটা জীবন যেন কিছুই নয়। গিডিয়ন কেমন একটা তীব্র অনুভূতি অনুভব করে। চার্লস্‌টনএ পৌঁছুতে তাকে আরো একশো মাইলেরও বেশী হাঁটতে হবে—মাটির পথে আরো একশো মাইল। হ্যাঁ, হাঁটতে সে পারেও। আর কি, সে তো বেরিয়ে পড়েছে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে। স্ফূর্তিতে

মন বিভোর। যেন কোন কিশোর বালকের মত সব মানা অমান্য ক'রে নদীতে মাছ ধরতে চলেছে সে। সংশয় আর দুর্ভাবনাগুলো তো আসবেই, ঠেকানো যাবে না। কিন্তু কি ক'রে তার মত এক পুরোনো ক্রীতদাস এই সুদীর্ঘ যাত্রা শেষের সফল সম্ভাবনায় উত্তেজিত না হ'য়ে থাকতে পারে ?

বিপদ-আপদের কথা ভেবে গাদা বন্দুকটা গিডিয়ন সঙ্গে নিয়ে যাবে কিনা, এই নিয়ে তার যাত্রার আগে কথা উঠেছিল। কিন্তু শেষে বিপদবালাই-এর আশংকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিটার-এর কথা সে মেনে নিয়েছিল, একটা বন্দুক হাতে অধিবেশনে যাওয়া ঠিক হ'বে না।

'শান্তি ও প্রেম বিরাজ করবে হৃদয়ে—দু'বাহুতেও থাকবে তাই।' পিটারের মন্তব্য তার মনে পড়ে।

যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পরিচয় পত্রতো তার বুক-পকেটে রয়েছে। কার দুঃসাহস তাকে চোখ রাঙাবার ? খামটার ওপরে লেখা রয়েছে 'সরকারী বিষয়।' কিন্তু তবুও মনটা তার আশা আশংকায় কেবলই দুলছে; একবার আশংকায় সঙ্কুচিত, পরমুহূর্তেই আশায় উদ্বিগ্ন। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গিডিয়ন। বগলে তার পুঁটুলি করা জনারের রুটি আর বাসি মাংস; মুখে তার সেই গান। পথের পাশের পাইন বন থেকে আসছে হিমেল হাওয়া। মনে তার ভাবনা—কি হবে অধিবেশনের ফলাফল। অদ্ভুত, যতবার সে ভাবে, তত বেশী স্পষ্ট সে দেখতে পায়—এক নতুন রাষ্ট্র—এক নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে অধিবেশনের মধ্য থেকে; এত নতুন—এত ভাল যে শুনলে মানুষ আত্মহারা হ'য়ে ওঠে, নেচে গর্বে ওঠে।

সামনের পাইন বনটা একটু পাতলা হয়ে এল। প্রায় দশ-একর জমির ক্ষেত···একখানা চালাঘর দাঁড়িয়ে। এবনার লেইটএর নিষ্কর জমিই হবে। অন্ততঃ এখনও তারা জায়গাটাকে নিষ্কর জমিই বলে।

এব্‌নার ছিল কারওএলদের অধীনে একজন পত্তনীদার, তার বাপও ছিল তাই। লোকটীর গায়ের রং ফরসা কিন্তু সে বড় রগচটা। দৃঢ়গঠন, দীর্ঘ শরীর তার। এব্‌নার লেইট শ্বেতাঙ্গ। তুনিয়ার কোন কিছুর সম্বন্ধে লোকটার পরিষ্কার ধারণা নেই। যুদ্ধের আগে—এব্‌নার-এর দিন-কাল বড়ই খারাপ ছিল। জমি-জায়গা থেকে তার খোরাক পোষাত না। ফসল যেবার ফলত—কারওএলরা এসে নিয়ে যেত। অজন্মা হলে কারওএলরা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিত এব্‌নারএর মাথায়। লড়াই বাধলো; এব্‌নার চলে গেল ডাড্‌লি কারওএলএর পণ্টনের সঙ্গে। সাড়ে তিন বছরে চার চারটি ক্ষতের চিহ্ন নিয়ে অসংখ্য লড়াইয়ের স্মৃতিতে মাথা যখন ভারাক্রান্ত তখন এব্‌নার হলো বন্দী। সেই থেকে লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত ইয়াংকী বন্দীশালায় কাটিয়েছে এব্‌নার। সে-চলে যাবার পর বহুকষ্টে তার স্ত্রী এবং চারটি সন্তান কোনরকমে প্রাণে বেঁচেছিল। কি করে, কি খেয়ে—এব্‌নার তা জানতো না, তার স্ত্রীও সে কথা আর মনে করতে চায় না। এখন বাড়ী ফিরে দু খন্দে ফসল তুলছে এব্‌নার। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না—তবে আগের চাইতে একটু ভাল। এতদিনে এব্‌নারএর কথা একটুও মনে নেই কারওএলদের। ক্ষেতে কিছু জনার হয়—ঘরে আছে গোটা কয়েক শূয়োর ও মুরগী। এই দিয়ে তাদের পাঁচটা পেটের খোরাক কোনমতে চলে যায়।

আজন্ম যে ঘৃণার রীতি সে দেখে এসেছে, প্রচলিত রীতি অনুসারেই কালো মানুষকে এব্‌নারও ঘৃণা করে। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। জমিদারদেরও এব্‌নার ঘৃণা করে। তবে সেটা যুক্তিযুক্ত আইন-সঙ্গত ঘৃণা। কিন্তু গিডিয়ন আর এব্‌নারএর মধ্যে আছে একটা সমীহ করা শত্রুতা। রাস্তা ধরে এব্‌নারএর বাড়ীর দিকে গিডিয়ন চলেছে। নিজের বেড়ার পাশে কোদালে ভর দিয়ে এব্‌নার দাঁড়ায়।

'সুপ্রভাত মিঃ লেইট ! আছেন কেমন?' গিডিয়ন হেঁকে জিজ্ঞেস করে।

'কি-রে, তোর নিগারের গলা যে গানে উপচে পড়ছে !'

গিডিয়ন নিঃশব্দে হাসল। 'পথে নামলেই আমার মুখে গান বেরোয়। সেই ইয়াংকী পল্টনের গান।'

'গোল্লায় যা।' এব্‌নারএর গলায় ঘৃণা পরিস্ফুট।

এই ভোরবেলা এব্‌নারএর রাগ ভাল লাগে না। লজ্জায় চোখ পিট্‌পিট্ ক'রে বেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এল এব্‌নারএর ছেলে দুটো—পিটার এবং জিমি। এব্‌নার বললে: 'তোকে যদি একবার আমি ইয়াংকীদের সঙ্গে দেখতে পেতাম তো ঐ কালো আচকানের ফুটোগুলোর চেয়ে ঢের বেশী ফুটো আমি ক'রে দিতাম তোর। বোঁচ্‌কা-বুচ্‌কি নিয়ে হনুমানের মত কোন্ মুল্লুকে যাচ্ছিসরে?'

'চার্লস্‌টনএর অধিবেশনে।'

'অধিবেশনে! পোড়া কপাল, ভেঙ্গে চুরে দিস্‌নি যেন!'

'ভোটে নির্বাচিত হয়েছি যে আমি।'

এব্‌নার শিস্ দিয়ে উঠল। 'সে কি রে? নিগার যাবে চার্লস্‌টনএর অধিবেশনে! একটা কথা মনে রাখিস্ গিডিয়ন, সেখানে কথা বলেছিস্ কি তোকে লিঞ্চ করে দেবে!'

'দেয় দিক্! কিন্তু এইতো আমার পকেটে সরকারী কাগজ রয়েছে। ভোটে আপনিও তো—?'

'ছিলাম তো, কিন্তু নিগারের পো'কে তো আমি ভোট দি-ই নি।'

এরপরও দু'জনে খানিক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ছেলে দুটোর একটির যেন কেমন দুঃসাহস হলো। সে এগিয়ে গেল গিডিয়নএর সামনে; গিডয়নএর ছাই-রঙা চুল আস্তে একটু নেড়ে দিল তার কচি হাত দিয়ে। গিডিয়ন বিদায় নিয়ে পথে নেমে পড়ল। পেছন থেকে বিস্ময়াবিষ্ট এবনায় বিরবির করে বলল:

'একেবারে চার্লসুটন? হায় ভগবান, তোমার রাজ্যে এ-ও হয়! নিগার যায় অধিবেশনে!'

খাড়া মাথার ওপর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত হেঁটে চলল গিডিয়ন। তারপর পথের একপাশে থেমে শুকনো ঝোপঝাড় কুড়িয়ে আগুন জ্বালাল সে। খানকয়েক রুটি আর কয়েক খণ্ড মাংস সেঁকে নিয়ে চিবিয়ে আধঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিল। আগের চেয়ে এখন গরম একটু বেড়েছে। কানে ভেসে আসে বনের পাখীর কাকলী। অল্প একটু দূরে কোথায় যেন একটা ঝর্ণা তির্‌তির্ ক'রে নামছে। তৃষ্ণা মিটানোর জন্য জলের অভাব হবে না গিডিয়নএর। গিডিয়ন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

তারপর এল সন্ধ্যা। মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা খুঁজল গিডিয়ন। প্রয়োজন হলে পাইনের তলায় আগুন জ্বালিয়ে নরম হলুদ পাতার বিছানায় শুয়ে পড়বে সে। জীবনের কত রাত্রিই তো কেটেছে আরও দুরবস্থায়। কিন্তু এখনতো মোটে সন্ধ্যা। এরই মধ্যে মানুষের একটা কথা কিম্বা একটু হাসিও তো শোনা যায়না কোথাও। এই সন্ধ্যেটা যেন কেমন চুপচাপ, থম্‌থমে। এরকম নীরব জনবিরল অবস্থা তার সহ্য হয়না। সমস্ত দিনের পথ-চলায় সে ক্লান্ত। অনেকদূর হেঁটে এসেছে —বোধহয় পঁচিশ ত্রিশ মাইল হবে। পথে একটা শহর পড়েছিল।—সেও তো কত মাইল পেছনে। একটা বিল সে পেরিয়ে এসেছে বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে, বিলের চারদিকে কেবল বন-শিউলীর জঙ্গল। সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সেখানে জোয়ারের জল আসে। আকাশে নেমেছে সন্ধ্যার কুজ্ঝটিকা, বাতাসে আছে শীতের মৃদু কন্‌কনানি।

হঠাৎ গিডিয়নএর নজরে পড়ল একখানা কুঁড়ে ঘর; ঘরের চিমনি থেকে নীল ফিতের মত ধোঁয়া উঠছে ওপরে; দরজায় গোড়ায় খেলছে তিনটি তামাটে রংএর ছেলে-মেয়ে। গিডিয়ন আশ্বস্ত হলো। মাঠ পেরুতেই বাড়ীর কর্তা বেরিয়ে এল সাক্ষাৎ করতে। পঁয়ষট্টি কি

সত্তর বছরের এক নিগ্রো। কিন্তু এখনো শক্ত, স্বাস্থ্যবান, মুখে তার মৃদু হাসি।

'এই যে, আসুন, নমস্কার।'

'নমস্কার।' গিডিয়ন প্রতি-নমস্কার জানায়। তার মনে হয়—ছেলে-মেয়েরা সব জায়গাতেই এক রকম, তেমনি লাজুক, তেমনি হা ক'রে তাকিয়ে থাকে, তেমনি খুশীতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে নতুন মানুষ দেখলে।

'তা—আপনার কি চাই ?' বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

'দেখুন, আমার নাম গিডিয়ন জ্যাক্‌সন। ঐ ওপরের ফটকের দিক থেকে আসছি—কারওএল-এর আবাদ থেকে, এই পথে চার্লস্‌টন যাবো। আমার বড় উপকার হয় যদি আজ রাত্রির মত আপনার ঐ ঘরের এককোণে একটুখানি জায়গা দেন। খাবারের দরকার হবে না। সঙ্গে আমার ব্যবস্থা আছে। সরকারী কাগজও আছে পকেটে।' বুড়ো মৃদু হাসছিল। গিডিয়ন থেমে একটা ঢোক গিলল। বুড়ো বলল :

'অতিথিকে আগুনের পাশে একটু স্থান আর কয়েকখানা রুটি—এ আমি সব সময় দিয়ে থাকি। ঐ চালায় থাকে গরু-বাছুর। বিছানা তো নেই—তবে একখানা কম্বল দিতে পারি আগুনের ধারে। এতে যদি আপনার অসুবিধে না হয় তো—আর দেখুন, পরিচয়-পত্র আমি চাই না কারুর কাছে। আমার নাম জেমস্ এল্যোনবি।'

'ওঃ, ধন্যবাদ আপনাকে।' গিডিয়ন বলল। বুড়োর মৃদু হাসি স্বস্তি দিয়েছে গিডিয়নকে। আপন কুঁড়ের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এল্যোনবি। কুঁড়েখানা এককালে হয়তো কোন এক জমিদারের খামার বাড়ী ছিল। এতে জানালা এবং খড়খড়ি আছে ; কোন ক্রীতদাসের চালায় এ জিনিস কোনকালে থাকে না। আগুনের পাশে লেপ্‌টে বসে একটি মেয়ে একটা গামলার মধ্যে কি যেন নাড়ছে। এল্যোনবি এবং গিডিয়ন ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। লম্বা গোলগাল

গঠন, বাদামী রং। মেয়েটি আশ্চর্য সুন্দর। তার উন্নত শির দেহের গঠনের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। মেয়েটির দীপ্তোজ্জ্বল ডাগর চোখ জোড়া গোধূলির এই অসচ্ছ আলোতেও গিডিয়ন ঠিক লক্ষ্য করল। কিন্তু মেয়েটির চোখের মণি দুটো যেন কেমন কেমন লাগছে। ঠিক যে রকম হওয়া উচিৎ যেন তেমন নয়। এল্যোনবি মেয়েটির হাত ধরে বলল :

'এই যে মা, আজ একজন অতিথি এসেছেন। ইনি আজ আমাদের এখানে থাকবেন, নাম গিডিয়ন জ্যাকসন। ইনি চার্লসটনে যাচ্ছেন, রাত্তিরটা আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে অনুরোধ করেছি আমি। ভারী ভাল লোক ইনি।'

বৃদ্ধের কথা বোঝাবার ধরন আর স্থির-দৃষ্টি মেয়েটির ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়া থেকে গিডিয়নএর মনে হয় মেয়েটি অন্ধ। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে গিডিয়ন। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, পারল না অন্ধ মেয়েটিকে তাকিয়ে দেখতে। আসবাবহীন পরিচ্ছন্ন ঘরের চারদিকে তার দৃষ্টি পড়ল, নজর পড়ল মেয়েটির সামনের গামলাটায়, তাকিয়ে দেখল শিশুদের। বোধ হয় মেয়েটি বুড়োর কন্যা। বাচ্চাদের মা হতে ও পারে না কিছুতেই—বয়স ওর অনেক কম। কিন্তু এখুনি গিডিয়ন তো জিজ্ঞেসও করতে পারে না! 'আপনি এয়েছেন, খুব ভালো, থাকুন এখানে!' এই বলে মেয়েটি আবার গিয়ে বসল আগুনের পাশে। হাতের কাছে পাইন ডালের একটা চেয়ারে গিডিয়ন বসে পড়ল। তার সামনে একটা টেবিল রেখে গেল এল্যোনবি, তার ওপর রাখল টিনের থালা-চামচ। বাইরে রাত নেমেছে। গিডিয়ন খানিক্ষণ মাখামাখি করল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওরা খুব আনন্দ দিল গিডিয়নকে। এক-জনকে সে কোলে তুলে নিল, অন্য দুটি তার হাঁটুর ওপর ঝুঁকে রইল।

'ওরা খুব গল্প ভালবাসে।' বুড়ো বলল।

গিডিয়ন সুরু করল: 'এক যে ছিল খরগোস—সে থাকতো জঙ্গলে একটা ছোট্ট ঝোঁপের মধ্যে···তার ছিল না কোন কুঁড়ে, আকাশ ছিল তার ঘরের ছাদ, কোন কুঁড়ের দরকার ছিল না খরগোস ভাইয়ের···'

গল্প শেষ ক'রে ভোটের কথা আর প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা যখন গিডিয়ন শেষ করল তখন নিশীথ রাত্রি। আগুনটাও প্রায় নিবু-নিবু। মই বেয়ে মাচার ওপরে উঠে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছে মেয়েটি—এল্যোন জোনস। একটি বাচ্চাও শুয়েছে ওর সঙ্গে। অন্য ছেলে দুটি, হাম আর জ্যাপেট, একটা মাদুর ভাগাভাগি ক'রে ঘুমে অচেতন। নিবু নিবু আগুনের ধারে জেগে আছে বৃদ্ধ এল্যোনবি, পাশে গিডিয়ন বসে।

'তা হ'লে তুমি যাচ্ছ চার্লসটন্‌এ! এঃ, আজকাল ভোর হতে এত দেরি হয়—' বুড়ো বলে: 'না না, ভগবান না করুন—একটুও হিংসা আমার হয় না, একটুও না।···জোয়ান মরদ তুমি, শক্তিমান—আশা আছে, ভরসা আছে—এতো তোমাদেরই কাজ। তোমার মত লোকের পক্ষে—'

'আমাদের সবার পক্ষেই—' গিডিয়ন বলে।

'তাই কি?—হয়তো বা।···আচ্ছা, বলত আমার বয়স কত, গিডিয়ন?'

'এই পঁয়ষট্টি হবে—।'

'সাতাত্তর, বুঝলে! ১৮১২ সালের লড়াইতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছি আমি। তখন তো আমাদের লড়াই করবার অধিকার ছিল—লড়েছি দেশের স্বাধীনতার জন্য। একটু তিক্ততা ফুটে উঠছে কি আমার কথায়?—না, তা ঠিক নয়। তখন তারা ভাবতো যে দাসত্বের শেষ আপনা থেকেই হবে। তুলো যখন থেকে কাঁচা পয়সা আনতে শুরু করলো, এ তারও আগেকার কথা। প্রায় সবখানেই দাসরা তখন ছিল

একটা বোঝার মত। আমাকে তারা এমন কি লেখাপড়া শেখালে, মাষ্টার ক'রে তুললে। তখনো তারা বোঝেনি যে শিক্ষা হলো একটা ব্যাধি ; বোঝেনি তারা যে মানুষকে যদি লেখাপড়া শেখানো হয়, তবে আর তাকে দিয়ে কেনা গোলামীর কাজ করানো যায় না ; বোঝেনি যে তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র ব্যাধির মত সে অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়।'

'একটুখানি লেখাপড়া শেখার জন্যে মনটা আমারও খা-খা করে।' গিডিয়ন বলে ফেলে।

'শিক্ষা আর স্বাধীনতা, গিডিয়ন, এই দুটি জিনিস একই সঙ্গে আসে—সেকথা তো আমি জানি ! সেই বৃটিশযুদ্ধ যখন থামলো---মালিক দেখল যে আমি অন্য দাসদেরও লেখাপড়া শেখাচ্ছি। এসে জিজ্ঞেস করলে আমাকে, কি ক'রে জানলাম আমি ? বললাম, কেনই বা জানবো না ? বাস, অমনি আমাকে দিলে বিক্রি ক'রে ! বুঝলে গিডিয়ন, এ হলো একটা বিশেষ ধরন। যেখানেই গেছি—সেই একই ক্ষুধা একটুখানি পড়তে পাবার জন্য—বাইবেলের একটি পঙ্‌ক্তি পড়ার জন্য—প্রিয়জনের কাছে একখানা চিঠি লেখার জন্যে, বিদেশের আপন জনকে দুটি লাইন লেখার জন্য...সেই একই আকাঙ্ক্ষা সর্বত্র। সুতরাং মালিক আমায় শাসালে, বেত মারলে, তারপর অন্যত্র বিক্রি ক'রে দিলে। ব্যাধি কি আর এই ক'রে সারানো যায় ? তারপর আমি পড়েছি ভলটেয়ার, পেইন, জেফারসন, আর পড়েছি সেক্সপিয়র। ...তুমি তাঁর নাম শোনোনি, গিডিয়ন, তাঁর অমৃতঝরা কণ্ঠ তো শোনোনি এখনো ! কিন্তু পড়বে, তুমিও পড়বে,—আমিই কি চুপ ক'রে থাকতে পেরেছিলাম ?'

বোবার মত মাথা নাড়ল গিডিয়ন।

'গিডিয়ন, তিন তিনটি স্ত্রী ছিল আমার ; তিনজনকেই আমি হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলাম। প্রতিবারই আমাকে তাদের কাছ থেকে আলাদা ক'রে অন্য কোথাও বিক্রি ক'রে দিয়েছে মালিক। সন্তানও ছিল আমার

—জানিনা আজ তারা কেউ বেঁচে আছে কিনা। চারবার আমি মালিকের খোঁয়ার থেকে পালিয়েছিলাম। প্রত্যেকবার খুঁজে বার করেছে আমায়—তারপর মেরেছে শপাং শপাং চাবুক। কিন্তু একেবারে প্রাণে মারেনি, কেননা আমি ছিলাম তাদের সম্পদ। একটা গরু মরে গেলেও তার চামড়ার দাম আছে, কিন্তু আমরা মরে গেলে আমাদের চামড়ার কোন দাম নেই। এসব অতীত দিনের কথা, বড় একটা বলিনা গিডিয়ন। তোমাকে এসব বলছি—কেননা, তোমার আজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন আমাদের অতীতকে মনে রাখা—মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের লোকেরা কি ভীষণ নির্যাতন সহ্য করেছে। তোমার মধ্যে আমি দেখছি বিনয়, শক্তি আর তেজ। তুমি হবে আমাদের জাতির মহান নেতা। কিন্তু তুমি যদি ভুলে যাও কখনো আমাদের অতীতকে তবে জেনো তোমার সে-ক্ষমাহীন অপরাধের তুলনা হ'বে না। একটু আগেই না তুমি আশ্চর্য হচ্ছিলে এই অন্ধ মেয়ে আর শিশু তিনটিকে দেখে! হ্যাঁ, বলছি সব।'

'আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, আমি কোন জোর করছি না—'

'গিডিয়ন, বলতে আমি চাই—চাই বলেই বলছি। শিশু তিনটি অনাথ। আমাদের হতভাগ্য দক্ষিণদেশ এমনি অনাথে ভরা। কোন দিন এরা মা বাপকে চেনেনি,—ভাঙ্গা হাটের অসহায় গরু ছাগলেরই মত এদের অবস্থা। আমি তখন আলবামাতে ক্রীতদাস···লড়াই বাঁধলো। তারপর যখন মুক্তি এল, পূর্ব আর উত্তর দেশে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছি আমি, কিন্তু ইয়াংকী দেশে পা দিই নি। এই দক্ষিণদেশ আমার বড় প্রিয়। কিন্তু একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের দেশকে কোনদিন কেন জানি আমি ভালবাসতে পারলাম না। ওটা আমার কাছে অসহ্য! ভেবেছিলাম ক্যারোলিনা কিম্বা ভার্জিনিয়ায় একটা শিক্ষকের কাজ জুটে যাবে। তাই গেলাম, পথে কুড়িয়ে পেলাম এই শিশুদের। ভাবছো, কি ক'রে ব্যাপারটা ঘটলো? ঘটেছিল। হয়তো তোমার ভাগ্যেও ঘটতো, গিডিয়ন।

মেয়েটিকেও আমি এমনিভাবেই কুড়িয়ে পেয়েছি। ষোল বছর ওর বয়স এখন। ওর বাপ ছিলেন এট্‌লাণ্টার মুক্ত নিগ্রো—একজন ডাক্তার। সে আর এক কাহিনী ; ডাক্তার এখন পরলোকে ; স্বর্গে শান্তিতে থাকুন তিনি।···তখন সেরম্যান চলে গেছে···এখানে সেখানে নানারকম অঘটন ঘটতে শুরু করেছে!···না, না, কাউকে দোষ দিচ্ছি না আমি এর জন্য। অঘটন ঘটালো জনকয়েক বিদ্রোহী-পল্টন—ভালো মন্দ দু'রকম লোকই তো পল্টনে আছে। তা সেই বিদ্রোহী-পল্টনরা মেয়েটার সামনেই ওর বাপকে খুন ক'রে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ উপরে ফেলল। অথচ এই ইয়াংকীদের দিনেরাত্রে কত সাহায্যই না করেছেন ডাক্তার। তোমাকে এসব বলছি ঘৃণা উদ্রেক করবার জন্য নয়, গিডিয়ন, তোমার বুঝবার জন্য, জানবার জন্য। চার্লসটনএ যাও, গঠনতন্ত্র তৈরি কর—নতুন রাষ্ট্র, নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন গড়ে তোল ; তা হ'লে বুঝবে কি ক'রে সহজ সরল মানুষও জঘন্য কাজ করতে পারে, কারণ, তারা যে অপর কোন ভাল কিছু জানেনি, শেখেনি। ডাক্তারকে শেষ করবার পর পল্টনরা আক্রমণ করল মেয়েটিকে। মেয়েটা অন্ধ হয়ে গেল। যে চরম আঘাত সে পেল তার ব্যাথাতেই সে অন্ধ হলো, না, আগে থাকতে অসুখ ছিল চোখে, ঠিক জানি না আমি। তবে আমি যখন পেলাম ওকে তখন ও অজ্ঞান —অতীতের সব কিছু ভুলে গেছে, এমনকি নিজে যে কে—তাও মনে করতে পারছে না। নির্জীব হয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বুনো জন্তুর মত। কিন্তু যে কারণেই হোক আমাকে ও বিশ্বাস করলে। আমিও আমার এই ক্ষুদ্র দলে এল্যোনকে তুলে নিলাম!' একটু থামল এল্যোনবি। গিডিয়ন নিস্পন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অঙ্গারের দিকে। বারে বারে হাত দুটো তার মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আবার খুলে যাচ্ছে।

'গিডিয়ন!' বৃদ্ধের স্বর মৃদু, কোমল।

'বলুন!'

'দেখ, যে মুহূর্তে ঐ সরকারী পরিচয়পত্রটি পকেটে নিয়েছ, তুমি আর মানুষ রইলে না, তুমি হলে গোলাম। জানো গিডিয়ন, মানুষ তার ঘৃণাকে প্রশ্রয় দিতে পারে, সে খুন করতে পারে, ধ্বংস করতে চাইতে পারে, যেমন এই মুহূর্তে মনে মনে তুমি চাইছ। কিন্তু গোলাম তা পারে না; তাকে মনিবের হুকুমই তামিল করতে হয়। গিডিয়ন, তোমার জাতের জনসাধারণই তোমার মনিব। আমার কথা শুনছ, গিডিয়ন; বাকিটুকু তা হ'লে বলি—।'

'হ্যাঁ, সবই শুনছি আমি।' ধীরে গিডিয়ন বললে।

'এই যে চালাটা—এটাও আমি এমনি পেয়েছি। ভগবান জানেন, কোথায় এর মালিক; মনে হয়, যুদ্ধে মারা গেছে। আমাদের এই দক্ষিণদেশে এমনি প'ড়ো হাজারো চালাঘর পড়ে আছে। দুবছর এখানে আছি। কিছু ফসল তুলি, তাতে আমাদের মোটামুটি একরকম চলে যায়। গোটা কয়েক মুরগী রেখেছি আর শূয়োরও আছে কয়েকটা। এখানে যদ্দিন আছি কেউ আর আমাদের মারধোর করে নি। এল্যেন এখন প্রায় সেরে উঠেছে—কিন্তু ওর চোখ আর সারল না, অন্ধই রইল মেয়েটা। চারটে শিশুকে লেখাপড়া শেখাতে পারছি, এ রকম জীবন আমার মন্দ লাগে না। গাঁয়ে কখনো বদ্‌লা খাটি। জুতো তৈরি করতে জানি, ঝালাইয়ের কাজও পারি, চিঠি লিখে দিতে পারি—মোটামুটি ভাল মিস্ত্রী আমি। সব বিদ্যেতেই কিছু কিছু আয় হয় আমার। তাতে ক'রে জামা কাপড় আর কয়েকখানা ক'রে বই কেনার দাম বেশ উঠে আসে—'

এখানেই এল্যেনবি চুপ করে। অনেকক্ষণ যায়, গিডিয়নও নীরব। তারপর গিডিয়ন ধীরকণ্ঠে বলে: 'কিন্তু যখন মরে যাবেন?'

'ভেবেছি সে-কথাও গিডিয়ন। ভয় ভাবনা তো ঐখানেই।'

'ধরুন যদি অসুখ হয়—রোগ? অথবা ধরুন যদি নগরপাল এসে বলে, বেরো এ বাড়ী থেকে?'

'সে-কথাও ভেবেছি, গিডিয়ন।'

'আচ্ছা, তাহ'লে একটা কথা শুনুন।' গিডিয়ন-এর স্বরে উত্তেজনার আভাস। 'আপনার মত মানুষ, বুঝ্দার মানুষ, সাতাত্তর বছর বয়েস হয়েছে—বুড়ো হয়েছেন আপনি। সাতাত্তর তো আর কিছু কম কথা নয়! শুকনো সুপুরির মত পাকা পোক্ত ঝানু হয়েছেন আপনি। কালও তো চোখ বুঁজতে পারেন, বলাতো যায় না কি আছে ভগবানের মনে। আবার হয়তো দশ পনোরো বছরও বাঁচতে পারেন।'

'বুঝলাম, কিন্তু কি বলতে চাইছ গিডিয়ন?'

'একটা কথা মনে পড়ছে। এই যে আমি কালোমানুষ, মুক্ত হয়েছি —জুতোর তলা খুইয়ে চার্লস্টনএ চলেছি। অধিবেশনের প্রতিনিধি হয়েছি —ময়ূরের মত তো আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু দেখুন, লেখাপড়া জানিনা, মুখ্যু হয়ে অন্ধ হয়ে আছি। এই তো আমাদের দক্ষিণ দেশ—কম ক'রেও চল্লিশ লাখ কালোমানুষ তো হবো আমরা, কিন্তু দেখুন, অল্প একটু লেখাপড়ার জন্য দিন রাত্তির প্যান প্যান করছে সবাই। মুক্তি হয়েছে—একি একটুখানি?—প্রকাণ্ড বড় জিনিস, মিষ্টি গানের মত সুন্দর। কিন্তু মুখ্যু মানুষের কাছে কি দাম আছে এই মুক্তির? আপনি তো তিনটে বাচ্চাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, খুব ভাল কথা। পাহাড়ের ওদিকে কারওএলএ আমাদের লোকেরা থাকে,—ঠিক আপনার মতই অবস্থা। দক্ষিণের আগাগোড়া সব নিগার ঠিক আপনার মত ভাবে। জানেনা, জমি তালুক নিজের, না, খালি চালাটাই নিজের। কি ক'রে জানবে? কারওএলএর কেউ কি আর লেখাপড়া জানে?'

একটু থামল গিডিয়ন। তারপর ঢোক গিলে লম্বা তর্জনী তুলে বলতে থাকে:

'ঐ যে, ঐখানে সোজা চলে যান—ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে যান সঙ্গে। বলবেন - গিডিয়ন, সে-ই পাঠিয়েছে আপনাকে। গিয়ে কথা কইবেন তাই

পিটারএর সঙ্গে। ভাই পিটার গুরু মানুষ। বলবেন, আপনি লেখাপড়া শেখাবেন, জ্ঞান দেবেন। লোক ভালো, আপনার দেখাশোনা সব ভালো মতো করবে তারা—'

এল্যোনবি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। 'কথাটা আমিও একবার ভেবেছিলাম, গিডিয়ন। কিন্তু বড় বেশী বুড়ো হয়ে গেছি, ভয় হয়— এখানেই শান্তিতে আছি। মুক্ত লোকদের একটা সাহায্য সমিতি আছে, সেখান থেকেই তো এসবের বন্দোবস্ত ক'রে দেয়—'

'সেখানে? হয়েছে—! ঐ ওদের ভরসায় বসে থাকলে এ জন্মে আর কিছু হবে না। ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি? সোজা এই পথ ধরে চলে যান—যাকে বলবেন, দেখিয়ে দেবে কারওএল গ্রাম। আপনি কি চান যে একদিন সকালে উঠে বাচ্চারা দেখবে আপনি মরে পড়ে আছেন! একটি প্রাণী নেই যে টেনে বার করে, একটি প্রাণী নেই যে দাড়ি কামিয়ে নতুন কাপড় পরায়, একটি প্রাণী নেই যে পাইনের কফিন তৈরি করে! কে—কে করবে এত সব?—ঐ বেচারা অন্ধ মেয়েটা?'

এত সত্ত্বেও বৃদ্ধ নীরব। গিডিয়নও কিছুতে ক্ষান্ত হবার নয়। নির্মমভাবে নিয়ে পড়ল এল্যোনবিকে। শেষকালে, আগুনট যখন প্রায় নিভে এসেছে, বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ, সে যাবে। অস্পষ্ট আলোয় কুঁজো হ'য়ে বসেছে বৃদ্ধ, মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনে। মনে হয় যেন অন্ধকারে একাকীত্বই সে খুঁজছে। তেমনি ভাবে বসেই সে প্রশ্ন করল:

'গিডিয়ন, এই মুক্তিকে কখনো তোমার স্বপ্ন বলে মনে হয় কি?'

'উঁহুঁ, স্বপ্ন হতে পারে না। নিজে আমি কুচকাওয়াজ করেছি; নিজের হাতে রাইফেল ছুঁড়েছি ইয়াংকীর সঙ্গে সঙ্গে—নিজের হাতেই তো এনেছি মুক্তি। উঁহুঁ, স্বপ্ন হ'তে পারে না।'

পরদিন অনেক ঘটনাই ঘটল। ঘটনার বাহুল্যে আবার আগের মত গিডিয়নএর মনে হ'ল—অল্প সময়ের মধ্যে উন্মুক্ত পথে যত সব ব্যাপার

ঘটে, গ্রাম্য খামারের মন্থর আবেষ্টনে এক মাসেও তা ঘটে না। একটি ছেলেকে তার চলতে-নারাজ খচ্চরটাকে চালিয়ে সে সাহায্য করেছে গাড়ী চালাতে। দু'মাইল রাস্তা সে-ই গাড়ী চেপেই সে এসেছে। এক ঝুরি ডিম কাঁখে ক'রে পল্লীর দিকে বেঁচতে যাচ্ছিল এক বৃদ্ধা। পনরো মিনিট গিডিয়ন তার সঙ্গে আলাপ করেছে। শেষে যতক্ষণ দু'জনে একই পথে চলছিল, বৃদ্ধার ডিমের ঝাঁকাটা বইছিল গিডিয়ন। এক শ্বেতাঙ্গিনী তাকে খেয়ে যেতে বলেছিল তার গোটা কয়েক গাছের মুড়ো চিরে দিয়েছিল বলে। গোয়াল থেকে বেরিয়ে কাজ দেখে তার স্বামী বলেছিল যে নিগার যে আবার এত সরু ক'রে মুড়ো ফাঁড়তে পারে—তা সে কখনো দেখেনি। বড় ভাল খাবার দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গিনী তাকে, তা সত্ত্বেও অধিবেশন সম্বন্ধে একটি কথাও গিডিয়ন বলেনি। বলেনি,—কারণ কিছু ব্যক্ত না করাই ভাল মনে হয়েছে তার। বিকালের দিকে পথে পড়ল একটি ক্ষেত। ক্ষেতে কাজ করছে কালো মানুষেরা, তদারক করছে একজন সাদা মানুষ। কাজটা, শুকনো মাটি খুঁড়ে নালা কাটা। 'বদলা খাটছো না কি—ই—হ' গিডিয়ন হাঁক ছাড়ল। কোন উত্তর করলে না তারা। শ্বেতাঙ্গ সাহেব শুধু চেঁচিয়ে উঠল :

'ভাগ হারামজাদা কানা ছিনালের পো!'

বিকেলের শেষদিকে মেঘ ক'রে ঝড়-বৃষ্টি এল। হামাগুড়ি দিয়ে গিডিয়ন গিয়ে ঢুকল একরাশ খড়ের তলায়। যতক্ষণ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, গিডিয়ন সেখানেই রইল। একটা গরু আগেই সেখানে জায়গা দখল ক'রেছিল। গরুটার উষ্ণ দেহের পাশে বসে গুন্ গুন্ ক'রে গান ধরল গিডিয়ন :

> 'ওগো গোয়ালিনী,
> ডেকে আন্,
> বাছুরগুলো ঘরে ডেকে আন্...'

কিন্তু এ রকম হেলান দিতে গিয়ে তার কালো আচকানটা নোংরা হয়ে গেল। গাময় খড়ের টুকরো গিডিয়ন ঝেড়ে ফেলল। কিন্তু উঁচুমাথা টুপিটার এমন হাল হয়ে গেছে যে সেটাকে আর মাথায় পরা যায় না, একেবারে টেপসে গেছে। এরকম একটা টুপি মাথায় পরবার কোন মানেই হয় না। একেবারে ফেলে দিতেও মন চাইছে না। সুতরাং থেকে গেল টুপিটা। পরে এক বুড়ো কালো মানুষকে টুপিটা দিয়ে সে দুটো রসাল আপেল পেল।

আকাশভরা জলন্ত তারা। গিডিওনএর ঘুমন্ত রাত কাটে ভেজা মাটিতে পাইনের ঝরা পাতার ওপর। অবস্থাটা মোটেই আরামের নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যের পরমাশ্চর্যতায় হৃদয় তার পাখা মেলেছে—হৃদয় লাভ করেছে বিস্তৃতি।

পরের দিন গিডিয়ন চলল সমুদ্রতীরের নীচু মাটির গ্রাম পেরিয়ে। চতুর্থদিনে তার দৃষ্টি পথে পড়ল চার্লস্‌টন শহরের কোঠাবাড়ীর ছাদ।

[চার]

জীবনের অতীত দিনে—গিডিয়ন জ্যাকসন তখন চার্লস্‌টনএ—সমস্ত মন প্রাণ আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল এক অতীব আশংকার কৃষ্ণ ছায়ায়।

সেই শংকাকুলতা আজ আর যুক্তি দিয়ে স্খালন করা গেল না। সাদা মানুষ—সে হলো গভীরতম আশংকা, সাংঘাতিকতম আতংক। আশৈশব সেই স্মৃতি জীবন্ত তার মনে। প্রাসাদোপম হর্ম্যর অলিন্দে দাঁড়িয়েছিল সে :—

'ঐ নেঃ'—বোধহয় ত্রিশ বছর আগে একদিন তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে, তখন অলিন্দে বসেছিল সব শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ। পুরুষদের পায়ে ছিল বুট, পরনে শিকারী পাৎলুন, চমৎকার কোট। মেয়েদের পোষাকও যতদূর মনে পড়ে, খুব সুন্দর। পরিচয় মনে

নেই ; এক মহিলার জুতোয় কাদা লেগেছিল। একজন ডাক দিলে, 'এই, এদিকে আয়।' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে গিয়ে মুছে দিয়েছিল জুতোর কাদা। তখন তার গায়ের ওপর পুরুষটি একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে—মেঝেতে যখন পয়সাটা গড়িয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে ধরবার আগ্রহে সে দৌড়ে গিয়েছিল। তারপর পয়সাটা মুঠোয় নিয়ে জিজ্ঞাসুর মত তাদের দিকে তাকাতে সকলে হেসে গড়াগড়ি। সেসময় সে ছিল একটা ক্ষুদে কালো মানুষ, মনে আছে, সে নিজেই তা বুঝতো। সেই ছ'বছর বয়সেই আতংকের আস্বাদ সে পেয়েছিল। ভয়ে সে কাঁপত, প্রাণপণে অনুসন্ধান করতো নির্জনতা। আশা আর আশ্বাস—প্রাণের এই তো সম্বল। কিন্তু তার জীবনে সে অধিকার তো ছিল না, তারপর থেকে সাদা মানুষকে তার মনে হতো যেন আগলবন্ধ দরজা। সেই দরজারই বড় কাছে এসেছিল সে, কিন্তু জীবনে সেই দরজার আগল আজো তার খোলা হয়নি।

আজ সেই দরজারই আগলে সে হাত দিয়েছে। কিন্তু গেল বারের মত অন্য সকলের সঙ্গে সম্মিলিত পদক্ষেপে কাঁধে বন্দুক নিয়ে চা'ল স্টন্-এ আসা নয় ; এবারে সে এসেছে একাকী, শংকাবিহ্বল অন্তরে।

রাজপথে হেঁটে চলেছে গিডিয়ন। কেন, কেন সে বাড়ী ছেড়ে বেরুল? কেন সে পিটারকে প্রশ্রয় দিল নিজেকে এই ফাঁদের মধ্যে টেনে নামাতে? অধিবেশনে তো সে কিছুতেই উপস্থিত হতে পারবে না—কিছুতেই না। তা হ'লে? বাড়ী ফিরে যাবে? যদি বাড়ী ফিরে যায়?—কিন্তু সকলে যখন অধিবেশনের কথা জিজ্ঞেস করবে—কী সে বলবে তখন? কী তার বলার আছে? বানিয়ে মিথ্যে কথা? তার আপন জাতের কাছে, আই পিটারএর কাছে? রসেলএর কাছে? আর জেফ? তার সামনে গেলে যখন সে একটু চেয়েই বুঝে ফেলবে.... তখন? তা ছাড়া সে তো এখনো জানে না, যে, নির্বাচিত হয়েও যে

প্রতিনিধি উপস্থিত হবে না, তার ভাগ্যে কি শাস্তি নির্দিষ্ট আছে ! আচ্ছা, যদি সে কোথাও পালিয়ে যায় ? দূর, ছাই, সে-ই বা কেমন মূর্খের মত ভাবনা ? থাকবে পড়ে রসেল, থাকবে পড়ে ছেলে মেয়েরা, থাকবে পড়ে তার আপন জন সব—আবার সেই আগের মত যেখানে খুশি বিক্রি হ'য়ে চলে যাবার মত ? মাথা খারাপ হয়ে গেল কি তার ?

পা দু'খানা ক্রমাগত বহন ক'রে নিয়ে চলেছে তাকে। জল-কাদায় ভরতি গলি, নিগ্রোদের পাড়া; যুদ্ধ-শেষে যেমন তেমন ভাবে তৈরি কতগুলো চালাঘর; সাদা মানুষের ছেড়ে-যাওয়া সেই যে কতগুলো পড়'-পড়' বাড়ী,—সেসবের মধ্য দিয়ে সে দিশাহীন হয়ে ঘুরেছে। পথে একজন স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে উঠেছিল: 'বলি ও মিনসে! ওরে ব্যাটা যাচ্ছো কোথায়?' কোথায় যাচ্ছে গিডিয়ন কিছুই জানে না। শহরের পুরোনো দিকটায় সে হেঁটে এসেছে। দেখেছে গ্রীক ঢঙের ঝুল-বারান্দাওয়ালা চমৎকার সাদা দালান, তমাল গাছের সারি আর কারুকার্য-খচিত লৌহ ফটক—। এতটুকু মমত্বের চাহনি নেই এখানে। শান্ত সহৃদয়তায় একটি কথাও কেউ বলেনি তাকে। এই শহরটাই যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। গিডিয়নএর মত লোকেরা একটা অধিবেশন আহ্বান ক'রে যেন চরম অপমান করেছে তাকে। পরাভূত ঘৃণায় কম্পমান প্রাচীরের মত কেঁপে উঠল গিডিয়ন।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, গিডিয়নএর চোখ পড়ল সুন্দর একটা বাড়ীর ওপরে। দরজার ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা অ-ধি-বে-শ-ন। অক্ষর ধরে ধরে সমস্ত লেখাটা পড়ে নিয়ে সে বুঝল যে এ সেই জায়গা যেখানে অধিবেশন বসবে। বাড়ীটার সামনে ডজনখানেক ইয়াংকী পাহারাদার দাঁড়িয়ে। রাইফেলে ঠেস দিয়ে তামাক পাতা চিবিয়ে তারা মৌতাত করছে। চারদিকে অসংখ্য ছোট ছোট দল....সাদা ও কালো মানুষ সব। কী যেন তারা বলাবলি করছে, আবার অঙ্গভঙ্গী করছে, আর

মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে কথা কইছে। কেউ কেউ পোষাক পরেছে কী চমৎকার। দেখে লজ্জা হয় গিডিয়নএর। একজনার পরনে ঝিনুকের মত ধূসর রংয়ের পাৎলুন, চেক কাটা কোট, আর কী সুন্দর সবুজ গলাবন্ধ! আর একজন পরেছে কালো উঁচু বুট আর ধবধবে সাদা পাৎলুন। আর একজনার প্রায় আপাদ-মস্তক সুদীর্ঘ পশমী কোটে ঢাকা। এমন পোষাক জীবনে গিডিয়ন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু আরো তো কত লোক রয়েছে—তাদের পোষাক তো কিছুতেই তার নিজের চেয়ে ভাল নয়—জবুথবু, সাধাসিধে একেবারে চাষীর পোষাক; গলাবন্ধও নেই, টুপিও নেই। কিন্তু এই সব দেখেও এতটুকু আশ্বস্ত হয় না সে।

হেঁটেই চলল সে। মিটিং ষ্ট্রিট্ ধরে অস্ত্রঘাঁটি, সেখান থেকে পূর্ব অস্ত্রঘাঁটি। যুদ্ধে চার্লস্‌টনএর ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল। এ সময় আবার চার্লস্‌টন নামকরা বন্দর হয়ে উঠ্‌ছে। বাণিজ্য-পোত নোঙর ক'রে আছে বন্দরে। ইষ্ট বে ষ্ট্রীটে জাহাজ মেরামতি কারখানায় খাড়া মাস্তলের সারি যেন ভাঙ্গা চিরুণীর কাঁটার মত দেখায়। সূর্য অস্ত যায়-যায়। অস্ত্রঘাঁটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে গিডিয়ন দেখল সমস্ত জল লাল আর সোনার রংয়ে জ্বলে উঠেছে। বন্দরে নোঙর করা আছে একটা পুরোনো জাহাজ—নাম তার ফোর্ট সামটার—অপরাহ্নের অপূর্ব আলোয় দেখলে মনে হয় যেন পরীরাজ্যের একখানা গোলাপী ঝিনুক। অস্ত্রঘাঁটির সমস্ত পারটা জুড়ে অগুন্তি পানিহাঁস ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে আর কিচির-মিচির ক'রে ডাকছে।

কিন্তু এর সমস্ত কিছুই গিডিয়নএর নৈরাশ্য কেবল গভীরতরই করেছে। পেটে আগুন, ঠাণ্ডায় প্রায় জমে উঠেছে সে। না আছে পয়সা, না আছে মাথা গুঁজবার একটা আস্তানার বন্দোবস্ত। ইষ্ট বে ষ্ট্রীটের এক জায়গায় তুলোর গাঁটের প্রকাণ্ড উঁচু একটা স্তূপ রয়েছে।

তিনজন লোক সেই স্তূপের তলায় সুড়ঙ্গের মত একটু জায়গা ক'রে অতিকষ্টে ঢুকেছে। হামাগুড়ি দিয়ে গিডিয়নও ঢুকল সেখানে। এমন শক্তি তার নেই যে একটা গান একটু গুন্‌গুন্‌ ক'রে গেয়ে আবার সাহস ও শক্তি চাঙ্গা ক'রে তোলে। আশাহত গিডিয়ন তেমনি শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ঘুম জেগে রইল। তারপর কখন এক সময় চোখের পাতা বুজে এল ঘুমে।...

সকালে উঠে মাল-খালাসী একজন জাহাজী কুলির পাল্লায় পড়ল গিডিয়ন। কুলিরা কালো মানুষ। জাহাজী কারখানা পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। কখন জাহাজ ভিড়বে পারে এই অপেক্ষায় তারা ব'সে ছিল। গিডিয়নএর আচ্‌কানটা টেনে ধরল তারা :

'কারবার দেখ্‌! এই ব্যাটা সাধু নাকি তুই?'

'নির্ঘাৎ, হতেই হবে!'

'দেখ্‌ দেখ্‌ আচ্‌কানটা ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে মাইরি।'

এদের তামাসা আর টিট্‌কিরি এতটুকু রেখাপাত করলোনা গিডিয়নএর মনে। নিঃস্ব, নির্বাক গিডিয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—ওরা সকালের খাবার খেতে ব্যস্ত। মুখপুরে তারা চিবোচ্ছে জনারের রুটি আর রসুন। গিডিয়নএর চোখে মুখে নৈরাশ্য এত গভীর যে তা দেখে অপমানোক্তি একটু বন্ধ করল তারা। একজন বলে উঠল :

'খাবে নাকি রুটি একটা, সাধু?'

গিডিয়ন মাথা নাড়ল।

'কাজ করবে?'

আবার মাথা নাড়ল গিডিয়ন।

'সাদা মানুষ রোজ খাটায়, অনেক লোক নিচ্ছে, দিন ঠিকা পঞ্চাশ সেণ্ট।'

গিডিয়ন রাজী হলো। না খাটলে মানুষকে উপোস করতে হয়। হয়তো অনেক কাজেই সে অনুপযুক্ত; কিন্তু সবল দু'খানা হাত তো

তার আছে, ষাঁড়ের মত পিঠও আছে একটা। আর কিছু না হলেও অন্তত গাঁট বইতে সে পারবে। দিনকাল যেমন, রোজ পঞ্চাশ সেণ্ট পয়সা রোজগার ত' ভালই। নেবে না কেন সে কাজ ?

সারাদিন সে ভুলে থাকতে পারল। তার সমস্ত মুখ বেয়ে পড়ছে অজস্র ঘামের ধারা, ফুটে উঠছে ব্যথা-কন্‌কনে স্ফীত পেশীর কুঞ্চন এবং অতিরিক্ত খাটুনির শ্রম ও ক্লান্তি। শেষে এক নিগ্রো ভক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল :

'সাবাস্, সাবাস্ ! এই যে দেখ দক্ষিণী-লোকটা, খাটুনিতে যেন মোষ, মাইরি। নির্ঘাৎ লোকটা তুলোর ক্ষেতে জন্মেছে !'

আচ্‌কানটা গিডিয়ন গা থেকে খুলে রেখেছে, কিন্তু সরকারী কাগজ-পত্র নিজের কাছ থেকে আলাদা করে নি। পাৎলুনের পকেটে গুঁজে রেখেছে সেসব। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে অনুভব করে—শক্ত, খড়খড়ে। গিডিয়ন মনে মনে স্বস্তি পায়।

এক মুহূর্ত তার মনে হলো সামনে ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। গিডিয়নএর এখন প্রয়োজন অব্যাহতির। দুপুরে খাবার সেধেছিল তারা, কিন্তু গিডিয়ন গর্বভরে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত দিনের শেষে ক্ষুধায় নির্জীব, ভাল্লুকের মত ঝিমুঝিমু ভাব গিডিয়নএর ; আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, এখন সে নগদ পঞ্চাশ সেণ্টের মালিক। জো আর হারকোর সঙ্গে গিডিয়ন গিয়ে পৌঁছল কাম্বারল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের কাছাকাছি এক জায়গায়। ওরা দুজন জাহাজী কুলি। এক কালো বুড়ী ভাত, মাছের ঝোল আর একরকম ফুলের বড়া বিক্রি করে ছোট্ট একটা হোটেলে। সুগন্ধে হোটেলটা ভরপুর। মোটে সাত পয়সায় বুড়ী থালা ভর্তি এক কাঁরি ভাত ও দুখানা ময়দার রুটি দিলে। গিডিয়ন আকণ্ঠ খেল। পকেটে পয়সা থাকা বড় আরামের—খাবার কেনা যায় তা দিয়ে। আর পেট্টা ভর্তি থাকলে দুনিয়াটাও বেশ লাগে।

জে'র একটা মেয়ে-মানুষ আছে···হ্যাঁ, সে রাজীও হবে—গিডিয়নও যেতে পারে তার কাছে···যাবে কি, জো জিজ্ঞেস করে। সহসা ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল গিডিয়ন—মনে পড়ল—রসেল ; মনে পড়ল—ভাই পিটারএর সঙ্গে তার কথা-কথন। গিডিয়ন বিস্মিত হয়ে উঠছে। এই অদ্ভুত, অপদার্থ পথ কোথায়, কোন্‌খানে তাকে নিয়ে চলেছে? মাথা নেড়ে গিডিয়ন অসম্মতি জানায়।

আজ সন্ধ্যায়ই কোন এক সময় তার মনে পড়েছে ভয়ের কথাটা। আর মনে পড়েছে সোজা সরল কাজটা—মেজর জেমস্‌এর কাছে গিয়ে পরিচয়-পত্র পেশ করার কথা। কি ক'রে তার মত পরিবর্তন হলো সেকথা অনেক অনেক পরে একসময় সুবিধামত মনে ক'রে নেবে সে। তবু, কারণটা কি তার চার পয়সা দিয়ে খবরের কাগজ কিনে সগর্বে বগলে নিয়ে চলা, না,জ্যাকব কার্টারএর বাড়ীটা, যেখানে তার শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে—তা সে পরে চিন্তা ক'রে দেখবে। মোটের ওপর আজ সন্ধ্যার এই কয়েকটী ঘটনার কোন একটা তার ভয় দুরীভূত হবার কারণ হবে।

জ্যাকব কার্টার লোকটা মুচি। লড়াইয়ের আগে থাকতেই সে মুক্ত নিগ্রো। পরিশ্রমী এবং সম্মানিত কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি জ্যাকব কার্টার। বহু বছর ধরে একটা দুটো পয়সা জমিয়ে জমিয়ে তবে সে নিজের মুক্তি কিনেছে। চার্লসটন শহরের এক প্রান্তে চার কামরার ছোট্ট একখানা নিজস্ব বাড়ী আছে তার। বাড়ীর দরজায় সে একখানা ফলক ঝুলিয়ে রেখেছে—'অধিবেশনের প্রতিনিধিদের বাসস্থান।' গিডিয়নকে খবরটা বলেছে পত্রিকা ফেরিওয়ালা। বলেছে পত্রিকা কেনার পরে এবং পথও সেই লোকটাই চিনিয়ে দিয়েছে। গিডিয়নকে ফেরিওয়ালা 'বাবু' বলে সম্বোধন করেছে। বোধহয় কাগজখানা কিনেছে ব'লে। গিডিয়নএর লুপ্তপ্রায় উৎসাহে এর ফল ভালই হয়েছে।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে, গিডিয়ন এল কার্টারএর বাড়ী। দরজায় ধাক্কা দিতে কড়-কড়ড়্ শব্দে খুলে গেল; ঝপ্ ক'রে বেরিয়ে এল এক ঝলক সোনালী আলো। ভেতর থেকে একটি স্ত্রীলোক কেমন সন্দেহ চোখে তাকিয়ে আছে গিডিয়নএর দিকে।

'কি চাই ?'

'আমি, মা, একটু ঘুমোবার জায়গা খুঁজছি—বাইরে লেখা দেখলাম—এটা কি কার্টারএর বাড়ী ?'

'হ্যাঁ, এ বাড়ীই। আপনি কে ?'

স্ত্রীলোকটির পেছনে একজন পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে দরজাটা আর একটু বেশী ফাঁক ক'রে গিডিয়নএর দিকে তাকাল।

'আমি গিডিয়ন জ্যাকসন। প্রতিনিধি।'

'প্রতিনিধি ?'

'হ্যাঁ।' নিজের পোষাক সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল গিডিয়ন। 'জামা কাপড় ছেঁড়া——' ঠোঁট বুজে আধো-আধো স্বরে গিডিয়ন বলল। 'সময়ই পাইনি শহুরে জিনিস কেনার। একেবারে দেশ-গাঁ থেকে আসছি কি না!'

কার্টারএর মুখে মৃদু হাসি: 'ভেতরে আসুন।'

কার্টারএর বাড়ীই প্রথম শহুরে লোকের বাড়ী যার ভেতরে গিডিয়ন প্রবেশ করল। ভেতরে প্রবেশ করার পর সকল আশংকা মন থেকে মুছে গেল তার। গিডিয়নএর জন্য ঠিক হ'ল ছোট্ট একটা পরিচ্ছন্ন কামরা, একটা সত্যিকারের কেরোসিন বাতি, আর একখানা তুলোর তোষক। জীবনে আজই তার প্রথম তোষকে শোয়ার অভিজ্ঞতা। এই সব এবং দু'বেলার খাওয়া খরচ নিয়ে সপ্তাহে লাগবে দুই ডলার। তার ভাড়া বাবদ অধিবেশন থেকে সপ্তাহে দুই ডলার হয়তো সে নাও পেতে পারে—কথাটা বলতে সবাই মুখ টিপে হাসল তার অকৃত্রিম সারল্যে

তারা বলল যে প্রতিনিধিদের সপ্তাহে অন্তত পাঁচ ডলারের কম দেওয়ার কথা সরকার ভাবতেই পারে না, চাই কি, আরও বেশী দিতে পারে।

কার্টার দম্পতী নিঃসন্তান; বয়সে প্রৌঢ়ত্বের শেষ কোঠায়। যুদ্ধের সময়কার সমস্ত ক'টা শংকাকুল বছর এবং যুদ্ধ পরবর্তী দু দুটো বছর, যখন দেশে প্রচলিত ছিল নির্মম কৃষ্ণ-আইন, তখন বেপরোয়া আন্দোলন চালিয়েছে তারা। বলতে গেলে দুঃসাহসীর মত লড়েছে। লড়েছে মুক্ত নিগ্রো ও ভূস্বামী হিসেবে নিজেদের সামান্য সম্ভ্রমটুকু বজায় রাখতে। যদিও অন্যান্য মুক্ত নিগ্রোরা সব চেয়ে বেশী ঘেন্না করে অশিক্ষিতদের, দেহাতী কৃষ্ণাঙ্গদের, কার্টার দম্পতী কিন্তু নিজেদের সারল্যে গিডিয়নএর মত লোককেও যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করছে একেবারে আপন জনের মত।

রাত্রে ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে হলুদ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারদিক; গিডিয়ন নেমেছে খবরের কাগজ পড়ার যুদ্ধে। সংবাদপত্র সে আগেও দেখেছে, কিন্তু আজই প্রথম নিজে সে তা পড়তে সুরু করল। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর, কষ্ট হচ্ছে পড়তে। খুব ধীরে ধীরে পড়তে হচ্ছে তাকে। প্রতিটি শব্দ আঙুল দিয়ে ধরে ধরে পড়ছে সে। যতক্ষণ শব্দটা না বুঝছে—শব্দটার অর্থ কিম্বা অন্ততঃ একটা আন্দাজী অর্থও যতক্ষণ মনে না আসছে, গিডিয়ন ছাড়ছে না। এতক্ষণ যতটা পড়েছে তার মধ্যে চিন্তার কোন যোগসূত্র খুঁজে পায়নি সে। বেশীরভাগ শব্দই সে বোঝেনি, একেবারে বাদও দিতে হয়েছে অনেক জায়গাই। তবু অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদকীয়টা নিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে সে। তাতে শয়তানী ক'রে নিগ্রোদের তুলনা করা হয়েছে বাঁদরের সঙ্গে, আগামী অধিবেশনকে বলা হয়েছে জানোয়ারের খেলা; সার্কাস, হনুমানের ভিড়। একটা ভাঙা জাহাজের গল্প বড় ভাল লেগেছে তার। রাষ্ট্রজুড়ে যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে কালো নিগ্রোরা—এই মর্মে এক বিবৃতি থেকে ছাড়াছাড়া

খানিকটা উদ্ধার করতে পেরেছে গিডিয়ন। আর সারাক্ষণ ভেবে আশ্চর্য হয়েছে যে কেন সে নিজে এ ধরনের কোন কিছু দেখলও না কিম্বা শুনলওনা কোনদিন।

শেষে ক্লান্তিতে চোখ যখন আর খুলতে পারছে না, কাপড় জামা ছেড়ে সে গা ঢেলে দিল নরম আরামপ্রদ বিছানায়। স্প্রিং-এর খাট। ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে উচু-নীচু দোল খেলো বারকয়েক গিডিয়ন। এযেন বাতাসে ভেসে যাওয়া। নিজের এত সৌভাগ্যের কল্পনায় ডুবে গেল গিডিয়ন···তার ঘুমের মধ্যে আবির্ভূত হ'ল এক স্বপ্নের পৃথিবী···সেখানে রসেলএর সঙ্গে প্রতি রাত্রে সে এমনি বিছানায় ঘুমোয়।

পরদিন ভাবনা চিন্তা দূরে সরিয়ে দিল গিডিয়ন। খুব বেশী ভয়ও তখন মনে নেই। গিডিয়ন গিয়ে হাজির হলো মেজর জেমস্এর কাছে। আচকানটা কেচে, ছেঁড়া সেলাই ক'রে ইস্তিরি ক'রে দিয়েছে কার্টার গৃহিনী। বাঁ পায়ের জুতোটা ফুটো হ'য়ে একটা আঙ্গুল বেরিয়ে পড়েছিল। কার্টার সেখানটায় তালি লাগিয়ে দুটো জুতোতেই চকচকে কালো কালি লাগিয়ে দিয়েছে। নিতান্ত নম্রভাবে কার্টার প্রস্তাব করেছে যে চেক্এর রুমাল খানা পাৎলুনের পকেটের চেয়ে বুক পকেটে ঝুলিয়ে নিতে, তাই ভাল হবে দেখতে। এবং অনেক সাধাসাধির পরে গিডিয়নকে সে রাজী করিয়েছে নিজের ধর্মাচরণী পোশাকের একটা পরিধান করতে। এ জামা কার্টারএর দুটো আছে, অনেক বছর ধরে যত্নে যত্নে রেখেছে সে। কেবলমাত্র সাবাথের দিনেই সে এ জামা পরিধান ক'রে থাকে। কার্টার এবং তার স্ত্রী উভয়েই গিডিয়নএর গুণমুগ্ধ। নিজেদের অকৃত্রিমতার গুণে গিডিয়নকে তারা বালকের মত আপন ক'রে নিয়েছে।

গিডিয়নএর ঘরের মধ্যে এক বাল্তি গরম জল নিয়ে এল কার্টার। বসে বসে শুনছে আর গিডিয়ন পরিষ্কার করছে গত এক সপ্তাহের ময়লা

কাপড় জামা আর বলছে তার জীবনের ইতিহাস। এ ব্যবস্থাটা গিডিয়নই করেছে যাতে কার্টারএর সঙ্গে সৌহর্দ্যটা নিবিড়তর হয়। কথার পিঠে কার্টারও বলল চার্লসটনএর ব্যাপার—নিগ্রো ও সাদা মানুষের সম্পর্ক আর অধিবেশন ঘোষণা করার পর থেকে সেই নিয়ে শহর-জোড়া অলক্ষুণে উত্তেজনার কথা।

কার্টার বলল: 'মনে হয় সাদা প্রতিনিধিদের প্রতি-একজনে দু'জন ক'রে হবে নিগার। প্রায় সব জায়গা থেকে যেসব সাদা লোকেরা এসেছে, যাদের বলে স্কালওয়াগ—তারা হলো সব ইউনিয়নের লোক। যা দিনকাল আসছে, মনে হয় এখন দিনকাল বেশ কিছুদিন বড়ই খারাপ যাবে; নিজেই তো দেখেছেন, এখানে সেখানে কি রকম ইয়াংকী পল্টন রেখেছে?'

'তাইতো দেখলাম।'

'আমি—আমি পরোয়া করিনা—একটুও না।' বলল কার্টার।

'কেন?'

'আরে আপনি বলুন না, কি দরকার তাদের এখানে? আমি বলছি, চলে যাক্ সব যার যার নিজের দেশে।'

'ইয়াংকী পল্টন না থাকলে কেউ যে স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারবে না। অধিবেশনও হ'তে পারবে না।' নম্রভাবে গিডিয়ন বলল।

এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করল না কার্টার। গিডিয়ন ভাবতে পারেনি যে সব ব্যাপারই কার্টার এত গভীরভাবে নেয়। কিন্তু যাই হোক ক্ষুদ্র মানুষ কার্টারের ভদ্রতায় ও সহৃদয়তায় কোথাও এতটুকু স্বার্থ-পরতা কিম্বা খুঁত নেই। ধার্মিক লোক কার্টার, কথাবার্তা বেশীর ভাগই ধর্মসংক্রান্ত।

বাড়ী থেকে বার হবার সময় ফিট্‌ফিটে বাবুটি হয়েছে গিডিয়ন। কালো আচ্‌কান এবং সাদা সার্ট। যদিও সার্টটা একটু আঁট আঁট, তবু কাজ

চলে যায় বেশ, তদুপরি কালো গলাবন্ধ। তার দীর্ঘ শরীর, চওড়া কাঁধ আর মাজাঘষা মূর্তি দেখে কেউ একটু তাকালে গিডিয়নএর মনে হয় নিশ্চয়ই তার সার্ট এবং কালো গলাবন্ধটা খুব মনে ধরেছে লোকটার।

মেজর জেমস্ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শুধু যে অধিবেশনটাই ক্রমে এক এলোমেলো অগোছাল আয়োজনে পর্য্যবসিত হতে চলেছে তা নয়, সমস্ত চার্লসটনই যেন বারুদভরা একটা বিস্ফোরণের নল হয়ে উঠেছে, যেন সলতে মুখে আগুন।

চারদিকের লক্ষণ দেখে মেজর জেমস্‌ও তেমনি হ'য়ে গেছে। সেই সুদীর্ঘ ভীষণ লড়াইয়ের সময় সে দেখেছে দক্ষিণ দেশের প্রায় আধ ডজন শহর দখল করেছিল এই ইয়াংকী বাহিনী। সুতরাং তার এই উত্তেজনা যুক্তিযুক্ত। সে জানে, শহর হচ্ছে জীবন্ত বস্তু, তার হৃদয় আছে, রাগ আছে; নির্বাক নিষ্প্রাণতা আছে এবং আছে আনন্দ উৎসাহ। শহর যে কি সাংঘাতিক তা বোঝা যায় তার প্রতিক্রিয়ার ধারা থেকে। সাম্‌না-সামনি যে মানুষ রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে তার মত যদি ক্রোধে ফেটে পড়ত চার্লসটন তা হ'লে চারদিকের সব কিছু মেজর জেমস্‌এর কাছে এ রকম বেসুরো বাজত না। কিন্তু এ যে ক্ষুব্ধ, গুমোটভরা চার্লসটন···চারদিকে পড়েছে আসন্ন দুর্ঘটনার করাল ছায়া। বড় বেশী যেন দরজার আগল বন্ধ, বড় বেশী শহরের প্রধান লোকেরা দিনের পর দিন, এমন কি সপ্তাহের পর সপ্তাহও ঘরের বার হচ্ছে না। বেচাকেনা অথবা কাজে যারা পথে বেরোয়, তারা নীরবে আশে-পাশে একটীবারও না তাকিয়ে সোজা হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

মেজর জেম্‌স্‌এর মতে এসব আদৌ ভাল লক্ষণ নয়। অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে বন্ধ দুয়ারের পেছনে। কত বন্দুক আছে চার্লসটনএ? গুলিভরা কত পিস্তল আছে? বলেছে তার ওপরওয়ালা কর্ণেল

ফেন্‌টন গ্রেস—নেহাৎ বেআন্দাজীভাবে: 'আসুক না, ঠাণ্ডা ক'রে দেব একেবারে—তখনই বোঝা যাবে আমাদের ক্ষমতা কত—সে যাক্‌, তুমি কিন্তু বড্ড মদ খাচ্ছ আর বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছ।' এ কথা পল্টনী মানুষকেই সাজে। গ্রেস তো আর মেজর জেমস্‌এর মত এমন আশা করেনি যে এক শান্তিপূর্ণ অধিবেশনের পর ক্রমে সব সামরিক থেকে বেসামরিকে রূপান্তরিত হবে এবং তারপর সে পাবে কিছুটা পদোন্নতি আর মাস কয়েকের ছুটি। দক্ষিণ দেশটাই মেজর জেমসএর একেবারে অপছন্দ। ওটা হ'ল শত্রুর দেশ। সাদা কালো কোন মানুষকেই বিশ্বাস করে না মেজর জেমস্‌, ভাল ক'রে বোঝেও না এদের কাউকে। 'নিগার-প্রীতি' একটুও তার নেই; তার মতে যুদ্ধের জন্য দায়ী নিগাররাই। এদের নাম শুনলে তার ঘেন্না হয়। সে হ'ল ওহিওর মধ্যবিত্ত বংশোদ্ভূত; মানুষও হয়েছে সেই শ্রেণীরই আবহাওয়ায়। আর যারা সর্বহারা সাধারণ দক্ষিণী সাদা মানুষ, তাদের প্রতি তার মনোভাব? তারাইতো তার সহকর্মীদের হত্যা করেছিল—গোল্লায় যাক অপদার্থ বিদ্রোহীরা!

কিন্তু যতই সভ্য উপনীত হয়ে আপনাপন পরিচয়পত্র পেশ করে ততই ক্ষীণ হয়ে আসে মেজরের সাফল্যের আশা। কেমন অপদার্থ লোকগুলো। কি অধার্মিক, অজ্ঞ, ইতর! ইয়াংকী গনতন্ত্রীরা—সামনার ও ষ্টিভেনএর দল এবং অন্য সবাই কি এক অদ্ভুত পাগলা সার্কাস চাপিয়ে দিয়েছে দক্ষিণীদের ওপর? মাঠের চাষা এরা, একশো মাইল, দুশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসেছে। এত মূর্খ যে রেলগাড়ী চড়ে যে আসা যায় এবং প্রতিনিধি হিসেবে রেলে চড়বার অধিকারও যে তাদের রয়েছে সেকথা পর্যন্ত তারা জানে না। প্রতিনিধি হয়ে এসেছে প্রাক্তন নিগ্রো সৈন্যরা। তাদের ধারণা, এক সময় ইউনিয়নের নীল পোষাক পরেছিল বলে এবং হাতে বন্দুক নিয়েছিল বলে তাদেরও

সম্মান মেজরের মতই। এমন সব লোক এসেছে যারা লিখতেও পারে না, পড়তেও পারে না। এসেছে দীর্ঘাঙ্গী সাদা পাহাড়ী মানুষ, তারাও ইউনিয়নের সমর্থক। ক্রীতদাস-মালিকদের তারা ঘৃণা করে। প্রতিনিধি এসেছে কৃষ্ণাঙ্গ স্কুল মাষ্টাররা। দু অক্ষর পড়তে আর যোগ অংক কষতে পারে বলে তাদের ধারণা তারা এক একজন মহাপণ্ডিত ;—সত্যিই, এরপর কি ক'রে আশা করা যায় যে গোটা চার্লসটন চাপা আগুনের শিখায় টগবগ ক'রে ফুটবে না ?'

সরল শিশুর মত অন্তর হ'লেও নিগ্রোরা কিন্তু সাংঘাতিক জাত—বিদ্রোহীদের এই কথাটার পেছনে যুক্তি আছে— মেজর জেমস কথাটা একটু একটু যেন বুঝতে আরম্ভ করেছে। ধারণাটা তার স্পষ্ট হ'ল যখন সে দেখল বিরাট এক নিগ্রো, —গায়ে কালো আচকান—এক্ষুনি যেন তার সেলাই ছিঁড়ে যাবে, নীচে আঁট আট সাদা সার্ট, পরনে শত তালিযুক্ত একটি পাৎলুন,—এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে কারওএল সিংকারটন জিলার প্রতিনিধি হিসেবে। নাম গিডিয়ন জ্যাক্সন্। চার্লসটন শহরে সে এসেছে পায়ে হেঁটে। নিজের নাম সই করতে পারে সে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। পড়তে পারে কি সে ? একটুখানি পারে, বোধ হয় শ'খানেক শব্দ জানা এক শিক্ষিত পণ্ডিত ইনি! প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কর্তব্য সে বোঝে কি ? কর্তব্য ? আচ্ছা, অন্যভাবে যদি বলা যায়—অধিবেশনের তাৎপর্য বোঝে কি সে ?

তাৎপর্য ? না, নিশ্চয়ই নয় ; শব্দটার অর্থই সে বোঝেনি। তাকে বোঝাতে হলে শুরু করতে হয় আরো গোড়া থেকে ; একেবারে সেই ছোট্ট ছোট্ট কথায় যে এই হচ্ছে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, নতুন গঠনতন্ত্রের খসরা তৈরি করা··· ; পারা যায় না—অসম্ভব। কর্ণেল গ্রেসএর কাছে গিয়ে মেজর জেমস বলে ফেললে :

'এদের নিয়ে অধিবেশন করাতে হবে আমাদের ?'

'যদি সে আইনতঃ নির্বাচিত হ'য়ে থাকে!'

'কাগজপত্র সঙ্গে আছে তার। একে যদি আমরা আইনতঃ নির্বাচিত বলি, তা হ'লে সেসবই আছে তার।'

নির্বিকার কণ্ঠে কর্ণেল উত্তর দেয়:

'নির্বাচন নিয়ে বলছি না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের চরম শঙ্কটের সময় এই নিগ্রোরা ছিল আমাদের সাথী।'

একটুও মন কষাকষি হ'ল না দু' জনার মধ্যে। অনেক আশায় চাকরি নিয়েছিল গ্রেস। দাসত্ব মোচনকারী সম্প্রদায়ের সভ্য সে।

'দেখুন কর্ণেল, আপনাকে একটা কথা বলছি—মাঠের মজুর চাষীর অধিবেশন অনুযায়ী চলবে শহরের শাসন, চার্লসটন কিন্তু এ হতে দেবে না।'

'শুনুন মেজর, সরকার যেমন হুকুম করবে, তেমনি চলবে শহরের শাসন।' শান্ত দৃঢ়স্বর কর্ণেলের কণ্ঠে।

'অদ্ভুত অহমিকাবোধ এদের—'

'এই অহমিকাবোধই হ'বে পাঁচ লক্ষ লোকের ধ্বংসের কারণ, মেজর!' ধীর কণ্ঠে কর্ণেল উত্তর দেয়।

মেজর জেমস ফিরে গেল এবং গিডিয়নএর কাগজপত্রের সত্যতা অনুমোদন ক'রে দিল যাতে সে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

গিডিয়ন বেরিয়ে আসছিল 'সামরিক সুব্যবস্থা' অফিস থেকে। অপেক্ষাকৃত কম কালো, মাজাঘষা চেহারার এক ভদ্রলোক তাকে থামালে। নাম তার ফ্রান্সিস কারডোজো। বললে:

'আপনি তো অধিবেশনের সভ্য, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে যদি আমি হাঁটি মনে কিছু করবেন না তো?'

'না, তা করবো না, আসুন—' কিছু ঠিক করতে না পেরে গিডিয়ন উত্তর দিল। সে ঘাবড়ে গেছে। এই সহজ সুবেশ শিষ্টাচারী আগন্তুক যেন অলক্ষ্যে তার অন্তরে প্রবেশ করেছে। রাস্তা ধরে হেঁটে চলল দুজন, বারে বারে গিডিয়ন পাশ ফিরে দেখছে পাশের লোকটিকে। শেষকালে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে কারডোজো জিজ্ঞেস করল : 'মশাইর নামটা কি জানতে পারি ?'

'গিডিয়ন জ্যাকসন।'

কারডোজো বলল যে সে-ও অধিবেশনের একজন সভ্য, চার্লসটন জেলার একজন প্রতিনিধি এবং গিডিয়নএর সঙ্গে আরো কয়েকজন সভ্যের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারে। বিকেল তিনটে নাগাদ তারা কারডোজোর বাড়ীতে আসবে অধিবেশন নিয়ে কথাবার্তা বলতে। গিডিয়ন অন্য কোন সভ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কি ?

'মনে তো হয়, করিনি।' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'অধিবেশন সুরু হলে তো সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হবে। আগে দেখা করতে পারলে অবশ্য অনেক বিষয়ই পরিষ্কার হয়ে যাবে। লোক এঁরা সবাই-ই ভাল, এ আমি আপনাকে ভরসা দিতে পারি মিঃ জ্যাকসন।'

'তা হ'লে নিশ্চয়ই যাব।' গিডিয়ন রাজী হ'ল।

'আসবেন কিন্তু তা হ'লে—বাড়ীর ঠিকানাটা দিচ্ছি।'

একখানা কার্ডে ঠিকানাটা লিখে সে গিডিয়নকে দিল। পরস্পর করমর্দনের পরে গিডিয়ন হেঁটে চলল একলা। যেতে যেতে তার কানে বাজছে সেই বিদায়ী সম্বোধন—'তাহলে আসি মিঃ জ্যাকসন্!' কি সুন্দর পরিপূর্ণ শব্দ। যত সে পথ চলে ততই উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠে শব্দটার বিস্ময়। গিডিয়নএর মনে হয় এযেন কোন মহিমামুগ্ধ কণ্ঠে পরম পিতার আহ্বান-সঙ্গীতের অনুরূপ। আর এখানেই কিনা উপস্থিত হতে খানিক আগে যে ভয়ে কাঁপছিল। আগামী কাল একটি

দিন—যে দিন বসবে অধিবেশন। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির শব্দ। আশায় উৎফুল্ল গিডিয়ন হন্‌হন্‌ ক'রে পথ চলেছে; মনে মনে বলছে: 'রৌদ্রালোকে পৃথিবী ভরে গেছে। পথে চলেছেন যিশু খৃষ্ট।…জন্মেছি ক্রীতদাস, গত কালও ছিলুম ক্রীতদাস। আমার, আমার সন্তান—তারাও জন্ম-ক্রীতদাস! কিন্তু আজ—আজ একবার দেখ, দেখই না একবার!'

একজন শ্বেতাঙ্গ সোজা এগিয়ে আসছে গিডিয়নের দিকে। সে ভাবছে যে সামনের নিগার ব্যাটা নিশ্চয়ই পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা তাকে দেবে। কিন্তু গিডিয়ন যে হারিয়ে গেছে চিন্তার মহাসমুদ্রে। পৃথিবী লুপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে কোথায়। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যেত দুজনার, শেষ মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গ লোকটা নিজেই সরে গিয়ে পাশ কাটাল। কিন্তু তার হাতে ছিল চাবুক। সপাং ক'রে সমস্ত পিঠ জুড়ে পড়ল সেই চাবুক। আঘাতের বেদনায় সম্বিত ফিরে পেল গিডিয়ন। বিস্মিত হতবাক গিডিয়ন দাঁড়াল—লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, ওদিকে চাবুকের যন্ত্রনায় পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। মুহূর্তের জন্য ক্রোধে, অপমানে ইচ্ছে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদা লোকটার ওপর। কিন্তু হঠাৎ চেতনা এল, ক্ষান্ত হ'ল গিডিয়ন। ততক্ষণ সাদা লোকটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হেঁটে চলেছে গিডিয়ন। নির্বাক। যেতে যেতে মনে হয়, এ পৃথিবীর অনেক জায়গায় মেরামতের প্রয়োজন। এখনো পরিপূর্ণ ভাল হয়ে ওঠেনি। নিজেকে জিজ্ঞেস করে গিডিয়ন: 'কেন লোকটা ও রকম করলে?

পঁচিশ সেন্ট মাত্র এখন গিডিয়নএর পকেটে আছে। পয়সা বহু দিন থাকে। পয়সা তো চাল কিম্বা আলুর মত মাটির ফসল নয় যে একেবারে চুলচেরা হিসেব মাফিক রাখতে হবে, একদিন একটু বেশী খেলে শেষে টানাটানি পড়ে যাবে। পয়সার বাড়তি কমতি আছে। এটা ওটা যে

কোন কাজে পয়সা খরচ করা যায়, আবার কিছুতে খরচ না করেও পারা যায়। কন্‌কনে হিমেল হাওয়া বইছে। গিডিয়নএর ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ছাউনি দেওয়া একটা বাজারের সামনে সে থেমে পড়ে। গরম গরম ভাত আর রসুন পাওয়া যাচ্ছে—একেবারে হাতে গরম, ধোঁয়া উঠছে—থালা প্রতি পাঁচ সেণ্ট। আহার শেষ ক'রে গিডিয়ন আবার একখানা খবরের কাগজ কিনে ডকে গিয়ে তুলোর গাঁটের ওপর বসে পড়ল, সামনে খুলে নিল কাগজখানা। পিঠের চাবুকের যন্ত্রনাটা প্রায় কমে এসেছে। এখন আবার সেই ছাপা অক্ষরের বিস্ময়। সেই উত্তেজনায় গায়ের চামড়া কখনো তার টান হয়ে যায়, কখনো কেঁপে ওঠে··· গিডিয়ন পড়ে:

'জর্জিয়ার খবরে ভরসা পাওয়া যায় যে আরও সুসংবদ্ধ···' না, একটা শব্দের মত শব্দ বটে, ভবিষ্যতে বহুকাল এই শব্দটার দাগ থেকে যাবে তার মনে। বিস্ময়ে ঠোঁট নাড়লে সে, 'সউ—স—অং···না, সুস—অং—' অন্য খবরে চোখ নামিয়ে নিল সে, 'নিউইয়র্কের বাজারে তুলোর পরিনতি···' পরিনতিটা আবার কি জিনিস? 'বাজার' শব্দটা সে আন্দাজ করতে পারে—একটা জায়গা যেখানে তারা বেসাতি কেনা বেচা করে, কথাটা পরিচিত। কিন্তু নিউইয়র্কে এ আবার কি রকম একটা বাজার যেখানে তুলোই হয়েছে তুলোর পরিনতি? নাঃ চোখ ব্যথা করছে তার, তন্দ্রা নামতে চায় দুচোখ ভরে···ঈষৎ উষ্ণ অপরাহ্ন বেলায় তন্দ্রায় ঝিমোল গিডিয়ন, হঠাৎ মাঝে মাঝে বড় বড় ছাপা অক্ষর চোখে ওঠে ভেসে, তন্দ্রা যায় টুটে····

'কংগো হইতে আগত কৃষ্ণ বর্বরেরা—।' গিডিয়নের কানে আসে মাল-খালাসীদের চিৎকার—বড় বড় গাঁট তারা গুনছে। কংগো জায়গাটা কি ক্যারোলিনায়, না, জর্জিয়ায়? বর্বর শব্দটা জানা শব্দ; মানে হলো—বুনো রেড ইণ্ডিয়ানের মতন সাংঘাতিক একটা

নিগার। বন্দরের জলে ভেসে চলেছে একটা জাহাজ...তার পেছনে ছুটছে গাঙ্ চিল। আকাশে সূর্যের দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন আন্দাজ করল বেলা কত—প্রায় তিনটে বাজে। খবরের কাগজটা বেশ পরিষ্কার ভাবে ভাঁজ ক'রে বগলে নিয়ে গিডিয়ন এল কারডোজোর বাড়ী। মিঃ নাস, মিঃ রাইট, মিঃ ডেলানি,—চার্লস্টনএর মধ্যবয়সী নিগ্রো প্রতিনিধিরা সব—এদের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় গিডিয়ন নির্ভুল ভাবেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে দেখল গিডিয়নএর পোষাক, লক্ষ করল তার কোমল কণ্ঠস্বর, তার দেহাতী ক্রীতদাসের ভাষা। কিন্তু গিডিয়ন এদের দেখে মুগ্ধ হলো। বিদ্বান ব্যক্তি এরা, পরিচ্ছন্ন পোষাক এদের পরিধানে। গিডিয়ন বুঝল যে এদের কেউ কেউ চক্‌চকে পোষাক থেকে কালো পোষাকেই পছন্দ করে; আবার কেউ কেউ পরেছে রংবেরংএর পোষাক। মিঃ নাস বললে:

'তা মিঃ জ্যাকসন, আশাকরি নিশ্চয়ই আপনি আপনার ভোট-দাতাদের কাছ থেকে কিছু প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন—'

'একটা সুসংগঠিত কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করছি,' বললে মিঃ ডেলানি।

'আমি ঠিক জানি না।' অস্পষ্ট জবাব দেয় গিডিয়ন।

কারডোজো অবস্থাটা বোঝে, অবস্থা বুঝবার প্রচেষ্টা আছে তার মধ্যে। মৃদু হেসে বললে:

'এ বড় বেশী ওপরের কথাবার্তা, মিঃ জ্যাকসন। আইন প্রণেতা হলে সবাই বুদ্ধির অর্ধেকটা পকেটে রেখে বাকি অর্ধেকটা দিয়েই কাজ চালাতে চেষ্টা করে অথচ জানেনা যে পকেটের ঐ অর্ধেকটাও তার!'

মাথা নাড়ল গিডিয়ন। চুপ চাপ থেকে এদের সবকথা শোনাই বাঞ্ছনিয় মনে হয় তার। নৈরাশ্যপূর্ণ ভবিষ্যতের চিত্র আঁকল রাইট,

কারডোজোর দিকে ফিরে বললে: 'কি ক'রে কি হবে বল দেখি! দেখবে যে এই সব প্রতিনিধিদের মধ্যে তিরিশ জনেরই কোনকালে লেখাপড়ার বালাই ছিল না।'

যাক্, ভাগ্যিস খবরের কাগজটা সঙ্গে আছে! গিডিয়নএর সম্বন্ধে এরা সব ভাবছে কি? কেনই বা তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এল?

'বেশ, বেশ, যেটুকু হয়েছে—' মাথা নেড়ে বলে কারডোজো।

'দয়া ক'রে কাজের কথায় এস।'

'আমারও কিন্তু ফ্রান্সিসেরই মত। জগতের শিক্ষিত লোকেরা আজো কোন সাংঘাতিক আশ্চর্য কিছু করতে পারেনি—' নাস বলল।

'এটা অবশ্য কুতর্কের কথা। সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে, মাঠের চাষীরা আজ অংশ গ্রহন করতে এসেছে আইন পরিষদে। এতে সাদা লোকদের ক্ষেপে যাওয়ার কথা না তুলেও বলা যায় যে অত্যন্ত বাস্তব সমস্যায় আমরা পড়েছি চাষীদের নিয়ে। কী করবে তারা?'

'মানিয়ে নিতে পারা যাবে তাদের।' সহজভাবে কারডোজো বলল: 'আপনি কি মনে করেন মিঃ জ্যাকসন, মানিয়ে নিতে পারা যাবে না?'

'আজ্ঞে?' গিডিয়নএর মনে হয় কিছু একটার লক্ষ্যস্থল হচ্ছে সে। ওর হতভম্ব ভাব কেটে গিয়ে একটা ক্রোধ এসে জমতে থাকে মনে।

কারডোজো বলল: 'রাগ করবেন না মিঃ জ্যাকসন, আপনি তো ক্রীতদাস ছিলেন—'

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

'চাষী?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এই আইন তৈরির ব্যাপারটা কি রকম মনে হয় আপনার—? মানে, আমি বুঝতে চাইছি। আইন তৈরিতে তো আপনিও অংশগ্রহণ করবেন—কি রকম আইন আপনি চান?'

গিডিয়ন সকলকে একেবার দেখে নিল: প্রকাণ্ড জবুথবু চেহারা নাসএর। দীর্ঘ একহারা ভদ্র চেহারা কারডোজোর। রাইটএর চেহারা গোলগাল আদুরে আদুরে। ঘরখানার চেহারা এত বেশী মার্জিত ও রমণীয় যে গিডিয়ন যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না। কুশান চেয়ার, একটা কাঠবেড়ালীর প্রতিকৃতি, মেজেতে পাতা একখানা গালিচা। পেন্সিলে আঁকা তিনখানা ছবি টাঙ্গানো রয়েছে দেয়ালে। কালো মানুষ কেমন ক'রে এই সবের মাঝখানে এসে পড়েছে? এর কোন্‌খানে তাকে মানায়? আরো যেসব প্রতিনিধি—সারাটা দেশ পেরিয়ে অবিচলিত ধৈর্যে পদব্রজে উপস্থিত হয়েছে, এখানে এই শহরে, পায়ে নিয়ে তুলোর ক্ষেতের জীর্ণ পাদুকা তারা? তারাই বা এর কোন্‌খানে মানায়?

'কিছু মনে করবেন না যেন মিঃ জ্যাকসন!' কারডোজো আবার অনুরোধ করে।

গিডিয়ন ঘাড় নাড়ল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় আপনারা কিছু একটা উত্তর শুনতে চাইছেন। আপনারা আলোচনা করছেন তাকে নিয়ে যে পড়তে পারে না, লিখতে পারে না—সোজা হেঁটে এসেছে তুলোর ক্ষেত থেকে এই অধিবেশনে—একটা নিগার···হ্যাঁ, আমি তো সেই মানুষ। আমি কি চাই গঠনতন্ত্র থেকে? বোধহয় আপনারা যা চান তা নয়—চাই শিক্ষা, চাই সকলের জন্যে শিক্ষা—কালো আর সাদা, সকলের জন্য। চাই স্বাধীনতা—লোহার খুঁটির মত নীরেট খাঁটি। চাই চলবার স্বাধীনতা—কেউ যেন আমায় রাস্তা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে না পারে। চাই একটু জমি যেখানে মানুষের

মত নিগার ফসল ফলাতে পারে তার সারাটা জীবন ধরে। এই তো—এই সবই চাই গঠনতন্ত্রের কাছে আমি।'

সকলে নির্বাক। নিজেকে অপ্রতিভ ঠেকে গিডিয়নএর। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কতকগুলো অর্থহীন কথা সে বলে ফেলল....কথাগুলো হয়তো গরম, শক্তিমান, কিন্তু নিরর্থক, বাচালের প্রলাপ।

একটু পরে অন্য সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। গিডিয়নও উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কারডোজো এগিয়ে এসে অনুরোধ করলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। সকলের বিদায়ের পরে গিডিয়নকে বলল:

'বসুন, একটু চা খান! একটু আলাপ করি। মনে হচ্ছে এসবের মধ্যে আপনাকে না নিয়ে এলেই ভাল করতাম!'

'তাতে আর কি হয়েছে?'—মাথা নেড়ে বলে গিডিয়ন উঠতে চাইল। এমন সময় প্রবেশ করলো কারডোজো-পত্নী। ছোটখাট, সুদর্শন মহিলা, গায়ের রং বাদামী, বিরাটদেহী গিডিয়ন তার কাছে যেন দৈত্যের মত।

কথা শুরু করতে গিয়ে মহিলা বললেন: 'আচ্ছা, পাহাড়ে-দেশে আপনারা সবাই বুঝি খুব বড় বড় হন?'

আজ যেন গিডিয়নের কি হয়েছে। সবটাতেই যেন সে খুঁত খুঁজে পায়। তাই উত্তরে বলে: 'পাহাড় থেকে আসছি না তো মা, আসছি মাঝামাঝি উঁচু দেশ থেকে।'

'বসবেন না? অনেক কিছু যে আলোচনা করার ছিল আমাদের!'

গিডিয়ন মাথা নাড়ে।

কারডোজো বলল: 'এই যে এক নতুন অবস্থা এল, এর সব কিছু কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কেউই করতে পারছে না। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে পল্টন গড়ে উঠেছিল তারই সমর্থনে সরকার দক্ষিণের জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলছে, বলছে কালো সাদা সকল মানুষকেই, নতুন

জীবন গড়ে তোল। একেবারে গোড়া থেকে। নতুন শাসনতন্ত্র, নতুন আইন, নতুন সমাজ। শ্বেতাঙ্গ মালিকরা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তারা আজ পরাজিত। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এই রাষ্ট্রে, যারা ছিল কাল পর্যন্ত ক্রীতদাস, আজ তারা গঠনতন্ত্রের অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে পাঠিয়েছে। মিঃ গিডিয়ন, আজ আমরা কৃষ্ণাঙ্গরা অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য, একশো চব্বিশজন প্রতিনিধির মধ্যে ছিয়াত্তর জনই নিগ্রো। আবার এই ছিয়াত্তরজনের মধে পঞ্চাশজনের উপর হলো তারা যারা সেদিন পর্যন্ত ক্রীতদাস ছিল। এটা হলো ১৮৬৮ সন, কতদিন হলো আমরা আমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি? ইস্রায়েলের সন্তানরা চল্লিশ বছর ধরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে মাথা নেড়ে বলে গিডিয়ন: 'আমি কিন্তু কখনো ভয় পেয়ে ধর্মের কথা টেনে আনিনা। ধর্মবিশ্বাসী আমিও, কিন্তু আমার যখন সবচেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল তখন আমি বন্দুক হাতে লড়াই করেছি স্বাধীনতার জন্যে।'

'কিন্তু আইন তৈরির এই সভায় চাষীরা কি করবে?'

'কি করবে? খবরের কাগজে বর্বর লেখে বলেই তারা বর্বর নয়। তাদের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, ভালবাসাও আছে হৃদয়ে। নিজের স্ত্রীর, সন্তানের যাতে ভালো হয় তাই তারা চায়—সেই আশায়ই তারা ভোট দেয়। লেখাপড়া শেখার সুতীব্র ইচ্ছা আছে তাদের মনে—সেই আশায় তারা ভোট দেয়। দাসত্ব কি জিনিস তারা জানে—তাই তারা ভোট দেয় মুক্তির জন্যে। দেমাক দেখিয়ে বাবুগিরি করতে তারা মোটেই চায় না। তাদের হাত ধরে কাজ করান, ন্যায়ের পথে চালান, দেখবেন তারা আপনার সাথী। কিন্তু আর যেন চাবুক চালাবেন না—উঁহুঁ, আর না। স্বাধীনতার আস্বাদ তারা পেয়েছে।'

চিন্তাবিত্ত কারডোজো ধীরে ধীরে বলে: 'এতে ভরসা আসে, সাহস পাই।'

'সাহস নিয়েই তো অধিবেশনে এসেছি।'

'সে আমি আন্দাজ করেছি। আচ্ছা, আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন, মিঃ জ্যাকসন।'

বলা আরম্ভ হলো ধীরে ধীরে, থেমে, যেন হোঁচট খেয়ে। যখন শেষ হলো তখন বাইরে নিশীথ রাত্রি। নিজেকে বড় পরিশ্রান্ত মনে হয় গিডিয়ন-এর। যাবার আগে কারডোজো দু'খানা বই দিল তাকে। একখানা গেলডনের লেখা 'বুনীয়াদি অক্ষর উচ্চারণ', দ্বিতীয়খানা ফিট্‌জরয় ও জেমসের 'ভাষার ব্যবহার।' এই প্রথম দু'খানা আসল বই হাতে পেল গিডিয়ন। প্রকাণ্ড দু হাতে সযত্নে তুলে নিল বই দু'খানা—যেন বড়ই ঠুনকো জিনিস, একটুতেই ভেঙে যাবে। স্মৃতি হাতড়িয়ে একটা নাম এল তার স্মরণে, জিজ্ঞেস করল:

'সেক্সপিয়রের বই আছে আপনার ?'

একমুহূর্ত্ত কারডোজো ইতস্ততঃ করল, তারপর একটুও না হেসে তার ছোট্ট বইয়ের তাক থেকে তুলে আনল "ওথেলো"। 'এই নিন।'

'ধন্যবাদ।' গিডিয়ন বিদায় নিল।

কারডোজোও ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ জানাল। তারপর গিডিয়ন চলে গেলে স্ত্রীকে বলল: 'যদি আমি হেসে ফেলতাম—ওঃ, যদি হেসে ফেলতাম! ধন্যবাদ ভগবান, প্রায় হেসে ফেলেছিলাম! নাঃ, কি জীব যে সব আমরা!'

•

কারডোজোর সম্বন্ধে কার্টার-এর কাছে জানতে চাইল গিডিয়ন। এখনও গিডিয়ন সামাজিক কায়দা মেনে লোকের বাড়ী যাওয়ার অভ্যেস আরম্ভ করতে পারেনি। এরই মধ্যে সে কারডোজোর বাড়ী গিয়েছিল, এ খবর শুনে কার্টার খুশী হ'লো।

'কারডোজো অর্ধেক ইহুদী। নামটা তো সেই জন্যেই ঐ রকম। লোকটা নিগার কিন্তু বড় অহংকারী।' কার্টার বলে।

গিডিয়ন কখনো ইহুদী দেখেনি, বলে: 'ঠিক কালো মানুষের মতই তো দেখতে!'

'কিন্তু ফষ্টি-নষ্টি বাবুগিরি আছে লোকটার।' কার্টার বলে।

কার্টার আলোটা গিডিয়নকে ব্যবহার করতে বলেছে। মাস গেলে তো প্রতিনিধিরা মাইনে পেয়ে যাবে, তখন তেলের দামটা দিয়ে দিলেই হবে। উচ্চারণের বইখানা নিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত জাগে গিডিয়ন। কখনো খবরের কাগজের প্রান্তে শব্দগুলো লিখছে, কখনো চেঁচিয়ে পড়ছে আর নিজেই নিজের উচ্চারণ শুনে বুঝবার চেষ্টা করছে—খাপছাড়া শোনায় কি না। ক্রমাগত তার বিড়বিড় শব্দ শুনে একরাত্রে কার্টার উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে: 'অসুখ হয়েছে কি?'

'না, পড়তে শিখছি।'

বানানের বইখানা চমৎকার। কিন্তু তবু একটা গলতি রয়ে গেছে, শব্দের মানে লেখা নেই এতে। গিডিয়ন ভাবে—এমন কোন বই পাওয়া যায় কি, যাতে শব্দের অর্থ লেখা আছে? আনাড়ির মত পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 'ভাষার ব্যবহার'এর মধ্যে একটা অংশ তাকে আকৃষ্ট করল। তাতে বলা হয়েছে যে সাধারণতঃ গ্রামে তারা যেভাবে কথা বলে সেটা অশুদ্ধ এবং খারাপ। কোন শিক্ষিত লোক সেভাবে কথা বলে না। কতকগুলো শব্দ প্লেগের মত পরিত্যাজ্য ইত্যাদি। দেখে মনে মনে গিডিয়ন সাবধান হলো ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু যত ভাবছে ঐ সব সতর্কবাণীর কথা ততই মনে জাগে ভয় এবং লেখাপড়া শেখাও ততই কষ্টকর মনে হয়। 'ওথেলো'খানা ওল্টাতে গিয়ে একটু আশা তবুও জাগে। কিন্তু একটা লাইন পড়ে দেখে সেটাও অবোধগম্য।

আর পারে না, মাথা ধরেছে, নৈরাশ্যের পরিপূর্ণতায় চতুর্দিক অবরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গিডিয়ন ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু কারডোজোর রাত্রি আজ নিদ্রাহীন। তার জাগরণ আজ গিডিয়নকেও হার মানিয়েছে। সেল্‌ফে বই তিনখানার শূন্যস্থান যেন তার জীবনের এক স্খলিত অংশ, মানুষের ইতিহাসের একটি খসে-পরা কণিকা—মানবজীবনের ব্যথা-বেদনার স্রোতের যেন একখানি খসে-পড়া স্তবক। কি ক'রে সে এসে পড়ল গিডিয়ন জ্যাকসন্‌এর কাছে? কে এই বিপুলদেহী, মন্থর, কৃষ্ণমানব? ক্যারোলিনার অসভ্য পল্লীর অন্ধকার ভেদ ক'রে চলে এসেছে সদ্যোমুক্ত এই ক্রীতদাসটি কে? কেন নিজেকে ছোট মনে হয় কারডোজোর? এ কী চিত্ত আজ তার? মনুষ্যত্বের মাপকাঠি কি তবে? নিজে তো সে আজন্ম মুক্ত। মনে পড়ে, শিক্ষা হয়েছিল তার গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে। লণ্ডন নগরীর উপকণ্ঠে কত বনভোজে সে যোগ দিয়েছিল। তিন সহস্র ইংরেজ শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছিল সে। তারপর অন্যের শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষণের মধ্য দিয়ে সে সম্মানিতও হয়েছে। সাগরের ওপারে কত মনীষীর গৃহ সে ঘুরে এসেছে।

নিউ হেভেনে সে ছিল মন্ত্রী। তারই গৃহে বসে সভা ক'রে পরিকল্পনা নিয়েছে দাস-প্রথা-বিরোধীরা। তার দেহের ধমনীতে সাদা আর কালো, নিগ্রো আর রেড ইণ্ডিয়ান, ইহুদী আর পৌত্তলিকের রক্ত এক স্রোতে বয়ে চলেছে। তাকে সম্মান করে সকলে, এমন কি এই চার্লস্‌টনএর শ্বেত সম্প্রদায়ও। আর গিডিয়ন-এর সঙ্গে তার পরিচয়ই বা কতটুকু?

তথাপি গিডিয়ন জ্যাকসনের মধ্যেই সে দেখেছে মুক্তি, যদি এই তামসী অবচেতনার শেষেও মুক্তি বলে কিছু থেকে থাকে। এই বিপুলাবয়ব অজ্ঞ কালো মানুষটি এমন এক তমসা-বিদারী রশ্মিমালার পানে তাকিয়ে আছে যেখানে কারডোজোর দৃষ্টি পৌঁছয় না।

একটার পর একটা ভীতি নেমে আসছে তার মনে, তার আকাশচুম্বী উচ্চাশা বুঝি নিরাশার কালো সমুদ্রে যাবে ডুবে···কারডোজোর চোখে আজ ঘুম নামে না। নিদ্রাহীন কারডোজোর হিংসা হয় ঐ মুক্ত ক্রীতদাসকে।

যেমন ক'রে দিন ঘনায়—যেমন ক'রে অফুরন্ত দিনও একদিন ফুরিয়ে যায়, তেমনি ক'রেই একদিন দিন ফুরোল—শুরু হলো অধিবেশন। গিডিয়ন জ্যাকসন বসল প্রতিনিধিদের মধ্যে। অধিবেশনে বসে তার মনে হয়—গতিহীন বুঝি এই মুহূর্তটি। ছত্রিশ বছর ধরে সে এই পৃথিবীকে দেখে আসছে। সে জন্মেছিল কাঁদতে কাঁদতে···অবাঞ্ছিত এক কৃষ্ণাঙ্গশিশু। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে তার মাকে খেয়েছিল··· মা তার ছেড়ে চলে গেছেন তার জন্মের পরেই। যেদিন সে হাঁটতে শিখেছে সেদিন থেকেই সে যেন একটা পশু। সেদিন থেকেই সে পণ্য, তার দেহ টিপে, তার কর্মক্ষমতা আন্দাজ ক'রে, ঠিক হতো তার দাম। আর সেই মানুষ আজ বসেছে এমন সব মানুষের মাঝখানে যারা রচনা করছে এক নতুন পৃথিবী। নির্বাক, নিশ্চুপ, নিশ্চল। পৃথিবী বুঝি প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। গিডিয়ন উপবেশন করেছে—যুক্ত হস্ত দুটো তার কোলের ওপর, হাঁটু দুটো একসঙ্গে চেপে রয়েছে; কানে বাজছে অধিবেশনের প্রতিটি শব্দ। এই সৌম্য পরিবেশে এমন কি শ্বাস নেওয়াও সহজ নয়। মোটেই সহজ নয় শ্বাস নেওয়া। কি ভীষণ ঠাসাঠাসি ভীড়। কত চেয়ার সাজানো পরস্পর বিপরীত সারিতে। সারির পরে সারি কালো আর সাদা মুখ। লোক এসেছে গ্রাম্য পোশাকে, শহুরে পোশাকে, এসেছে সৌখিন পোশাকে, আবার এসেছে একেবারে সাধারণ পোশাকে। লোক এসেছে লম্বা আচকান পরে, পশমী কোট গায় দিয়ে। জোয়ান, বুড়ো সব বয়সের। এসেছে আজকের ক্রীতদাস আর আজকে যারা স্বাধীন

সকলেই। এসেছে জালওয়াগ আর যাদের বলে দুর্ধর্ষ খুনী তারাও। এসেছে পাহাড়ীরা, রৌদ্র-দগ্ধ ইউনিয়ন-পন্থীরা।—বিদ্রোহী সহায়ক আর ইয়াংকী সহায়ক—সকল দলের মানুষ এসে বসেছে একসঙ্গে। নাঃ, সহজ নয়, এই গুরু গম্ভীর অবস্থায় কোন ক্রমেই সহজভাবে শ্বাস নেয়া যায় না।

কিন্তু এরাই তো সব নয়। চার্লেস্টনবাসীরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ভীড় ক'রে ছুটে এসেছে 'জানোয়ারের খেলা,' 'লেজপাকানো বাঁদর' আর 'কালো বেবুন' দেখতে। এসেছে সংবাদপত্র-ওয়ালারাও। শুধু স্থানীয় সংবাদদাতা নয়; জর্জিয়া, আলাবামা, লুইসিয়ানা এবং অন্যান্য দক্ষিণী দেশ থেকে অবজ্ঞাকারী লেখকরাও এসে হাজির হয়েছে। তারা আজ তৈরি হয়ে এসেছে এই পাগলামির ওপরে শেষবারের মত একটা চরম আঘাত হানতে। নিউইয়র্কের বিকৃত সংবাদ পরিবেশকরা এসেছে। উদ্দেশ্য, এর মধ্য থেকে সবচেয়ে অদ্ভুত একটা কিছু সংবাদ বেছে নিয়ে সংবাদ তৈরি ক'রে পাঠাবে। শহরে বসে শহুরে পাঠকরা মহানন্দে গোগ্রাসে তাই গিলবে। সংবাদদাতা এসেছে বোস্টন থেকেও। নিউ ইংলণ্ড থেকে এসেছে দাসত্ব-বিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লিখিয়েরা। ওয়াশিংটন থেকেও তারা এসেছে, এসেছে তাদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে সমগ্র রাজধানীতে তারা একটা হৈ হৈ লাগিয়ে দিতে পারে। হলঘরে তিল ধারণের স্থান নেই—লোক আর লোক। তারও ওপর আছে চতুর্দিকের পাহারাদারী ইয়াংকী সৈন্যরা।

কিন্তু এত আশংকা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রথমদিনের অধিবেশন সমাপ্ত হলো শান্ত সুশৃঙ্খলার মধ্যে। একবার সকলের নাম ডাকা হলো। নিজের নাম না-ডাকা পর্যন্ত ভীত গিডিয়ন আতংকিত অবস্থায় প্রতীক্ষায় রইল। তারপর একসময় তার নাম ডাকা হলো। চেঁচিয়ে উঠল সে: 'উপস্থিত!' সকলে শুনল তার কণ্ঠস্বর, মনে হলো আশ্চর্য হবার মত কিছুই তো নয়। তারপর সভাপতি অন্য আর একজনের নাম ডাকলেন।

নামডাকা হয়ে গেলে দক্ষিণ ক্যারোলিনার ভূতপূর্ব গভর্ণর ওর্‌র্‌ উঠলেন ভাষণ দিতে। বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁকে প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ করেছে এটাই প্রমাণ করতে যে তারা যা করতে যাচ্ছে তা জনসাধারণকে নিয়েই জনসাধারণকে বাদ দিয়ে বাইরের কিছু নয়। একটুও গোলমাল নেই, সভা একেবারে স্থির। একটা শব্দও যাতে বাদ না যায় তার জন্য গিডিয়ন সামনে ঝুঁকে বসল। প্রথম দিকে গিডিয়ন খুশীই হলো। ওর্‌র্‌এর্‌ বক্তব্য হলো এই যে প্রাক্তন ক্রীতদাসদের শিক্ষার প্রয়োজন বেশী। কিন্তু পরে তিনি ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে খোলাখুলি তার আসল বক্তব্য বলে ফেললেন যে, ক্রীতদাসরা রাষ্ট্রের বুদ্ধিমত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না; সম্পদেরও নয়, এমন কি শক্তি-মত্তারও নয়! আরও বললেন যে, সকলে যে জনসাধারণের পূর্ণ ভোটাধিকারের কথা বলছে ওটা হলো একটা নিছক স্বপ্ন মাত্র।

এই সব কথার অনেকখানিই গিডিয়ন ঠিক বুঝতে পারছে না। নিজেরই ওপর তার রাগ হয়। কেন সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে না? কেন প্রতি তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শব্দ ফস্‌কে যাচ্ছে? ওর্‌র্‌ কি বিদ্রূপ করছে তাদের? ঘৃণা করছে কি? না কি তাদের আক্রমণ ক'রে বক্তৃতা দিচ্ছে?

ওর্‌রের বক্তৃতা-শেষে হাততালি বিশেষ পড়ল না। কিন্তু শৃঙ্খলা অটুট রইল। তারপর পরবর্তী দিনের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ঠিক হলো। এবং তারপর পরদিন সকাল পর্যন্ত সভা মুলতুবি রাখার ঘোষণা করা হলো। অধিবেশন শেষে গিডিয়ন বেরিয়ে এল পথে।....

একদল প্রতিনিধি রাস্তায় ভীড় ক'রে গরম গরম কথা বলছে। সেখানে গিডিয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল। দেহাতী মানুষ সব। গাট্টাগোট্টা চেহারা, কঠিন মাংসল বাহু আর তাদের মজবুত কাঁধে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে এককালে বহু বছর তারা লাঙ্গল টেনেছে। তাদের

মধ্যে একজন…রংটা আলকাত্‌রার মত কালো, লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভরা চোখ দুটো, বেশ বয়স্ক—সে বলছে:

'শিক্ষা, ঐ জিনিসটি আমরা পাইনি—কোন্ ব্যাটাই বা পেয়েছে এদেশে? সারা দেশে ইস্কুল বস্তুটাই নেই। পয়সা যার আছে তার আর ভাবনা কি, বাড়ীতে মাষ্টার রাখে আর ছেলেকে পাঠায় বিলেত। কিন্তু ওবুর্ যাকে বুদ্ধি বলে সে তো আর এতে হয় না, এই শিক্ষায় আর তা হয় না। এ শিক্ষা শিক্ষাই নয়। কদ্দিন আর হলো, এইতো দুবছরের স্বাধীনতা, আর মোটে একদিনের অধিবেশন। খাঁটি কথা বাপু আমি বলব—কেন লোকটা আমাদের ভেঙ্গেচুরে খতম ক'রে দিতে চাইছে?'

কমবয়সী একজন সাদা মানুষ, কথা বলে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা পাহাড়ী গলায়—সে লোকটা ভীড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে বলে উঠল:

'ঢের কারণ আছে খুড়ো!'

'কেন হে?'

'কেন, খুড়ো, তোমরা নিগাররা, কেন চোখ খোল না? এই যে বলছো সবাইর সমান অধিকারের কথা— এ জিনিসটাই তো টি কবে না যদি তোমরা নিজেরা এটাকে ঘাড়ে তুলে না নাও। তোমাদের তো বক্তৃতার ঠেলায় ঠাণ্ডা ক'রে দেবেই ওরা, আমাদেরও দেবে বসিয়ে। শোন খুড়ো,—তুমি হ'লে নিগার, আর আমি হলাম সাদা মানুষ—গরীব নিঃস্ব মানুষ। গরীব সাদা মানুষেরা ভোট দিয়েছে আমায়, আর তোমায় দিয়েছে নিগাররা। আর হয়তো কিছু নিগার ছিল আমার দলে আর তোমার দলেও কিছু আমাদের সাদা মানুষ ছিল। হ্যাঁ, নিগারের দরদে অস্থির হয়ে পড়ি না আমি। কিন্তু আমি পছন্দ করি সোজা কথা—সোজা চিন্তা…দুইয়ে দুইয়ে যেমন চার হয়—ঠিক সেইরকম সোজা কথা, বুঝলে খুড়ো। সেই সোজা চিন্তাই আমাদের বলে দেয় মাথা ঠিক ক'রে কাজ করলে কত কিছুই না আমরা করতে পারি।

কিন্তু চিন্তাটা আমরা মনে মনে করলেই তো আর ওরা আমাদের জানোয়ার বলা বন্ধ করবে না, উঁহুঁ!'

'তা বাপু, তোমরা কি করবে ঠিক করলে?' কে যেন সাদা মানুষটিকে প্রশ্ন করে।

'মাথা নোয়াচ্ছি না। ইস্কুল আর ভোটের অধিকার এই দুটো জিনিস পাশ করিয়ে তবে বেরুব অধিবেশন থেকে। শত্তুররা কি বলবে সে আমি জানি।'

'বলতে দেবে ওদের?'

'বলুক, আমিও বলব আমার কথা।'

'আর জমির কি হবে? ফসল তুলবার বন্দোবস্তই যদি না হলো তো কি হবে ইস্কুল আর ভোট দিয়ে?'

'জমি—' কথাটাকে যেন দাঁতে চিবুল লোকটা। 'হো আমার দাদাগো, যাওনা জমি চাইতে, মেরে তক্তা বানিয়ে লাইনের পার ক'রে দেবে না! অধিবেশন ক'রে জমি মেলে কখনও! জমি পেতে হ'লে গতর খেটে টাকা জমিয়ে কিনতে হ'বে গো, বুঝলে।'

'কেন, ফেলেছড়ে শ' বছরও কি গতর খাটিনি ঐ জমিতে? ঐ জমিতে ফসল ফলাইনি আমরা? তবে কেন তারা দেশটাকে জাহান্নামে দেবে? আমাদের চেয়ে কার বেশী দাবী আছে ঐ জমিতে?'

'দাবীর কথা নয় খুড়ো, কথাটা হচ্ছে সম্পত্তির। আকাশে গুলি ছুঁড়ি না আমি—হুঁ—। দূরে হলেও লক্ষ্য আমি ঠিকই রাখি —'

এইভাবে ক্রমশঃ উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলে। এরপর লোকটা যেন এই ঝামেলা এড়িয়ে যাবার উপক্রম করল। বুঝতে পেরে গিডিয়ন তার জামাটা ধরে বললে:

'ও মশাই?'

একটু থেমে স্থিরদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে লোকটা আবার হেঁটে

চলে। লোকটার অন্তর্দ্বন্দ্বটা গিডিয়ন বুঝতে পেরেছে খানিকটা। লোকটা দক্ষিণী, দক্ষিণেই জন্ম এবং সেখানেই মানুষ। ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করেনি বলে আজ সে ভূমিহীন ঝাড়ুদার। নিগ্রোদেরও ঘেন্না করে লোকটা ; দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আপোষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নেমে আসতে হয়েছে তাদেরই পর্যায়ে। আজ তার শরীরের সাদা চামড়াটাই একমাত্র অবশিষ্ট সম্মানচিহ্ন।

'ও মশাই, মশাই, আমার একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আমার নাম গিডিয়ন জ্যাকসন।'

'আমার নাম এণ্ডারসন ক্লে।' ঘাড় নেড়ে সে হাঁটতে থাকে। গিডিয়নও চলে পাশে পাশে।

'আন্দাজে তো কুলোবে না। না—মানে—বাবুগিরির কথা বলছি না। শুনলাম, আপনি জমির কথা বলছিলেন। কথাটা আমার কাছেও ভয়ানক জরুরী। আমাদের লোকেরাও জমি চায় কিনা। তা-আপনি বলছেন জমি দেবার ধার দিয়েও ঘেঁষ্‌বে না ওরা?'

'ভারি দায় পড়েছে ওদের—হ্যাঁ, জমি দেবে!'

'তা হ'লে বাঁচব কি ক'রে?'

'ওরে নিগার ভাই, তা আপনারা নিজেরা বুঝুনগে।'

নির্বাক দু'জনে আরো কিছু দূরে এগিয়ে চলল। শেষকালে গিডিয়ন বলল: 'বিষয়টা নিয়ে আবার আমরা আলোচনা করতে পারি কি?'

'তা করা যাবে।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী ভাল লাগছে আমার।'

দিন কয়েক পরে স্ত্রীর কাছে গিডিয়ন একখানা চিঠি লিখল। জীবনে আজ তার এই প্রথম চিঠি লেখা। প্রতিটি শব্দের বিস্ময় হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে সে লেখে:

'প্রিয়া স্ত্রী আমার,

সব সময় তোমার কথা আমার মনে হয়। তোমার ছবি আমার মনের কন্দরে আঁকা। কত সুন্দর তুমি, সব সময় তুমি আমার মনে রয়েছ। তোমাকে ছেড়ে এসে দুঃখ হয়, সেই যুদ্ধের দিনের মত। এখানে আমি লিখতে শিখছি, পড়তে শিখছি। যে অধিবেশন চলেছে, আমি তার একজন প্রতিনিধি। ভাল আইন তৈরি করব আমরা। আমাদের দৈনিক ভাতা প্রায় তিন ডলার এবং এর বেশীর ভাগই জমে যাচ্ছে। ঘুমের আগে প্রত্যেকদিন তোমায় যেন আমি দেখতে পাই, দেখতে পাই ছেলে-মেয়েদের। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, সেই প্রার্থনাই নিয়ত করি। আমাদের ভাতা নিয়ে আলোচনার সময় অধিবেশনে আমি একবার বক্তৃতা দিয়েছি। কী ভয়ই না হয়েছিল আমার! এটাকে বলে বিতর্ক। জেমস্ এল্যেন যদি এসে থাকে, তাকে সমাদর করো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। আবার শিগ্‌গিরই চিঠি দেব।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে, গভীর রাত জেগে, একটি একটি শব্দ সাজিয়ে গিডিয়ন লিখল তার চিঠি। রসেলের কাছে চিঠি লেখার মধ্য দিয়ে সে যেন তার আত্মীয়-স্বজন, আপনজনের সান্নিধ্যের উষ্ণ অনুভূতি পেল। এরই মধ্যে সে অধিবেশনের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছে— একথা জানবার পরে ওরা কী ভাববে? ব্যাপারটা যে খুব উল্লেখযোগ্য তা নয়, কিছু বলার ইচ্ছেও ছিল না তার; ঠিক কি ক'রে যে মনে করতে পারছে না, তবে যে করেই হোক, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল সে। বৈঠকে আলোচনা চলছিল প্রতিনিধিদের ভাতার প্রশ্ন নিয়ে।

আলোচনা শুরু করতে গিয়ে লেঙলি নামে একজন বলল যে দৈনিক ভাতা বারো ডলার হলেই হবে—একটা পূর্ণাঙ্গ সংখ্যার ভাতা। 'অধিবেশনের

প্রতিনিধিদের নিশ্চয়ই এই টাকা পাবার যোগ্যতা আছে!' উপস্থিত সংবাদদাতারা ভীষণ রেগে গিয়ে যা খুশী হিজিবিজি লিখতে শুরু করল। রাইট নামে এক নিগ্রো দাঁড়িয়ে বলল যে দশ ডলার হলেই যথেষ্ট হবে। 'এতে আইন প্রণেতাদের মৌলিক সম্ভ্রম রক্ষা হবে।' সভা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সভার পরিচালক হাতুড়ি পিটিয়ে সভায় শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। পার্কার নামে জনৈক শ্বেতাঙ্গ টাকার অঙ্কটা তুলে দিল রোজ এগার ডলারে। 'কিন্তু অধিবেশনের শতকরা নব্বই জনের কাছেই এটা পাগলামি। সারাজীবন যারা গতর খাটিয়েছে—কেউ বা ক্রীতদাস কেউ বা ক্ষেতমজুর হিসেবে, তাদের মাইনে হবে রোজ এগার ডলার? বহু বছরের মধ্যে তো তারা অনেকেই চক্‌চকে রূপোর টাকা পর্যন্ত চোখে দেখেনি। লেস্‌লী নামে একজন কালো মানুষ তখন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মজুর প্রতিনিধি সমর্থন জানাল তাকে। লেস্‌লী বললে:

'আমি দৈনিক তিন ডলার পারিশ্রমিক নিতে রাজী আছি। আমার মনে হয় আমাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মজুরী তিন ডলার। আপনাদের আমি শুধাতে চাই—নিজেদের গাঁট থেকে যদি এত লোককে মাইনে দেবার দরকার হয় তো কত দিতে রাজী হবেন আপনারা? দেড় ডলার কি তখন খুব বেশী মনে হবে না? এ কি রকম দর-দাম হচ্ছে সব— আট-নয়-দশ ডলার রোজ? এ-যেন জুয়োখেলা!'

বিচ্ছিন্ন প্রশংসা ধ্বনির মধ্যে মেলরোজ নামে একজন প্রতিনিধি চেঁচিয়ে উঠল: 'এতবড় অধিবেশনের সভ্যদের দৈনিক মোটে দেড় ডলার প্রস্তাব করা মানে অপমান করা ছাড়া আর কী!'

উঠে দাঁড়াল গিডিয়ন। ভুলে গেল এই অনিবার্য বাদানুবাদের মধ্যে কতখানি তাকে মানায়। গম্ভীর স্পষ্ট কণ্ঠে সভাস্থল মুখর ক'রে গিডিয়ন বলল:

'রোজ দশ ডলার, এগার ডলার—এইসব অনেক বক্তৃতাই তো শুনলাম। কাগজে পড়ছিলাম—আমাদের বলা হয় ডাকাত। তা পড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, রাগে প্রায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। ডাকাত নই আমরা—তবে কেন লেখা হবে ডাকাত—' সেই মুহূর্তে গিডিয়নএর মনে হলো অনেক কিছু সে বলে ফেলেছে। মনে হলো ভয়ানক উত্তেজিত, পরমুহূর্তেই আবার একেবারে নিস্তেজ। এবং তখনই বেরিয়ে এল মুখ থেকে :

'চার্লসটনে এসেছিলাম আমি—এইতো বছর কয়েক আগে, ইয়াংকী পল্টনে—কত মাইনে পেয়েছি তখন ?—রোজ কুড়ি সেণ্ট মাত্র, তা হোক্ কিন্তু আমি লড়েছি স্বাধীনতার জন্য। আমি তো ক্রীতদাস ছিলাম—কোনকালে কোন মাইনে ছিল না। চার্লসটনে এলাম অধিবেশনের আগে···খেতে তো হবে, কাজ তো করতে হবে ? তখন আমি বন্দরে গিয়ে তুলোর মোট বইলাম, রোজ পঞ্চাশ সেণ্ট, বেশ ভাল মাইনে। এখন তবে কি ক'রে আমার মজুরী দাবী করতে পারি রোজ দশ ডলার ?' এখন তার ভয় ভেঙ্গে গেছে। আরো সাহস নিয়ে সে বলে : 'কেউ কেউ মর্যাদার প্রশ্ন তুলেছেন। তা হ'লে রোজ তিন ডলার নির্ঘাত্ মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট ! যদি এতেও ডকমজুর আর প্রতিনিধির মধ্যে কোন তফাৎ না ধরা যায় তবে এখন তা নিশ্চয়ই হবে, যদিও এ ভাবে তফাৎ ক'রে দেখা অবাস্তব। কিন্তু যাই বলুন, রোজ দশ ডলার তো মশাই আর আমার মাইনে হতে পারে না !'

এই ভাবেই গিডিয়ন প্রথমবার অধিবেশনের বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

[পাঁচ]

অধিবেশন চলেছে দিনের পর দিন, দিন গড়িয়ে চললো সপ্তাহে, সপ্তাহ মাসে…প্রথম দিনের সে-ভীতি, সে-অজানার আতংক আজ আর নেই। জীবনের অন্য ঘটনার মত অস্বাভাবিকও স্বাভাবিক হ'য়ে আসে, অজানা এসে দাঁড়ায় জানার কোঠায়। নিজের মধ্যের এই যে গুণগত পরিবর্তন, তা যে সজ্ঞানে ঘটছে তা নয় ; এমন কিছু নেই যাকে ভিত্তি ক'রে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে সে ভাবে, লক্ষ্য করে নিজেকে, এই কিছু আগেই সে যা ছিল এখন যে আর তা নেই, এই পরিবর্তনটাও খেয়াল করতে পারে। কাজ করতে নেমে এসব অপ্ত হয়ে গেছে তার। পিটার একদিন বলেছিল অন্য লোকের কথা মন দিয়ে শুনতে, কারণ, কথা থেকেই বলে মানুষকে বোঝা যায়। এবং একমাস, দু'মাস, তিনমাস ধরে বসে বসে সে অন্যের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। কোন কোন সময় সে নিজেও কিছু বলেছে এবং তার বক্তৃতা যে অন্যেরা বেশ মন দিয়ে শুনে থাকে কোন দিন সে তা বিশেষ নজর দিয়েও দেখে নি।

বীজের অঙ্কুরোদগম হলো। কার্টার গৃহের সেই ছোট্ট ঘরের তিন খানা পুস্তিকা সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে এক ডজন, দু'ডজনে এসে দাঁড়াল। প্রতিরাত্রে খাওয়া সেরে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আলোর নীচে বই সাজিয়ে বসে গিডিয়ন। তিন ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা কোন কোন দিন রাত্রিভোর সে পড়ে। তার জীবনের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'টম্ কাকার কুটীর' সে পাঠ করেছিল সমস্ত রাত্রি জেগে। ডিলায়জ নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ সভ্য তাকে এই বইটী পড়তে দিয়েছিল। কিন্তু গিডিয়ন গল্পের বই বলে সময় নষ্ট করতে রাজী হয় নি সেদিন।

ডিলায়জ বলেছিল : 'দেখুন, এই বইখানার জন্যই কিন্তু আজ আপনি এখানে এই অধিবেশনে আসতে পেরেছেন।'

'এই বইয়ের জন্য ?'

'মহামানব লিঙ্কন যখন এর লেখিকা মিসেস স্টো'কে প্রথম দেখলেন তখন তিনি বলেছিলেন—এই কি সেই মহিলা যিনি একটা মহান জাতিকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিলেন ?'

মৃদু হেসে গিডিয়ন বলেছিল : 'আমার যেন মনে হয় সঙ্গে আরো দু'একটা জিনিস দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু সে থাক্, নিয়ে যান বইখানা, পড়ে দেখুন।'

বইখানা নিয়ে গিডিয়ন বাড়ী এসেছে। কিন্তু দু'সপ্তাহ পাতা খুলবার অবসর হয়নি তাঁর। তারপর যখন অবসর হলো তখন এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে গেল তার চোখের সামনে। বারে বারে কার্টাররা সাবধান ক'রে গেল—এ রকম রাত জাগলে থাকলে শরীর তার ভেঙ্গে পড়বে যে। বইখানার জায়গা জায়গা থেকে সে লিখে রেখেছে। যে সব জায়গা তার অদ্ভুত ঠেকেছে সেগুলোও সে লিখে রেখেছে। কিন্তু আজ সে-সব তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। লিখে রেখেছে যেমন :

'পৃথিবীর সর্বত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট সমাজে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার পরে আর মানবিক সহানুভূতি বলিয়া কিছু নাই। ইংলণ্ডে সে-সীমারেখা এক জায়গায়, ব্রহ্মদেশে আর এক জায়গায় এবং আমেরিকায় অন্য জায়গায়। সেই সীমারেখা কোন দেশের অভিজাতরাই কোন সময় কোন ক্রমেই অতিক্রম করে না। তাদের নিজেদের শ্রেণীতে যে কষ্ট দুঃখ অবিচার সেটা অবশ্য অন্যদের নিকট এক অতি সাধারণ ঘটনা। আমার পিতার এই সীমারেখা নির্দেশের উপায় ছিল গায়ের রং। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এত ন্যায়পরায়ন এবং উদার আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু সকল সম্ভবপর রংয়ের স্তরের মধ্য দিয়া নিগ্রোদের তিনি বিচার করিতেন মানুষ এবং জীবজন্তুর মধ্যে একটা মধ্যবর্তী যোগাযোগ হিসাবে

এবং তাঁর সব কিছু—চিন্তা, ধারনা, বিচার এবং উদারতাকেও তিনি স্তরভাগ করিতেন এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই....'

আর একটি উদ্ধৃতি :

'এলফ্রেড চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, কোন কিছুতেই তার রাখঢাক নাই ; লোকটা উদ্ধত ও মেজাজী। জোর যার মুলুক তার—এই পুরাতন কথাতেই সে বিশ্বাসী। সে তো বলেই : 'ইংলণ্ডের অভিজাত ও ধনিক-গোষ্ঠী নিম্নশ্রেণীর লোকেদের দ্বারা যাহা করাইতেছে আমেরিকার আবাদের মালিকরাও ভিন্ন পথে ঠিক সেই জিনিসই করিতেছে' ; অর্থাৎ এক কথায় ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে তাহাদের সবকিছু আত্মসাৎ করিতেছে—সব কিছু, তাহাদের চিন্তা ভাবনা, ক্ষমতা, শক্তি—সব কিছু নিজেদের প্রয়োজন এবং সুখ সুবিধার জন্য ব্যবহার করিতেছে! তাহার মতে, জনসাধারণকে কার্যতঃ ক্রীতদাসে পরিণত না করিতে পারিলে কোন রকম উচ্চ সভ্যতারই সৃষ্টি হইতে পারে না। তাহার মতে—নিম্নশ্রেণীকে অবশ্যই থাকিতে হইবে, তাহারা থাকিবে ঠিক জন্তুর মত এবং সমস্ত ক্ষমতা দিয়া গতর খাটিবে, তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণী বিশ্রামের সময় পাইবে, অর্থবান হইবে, ক্রমশঃ অধিকতক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইবে এবং উন্নত হইবে এবং ইহারই ফলে তাহারা হইবে নিম্নশ্রেণীর পরিচালক। এই রকম যুক্তির অবতারণা সে করিয়া থাকে। ইহার কারণতো আগেই বলিয়াছি—সে হইল জন্ম-অভিজাত এবং এই কারণেই আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না, কেননা আমি হইলাম জন্ম-গণতন্ত্রী।'

এই সব উদ্ধৃতি গিডিয়নএ-খাতায় টোকা। আবার একদিন ডিলারজএর সঙ্গে দেখা হতে গিডিয়ন বলল : 'বইখানা পড়ছি আমি।'

'আর শিখছেনও তো ?'

'সব সময়ই আমি কিছু না কিছু শিখি।' মৃদু হাসি তার ঠোঁটে : "আচ্ছা, বইখানা কি ইংলণ্ডেও ছাপা হয়েছে ?'

হ্যাঁ, অনুবাদও হয়েছে জার্মান, ফরাসী, রুশ, হাঙ্গেরীয়, স্পেনীয় এবং আরো অনেক ভাষায়। ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী বইখানাকে বলে তাদের বাইবেল।'

'কালো ক্রীতদাসকে নিয়ে লেখা এই বইখানাকে ?—'

'বলুন, সব ক্রীতদাসদের নিয়ে, মিঃ জ্যাকসন !'

শ্রম আনে ক্লান্তি। জীবনে আজ প্রথম গিডিয়নএর চোখ টন টন করছে। ওজন কমে গেছে, শরীরও অনেক কৃশ হয়ে পড়েছে। দু'হাতে লাঙল টেনে জমি চাষ করা কিম্বা পল্টনের সেই প্রত্যহ ত্রিশ মাইল মার্চ করার চাইতেও আজ সে বেশী ক্লান্ত।

সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিন আসে আর দিন যায়। তুলোর ক্ষেতের সেই পুরাতন মন্থর গ্রাম্য সঙ্গীতের ছন্দ—পাইনের তলার সেই নির্জন মাটি, সেই আঁধার-ভরা জলাভূমি, ক্ষেতের কাজের সেই কান্নাবিহ্বল প্রশান্ত লহরী…। তার এতদিনকার জীবনে মনে হয়েছে, এই সবকিছুর জন্যই অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানের এই পৃথিবী—এ যে এক নিরন্তর স্রোতের পৃথিবী, কোথাও এর অপেক্ষা ব'লে কিছু নেই। প্রতিদিনের প্রতিটি প্রহরের হিসেব চাই। একখানা অভিধান সে কিনেছে, পঞ্চাশ হাজার শব্দের অভিধান। শব্দই হয়েছে এখন তার হাতিয়ার। জ্ঞানের পরিধি অনন্ত, সীমাহীন তার বিস্তৃতি। আজকাল কেবলই কেমন একটা নৈরাশ্য তাকে ঘিরে ধরে…জ্ঞানের মহাসাগরের বহির্ভাগেই শুধু সে হাতরিয়ে ফিরছে। পুরো এক সপ্তাহ গেছে যোগ, বিয়োগ এবং প্রাথমিক গুন শিখতে। একটা গোটা রাত্তির গেছে শিক্ষা বিষয়ক একপাতা একটা বক্তৃতা রচনায়। পরদিন অধিবেশনের বৈঠকে তাকে বলতে হবে, সেইটিই সে লিখেছে। মনে মনে অবস্থাটা বিচার করে সে, সভায় দাঁড়িয়ে গিডিয়ন জ্যাকসন যেন পড়ছে :

'গত কয়েকদিন ধরে শুনছি আমার সহযোগী প্রতিনিধিরা শিক্ষা বিস্তারের উপর নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। শুনেছি, কোন কোন ভদ্রলোক বলেছেন যে আইন ক'রে শিক্ষা প্রচলনের আশা করা অযৌক্তিক এবং তা মোটেই ন্যায্য নয়। আমি এঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। মানুষ হয়ত আজো উলঙ্গ হয়েই ঘুরে বেড়াত যদি আইন না থাকত যে জামা-কাপড় পরতেই হবে। জামা-কাপড় পরতেই হবে, কারণ এই হচ্ছে আইন—দেখা গেল এর ফলে সকলেই জামা-কাপড় পরতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল। ইচ্ছে থাক্ কি না থাক্, ইস্কুলে যেতেই হবে, এই রকম আইন থাকলে, আমার মনে হয়, পাঁচ কি দশ বছরের মধ্যেই সবাই, চাক আর নাই চাক, শিক্ষার ব্যাপারে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে। সামান্য শিক্ষা যে ক্রীতদাস পেয়েছে, মালিকরা তাকে কেন বারে বারে বিক্রি ক'রে দেয় ভেবে দেখেছেন কি কোনদিন আপনারা ?—

'এ কথা বলছি তার একমাত্র কারণ হলো এই যে কেবল অশিক্ষিতের পক্ষেই ক্রীতদাস হওয়া সম্ভব। পুরুষ কিম্বা নারী কারুর পক্ষেই গণতন্ত্র এবং সমানাধিকারের কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, যদি তাদের এ সব বুঝবার মত পড়াশুনাই না থাকে। এই সব না বুঝলে কোন মানুষেরই মুক্তি সম্ভব নয়।'

এইটুকু লিখতেই একটা পুরো রাত্তির! এবং তার পরেও মনে হয় তার বক্তব্য বিষয় মোটেই পরিষ্কার ফুটে ওঠেনি এর মধ্যে; শব্দ নির্বাচন সুখের হয়নি এবং যা সে আশা করেছিল বলবে ব'লে, তা বলা হয়নি। তবুও, এত সবের পরেও কারডোজো এসে বললে: 'কোথায় লুকিয়েছিলেন, মিঃ গিডিয়ন ?'

'লুকিয়েছিলাম ?'

'মানে, বৈঠকের পরে আর তো আপনাকে খুঁজেই পাই না।'

'পড়াশুনা করি।'

'রোজ রাত্তিরে ?'

'হ্যাঁ, রোজ।'

কারডোজো চিন্তান্বিতভাবে বলল : 'বিশ্রাম নেই, খেলা ধুলো নেই ? কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করেন না বুঝি, তাই না ? উঁহুঁ, এতো ভাল নয়।'

'বৈঠকে যাই তো আমি।'

'তা তো যান, কিন্তু আমি বলছি কি,—আপনি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করুন—কালো সাদা সকলের সঙ্গেই। সাদা লোকদের চেনা আপনার প্রয়োজন ; জানা প্রয়োজন কি তারা ভাবছে, কি করছে। এখন তো আমাদের সাদা লোকদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে হবে।'

'তা তো বুঝি।' গিডিয়ন ঘাড় নাড়ে।

'আসুন না, কাল রাত্তিরে আমার ওখানেই খাওয়া দাওয়াটা করবেন'খন, কেমন ?'

'খাওয়া ?—' গিডিয়ন ইতস্ততঃ করে, কিন্তু কারডোজো চেপে ধরে :

'হ্যাঁ, আসুন না,—আসবেন কিন্তু দয়া ক'রে।'

'আচ্ছা, যাবো।'

'কিন্তু, এ কথা বলতে তো আমি আসিনি আজ। এসেছি, কারণ— কালকের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ওপরে আপনার বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অত্যন্ত গুরুতর জরুরী বিষয় এটি। এ বিষয়টি নিয়ে আমিও অত্যন্ত উৎসুক। এবং আমার মনে হয় যদি এই বিষয়েই আমরা হেরে যাই তা হ'লে সমস্ত গঠনতন্ত্রেই আমরা হেরে যাবো। আগামী সপ্তাহে কমিটি বিষয়টী নিয়ে বিবেচনা করবে। আপনি থাকবেন কি কমিটিতে ?'

স্থির-দৃষ্টিতে গিডিয়ন কারডোজোকে তাকিয়ে দেখল। না,

তামাসার কোন চিহ্নইতো নেই লোকটার চোখে। গিডিয়ন সম্মতি জানাল।

'আমি সত্যিই খুশী হলাম, মিঃ গিডিয়ন।' কারডোজো বলল।

কার্টার গিন্নীর শতভালি সত্ত্বেও গিডিয়নএর পাৎলুনটার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। আচকানটা গোড়া থেকেই তার আঁট হয়। এইতো কালই এখানে সেখানে সেলাইয়ের মুখে ছিঁড়ে গেছে। একটা নতুন পাৎলুন না হলেই আর চলছে না। জ্যাকব কার্টার একজোড়া চমৎকার জুতো তৈরি ক'রে দিয়েছে গিডিয়নকে, দাম নিয়েছে মাত্র দু ডলার। কিন্তু স্যুট সমস্যা সত্যিই দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্টার গিন্নী বলেছে: 'খুবই লজ্জার কথা, আপনি দিনের পর দিন এই ছেঁড়া পোশাকে অধিবেশনে যাচ্ছেন।'

'পোশাক করতে যে পয়সা লাগে। অনেক কিছু যে কেনার আছে—' গিডিয়ন উত্তর দিয়েছিল তাকে।

'যেমন মানুষ তেমনি তার পোশাক—' কার্টার গিন্নীর এই মন্তব্যটা গিডিয়নএর মনে লেগেছে। সুতরাং সে গিয়ে উপস্থিত হলো হেন্‌রী প্লেসের পেছনের রাটলেজ এভিনিউতে ছোট্ট একটা চালার নীচে ব্যাডি খুড়োর দর্জি-দোকানে। লড়াইয়ের সময় পর্যন্ত, যতদূর মনে পড়ে, ব্যাডি খুড়োকে চিরকাল সকলেই হেন্‌রী পরিবারের ক্রীতদাস হিসেবেই দেখেছে। হেনরীদের বাড়ীটা প্রকাণ্ড সাদা রংয়ের প্রাসাদ। পঁচাত্তর কি আশী হবে খুড়োর বয়স। হেন্‌রীরা খুড়োকে দর্জির কাজ শিখিয়েছিল। তারপর দুই পুরুষ ধরে পায়ের ওপর পা তুলে সেই একই চালার নীচে সেই একই টেবিলের সামনে বসে মেয়েদের নাচের পোশাক, আটপৌরে সেমিজ,

পুরুষদের নানান রংয়ের মূল্যবান স্যুট ইত্যাদিতে কখনো সে তালি দিয়েছে কখনো বা নতুন তৈরি করেছে। যখন দাস প্রথার অবসান হলো তখনো সেই একই অবস্থায় সেই চালার নীচেই খুড়ো থেকে গেল। নিজেদের পরিবারের ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজের জন্য হেন্‌রীরা চালাটা দিয়ে দিয়েছে বুড়োকে। সম্প্রতি খুড়ো বাইরের খদ্দেরদেরও কিছু কিছু কাজ করছে।

সেখানেই কার্টার গিডিয়নকে পাঠিয়ে দিল। আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে পিট্‌পিটে চোখে মিট্‌মিট্‌ ক'রে চেয়ে বুড়ো বললে: 'উঁহুঁ—হবে না—আপনার যে আর শেষ নেই মশাই—কোথায় পাব এত কাপড়? অমন চেহারার নিগ্রোর পোশাক হয় না।'

'ঠিক স্যুট না হলেও হবে, কিছুদিন পরার মত একটা—'

'ঠিক স্যুট নয়, তার মানে? আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে আমি হেন্‌রী বাবুদের স্যুট তৈরি ক'রে আসছি। আমায় স্যুট তৈরি শেখাবেন?'

গিডিয়ন মাফ চাইলে। পনেরো দিন পরে স্যুট তৈরি হ'য়ে গেল। চওড়া বুক, চমৎকার সেলাই, সুন্দর স্যুটটা। দাম পড়ল দশ ডলার। গিডিয়ন স্ত্রীকে লিখল:

'প্রিয়া রসেল আমার,

আমাকে একটা স্যুট কিনিতেই হইয়াছে কারণ আগেরটা একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। দাম লাগিয়াছে দশ ডলার। কাপড়ের দামটাই বেশী। দাম বড় বেশী, আমি জানি, কিন্তু সব জিনিসেরই বড় চড়া দাম এই চার্লসটনএ। ওখানকার সব খবর ভাল জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। জেমস এল্যোনবি বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখাইতেছে জানিয়া বেশ খুশী হইয়াছি। মিঃ এল্যোনবির চিঠিতে জানিলাম যে জনকয়েক উচ্ছৃংখল

শ্বেতাঙ্গ সিংকারটনের চারিজন নিগ্রোকে খুন করিয়াছে। এখবর পড়িয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। তাহারা ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, ঘৃণা ছড়াইতেছে জানিলাম। কিন্তু এইসব আর বেশীদিন চলিবে না, গঠনতন্ত্র তৈরি হইয়া গেলেই অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন আমাদের সাধের ক্যারোলিনা আরও সুন্দর দেশ হইবে। অনেক ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে এখানে আমার আলাপ হইয়াছে, এবং আমার মনে হয় যে শেষমেশ সবই ভাল হইবে। তবে হ্যাঁ, ধৈর্য ধরিতে হইবে। আমার হইয়া ছেলে মেয়েদের চুমু দিও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

খামের মধ্যে চিঠির সঙ্গে একটি এক ডলারের নোট সে পাঠিয়ে দিল। এই চিঠি লেখার কাজটা সে রোজই করে এবং এই সময়টা যেমন করেই হোক ক'রে নেয়।—কারডোজোর বাড়ীতে নৈশ ভোজনে যাবার সময় গিডিয়ন নতুন স্যুটটা পরে গেল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কারডোজো পরিবারের নৈশ ভোজন যেন ইতিহাসের একটী বিশেষ স্তব্ধ মুহূর্ত। সমস্ত অধিবেশনটাই যেন আমেরিকার ঘটনা-স্রোতের একটা বিশেষ মুহূর্ত···যেন ঘটনাস্রোতের মধ্যে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে এই স্তব্ধ মুহূর্তটি তৈরি ক'রে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণদেশের রাণী, দক্ষিণের ইন্দ্রাণী, তমালের ছায়া-ঘেরা অলকাপুরী যেন এই চার্লসৃটন শহর···কিন্তু আজ আর তার সেই বৈভব নেই, নিরাভরণ দেহে দাঁড়িয়ে আছে রিক্তা নগরী। এই সুদৃশ্য শ্বেতহর্ম্যরাজির মধ্যে আজ এমন একটি প্রাসাদও পাওয়া যাবে না যেখানে অর্থনৈতিক ধ্বংসের কম্পন অনুভূত না হয়েছে, মৃত্যুর প্রবেশ না হয়েছে। এই যে পরমাশ্চর্য সুন্দর শহর, শ্বেতশুভ্র প্রাসাদের ছড়াছড়ি, সমগ্র আমেরিকায় যা অতুলনীয়, সেই শহরের সমস্ত বৈভব কিন্তু গড়ে উঠেছে একটি মাত্র ভিত্তির উপরে এবং সেটা গড়ে উঠেছে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের প্রশস্ত পিঠের উপরে। শুধুমাত্র শ্রম নয়, সমস্ত ঐশ্বর্যের সূত্র বাঁধা রয়েছে এই

ক্রীতদাসের সঙ্গে। ক্রীতদাস নিজেই সে মূলধন, দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন…সে যেন মানুষের আদিম কালের হাতিয়ার, কেনাবেচা হচ্ছে, পয়দা করানো হচ্ছে আবার পণ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে…সে হলো সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতির মূলভিত্তি। তারপর এই সংগ্রাম…সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধ। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি উপড়ে গেছে, চার্লসটনের মত সমস্ত বন্দর কর্মহীন, নিশ্চুপ। শুধু তো তাই নয়, গত চার বছর ধরে চলেছে সৈন্য চলাচল; ক্রীতদাসেরা মুক্ত হয়েছে: হোয়াইট হাউসের ক্লান্ত অধিকর্তা মুক্তির সনদে সই ক'রে দিয়েছেন। ইউনিয়ন-সৈন্যবাহিনীর বন্দুক এবং ক্ষমতার জোড়ে এসেছে এই মুক্তি।

লড়াইয়ের অব্যবহিত পর…সমগ্র দক্ষিণ দেশ তখনও শীর্ণ, রিক্ত—চারিদিকে হাহাকার। দু' লক্ষ দক্ষিণী কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস অস্ত্র হাতে লড়েছে—লড়েছে দাসত্ব মুক্তির শেষ-সংগ্রাম। তারপর সেই পল্টন বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হলো। ক্লান্ত দক্ষিণী নেতারা ভেঙ্গে পড়ল। বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখল তারা। চিনির তৈরি খেলনা-প্রাসাদ অকস্মাৎ একেবারে ধ্বসে পড়ল! আবাদের বড় বড় মালিকরা—আড়ালে বসে লড়াই যারা বাঁধাল, বছরের পর বছর নির্মম রক্তক্ষয় করিয়ে যারা আশা করেছিল যে তাদের তুলো, চাল, আখ ও তামাকের সাম্রাজ্য ঠিকই থাকবে, তারা আশ্চর্য হ'য়ে দেখল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে: ক্রীতদাস প্রথা রদ হয়ে গেছে, ক্রীতদাসেরা আর সম্পত্তি নয়, আর তারা পণ্য নয়, তাদের কোটি কোটি টাকার মূলধনের সম্পত্তি রাতারাতি হাওয়ায় মিশে গেছে।

মানুষের ইতিহাসে বোধহয় কোনকালে এরকম একটা গোটা শ্রেণীকে, একটা গোটা শাসক শ্রেণীকে, এত ক্ষিপ্র ভাবে সম্পত্তি চ্যুত করা যায়নি। এত বড় ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় মালিকরা একেবারে হতবাক্ হ'য়ে গেল—স্তব্ধবাক, মাথা-খারাপ-করা নীরবতা। তারা শুধু হিসেব

কষেছে, তাদের বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান কষেছে বসে বসে কেবল। বিদ্রোহ করবে তারা ? তা সম্ভব নয়, কারণ, বিদ্রোহের কোন আয়োজনই তাদের নেই। বিদ্রোহের কোন প্ল্যানও তারা করতে পারে না, কারণ, ক্রীতদাসহীন ভবিষ্যতের কথা কোনদিন কল্পনাও তারা করতে পারে নি। দাস-সম্পর্ককে ভিত্তি ক'রে যে বিপুল ঋণের কারবার চলতো, দাস-প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে যে বিপুল ইমারৎ গড়ে উঠেছিল, দাস-প্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, তার সব কিছু ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। বিরাট বিরাট আবাদ বিনা চাষে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল। কোন কোন বিস্তীর্ণ আবাদে শুধুমাত্র দু এক ঘর নিগ্রো ছিল। তাদের চলে যাবার নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না ব'লে তারা সেখানেই মাটি কামড়ে থেকে গিয়েছিল। তারাই যা একটু আধটু চাষ-আবাদ করতো। ঋণ নয়ত খাজনার দায়ে অন্যান্য আবাদ নিলাম বিক্রি হ'য়ে গেল। ক্ষেতের পর ক্ষেত অনাবাদী পড়ে রইল। ক্রমশঃ তুলোর চাষ কমে গেল, কোন কোন স্থানে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল।

প্রথম আঘাতের পরে বিমূঢ় ভাব কেটে যাবার পরে আবাদের মালিকরা আবার সচল হয়ে উঠল। তারা ভাবল, দাসত্ব মুক্তির এই প্রহসন চিরদিন চলবে না। ক্রীতদাস ক্রীতদাসই থাকবে। নিগার নিগারই। চিরকাল এরা এমনি ছিল, থাকবেও। রাজধানী ওয়াশিংটনে যা চলে সে হলো এক জিনিস, আর দক্ষিণাঞ্চলের বাস্তব প্রয়োজন যা তা হলো আর এক। অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা গণ্ডা গণ্ডা আইন চালু করল, নাম দিল 'ব্ল্যাক কোড'। এইসব কালো কানুনের ফলে যুদ্ধের আগে নিগ্রোরা প্রকৃতভাবে যে অবস্থায় ছিল, আইনতঃ তারা আবার সেই অবস্থায় ফিরে গেল। প্রথমটা বেশ সহজ সরল ভাবেই হলো। 'হোয়াইট হাউসে' যিনি সভাপতি তিনিও আমাদের মালিকদের গোপন সমর্থন

জানালেন। তিনি সমর্থন জানালেন এদের এই আতংক সৃষ্টিতে। পরস্পর পিঠ চুলকোনো আর মৃদু হাসি বিনিময় হলো এদের মধ্যে—'টেন্সিসি জনসন কাজের লোক।' একই সঙ্গে তাঁকে ঘৃণাও করা হচ্ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে কাজও হাসিল ক'রে নিচ্ছে মালিকরা। এই অবস্থায় আর একবার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখতে লাগল আবাদের মালিকেরা···যে উজ্জ্বল ভবিষ্যত চিরদিন তারা দেখে এসেছে—চল্লিশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের মেহনতি দেহে ঠেকনো দিয়ে দাঁড় করানো উজ্জ্বল ভবিষ্যত তাদের।

তারপর একদা এদের এই তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়ল। এই চরম সংগ্রামকে পরিচালনা করেছে যে বিপ্লবী কংগ্রেস, যে-সংগ্রামের তুলনা মানব-ইতিহাসে পাওয়া ভার—তার পরিণতি হবে এইভাবে? ক্ষুব্ধ, কংগ্রেস এই বিরাট রক্তক্ষয় বৃথা হতে দিতে পারে না। ক্রোধান্ধ কংগ্রেস অভিযোগের ভাষা ব্যবহার করল সভাপতির বিরুদ্ধে, পল্টন পাঠাল সমগ্র দক্ষিণদেশ জুড়ে, ধ্বংস ক'রে দিল মালিকদের প্রারম্ভিক সন্ত্রাসসৃষ্টি। দক্ষিণের বিদ্রোহী রাষ্ট্রকে বেআইনি ঘোষণা ক'রে স্থাপন করল সামরিক জেলা এবং সমস্ত অধিবাসীদের কাছে আবেদন পাঠালো ভোটের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে। অধিবেশন বসবে—অধিবেশন; সেখানে তৈরি হবে নতুন রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র, দক্ষিণ দেশে প্রবর্তিত হবে নতুন গণতন্ত্র—যে গণতন্ত্রের ফলে কালো মানুষ সাদা মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে গড়ে তুলবে আপন দেশ।

দক্ষিণ ক্যারোলিনায় কালো মানুষ সংখ্যায় সাদা মানুষের অনেক গুণ বেশী। এই দ্বিতীয় বার আকস্মিক আঘাতের ফলে আবাদের মালিকরা একটি মাত্র পথ খুঁজে পেল, একটি মাত্র রাস্তা—কংগ্রেসের এই অনাচার যে তারা চায় না তার প্রতিবাদ হিসেবে

ভোট বয়কট তারা করল। দিক না ভোট এইসব অজ্ঞ নিগার আর ছোটলোক শ্বেতাঙ্গরা—অবশ্যম্ভাবী ফল ফলবে, শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হবে কংগ্রেসের এইসব অবিশ্বাস্য প্ল্যান। হ্যাঁ, ভোটে তাদের আশানুরূপ ফলই ফলল। বিপুল সংখ্যাধিক্যে নিগ্রো প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত হলো। এবং তারপর তাদের নিরাশ ক'রে 'জানোয়ারের খেলা', 'সার্কাস্'এর বদলে বসল সম্মিলিত কালো আর সাদা মানুষের সুস্থ শান্ত এক অধিবেশন। কষ্টসাধ্য এবং ধীরগতি সত্ত্বেও অধিবেশন নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে লাগল সক্ষম আইনসভা হিসেবে। নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হতে লাগল।

এইসব যখন ঘটছে, চার্লসটনএ শ্বেত অভিজাত সম্প্রদায় দরজার আগল বন্ধ ক'রে কিসের যেন অপেক্ষা করছে। পথে পথে ইয়াংকী বেয়নেট তাদের নিরুৎসাহ ক'রে দিয়েছে, সেই সময়ের জন্যে তাদের একেবারে অকর্মণ্য ক'রে দিয়েছে। স্তব্ধ মুহূর্ত—না আছে অতীত, না ভবিষ্যৎ। ইতিহাসের স্রোতের মাঝে এক প্রচণ্ড আঘাতে যে অদ্ভুত গভীর গর্ত খোড়া হয়েছে, তাতে কী যেন সব ঘটছে। সেই গভীর গর্তেরই এক কোণে চলেছে ফ্রান্সিস্ কারডোজো পরিবারে নৈশ ভোজের আয়োজন। সেই গর্তেই আজ এসেছে পরিচ্ছন্ন নতুন কালো পোশাকে গিডিয়ন জ্যাকসন।

অপেক্ষা করছে আবাদের মালিকরা।...

এই বিরাট নৈশ ভোজ শুধুমাত্র ভোজ নয়, আরও কিছু। আজের এই ভোজে প্রধান অতিথি গিডিয়ন জ্যাকসন। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে —প্রাক্তন ক্রীতদাসের মালিক ষ্টিফেন হম্‌স্। বর্তমান অধিবেশনের একজন নির্বাচিত সভ্য সে। পরিভাষায় বলতে গেলে হমস্ একজন স্কালওয়াগ। যুদ্ধের সময় যেসব সাদা মানুষ মুক্ত ক্রীতদাস এবং ইয়াংকীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদেরই বলা হয় স্কালওয়াগ।

কিন্তু ঠিক কথা বলতে গেলে, সে এদের কেউই নয়। স্কালওয়াগরা শ্বেতাঙ্গ কিন্তু গরীব। আর হমস্ অবস্থাপন্ন। এই আজগুবি বিপ্লবে কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কোনরকম সাহায্য করবে না—আবাদ-মালিকদের এই সিদ্ধান্ত সে অমান্য করেছে। তার প্রাক্তন ক্রীতদাসদের ভোটেই সে অধিবেশনের সভ্য নির্বাচিত হয়েছে। অধিবেশনে সে অংশ গ্রহণ করে দর্শকের মত। সবই লক্ষ্য করে, সবই শোনে, কিন্তু নিজে থাকে নির্বাক। সাদা কালো সকলের সঙ্গেই তার ভদ্র ব্যবহার। অদ্ভুৎ, প্রহেলিকার মত লোকটা। কারডোজো ঠিক করেছে যে এই প্রহেলিকার সমাধান সে করবেই।

বাইরে থেকে মনে হবে হমসের মনে কোন গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। দক্ষিণ ক্যারোলিনার হমস্ বংশটি সদ্বংশ। হমস্ এই বংশের শেষতম পুত্র সন্তান। যুদ্ধে তার ভ্রাতা এবং একমাত্র পুত্র নিহত হয়েছে। হমস্ নিজেও ছিল মেজর। জ্যাকসন এবং লি'র পাশে দাঁড়িয়ে লড়েওছে সে—কিন্তু পদোন্নতি বা সুনাম কিছুই তার ভাগ্যে জোটেনি। আসলে সে যুদ্ধ-বিরোধী এবং তার এই অভিমত সকলেই জানে। তার মতে রাজনৈতিক দল থেকে সরে থাকা মূর্খতা। কলাম্বিয়ার অনতিদূরে কংগারী নদীর তীরে এককালে তার আবাদও ছিল। কিন্তু এখন সে থাকে তার চার্লসটনএর বাড়ীতে—সঙ্গে থাকেন তার মা। হমস্ ধরেই নিয়েছে যে দেশের আবাদ, জায়গা জমি আর নেই। হয় ঋণ না হয় খাজনার দায়ে সে-সব নিলামে উঠেছে। তা থাক আর যাক্, জমি-জায়গা আবাদ নিয়ে একটি কথাও তার মুখে শোনা যায় না।

চেহারা ভালই হমস্এর, তবে কৃশ। ব্যবহারে বিশেষ নম্র। ময়লা রং; পাকস্থলীর রোগে ভুগে হলুদের ছাপ ধরেছে। লম্বাটে মুখ, একমাথা চুল, সাধারণের চাইতে একটু বেশী দীর্ঘ, চালচলনে একটা স্থির

ভাব আছে। লোকটি ভদ্রলোক, কথা বলে দৃঢ়কণ্ঠে। কারডোজোর সঙ্গে বহুবার নানা বিষয়ে তার কথা হয়েছে। কথা বলেছে,—আলোচনা করেছে তারা শিক্ষা এবং জমি নিয়ে, বেশ উৎসাহ প্রকাশ করেছে হমস্। কারডোজোর এই নিমন্ত্রণও তাই আনন্দে গ্রহণ করেছে সে।

কারডোজোও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হমসের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে। সাদা মানুষ এবং কালো মানুষ পাশাপাশি বসে আহার করবে এবং এই চার্লস্টন সহরেই!....শুধু অত্যাশ্চর্যই নয়, ভীতিপ্রদও বটে! সমস্ত পৃথিবী যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপছে। এই কাঁপুনিরই ধাক্কা অনুভব করছে যেন কারডোজো যখন প্রাক্তন ক্রীতদাস গিডিয়ন জ্যাকসনকে সে পরিচয় করিয়ে দিল প্রাক্তন ক্রীতদাস মালিক ষ্টিফেন হমস্এর সঙ্গে। হমস্ বললে:

'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নিজেকে আমি সম্মানিত মনে করছি, মিঃ জ্যাকসন।' মুখে খুশীর ভাব, শান্ত কণ্ঠস্বর। হমস্এর কাছে এ যেন দৈনন্দিন অতি সাধারণ একটা ঘটনা মাত্র। গিডিয়নএর দিকে তাকিয়ে এমন ভাব করল যেন সত্যি-সত্যিই সে ধন্য হয়েছে। আজকের গিডিয়ন—ধন্য করবার মতই। পরনে নতুন স্যুট, সাদা শার্ট, সরু গলা-বন্ধ, তার প্রশস্ত বক্ষ এবং দৃঢ় স্কন্ধ কালো কোটে আরও মানিয়াছে, তার মাথার কোঁকড়া চুল বেশ ক'রে কাটা, বেশ পরিষ্কার ক'রে গাল কামানো। গিডিয়নকে দেখে হমস্এর মনে পড়ে অতীত দিনের কথা। মনে পড়ল, একদিন এই লোকটাকে নিয়ে নিলামের হাটে প্রায় দাঙ্গা বেধে যেতে পারত। হু হু ক'রে দাম উঠে যেত এর, নিলামকারী উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত—'এই যে—বাবুরা—আপনারা যারা জাত জন্ম যাচাই ক'রে মাল কেনেন—আসুন, আসুন এদিকে,—দেখুন কেমন সেরা ষাঁড় এনেছি—এমন খাসা মাল কোন দিন চোখে দেখেন নি!'

'বড় খুশী হলুম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে—' ধীর কণ্ঠে বলল গিডিয়ন।

চতুর্থ অতিথি এসেছেন ডাঃ র‍্যান্‌ডলফ। দ্রুতভাষী, চেহারা খর্ব, গায়ের রং বাদামী। ইনিও একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। হমস্‌এর উপস্থিতিতে গিডিয়ন কিম্বা কারডোজোর চেয়েও বেশী হক্‌চকিয়ে গেছেন ইনি। কথা কইতে গেলে হঠাৎ তোৎলাতে সুরু করেন। একমাত্র মহিলা এখানে হলেন কারডোজো-পত্নী। সাধ্যমত তিনি চেষ্টা করছেন সকলে যাতে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় মেলামেশা করতে পারে। এ ব্যাপারে কারডোজো নিজেও সাহায্য করছে স্ত্রীকে, নিজের মনে গিডিয়ন প্রশ্ন করে, কেমন ভ্যাবাচাকা ভাব তার :—আচ্ছা, মানুষ জিনিসটা কি? কি করে, কেন এবং কি বস্তু এটা? জীবনে আজই প্রথম সে হমসএর শ্রেণীর একজনার সঙ্গে করমর্দন করল, জীবনে আজই প্রথম সে মুখোমুখি কথা কইল এই শ্রেণীর একজনার সঙ্গে, জীবনে আজই প্রথম সে সাদা মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসল। কারডোজো সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, কিন্তু র‍্যান্‌ডলফ? র‍্যান্‌ডলফ যে দস্তুর মত ভয় পেয়েছে। একবার গিডিয়ন তাকাল তার গৃহকর্ত্রীর পেছনে···বাসনের ওপর সাজানো একতারা খেলনা, একটা কাঁচের ঘণ্টার নীচে পশমের তৈরি একটা তিতির পাখী দাঁড়িয়ে। দেয়ালময় ওয়াল পেপার, চমৎকার ফুল লতা পাতা আঁকা। এ পৃথিবী কারডোজোর পরিচিত। কিন্তু হমস্‌এর সান্নিধ্যে গিডিয়ন সতর্ক না হ'য়ে পারছে না। কত সাবধানে হিসেব ক'রে তাকে পা ফেলতে হচ্ছে। সে বলল : 'শিক্ষা, দেখুন মশাই, শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

'প্রয়োজন?' জিজ্ঞেস করলে হমস্‌। নিজেকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ ক'রে ফেলেছে সে, কোন কথার উত্তর নেই তার মুখে, শুধুই প্রশ্ন করে সে।

'মাত্র একটা ঘটনার কথা বললেই হবে—চল্লিশ লাখ নিরক্ষরকে ক্রীতদাস হিসেবে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু চল্লিশ লাখ মুক্ত নিগ্রোর অশিক্ষিত থেকে যাওয়া—সত্যি এ অসম্ভব।'

'এভাবে জিনিসটাকে বিচার করা—সত্যিই অভাবনীয়—' স্বীকার করে হমস্ : 'আচ্ছা, মিঃ জ্যাকসন, আপনার মতটা ?—'

'আমি মনে করি শিক্ষা জিনিসটা হলো বন্দুকের মত—'

'বন্দুক ?—'

কারডোজো ভ্রূকুটি করতেই র‍্যান্‌ডলফ জামাটা টেনে সতর্ক ক'রে দেয়।

'বলুন, বলুন!' মৃদু হেসে হমস্ বলে।

খুব পরিষ্কার না বুঝলেও হমস্এর হাসির পেছনে গিডিয়ন যেন খুঁজে পেল একটা গুণাত্মক পরিবর্তনের ভারসাম্য—আংশিক নিজের মধ্যে, আংশিক হমস্এর মধ্যে। এ যেন এক শক্তির খেলা। হঠাৎ গিড়িয়ন ষ্টিফেন হমস্কে বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিল। তার মনে হলো হমসকে সে কখনও বুঝতে পারবে না। গিডিয়ন বলে চলল—'বন্দুকের মত, হয়তো তার চেয়েও ভাল। ধরুন একটা লোক, হাতে আছে বন্দুক—আপনি চাইছেন তাকে ক্রীতদাস করতে। প্রথমে আপনাকে ওর বন্দুকটা ছিনিয়ে নিতে হবে। ছিনোতে হলে কায়দা বুঝে সুবিধা খুঁজে নিতে হবে আপনাকে। হয়তো সে আপনাকে খুন ক'রে ফেলবে, হয়তো পারবে না। কিন্তু যে করেই হোক বন্দুকটা আপনাকে কেড়ে নিতেই হবে। বলুন কেন নিতে হবে ?

'মানেটা কি স্পষ্ট নয় ?'

'না, স্পষ্ট নয়।' ধীর কণ্ঠে গিডিয়ন বলে। প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজতে একটু হাতড়াল সে, একটু আলোড়ন হলো কথা ও চিন্তার রাজ্যে, তারপর দু' হাতের মুঠোতে টেবিলের কিনারটা ধরে গিডিয়ন বললো :

'বন্দুক হাতে না থাকলে একটা লোক ক্রীতদাস কি ক্রীতদাস নয়, তা নির্ভর করে আরও অনেক কিছুর ওপর। কিন্তু বন্দুক হাতে থাকলে লোকটা যে ক্রীতদাস নয় তা বোঝা যায় ঐ একটি জিনিস থেকেই—তার ঐ বন্দুকটা। হ্যাঁ, আগে তার হাতের বন্দুকটি ছিনিয়ে নিতে হবে আপনাকে। কিন্তু শিক্ষা—একবার যে শিক্ষা পেয়েছে তার কাছ থেকে আপনি আর তা কেড়ে নিতে পারেন না। এবং আমার স্থির বিশ্বাস, খাঁটি শিক্ষা পেলে মানুষের পক্ষে ক্রীতদাসের জীবনে বন্দী থাকা অসম্ভব। একভাবে বলা যায় বৈকী যে শিক্ষা হচ্ছে বন্দুকের মত, আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে বন্দুকের চেয়েও শিক্ষা অনেক উচ্চস্তরের।'

মৃদু হেসে কারডোজো বলে : 'আমি কিন্তু ঠিক এইভাবে জিনিসটিকে বলব না।'

'অবশ্যই আপনি তা বলবেন না,' হমস্ সহজ হয়েই বললে : 'তবুও মিঃ জ্যাকসনএর বিশ্লেষণ কিন্তু সত্যিই চিত্তাকর্ষক, কেননা শিক্ষাকে ইনি দেখেন দুটি দিক থেকে—স্বাধীনতা বনাম দাসত্ব। আমার মনে হয় এঁর বক্তব্য বোঝা অনেক সহজ। আপনি তো ক্রীতদাস ছিলেন, মিঃ জ্যাকসন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি ক্রীতদাস ছিলাম।'

'কিন্তু দাসত্ব তো উঠে গেছে।'

ধীরে ধীরে গিডিয়ন মাথা নাড়ে।

'কিন্তু আপনার কি মনে হয় দাসপ্রথা আবার চালু হবে?' নম্র স্বরে প্রশ্ন করে হমস।

'হ্যাঁ, আসতে পারে বৈকী—' হঠাৎ গিডিয়নের দৃষ্টি পড়ে কারডোজো-পত্নীর চোখের ওপরে, দেখে মহিলার দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত ভীতি-আশংকা উপচে পড়ছে···

সে-রাত্রিতে খাওয়ার পর্ব শেষ হলো শীঘ্রই, কিন্তু ঘটনার ইতি হলো

না ওখানেই। অন্য কিছুতে গড়িয়ে গেল। এক সপ্তাহ পরে, অধিবেশন থেকে বেরোবার সময় হমস্ গিডিয়নকে বললে :

'মিঃ জ্যাকসন, আজ আমার বাড়ী জনকয়েক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন, আপনি এলে খুব খুশী হবো ?'

গিডিয়ন ইতস্ততঃ করছে দেখে হমস একটু জোর দিয়ে বলে :

'আপনি আসবেন, আসতেই হবে আপনাকে, মিঃ জ্যাকসন। দেখুন, এখন থেকে যখন আমাদের একসঙ্গেই কাজ কর্ম করতে হবে —

গিডিয়নকে রাজী হতে হয়।

অধিবেশন এগিয়ে চলেছে। যেসব প্রাথমিক অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল, একে একে সেগুলোর সমাধান হতে লাগল। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে শুরু হলো, তারপর এল বড় বড়। ছোটখাট সমস্যার ব্যাপারে সহজেই মতৈক্য সম্ভব হলো। দ্বন্দ্বযুদ্ধ রহিত করা হলো, বিপুল ভোটাধিক্যে ঋণ শোধের অক্ষমতায় কারাবাস রহিত হয়ে গেল। বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই অকপট এবং সরল, সুতরাং আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও তাদের কর্মপদ্ধতি একেবারে নতুন এবং ভিন্ন ধরণের। চমক-লাগানো আইনের আকাশচুম্বী মিনারের পিছুটান ছিল না এদের মধ্যে কারও; ছিল না বিশেষ নিয়ম মানার বালাই। চলতি সমাজের অন্যায় রীতি-নীতি ও প্রবঞ্চনা এদের পিছনে টেনে রাখতে পারল না। সুতরাং এই সব নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন বসল সমাজের নারী পুরুষের সম্পর্ক বিচার করতে, তারা মুহূর্তে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ ক'রে দিল সেই যুগযুগান্তের সাবেকী বাধাকে। জলা-জায়গা থেকে নির্বাচিত এক শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি বক্তৃতায় বললে :

'চার বছর আমি ইয়াংকীদের সঙ্গে লড়েছি। এই চার বছর সব সময় আমার স্ত্রী সংসার চালিয়েছে। বাচ্চাদের খাবার জুগিয়েছে, জামা কাপড়

জুগিয়েছে, মাটি কুপিয়ে ফসল বুনেছে, খামারে তুলেছে। এখন, মশাই, আপনারা কি শুধু আমাকেই ভোটের অধিকার দেবেন, আমার স্ত্রী কি ভোট দিতে পারবে না?'

গিডিয়ন উঠে দাঁড়াল: 'আমি ক্রীতদাস থাকার সময়েই বিয়ে করি। গোপনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কারণ, মালিকবাবুরা গোলামদের বিয়ে করাটা সইতে পারতেন না। মালিকের চোখে দুজনেই আমরা ছিলাম পশু। কাজের বেলায়ও দুজনেই ছিলাম সমান। তুলোর ক্ষেতে খাটতে খাটতে দুজনে যখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতাম তখনো দুজনে সমান। দুজনেই আমরা সমান কষ্ট সয়েছি। সুতরাং আমি বলব, এই অধিবেশনের চোখে আমার স্ত্রী আমারই সমান।'

আজ পর্যন্ত মানুষের সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিষয়ে যতদূর অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব, এরা তাই হয়েছে কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী, অনেক কিছুর আমূল পরিবর্তন ক'রে ফেলবে। আশংকা হলো, সুদূর ওয়াশিংটন থেকে কংগ্রেস যে অধিকার তাদের দিয়েছে তার অসদ্ব্যবহার হচ্ছে হয়তো। তাই এটাকে নিয়ে তারা আলোচনা করল কিন্তু ভোটে ফেলে পাশ করালো না। যুক্তি তর্ক আলোচনা ক'রে দক্ষিণ ক্যারোলিনার ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার মেনে নিয়ে আইন পাশ হলো। এর ফলে কিন্তু সব কটা দক্ষিণী সংবাদপত্র গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু ক'রে দিল এই বলে যে কৃষ্ণাঙ্গরা ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে প্রকাশ্য অনাচার শুরু করেছে, দেশকে অধোগতির পথে টেনে নামিয়েছে। নতুন আইন পাশ হলো যে স্বামীর ঋণ পরিশোধের জন্য স্ত্রীর সম্পত্তি বিক্রি করা চলবে না। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় এটাও এই সর্বপ্রথম। সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রস্তাবের ওপর দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শুরু হ'লো। আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র বারে বারে পড়তে হলো গিডিয়নকে

এবং পুরো গঠনতন্ত্রটা তার কণ্ঠস্থ হ'য়ে গেল। অন্য সকলের সঙ্গে সেও চেষ্টা করল ভোটের বেলায় কালো আর সাদা মানুষের সম্পূর্ণ সমানাধিকারের জন্য—তারতম্য রহিত করার জন্য। এবং শেষে প্রস্তাবটি পাশ হ'য়ে গেল।

মার্চ মাস এসে গেছে···আকাশে বাতাসে বসন্তের অনুরণন। চার্লসটনএর নীল আকাশ আরো নীল হ'য়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলে অসংখ্য গাঙচিল ডুবে ডুবে মাছ খায় আর আকাশের বুক মাতিয়ে দেয় আনন্দোচ্ছল চিৎকারে। কুয়াশার মত ঝরে পড়ে স্নিগ্ধ বর্ষা, তারপরই নির্মেঘ আকাশ আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অধিবেশনে এক প্রতিনিধি প্রস্তাব করল—এ বছরের নাম 'পূণ্য-সন' বলে ঘোষণা করা হোক। হাসির রোল উঠল সভাগৃহে। তবুও এ বছরের সঙ্গে যেন অন্য বছরের তুলনা হয় না। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংবাদদাতা লিখলে:

'এখানে, চার্লসটনে এক অবিশ্বাস্য অথচ আশাপূর্ণ বিধানের পরীক্ষা হইতেছে; মানবেতিহাসে এই প্রকার অবিশ্বাস্য পরীক্ষা ইতিপূর্বে কুত্রাপি হয় নাই।'

চার্লস ক্যাভার নামে জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধিকে একদিন তিনজন প্রাক্তন সৈন্য ধ'রে অত্যন্ত প্রহার করলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্লসটনে যে বিস্ফোরণের আশংকা করা হয়েছিল তা হলো না। তমাল গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে ছড়ির মত। সমুদ্রের পারে অস্ত্রঘাঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে গিডিয়ন নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে থাকে দিগন্ত পানে···স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে বয়ে যায় তার গা ছুঁয়ে···সাদা পাল উড়িয়ে ভেসে চলেছে কত তরণী···। একখানা বই গিডিয়নের হাতে, নাম, 'ঘাসের শীষ'। সে-বইয়ে লেখা:

'ওগো মাটি! কি আশায় মোর দু'হাতের পানে
চেয়ে আছ অনুক্ষণ,
বল, ওগো চির রহস্যময়ী, কি বা তব প্রয়োজন?

মনের চারিভিতে বারে বারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : 'কি বা তব প্রয়োজন।' তার যে সমস্ত পৃথিবীটারই প্রয়োজন! এই যে, হাতের মধ্যে যে পৃথিবী আজ। এমন কি, জাহাজী কুলিরা, কাজের পথে যারা সারি গেয়ে যায়, তারাও জানে, এ হ'লো পুণ্য মাস।

শিক্ষা গ্রহণে আজকাল আর গিডিয়ন একলা নয়। আটজন প্রতিনিধি মিলে একটি পাঠ-চক্রের আয়োজন করেছে। সপ্তাহে তিন দিন বৈঠক হয় কারডোজোর বাড়ীতে। সেখানে তারা পড়ে আমেরিকার ইতিহাস ও অর্থনীতি। এদের মধ্যে আছে দু জন সাদা মানুষ। একদিন অধিবেশনের শেষে গিডিয়নএর দেখা হয়ে গেল এণ্ডারসন ক্লে'র সঙ্গে।

'একটু দাঁড়ান, জ্যাকসন!'

দাঁড়াল গিডিয়ন। তারপর দুজনে একসঙ্গে হেঁটে চলল। ক্লে গিডিয়নএর চাইতেও লম্বা। দীর্ঘ, আলুথালু জড়ির মত তার চুল, পথের রোদ্দুরে সে চুল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'কদিন থেকে আমি কি ভাবছি জানেন, ভাবছি যে এখন থেকে আপনারা আমাদের সঙ্গেই কাজ করবেন, বিপক্ষে নয়।'

'কি রকম?'

'গেল কয়েকদিন ধরে যা সব সাংঘাতিক কাজ করেছি—এমন আর কখনো করিনি। শুরুতে ইচ্ছে হয়েছিল এসব ঝামেলার মধ্যে না জড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে যাবার। এখানে নিগারদের মধ্যে ইচ্ছে হলে থাকতেও পারি আর যা তা বলতেও পারি।'

'না না, ওরকম চিন্তা ঠিক নয়।' নম্রস্বরে গিডিয়ন বলে।

'আচ্ছা, না হয় ভাবলাম যে কালো সাদা সবাই এক সঙ্গে বসবাস করতে পারে—আমি ঠিক জানি না পারে কি না,—আচ্ছা, এই নিয়ে আলোচনা করতে চান?'

'হ্যাঁ, করতে পারি বৈকী।' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

কিছুদূর একসঙ্গে দুজনে হেঁটে চলল···নির্বাক, কারও মুখে কোন কথা নেই কারুর সাহস হয় না দুজনার মধ্যবর্তী এতদিনের পুরোনো এত উঁচু ব্যবধানের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার। হাঁটতে হাঁটতে দুজন শহরের সরু গলি এবং উঁচু প্রাচীর পেরিয়ে এল। প্রাচীরগুলো ভেতরের বাড়ীগুলোকে যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। রোদের মধ্যে দিয়ে দুজনে আরো কিছু দূর একসঙ্গে হাঁটল। শেষে ক্লে বলল :

'নতুন দেশ হলে কি করবেন আপনারা ? একটাই রাখবেন না টুকরো টুকরো করবেন ? দেখুন, যারা এই বিভাগপন্থী তাদের আমি মোটেই দেখতে পারি না।'

কিছুদিন ধরে গিডিয়নএর প্রায় নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে। শিক্ষা কমিটির কাজ তাকে কারডোজোর সান্নিধ্যে আরো বেশী টেনে এনেছে। কারডোজো শিক্ষিত, চতুর। গিডিয়নকে সে ব্যবহার করছে স্রেফ বাক্য-যন্ত্র হিসেবে। গিডিয়ন এতে আপত্তি করে না। কারডোজো আর গিডিয়ন—একজন শিক্ষার সুফল, আর অন্য জন সবেমাত্র শিক্ষার স্বাদ পেয়ে তার মধ্যে ডুবে আছে। এক সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে দুজনে হাত মিলিয়েছে। এবং সে-বিষয়টাকে বলা যায় এই গোটা রাষ্ট্রতন্ত্রের একেবারে গোড়ার প্রথম গাঁথুনি—সর্বসাধারণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা। প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছে তারা। বিরোধিতাও আছে এই ভাবে যেমন :

'মিটমাট করুন, মাঝামাঝি পথ ধরুন মশাই ! দেশের সমস্ত অশিক্ষিত অধিবাসীর ওপর জোর ক'রে শিক্ষা চাপাতে পারেন না আপনি।'

'কেন নয় ?'

'মানবে না তারা।'

'তা হ'লে আসুন আইন করি।'

'দেশের সবাইকেই যদি লেখাপড়া শিখিয়ে উকীল করেন, তা হ'লে কোথায় পাবেন আপনি ক্ষেত-খামারের কাজ করার লোক ?'

'নিউ ইংল্যাণ্ডের সকলেই কি উকীল নাকি? সেখানকার শিক্ষিতের সংখ্যা তো কত বেশী। সেখানে শিক্ষিত লোক অশিক্ষিতের মতই ক্ষেতের কাজ করে।'

'সাদা মানুষ কালোদের সঙ্গে এক ইস্কুলে যাবে না।'

'তা হ'লে যারা চাইবে না তাদের জন্য আমরা আলাদা ইস্কুল করব। তবে কালো হোক আর সাদা হোক প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে ইস্কুলে পড়তে হবে।'

'এটা কিন্তু স্রেফ্ পাগলামি। কোন কালে এ দেশে এ আইন ছিল না।

'তা হ'লে আমরাই শুরু করব। কোন এক সময় তো প্রথম শুরু করতে হবে।'

'আরে রাখুন, জগতের বুদ্ধিমান লোকেরা যা পারে নি, এই ক্যারোলিনার নিগাররা তাই পারবে?'

'চেষ্টা তো করতে পারি আমরা।'

শেষ পর্যন্ত কমিটি বিল পেশ করল, শুরু হলো তুমুল বিতর্ক। গিডিয়ন লক্ষ্য করল, সামান্যতম সমর্থনও যাদের কাছ থেকে আশা করা হয়নি তারাও সমর্থন করল। দক্ষিণী সাদা প্রতিনিধি এবং সাধারণ সাদা গরীবরা সমর্থন জানাল। সংবাদপত্রগুলো তীব্র ভাষায় লিখল এই সব সাধারণ শ্বেতাঙ্গ গরীবদের গালাগাল দিয়ে। এই বিলের সমর্থন জানাল 'ঘৃণিত' স্কালওয়াগরা এবং রুক্ষ চুলওয়ালা প্রতিনিধিরা যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছে ছোটলোক আর ভূমিহীনদের ভোটে। সমর্থন করল জলা অঞ্চলের লোকেরা আর জনবিরল পাইন বনের বাসিন্দারা। এণ্ডারসন ক্লে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে রাখুন মশাই, থামুন! হ্যাঁ! যদি একমাত্র পথ হয় ইস্কুল যেখানে কালো সাদা সবাই একসঙ্গে যেতে পারবে, তা হ'লে নিশ্চয় আমি ইস্কুল করার পক্ষে। আমি যদি নিগারদের সঙ্গে

অধিবেশনে বসতে পারি, তা হ'লে আমার ছেলেও তাদের সঙ্গে ইস্কুলে বসতে পারবে'!'

পী-ডী জল অঞ্চলের প্রতিনিধি ক্লেয়ার বুন বললে :

'যুদ্ধে আমি মশাই লড়েছি। তিন বছর ধরে লড়াই করেছি। তিন বছর চেষ্টা ক'রে আমি খবরের কাগজ কিম্বা একটা বই পড়ার মত বিদ্যা জোগাড় করতে পেরেছি।...হ্যাঁ, রীতিমত লড়াই—তিন তিন বছর লড়াই করার পরে তবে আমার এই শিক্ষা। আমার দু' ভাই মারা গেছে—কি জন্যে? লড়াই কি হয়েছিল কয়েক ব্যাটা দাস-মালিককে ক্ষমতা দেবার জন্যে! আমরা তো তা জানতাম না, ভগবান সাক্ষী, জানতে পারতামও না। যাক্ ছাই, আমি বলবো, শিক্ষা দিন—লেখাপড়া শেখান। আমরা এখানে মিলেছি—আমরা তো দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমরা এখানে যা বলবো তার প্রত্যেকটি কথার পরিণাম কি দাঁড়ায় তা আমরা চিন্তা করেই বলবো।'

গিডিয়ন বলল সংক্ষেপে : 'আগে কেউই স্বাধীন থাকে না। কিছু কিছু ইতিহাস আমি জানি, এবং যতটুকু জানি, সবটাই হলো স্বাধীনতার জন্য লড়াই—আগাগোড়া। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রকাণ্ড একটা বন্দুক আছে—এবং সেই বন্দুকটি হলো শিক্ষা। আমি বলবো, আসুন, সেই অস্ত্র আমরা হাতে নিই।'

সকলের বক্তৃতাগুলো পরদিন কারডোজো এক জায়গায় ক'রে তার সারাংশ বলল : 'গতকাল কেউ কেউ বেশ জোর দিয়ে বলেছেন যে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিৎ আমাদের শাসনতন্ত্র এমনভাবে তৈরি করার যাতে আমাদের বিরোধী মতও সন্তুষ্ট হতে পারে। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সবচেয়ে বেশী এগুতে আমি রাজী আছি। কিন্তু মীমাংসা করতে গিয়ে আমাদের অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে মীমাংসার বিষয়বস্তুর ওপরে। প্রথমতঃ কিছু লোক আছেন যাঁদের উদ্দেশ্যই হলো

আমরা যা কিছু করি না কেন তাতেই বাধা দেওয়া। এঁদের সঙ্গে মীমাংসা কোনকালেই হবে না। এঁরা যে আমাদের তৈরি গঠনতন্ত্রের খুব বেশী বিরোধী, তা নয়, এঁদের আপত্তি হলো আমাদের এই অধিবেশনে বসা নিয়ে। এঁদের এই আপত্তি, এঁদের ধারণায়, এত বেশী মৌলিক যে আমাদের তৈরি কোন গঠনতন্ত্রই তাঁদের খুশী করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, এমন লোকও আছেন যাঁরা বলেন যে আমাদের গঠনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত যাতে আমাদের শত্রুরাও খুশী হয়, কারণ, তাঁদের মতে, এই শত্রুরাও পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে এসে যাবে। তারপরও আছেন তৃতীয় মতাবলম্বীরা। এঁরা সরল ভাবেই প্রশ্ন করেন যে গঠনতন্ত্র তৈরি সত্যিসত্যিই আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে কিনা। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস যে যদি আমরা খাঁটি মজবুৎ গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি ক'রে এবং উদার নীতি মেনে আমাদের গঠনতন্ত্র তৈরি ক'রে এঁদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারি তা হ'লে এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে আপনা হতেই মীমাংসা হ'য়ে যাবে।...

'প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনার আগে, এর চারপাশে যেসব অলীক মতবাদ জমে উঠেছে, বিশেষ ক'রে 'বাধ্যতামূলক' শব্দটি যোগ দিলে নানারকম কুফল ফলবে ব'লে অনেক ভদ্রমহোদয়ের মনে যে অযৌক্তিক আশঙ্কা জমে উঠেছে, তা পরিষ্কার ক'রে নিতে চাই। তারা বলেন যে এতে সাদা কালো সব ছেলেমেয়েকে একই ইস্কুলে পড়তে বাধ্য করা হবে। আসলে ধারাটিতে কিন্তু এ রকম কোন কথা নেই। ধারাটিতে শুধু বলা হয়েছে যে সব ছেলেমেয়েকেই লেখাপড়া শিখতে হবে। কিন্তু কি ক'রে? তা ঠিক করবেন তাদের বাপ মা-ই। ঠিক করবেন তাদের বাপ-মা-ই তাদের ছেলেমেয়েরা সরকারী ইস্কুলে পড়বে, না, বে-সরকারী ইস্কুলে পড়বে। সাদা এবং কালো ছেলের জন্য আলাদা আলাদা ইস্কুলও হ'তে পারে। কোন কালো ছেলে যদি সাদা ছেলেদের ইস্কুলে পড়তে চায় তা হ'লে সে

যাতে সেখানে পড়তে পারে তার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার নিজের কোন সন্দেহই নেই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালো ছেলেরা আলাদা ইস্কুলেই পড়তে চাইবে। অন্ততঃ যতদিন না তাদের জাতের বিরুদ্ধে বর্তমান কুসংস্কার দূর হচ্ছে।'

হলঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল গিডিয়ন। সারির পরে সারি কালো আর সাদা মুখ। মুখগুলোয় কিসের এক অভিব্যক্তি। সমস্ত আইন-পরিষদ ভরে এই যে বসে আছে সব, এদের দেখে মনে হয় সেই পুরোনো কালের কথা···সে-দিনের যত কারিগর এবং কৃষক হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ভোট দিতে, বিপ্লবে ভোট দিতে। কারডোজোর বক্তৃতা শুনে অজানিতেই সব মুখগুলো নড়ছে বারে বারে, সায় দিচ্ছে। শক্তি, প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব অনুভূতি; গিডিয়নের ইচ্ছে হয় হাতের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে; অপূর্ব অনুভূতি। আপন মনে ভাবে—কালো মানুষ, যেন হারানো সন্তান। এমন একটি জায়গা নেই, এমন এক হাত জমি নেই যা সে নিজের ব'লে মনে করতে পারে। কিন্তু আজ!. আজ তারা সৃষ্টি করছে সেই দেশ। বক্তৃতামঞ্চ লাল নীল আর সাদা রংয়ে সাজানো হয়েছে। পেছনে উড়ছে দুটো প্রকাণ্ড ইউনিয়নের পতাকা। দু'চোখ ভরে দেখছে গিডিয়ন····র‍্যান্ডল্‌ফ প্রস্তাব পেশ করছে···তার ঈষদ কম্পমন কণ্ঠস্বর কানে আসে গিডিয়নের:

'আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী সমাগত দক্ষিণ ক্যারোলিনার অধিবাসীরা, এতদ্বারা সুপারিশ করিতেছি যে যতদিন না বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, ততদিন পর্যন্ত বাস্তুহারা, দাসত্বমুক্ত ও পরিত্যক্ত জমির প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিতে থাকুক। এবং সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি শিক্ষা সমিতি স্থাপন করা হউক···'

অজস্র হাততালিতে সমস্ত অধিবেশন মুখরিত হ'য়ে উঠল। গিডিয়নেরই পাশে এক কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,—মাথাটা

স্তায় নড়ছে যেন এক প্রাচীন সুরের তালের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ঠেলাঠেলি ক'রে ছুটছে খবর তৈরি ক'রে যার যার কাগজে পাঠাতে। পরের দিনের 'অবজারভার'এ বেরুলো :

'অবিমৃষ্যকারী কৃষ্ণাঙ্গদের অবিশ্বাস্য অপচেষ্টা

অধিবেশনের নাম করিয়া যে সার্কাসটির খেলা এখানে চলিতেছে, গতকাল তাহা সমস্ত রকমের নীতি পরিত্যাগ করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণ দেশের সমূহ ক্ষতিসাধন হইবে, এই সোনার দেশটি একেবারে শ্মশানে পরিণত হইবে। এই প্রস্তাবে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বালক বালিকাদের একই বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। এইসব দক্ষিণাঞ্চলে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে, এমন কি কিশোরী বয়সেই কন্যারা হইবে লাম্পট্য ও কামনার আহুতি। যে দূষিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সমর্থন করিতে বাধ্য করা হইবে তাহার ফলে সাচ্চা অধিবাসীদেরও উপবাস করিতে হইবে। তাহাদের এক অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে…'

ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজকাল এ সব গিডিয়নএর গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদিনের বৈঠকের ওপরে এইসব অপপ্রচার তার জানা হয়ে গেছে। এবং রাষ্ট্রের কাঠামো ক্রমশঃ পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে এসব হবেই সে জানে। বিচার ব্যবস্থা সংস্কার করা হলো : ঠিক হলো নিয়োগের পরিবর্তে বিচারক ভোটে নির্বাচিত হবেন। জাতি ও গায়ের রংয়ের সকল পার্থক্য আগেই দূর করা হয়েছে। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আইনতঃ সুরক্ষিত করা হলো। বড় বড় আবাদ কিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ ক'রে দেবার জন্য সরকারকে আবেদন ক'রে একটি প্রস্তাব পাশ হলো। এ প্রস্তাবটার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে আবাদী

প্রথা একেবারে লোপ ক'রে দেবে, এতটা অবশ্য আশা করা যায় না। তবু প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হলো আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে…

আজ কার্টার দম্পতি গিডিয়নের অতি আপনজন, তাদের পরিচয় যেন কোন্ আদিকাল থেকে, গিডিয়নের আগমন যেন সেদিনমাত্র হয়নি। খেতে বসে আগামী দিনের চিত্র এঁকে তুলে ধরে গিডিয়ন কার্টার-দম্পতির সামনে। গিডিয়নকে নিয়ে, গিডিয়ন যে তাদেরই সঙ্গে বাস করে, একথা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলে বেড়াতে ভাল লাগে কার্টারদের।

ষ্টিফেন হমস্ তার মাকে বলল: 'মা, কাল রাত্রে খাওয়ার সময় একজন নিগার আসবে এখানে।'

ছেলে বোধহয় চাকরদের কথা বলছে মনে ক'রে মা বলেন: 'সে তো থাকেই ষ্টিফেন।'

'আমার কথা বুঝতে পারলে না, মা। আমি বলছি নেমন্তন্ন খেতে আসবে—নেমন্তন্ন করেছি।'

'সে কী! তুই যে কি বলিস!…আর তুই এমন সব কথা বলিস—'

'না মা, আমি ঠিক কথাই বলছি। একজন নিগারকে আমি নেমন্তন্ন করেছি কাল। হ্যাঁ, সম্মানিত অতিথি বলিতে পার মা।—তুমি হয়তো বলবে যে—'

ধপ্ ক'রে চেয়ারে বসে পড়েন মহিলা। হা করে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে। মায়ের মাথার ওপর দিয়ে জানালা পেরিয়ে দূরে সমুদ্রের কোলে জাহাজের অস্পষ্ট রেখা ভেসে ওঠে ষ্টিফেনএর চোখে। মা বোঝেন ছেলে এখন কি এক চিন্তায় মহাসমুদ্রে ডুবে গেছে। কিছুটা কথা কাটাকাটি তিনি করতে পারেন বটে কিন্তু ছেলের মত বদলাবে না—একথা তিনি জানেন। পূর্ণাবয়ব শক্তিমান পুরুষ তাঁর ছেলে, তিনি তাকে বোঝেনও না সব সময়, বুদ্ধিমান ছেলে, কেমন একটু ভীতিপ্রদও

বটে। লোকেরা যদি এটা ওটা বলে ষ্টিফেনকে নিয়ে, যদি পছন্দ কিম্বা অপছন্দ করে ষ্টিফেনকে, মা তখন বলেন ছেলের পক্ষ নিয়ে: 'তোমরা বাপু বোঝ না ষ্টিফেনকে। ও যা করে ভালই করে—'

মায়ের বয়স ষাটের কোঠায়, জীবনে তাঁর ক্লান্তি এসেছে। গেল রক্ত-বন্যায় তাঁর পৃথিবীর মস্ত একটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাকীটুকুকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চান তিনি। ষ্টিফেনএর মত হলো যে এমন কিছুই হারায় নি, যা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। যা আছে শুধু সেইটুকুই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে হবে, এও ষ্টিফেন সমর্থন করে না। মাকে ছেলে বুঝিয়েছে: 'মা-মনি, আমি অধিবেশনে যোগ দিচ্ছি কেননা যে দানবীয় ব্যাপার ঘটেছে তা থামাতে হলে ব্যাপারটি কি আগে বোঝা দরকার। বোঝবার একমাত্র উপায় হলো এতে অংশ গ্রহণ ক'রে ভেতরে ঢুকে থাকা।' মা নিষ্ঠা চেষ্টা করেন ছেলের বক্তব্যর মানে বুঝতে, কিন্তু পারেন না।

'মা, নেমন্তন্নে একজন নিগারকে আনা দরকার। প্রয়োজন আছে বলেই তাকে আমি আনছি।'

'কিন্তু কেন? কি এমন প্রয়োজন ঘটেছে যে—'

'অনেক কারণ আছে মা, খুব গভীর কারণ। তোমায় বুঝিয়ে দেব—'

'ষ্টিফেন, আমি পারব না।'

'উঁহুঁ, পারতে হবে মা।'

'ষ্টিফেন, নিজে যদি ওরকম অসভ্য নোংরা হ'য়ে যাও, তার আগে মার মনের দিকে তাকাতে পার না একবার?'

'মা, পৃথিবীতে আমি তোমার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা আর কাউকে করি না।'

'আর, লোকেরাই বা কি বলবে?'

'কেউ কিছু বলবে না, মা। কর্ণেল ফেনটন আসবেন, তার স্ত্রী আসবেন, আসবেন সানটেন, রবার্ট, জেন, ডুপ্রে, কারওএল, জেনারেল গানফ্রেট ও তার স্ত্রী।'

'তারা জানে যে একটা নিগার আসবে নেমন্তন্নে?'

'হ্যাঁ, জানে মা।'

'কিন্তু কে এই লোকটা?'

'লোকটা আগে কারওএলদের ক্রীতদাস ছিল; নাম গিডিয়ন জ্যাকসন—'

শেষে দেখা দিল সুউচ্চ এক প্রাচীর। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে যে-প্রাচীর ছিল খাড়া। হাজার স্মৃতির যে-দেয়াল মনে করিয়ে দেয় সে-যুগের কথা, যে-যুগে এই লোকগুলোই পশুর মত প্রজনন করাতো নিগ্রোদের। আজের নিমন্ত্রনে গিডিয়ন যেত না, যদি কারডোজো এমনি ক'রে তাকে না বলত :

'তোমার যাবার প্রয়োজন আছে, গিডিয়ন। হমস্‌ যে তোমায় ডেকেছে তার তিনটি কারণ হতে পারে। সে হয়তো সত্যিই চাইছে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে, আমাদের বুঝতে—তবে হ্যাঁ, এতে আমার সন্দেহ আছে। ধুরন্ধর, বহুকালের দাস-মালিক সে। দ্বিতীয়তঃ, সে হয়তো চাইছে তোমায় বোকা বানাতে—এতেও অবিশ্যি আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় না অত সহজে তোমায় ওরা বোকা বানাতে পারবে। আর হমস্‌ও অত ছেলেমানুষ নয় যে এসবের প্রশ্রয় দেবে। তৃতীয়তঃ, হয়তো সে সন্দেহ করে যে নিগ্রোরা গোপনে কোন ষড়যন্ত্র করছে। হমস্‌ চাইছে তার ভেতরে প্রবেশ করতে। হয়তো ভাবছে ভেতরে ভেতরে গোপন কিছু হচ্ছে। সুতরাং ভেতরে প্রবেশ ক'রে সন্ধান করবে। তাই যদি সে ভেবে থাকে তা হ'লে

তাকে বাহবা দিতে হবে। তা যদি হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই আর তোমার কিছু লুকোবার নেই।'

ভয় ছাড়া গিডিয়নএর আর কিছু লুকোবার নেইও। ভয়, আশংকা, বহু পুরোনো দিনের আদিম আশংকাগুলি···থেকে থেকে যে আশংকা তার পাকস্থলীকে কাঁপিয়ে তোলে। আজকাল যে কেউ আপনা থেকে বলতে পারে—মুক্তি এসেছে, কালো মানুষ, সাদা মানুষ এক সঙ্গে কাজ করছে নতুন পৃথিবী গড়তে, ছিঁড়ে গেছে পুরোনো শৃঙ্খল—দাসত্ব আজ শুধু বেদনামাখা স্মৃতিমাত্র। এসব যে-কোন লোক আপনা থেকে বলতে পারে। তবুও চামড়ার ওপর লোহার ছ্যাকা দেওয়া দাগের মত রয়ে গেছে ভয় আর বেদনার স্মৃতি—সেই প্রহার, সেই পলায়ন, সেই চিরকালের গান: ছেড়েদে মোদের ছেড়েদে, ওরে ছেড়েদে মোদের ছেড়েদে,—আর সেই অদ্ভুৎ অবজ্ঞা আর ঘৃণা—

ধীরে ধীরে গিডিয়ন হেঁটে চলল অস্ত্রঘাঁটির পাশ দিয়ে। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে গর্বোদ্ধত যে শ্বেত প্রাসাদটি, তারই সামনে এসে থামল সে। দরজা পেরিয়ে ঘণ্টা নাড়তেই তার ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল গিডিয়ন। বুড়ো নিগ্রো চাকর একজন এসে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। লোকটার চাউনিতে কেমন একটু উৎসুক ভাব—নিশ্চয়ই আগে থাকতে তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে, তাই সে নীরব। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পা দুখানা এত দুর্বল মনে হচ্ছে যেন আর তাকে বইতে পারছে না। পরমুহূর্তে কক্ষের দরজা খুলে গেল তার জন্যে, সে প্রবেশ করল গৃহের অভ্যন্তরে।

এই জাতীয় গৃহে আজই প্রথম প্রবেশ করল গিডিয়ন। এমন একটি ঘর যেখানে শুধু আলোর মালা, যে-ঘর প্রাণবন্ত, যে-ঘর চিরদিন মারমুখো অথচ এত সুন্দর যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারওএল-প্রাসাদের রান্নাঘরের পাশে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সে গিয়েছে, কিন্তু সে প্রাসাদের

অন্দরে কোনদিন প্রবেশ করতে পারে নি। পরে, বড় হ'য়ে, কারওএল-প্রাসাদের সব জায়গাতেই সে গিয়েছে। কিন্তু তখন সে-বাড়ী জনহীন, পরিত্যক্ত, প্রাণহীন। কিন্তু আজের এই গৃহ শূন্য নয়, নিষ্প্রান নয়। বাতির আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে এর প্রতিটি ঘর। হলঘরের পক্ষে তুষার-শুভ্র কাঠের গায়ে কতো মনোরম কারুকার্য। এক পুরুষ আগেকার কারুকার্যের সকল নিদর্শন রয়েছে আসবাবে। সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে যেন কোন অজানায় গিয়ে মিশে গেছে। শয়তানের হাই-তোলা মুখের মত হা ক'রে আছে দূরের বৈঠকখানা ঘরটা। কেমন অসুস্থ বোধ করে গিডিয়ন। কেমন নিরাশ মনে হয় তার। 'এসেছেন, ভারি খুশী হয়েছি মিঃ জ্যাকসন!' হমস্‌এর এই মধুর সম্ভাষণেও নৈরাশ্যের এতটুকু উপশম হলো না তার।

গিডিয়ন ঘাড় নাড়ল; কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা বেরুলো না। হমস্ তাকে নিয়ে গেল আলো-ঝল্‌মল্ বসবার ঘরে। গিডিয়নএর কেবল মনে হয়,—এত উষ্ণতার মধ্যেও মানুষ যেন হিমশীতল, ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। মেয়েরা পরেছে চমৎকার গাউন, পুরুষদের পরনে কালো আর তুষার-শুভ্র পোষাক। দীপাধার থেকে উপচে পড়ছে আলোর ঝালর। ঘরের চারদিকে বহুমূল্য মেহগিনির আসবাব-পত্র। এর তুলনায় কারডোজোর আসবাব কত খেলো মনে হয়, যেন রূপো আর কাঁচ। হমস্ একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল গিডিয়নএর। কিন্তু একজনও আসন ছেড়ে উঠল না, করমর্দনের জন্য হাতও বাড়িয়ে দিল না। তার গাঁয়ের মালিক ডাড্‌লে কারওএলএর আসনে যখন সে এল, ভদ্রলোক গিডিয়নকে চিনতে পারার একটু লক্ষণও প্রকাশ করল না। অবশ্য এর কারণও একটা ছিল—গিডিয়ন তখন ছিল ক্ষেতের একজন নগণ্য চাষা মাত্র। গিডিয়ন যখন প্রবেশ করল, সবাই তখন কথায় ব্যস্ত ছিল। তারপর পরিচিতির

পরেও তারা তেমনি কথায়ই ব্যস্ত রইল, গিডিয়নকে ডাকলও না। সে রইল হমস্‌এর সঙ্গে। হমস্ একটু হেসে বললে: 'মাফ করুন ওদের, জ্যাকসন। কখনো কখনো আমাদের তথাকথিত ভদ্রতা জায়গা মত হয়ও না ঠিক। থাক্, আপনি কি পান করবেন ?'

ঘরের ভেতরে কৃষ্ণাঙ্গ চাকররা ছায়ার মত আনাগোনা করছে। গিডিয়নএর কাছে এসব অস্পষ্ট মনে হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যে বুক-চাপা ব্যথার মত। একটু পরে সবই পরিষ্কার ছবির মত ভেসে উঠল তার মনে। মাথা নাড়ল সে।—কিছু না। কেন কিছু না ? না, কিছু না। পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে। কুঁকড়ে উঠছে সর্বাঙ্গের চামড়া, মনে হচ্ছে ভৃত্যরা আড় চোখে এক এক বার চাইছে তার দিকে। এখানে সে যেন একটা ফাঁদে-পড়া জন্তু। সে যেন পালিয়ে-যাওয়া ক্রীতদাস—ধরে এনেছে হাত পা বেঁধে। রজ্জুবদ্ধ অচল মানুষ যেন সে, ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেত্রাঘাত সইতে হচ্ছে। ভীতিবিহ্বল সে, সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে অসহ্য মনে হচ্ছে তার নিজেকেই।

গিডিয়নের মনে হয় দীর্ঘ একযুগ কেটে যাবার পরে যেন তারা সুরু করল খাওয়ার পর্ব।

মানুষের আহার-পদ্ধতি গিডিয়ন তো লক্ষ্য করেছে। আবাদের মানুষ তারা, তাদের আহারের পদ্ধতি এক ধরনের, কার্টারদের আরেক ধরনের। কারডোজোরা খায় আবার আরো এক ধরনে। কিন্তু এখানকার এই ধরনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই তার। কোথাও এরকম সারি সারি থালা আর রূপোর বাসনের এ রকম হকচকিয়ে দেবার ব্যবস্থা নেই। তারপক্ষে অন্যান্যদের মত ক'রে কাঁটা চামচ ধরা সম্ভব নয়। ধরতে গিয়ে তেমন সহজও হয় না, হাত থেকে পড়েও যায় কোন কোন জিনিস। বসে থেকে দেখে নিতে হয় ওদের

কায়দাটা, ওরাও জানে গিডিয়ন ওদের দেখে নিচ্ছে। কেন সে নিজেকে এমনি ক'রে এই ফাঁদের মধ্যে নিয়ে এল? এমনি ক'রে কতবার তো সে বোকা প্রতিপন্ন হয়েছে। খাঁচাবদ্ধ কাঠ-বেড়ালীর মত ছুটছে তার দুঃশ্চিন্তা। হমস্‌এর উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্য এইসব? হমস কি চায়?

এতক্ষণে গিডিয়ন বুঝল যে ওরা তার সঙ্গেই কথা কইছে। আদব মেনে গিডিয়নও উত্তর দিতে সুরু করেছে। হমসই জোর ক'রে কথাবার্তা তুলছে। হমস যেন কিছু একটা করতে চাইছে—কিন্তু কি যে তা গিডিয়নএর ক্ষমতা নেই তা বোঝার। হঠাৎ তার চিন্তা পরিষ্কার হয়ে গেল—ক্ষেপে উঠল গিডিয়ন। তার ছত্রিশ বছরের জীবনে আজই প্রথম সে এই লোকগুলোকে দেখছে; এদের কথা শুনছে। যে সব শব্দ এরা বলছে সে তো গিডিয়নও বলে। এদেরই কথার উত্তর দিল গিডিয়ন। সতর্ক হ'য়ে শুনল সে—কই তেমন কিছু বুদ্ধিমানের মত কথা তো বলছে না এরা। এক লহমায় একটা বিরাট চিন্তার ঝড় বয়ে গেল ওর মন-রাজ্যের ওপর দিয়ে—একটা শতাব্দীর সবকিছু ও টোকা মেরে ফেলে দিলে। একটা ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে পাক খেতে খেতে ওর মনের সব কিছু নড়েচড়ে ঠিকঠাক হ'য়ে এসে দাঁড়াল এইখানে। এণ্ডারসন ক্লেও সাদা মানুষ, কিন্তু গরীব। এই লোকগুলোর চেয়ে তার চিন্তা অনেক পরিষ্কার, সমস্যার গভীরে সে প্রবেশ করতে পারে। ওরা ভাবছে গিডিয়নকে ওরা উত্তেজিত করছে। কিন্তু গম্ভীর ভারী গলায় গিডিয়ন উত্তর দিচ্ছে ওদের প্রশ্নের, উত্তর দিচ্ছে ধীরে ধীরে। অনুভূতির ওপর ও রাশ টেনে ধরেছে, উত্তেজিত হতে দেবে না নিজেকে। হমস ওর সমকক্ষ, কিন্তু অন্যরা কেউ নয়। ক্ষীণ হাসি হমসের ওষ্ঠে। কর্ণেল কেনূটন বলল

'আমার ধারণা, আইন তৈরির ব্যাপারটা তোমাদের কাছে একটা নতুন কিছু, মানে, অন্যান্য কাজের থেকে আলাদা, তাই না?'

'এই ভুলো কুড়িয়ে বেড়ানোর চেয়ে কাজটা লাভজনক বটে। রোজ তিন ডলার ক'রে তো দিচ্ছে।' ধীর কণ্ঠে গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'আজকালকার দিনে অনেক ভালো মানুষের আয়ের চেয়েও বেশী!'

'অত টাকা দিয়ে একটা নিগ্রো কি করবে?' আশ্চর্য হ'য়ে জেন ডুপার জিজ্ঞেস করেন। সুন্দরী তন্বী তিনি। একটু বেঁটে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী ভ্রুকুটি করে। এভাবে কথা বলে যেন গিডিয়নের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ডুপারের আশঙ্কা হয়।

'জামাকাপড় আর খাবারের জন্য খরচ করতে পারে। তবে অনেকে আবার সবটাই মদের পেছনেই উড়িয়ে দেয়।'

গিডিয়নকে সরল বলেই মনে হয় সকলের, কিন্তু তার এসব কথার অর্থ কি? তার থেকে ওদের নিজেদেরই হাল খারাপ বলে মনে হয়। মনে হয় হমস্ মনে মনে বেশ খুশীই হচ্ছে এইসব দেখে। পরে এক সময়ে জেন ডুপার বলেছিল যে অসভ্য নিগ্রোটার খাওয়া দেখে, বোকার মত তার প্লেটের উপর কাঁটা চালানো দেখে, তার শরীর গুলিয়ে উঠেছিল।

জেনারল গানফ্রেট বললে: 'ধরে নিলাম জ্যাকসন, যে আইন তৈরির প্রাথমিক প্রয়োজন হলো শিক্ষা। কিন্তু অধিবেশনে এ নিয়ে তোমাদের খুব মুস্কিল হচ্ছে না কি?'

'হ্যাঁ, মুস্কিল তো হচ্ছেই।' গিডিয়ন স্বীকার করে।

'তা তো হতেই হবে···তোমারও তাই হচ্ছে, তুমি তো সেদিন পর্যন্ত কারও এলাদের আবাদে চাষের কাজ করতে।'

'হ্যাঁ, তা করতাম।' মৃদু হেসে গিডিয়ন উত্তর দিল।

এ-ভোজে সানটেলও এসেছে। একটা বিরাট আবাদের মালিক সে। বয়স পঞ্চাশ, রুক্ষ লম্বা মুখ, মিট্‌মিটে ক্ষুদে চোখ···সে মন্তব্য করল যে গিডিয়ন কিন্তু সভ্য জগতে এখন প্রবেশ করেছে। উত্তরে

গিডিয়ন বললে যে হ্যাঁ, সেও তাই মনে করে···, পৃথিবীর তো পরিবর্তন হচ্ছে। কে একজন মন্তব্য করলে যে পরিবর্তন হচ্ছে বটে, কিন্তু সে খারাপের দিকে। গিডিয়ন উত্তর দিল :

'তা বটে, সেটা তো নির্ভর করে এই পরিবর্তনটাকে কে কি ভাবে দেখে তার ওপর।'

'তুমি লেখা পড়া শেখ, গিডিয়ন, বুঝলে।' কে একজন মহিলা উপদেশ দিলেন গিডিয়নকে।

'পল্টনে থাকতে একটু একটু লিখতে পড়তে শিখেছিলাম।'

'পল্টনে থাকতে?' প্রশ্ন করে জেনারেল।

'আমি ছিলাম ইয়াংকী পল্টন, যে-পল্টন চার্লসটন জয় করেছিল। আপনার মনে আছে সেই কৃষ্ণাঙ্গ বাহিনীর কথা?'

বারুদের স্তূপে যেন আগুন লাগলো। হমস-এর ঠোঁটে চাপা হাসি, ঘরের অন্যান্যরা যেন জমে বরফ হ'য়ে গেছে। গিডিয়নও চাইছিল আবার ওরা জমে উঠুক। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে আবার সেই সাবেক দিনের ব্যথা-বেদনা—নেই, কিছু নেই···শুধু শূন্যতা, যা কিছু সব শ্বেতাঙ্গ মালিকের, শূন্য ঝুলি শুধু নিগারের···

গিডিয়ন বুঝতে পারছে এ অবস্থা চলতে পারে না। এখুনি হুড়মুড় ক'রে কিছু একটা বিদীর্ণ হবেই। হমস্-এর মা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেলেন, বলে গেলেন তাকে মাফ করতে। অন্দরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তার চাপা কান্নার শব্দ। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল ছেলে, ফিরে এসে বলল : 'মার শরীরটা হঠাৎ একটু খারাপ হ'য়ে পড়েছে, তাঁর অনুপস্থিতির জন্য অনুগ্রহ ক'রে আপনারা ক্ষমা করবেন।'

জেনারেল নিশ্চুপ বসে রইল। দমবন্ধকরা নীরবতা চারদিকে। চারদিকের এই অসচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়ে দেবার জন্যে ফেনটন গিডিয়নকে

বলল: 'সুন্দর দক্ষিণী নামটা কিন্তু তোমার—জ্যাকসন। আমি জানতাম যে নিগাররা তাদের প্রভুর পদবীই ব্যবহার ক'রে থাকে।'

'কেউ কেউ করে বটে। পল্টনে যতদিন পর্যন্ত মেজর হইনি, ততদিন আমারও কোন পদবী ছিল না। ইয়াংকী ক্যাপ্টেন বললে, একদিন, তোমায় পদবী নিতেই হবেগিডিয়ন, নামের সঙ্গে বংশ পদবী একটা চাই-ই। কে তোমার মালিক?' গিডিয়ন একটু থামল, কারওএলএর দিকে একবার অনুগতর মত ক'রে ঘাড় নাড়ল। মনে হলো মহিলারা এখানে উপস্থিত না থাকলে, আজ এই মুহূর্তে সে খুনই হয়ে যেত।

গিডিয়ন বলল: 'আমি বললাম—আমি যাঁর ক্রীতদাস তাঁর নাম তো মুখে নিই না। জ্যাকসন হলে কেমন হয়—'

গিডিয়ন তার কাহিনী শেষ করতে পারল না। আসন ছেড়ে কারওএল চিৎকার ক'রে উঠল: 'বেরো এখান থেকে, হারামি ব্যাটা!'

বাড়ীর পথে ফিরছে গিডিয়ন। অদ্ভুত হাল্কা হয়ে গেছে ওর মন। কত নিগূঢ় বিস্ময় ছিল সেখানে, সব যে বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল! মনের কত ভয়ভীতি আশংকা, সব আজ ভিত্তিহীন! পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে না এলে যে গোটা দুনিয়াটাই এক মহা অজানার মধ্যে ডুবে থাকত। ঐ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্র সামনে পড়ে আছে একটা প্রেতের মত, আগামী প্রভাতে হেসে উঠবে সেখানে এক রৌদ্রস্নাত বিরাট জলের বিস্তৃতি। যে-শৃঙ্খলের বন্ধনে তারা বাঁধা পড়েছিল এতদিন, সে-বন্ধনে আর তারা বাঁধা পড়বে না। উজ্জ্বল আলোকে সে-শৃঙ্খলের স্থান আর নেই। অনেকের ওপরে হবে মুষ্টিমেয়র শাসন—মানুষের স্মৃতির স্মরণাতীত ইতিহাসে এই যে অন্ধতম, গভীরতম অন্যায়, একেও যদি জল-ভরা বেলুনের মত ফুটো ক'রে দেওয়া যায় তো এমনি করেই চুপসে যাবে সেটাও। মিঠে সুরে গিডিয়ন গান ধরল: 'যবে ঈস্রাইল ছিল ঈজিপ্টের

দেশে—ছেড়েদে মোদের ছেড়েদে—নিদারুণ উৎপীড়ন সহিতে পারিনে যে—ছেড়েদে মোদের ছেড়েদে!'

গৃহাভ্যন্তরে মেয়েরা তখন চলে গেছে, পুরুষরা সিগারেট হাতে বসেছে টেবিলের পাশে। জেনারেল বললে: 'হমস্‌কে কিন্তু ক্ষমা করা যায় না।'

'যা বলেছ।'

'তুমি বলেছিলে ষ্টিফেন, কারণ আছে—নির্দয় কঠিন কণ্ঠে বলে সান্‌টেন: 'তুমি বলেছিলে যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের এই নিগারকে নিয়ে এক সঙ্গে টেবিলে খাবার। সব সময়ই তোমার একটা কারণ ছিল—আমরা তখন তামাসা করেছিলাম। অধিবেশনে যখন ঢুকলে তখন ছিলে বিমর্ষ, কিছু বোঝা যায়নি তখন। সেখানে গেলে নিগারের পা চেটে। তখনও আমাদের বুঝিয়েছিলে যে এর যথেষ্ট কারণ আছে। আমি অন্ততঃ, তোমার এই ধরণের কারণ আছে কারণ আছে শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে উঠেছি, ষ্টিফেন।'

সহজ হয়ে হমস্ বলল: 'তা সত্ত্বেও কারণটা কিন্তু কিস্তিতে কিস্তিতেই আসে। আজ রাত্রেও যথেষ্ট কারণ ছিল এবং সত্যি কথা যদি বলি তো বলব যে নিগারটা তোমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে গেল।'

'থাক্ থাক্, ঢের বলেছ ষ্টিফেন' জেনারেল বলে উঠল।

'উঁহুঁ, ষ্টিফেনকে তোমরা যাই বল না কেন, এক্ষেত্রে সে ঠিকই বলেছে। নিগারটা আমাদের বোকা বানিয়ে গেছে। সে-কথা স্বীকার করতেই হবে।' কর্ণেল ফেনটন্ বললে।

'ষ্টিফেনের কৈফিয়ত চাই, নয়তো—'

হমস্ ফেটে পড়ল: 'ডুপার, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি! দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে নাকি! আমরা কি সব ছেলে মানুষ? শিশু? না,

অপগণ্ড মূর্খ সব ? আপনাদের আজ এখানে ডেকেছিলাম, কেননা আমার ধারণা ছিল যে আপনারা সব ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ। দয়া ক'রে আমার সে-মোহ ভাঙবেন না—'

'হুমস্ !!'

'আমাকে বলতে দিন। স্বীকার করলাম, এখানে আমি সার্কাস খুলেছিলাম। নিগারকে এনে আপনাদের বিরক্তিকর অবস্থায় ফেলেছিলাম। স্বীকার করলাম। এই সম্ভাবনার কথা আমি যে আন্দাজ করেতে পারিনি তা নয়, কিন্তু একটিমাত্র নিগারের মুখোমুখি বসে আপনাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে যাবে এ আমি ভাবতে পারিনি। অবস্থাটা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন আপনারা। আপনাদের কাছে আমি ভিক্ষে চেয়েছিলাম, করুণা চেয়েছিলাম। আমাদের প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে এর মূল্য অসীম। আমি চেয়েছিলাম অধিবেশনের একজন কালো সভ্যের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় একটি বৈঠকে আপনারা সকলে বলুন। আমিই বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম, কারণ, একমাত্র এই ভাবেই আমি রাস্তা খুঁজে পাব মনে করেছিলাম। এ সম্বন্ধে আগে আপনাদের জানাইনি, কেননা, পথ তখনও আমি খুঁজে পাইনি। এখনও কি বুঝতে পারছেন আমার কথা ? তাহ'লে আরো খানিক শুনুন—

কী মনোভাব আপনাদের 'কী ? মনোভাব আমাদের সকলের ? পুনর্গঠনের আদেশ যখন এল, আপনারা প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনারা অপ্রসন্ন হলেন। সারা দক্ষিণে আমাদের লোকেরা অপ্রসন্ন হলো— অস্বীকার করল নাম রেজিস্ট্রি করাতে, ভোট দিতে, ভোটের প্রচার করতে। নিগার আর বর্বর সাদা গরীবদের আপনারা শুনিয়ে বললেন, এ সবকিছু রাতারাতি আপনা থেকেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আপনারা কি তাই বিশ্বাস করতেন ? সত্যিই কি আপনারা এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন ? এত রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পরেও কি ক্ষমতা সম্বন্ধে

আপনাদের শিশুর মত ধারণা থাকবে ? লক্ষ্য করেছেন কি আপনারা, অধিবেশন কি ভাবে এগোচ্ছে ? লক্ষ্য করা মানে, আমি বলছি, আমাদের দলীয় অপোগণ্ড খবরের কাগজগুলো পড়ে নয়—'

'যথেষ্ট হয়েছে—' ডুপার সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিল কর্ণেল ফেনটন: 'চুপ, ডুপার! বলে যাও ষ্টিফেন।' ডুপারএর মুখ থেকে থুথু ছিটকে বেরুল, হতবম্ব হয়ে সে এর মুখ ওর মুখের দিকে তাকাল। মোমের আগুনে একটা সিগারেট ধরাল হমস্। ঢক্‌ঢক্ ক'রে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গিলে আবার সুরু করল:

'ভদ্রমহোদয়গণ,এই পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থাটা কি ? মনে করুন আমাদের দুনিয়ার কথা। মাত্র আট বছর আগে যে-দুনিয়ার মালিক ছিলাম আমরা। এই তো সেদিনের কথা··· আমার তখন বয়স ছাব্বিশ— এখন আমার চৌত্রিশ, এখনও যুবক—জীবন আমি উপভোগ করব এখনও অনেকদিন। হ্যাঁ, আপনারাও করবেন। মনে পড়ে আমাদের সেদিনের সেই পৃথিবীকে—আর আজ সেই তুলনায় আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। এক বিষয়ে আমরা সবাই সমান। সবারই আবাদ ছিল বা আছে। আমরাই হলাম মূল যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই সারা দক্ষিণ দেশটা। আরো এক বিষয়ে আমরা সকলে সমান—সকলেই আমরা একই পরিণতির সম্মুখীন—ধ্বংস, একেবারে সুনিশ্চিত ধ্বংস। একশো তিরিশ বছর যে আবাদ ছিল আমাদের, আমি তা হারিয়েছি। হারিয়েছে ডুপারও। তেমনি হারিয়েছে কারওএল—ঋণ, খাজনা, লড়াই আর ক্রীত দাসদের মুক্তি। আর সবাই আঁকড়ে পড়ে আছে বাকিটুকু। এই নির্বোধ লড়াই যখন আমরা শুরু করেছিলাম, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, বলেছিলাম ফল কি হবে। মূর্খরা সেদিন আমাকে দোষারোপ করেছিল—বলেছিল বেইমান! নিজেদের কাছেও কি আমরা মিথ্যে বলব? আমার সমস্ত সত্তার বিরুদ্ধে, আমার

অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আমি কি যেতে পারি? অনুনয় ক'রে বলছি আপনাদের, ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যে-অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, তা আমাদের বুঝতে হবে। বিচার ক'রে দেখতে হবে কীভাবে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আমি বনে করি একমাত্র এই পথেই আমাদের মুক্তি সম্ভব।'

সিগারেটের প্রলম্বিত ধোঁয়া ছেড়ে জেনারেল বলে উঠল: 'ষ্টিফেন, তুমি বলছ ঐ হনুমানের সার্কাসে আমাদের ঢুকতে হবে?'

সানটেন বলল: 'কি ক'রে হবে? আমরা তো নিগারদের বশ করতে চেষ্টা করেছি, মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা করেছি, শাসিয়েছি —কিন্তু ওদের মনে কেবল একটা কথা—আমরা ছিলাম ওদের মালিক।'

'তুমি নিগারটাকে এখানে এনেছিলে কেন?' প্রশ্ন করে ফেনটন।

'সেটাই তো আসল চাবিকাঠি মশাই। জেনারেল "হনুমানের সার্কাস" ব'লে যা বলছে, তাতে আমার আপত্তি আছে। যখনি আমরা ঐ ভাবে চিন্তা করি তখনি আমরা নিজেদের পরাজয় ডেকে আনি। অধিবেশন, মশাই, হনুমানের সার্কাস নয়। দস্তুরমত দৃঢ়সঙ্কল্প, বুদ্ধিমান লোকেদের সম্মেলন। নিজেদের শিক্ষা-সভ্যতা অনুসারে প্রায় প্রত্যেকেই তারা সাচ্চালোক।'

'বাজে কথা বোকোনা।' জেনারেল চেঁচিয়ে ওঠে।

'বাজে? হাজির ছিলেন আপনি এর একটা বৈঠকেও?'

'কাগজে তো পড়ি—'

'কাগজ, ডাহা মিথ্যে সব লেখে! বিশ্বাস করুন, প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই আমি উপস্থিত থাকি। ডাহা মিথ্যে বলছে আমাদের কাগজগুলো। আমি নিগ্রোকে এখানে এনেছিলাম একটিমাত্র উদ্দেশ্যেই। দু' তিন বছর আগেও লোকটা একেবারে অজ্ঞ-অশিক্ষিত ছিল। আর আরও বছর

কয়েক আগে সে ছিল কারওএলদের ক্রীতদাস। একটু আগেই তো দেখলেন তাকে - হনুমান মনে হলো কী? দুশো বছর যে-কালো আদমীদের আমরা কেনাবেচা করলাম, তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে আপনাদের? আমরা তা জানি না, আন্দাজ করার দুঃসাহসও আমাদের নেই। গিডিয়ন জ্যাকসনএর মত এই সব লোক—তারা যা পেয়েছে তা সহজে ছেড়ে দেবে মনে করেন? তা ছাড়া, এরা একলাও নয়। যেসব বিত্তহীন সাদা লোকগুলোকে যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ার সময় ছাড়া চিরকাল আমরা ঘেন্না করেছি, তাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে শিখছে এরা। আর এই সাদা লোকেরা তখন তো আমাদের হয়ে লড়েছিল, কিন্তু এখন এরা বুঝতে শুরু করেছে। শুনুন, যে-মুহূর্তে আপনারা অধিবেশনের ভার ছেড়ে দিয়েছেন এই সব নিগার আর সাদা গরীবদের হাতে, সেই মুহূর্তে এ যুগের আর একটা মারাত্মক ভুল করেছেন আপনারা। প্রথম ভুল ছিল যুদ্ধটাই। আপনারা বলেছিলেন অধিবেশন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। এক এক ক'রে নব্বই দিনেরও উপর হয়ে গেল এই অধিবেশন—অধিবেশন থেকে রূপ নিয়েছে একটা গঠনতন্ত্র। আপনারা বলেছিলেন, রাগে ঘেন্নায় আমাদের গোটা জাতটা ফেটে পড়বে, নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে এই দৈত্যটাকে। কিন্তু রাগে ঘেন্নায় আমাদের জাতটা ফেটে পড়েনি। বরং ইয়াংকী সংবাদদাতারাই সারা দেশে অধিবেশনের সত্য খবর ছড়াচ্ছে। লড়াই থামল, আমরা শুরু করলাম মূর্খের মত আতংক সৃষ্টি করতে, তৈরি করলাম 'কৃষ্ণ আইন'। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা এত বেশী শক্তিমান, এত বেশী সাহসী যে, যে-জাত এই সেদিন আমাদের যুদ্ধে হারাল, সেই জাতের কাছ থেকে জয় তিলক ছিনিয়ে নেব। মূর্খ জনসনকে দিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করলাম আমরা। ভাবলাম, জনসাধারণ তাকে সমর্থন করবে। উল্টে তাকেই চুরমার ক'রে দিল

কংগ্রেস। যে-সমর্থন আমরা হারালাম, আজ নিগাররা তাই লাভ করছে। এবং, সেও আমাদেরই জন্য।'

'তা হ'লে তো আমাদের সম্বন্ধে তোমার মোটেই উঁচু ধারণা নেই, হোমস্।' বলল ডুপার।

'সত্যি বলতে কি, নেই। বরং যে নিগারকে এখানে এনেছিলাম, তার সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেক উঁচু।'

'কিন্তু আমার নেই—'

'দোহাই ডুপার!' ফেনটন থামিয়ে দিল। তারপর হমস্‌কে বলল: 'তা হ'লে তোমার প্রস্তাবটা কি ষ্টিফেন? ঐসব নৈতিক উপদেশ বাদ দাও। নিগারটাকে তো দেখলাম। তোমার বক্তব্যও শুনলাম। এখন তুমি কি করতে বল?'

'ভালই, আপনারাও যখন নিগারটাকে দেখেছেন, তখন আপনাদেরকেও তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে···চল্লিশ লক্ষ দক্ষিণী লোকের শক্তির প্রতীক সে।' মাথা নেড়ে বললে হমস্।

'বেশ, তারপর!'

'এবারে তাকান অধিবেশনের দিকে—দেখুন অধিবেশন কি করেছে। প্রথমতঃ, শিক্ষা। সারা দেশে সকলের বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন তৈরি করেছে এই সম্মেলন। এর মানে দাঁড়াল এই যে নিগার আর সাদা ছোটলোকেরা একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে—'

'কিন্তু তবু তারা থাকবে নিগার আর শ্বেতাঙ্গ ছোটলোক!'

'হায় ভগবান, কিছুতেই কি আপনারা বাস্তবের দিকে তাকাবেন না? মাত্র একপুরুষ এইরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকুক—তারপর আর আমাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ আমি বলে দিলাম। আরো আছে,—অধিবেশন প্রস্তাব নিয়েছে জমি ভাগ ক'রে দেবার জন্য, অর্থাৎ সমস্ত আবাদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে। এবার এর

সঙ্গে যোগ করুন শিক্ষা—বাস্, আমাদের আবাদের দফা শেষ। অধিবেশন থেকে আইন পাশ হয়েছে প্রত্যেক জায়গায় সমস্ত জাতি ও গায়ের রংয়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা থাকবে। কথাটা ভেবে দেখুন আপনারা। অধিবেশন জানিয়ে দিয়েছে যে বিচারের জুড়িতে কালো মানুষ ও সাদা মানুষ একসঙ্গে বসবে, কৃষ্ণাঙ্গ হাকিম হয়ে আদালতের চেয়ারে বসবে। ভোটের কাগজের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে অধিবেশন—বাস্, আইন মাফিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন যেটুকু ছিল আপনাদের, এই সঙ্গে তাও শেষ হয়ে গেল। আর সর্বশেষে, অধিবেশন একসঙ্গে কালো সাদা সকলের কাছে ক্রমাগত আহ্বান জানাচ্ছে; প্রত্যেকটি আইনে, প্রত্যেকটি নির্দেশে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবে গরীব সাদা লোকদের নিগারদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিচ্ছে। এতেও কি আপনাদের চোখ খুলবে না?'

দীর্ঘ মুহূর্ত কাটে, স্তব্ধবাক সকলে। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জেনারেল বলল: 'ওদের ক্ষমতা নেই এই ব্যবস্থা চালু করার। নির্ঘাত ভেঙে পড়বে। এই বিরাট ব্যয় কি আর দেশের আয়ে কুলোবে? ভোটের সময়ে—'

'ভোটের মধ্য দিয়ে ওরা সরকারে প্রবেশ করবে, যেমন ক'রে ওরা এসেছে অধিবেশনে।'

'তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা, ষ্টিফেন?' প্রশ্ন করে কারওএল।

'সংক্ষেপে কোথাও নয়।'

'তবে ওদের খেলাই খেলি না কেন?'

'আর ভোটারদের কি ভরসা দেব? দিন-মজুরী কুড়ি সেণ্ট? আবার ফিরিয়ে আনব ক্রীতদাস-ব্যবস্থা? জমিদারী ভাঙা হবে না? অশিক্ষাই বজায় থাকবে?'

'রোসো, উপায় আছে।'

'আছে, কিন্তু ও-ভাবে নেই। ক্ষমতা ছিল আমাদের; আমরা তা

হারিয়েছি। সোজা কথায় আমরা চাইছি আবার তা ফিরে পেতে। একটু আগেই তো নিগারটাকে দেখেছেন। পারেন ওকে মিঠে কথায় ভোলাতে? পারেন আপনি ওকে খাতিরে ভোলাতে? পারেন ওকে ঠকাতে?'

'না—তা হয়তো পারব না।' চিন্তিত ফেন্‌টন্ উত্তর দিল: 'কিন্তু ওটাকে তো সাবার ক'রে ফেলতে পারি।'

জেনারেল বলল: 'শাসিয়ে দেখেছি, কাজ হয় না। ষ্টিফেন তো সেকথাই বলেছে।'

'ঠিক, কাজ হয়নি—কারণ অর্থহীন আতংক ছড়ানো হয়েছিল। কারণ ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই ভীতি প্রদর্শন হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অগুন্তি লোককে আমরা ঠেলে দিয়েছি ইয়াংকী বেয়নেটের মুখে। দানা বাঁধবার আগেই প্রাক্তন সৈন্যদের প্ররোচনা দিয়েছি অত্যাচার চালাতে, উস্কিয়েছি তাদের লাঠি চালাতে, বিচার-বিবেচনা না ক'রে লিঞ্চ আর লুঠ করতে। অথচ আমাদের কোন পরিকল্পনা কিম্বা লক্ষ্য ছিল না। আর সবচেয়ে বড় কথা—কোন সংগঠন ছিল না।'

ফেন্‌টন আরেকটা সিগারেট ধরাল। দরজা খুলে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন: 'এখানেই রাত ভোর করবে না কি তোমরা?' হুইস্কি নিয়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ চাকর ঢুকল। হমস্ তাকে বলল: 'এর পরে আর যেন কেউ এখানে উত্যক্ত করতে না আসে।' ষ্টিফেন্‌স-এর সিগারেটের মুখে ইতিমধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে; আঙুলের টোকা দিতেই সেটা ভেঙে পড়ল জামার ওপর। ষ্টিফেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে বলল: 'দরকার হলো সংগঠন, পরিকল্পনা আর লক্ষ্য।'

'ক্লান-এর কথা ভাবছ কি ষ্টিফেন?' প্রশ্ন করল ফেন্‌টন।

'ভেবেছি একটু একটু। দু' বছর ধরে ওরা আছে বটে, তবে দু' বছরের মধ্যে ওরা যে খুব একটা কিছু করতে পেরেছে এমন প্রমাণ

কিছু নেই। তবে, হ্যাঁ, বলতে পার, তবু অন্ততঃ সংগঠন তো একটা আছে। আর আমরাও আমাদের ক্ষমতা যা আছে তা দিয়ে আলাদা আর একটা কিছু দাঁড় না করিয়ে বরং ওদের যা আছে তা নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমরা যদি এই সিদ্ধান্তই করি তা হ'লে আর সময় নষ্ট না ক'রে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। ক্লানদের নিজেদের ক্ষমতাটা নষ্ট ক'রে ফেলার আগেই যাতে শুরু হয়।'

'ওদের নেতৃত্ব তো করছে পল্টনের লোক।' বলল জেনারেল।

'এইতো চাই—বেশ হবে তা হ'লে। ডুপার তো ক্লান-এর সভ্য আছেই। তবে ঐ সাদা আলখাল্লা আর ক্রশ চিহ্নের ব্যাপারটা কিন্তু বড় বেশী বোকামী মনে হয়। তবে ওতে কাজ হয় বটে। এমনি দেখলে মনে হবে বেঁজির মত মিট্‌মিটে গোবেচারা, যেন ভয়ে কাঁপছে—কিন্তু মুখ ঢাকলে ওদের সাহস ঢের বেড়ে যায়।'

'তোমাদের এসব কথা আমার মোটে ভাল লাগে না।'

'তোমারও ভালো লাগে না ডুপার? রাত্তিরে মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে ছুটতে চাও তুমি? না—না, আরে, ওটা তো হাতিয়ার; বেশ ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখ। ঐ হাতিয়ার চালাতে অনেক লোক লাগবে, হাজার হাজার লোক। কোত্থেকে আসবে তারা? পল্টনের লোক কিছু আছে বটে, তবে খুব বেশী নয়। যা-ই বলো, আমাদের পল্টনের কিন্তু সাহস ছিল, হ্যাঁ, আর সম্মানবোধও ছিল বটে। তবে আলখাল্লার ব্যাপারটা, ঐসব খুন-খারাবী, লিঞ্চ মোটেই পছন্দ করবে না সকলে।'

'দেখ ষ্টিফেন, তুমি যে ভাবে বলছ আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগছে না।' বলল জেনারেল।

'আর কি ভাবে বলব তবে? নিজেদের মধ্যে তো সত্যিকারের

অবস্থা আলোচনা করতে পারি, না, তাও পারি না? ...হ্যাঁ, লোক আমাদের যথেষ্টই হবে। সেই যে সাদা লোকগুলো, যাদের আমরা গোমস্তা করেছিলাম, অশ্রাব্য গালাগাল কেবল যাদের মুখে, গায়ের সাদা চামড়াটাই যাদের সর্বস্ব, তাদেরকে আমাদের পেতে হবে। ঐ যে যারা দাস কেনা-বেচা করত, যারা গোলাম পয়দা করাতো সেই অপদার্থগুলো তো রয়েছে। গায়ের সাদা চামড়ার মর্যাদার ওপর সঙ্গীত রচনা করা হবে। সাদা চামড়াকে আমরা সম্মানের প্রতীক হিসেবে দাঁড় করাবো। বিল ও বাদা অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি আমরা দাঁড় করাবো আর প্রচার করব তাদের সাদা চামড়ার মাহাত্ম্য। বন্ধুগন, তার বদলে ওরা আমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে এই মাথা-খারাপ-করা লড়াইতে যা আমরা হারিয়েছি তার সব।'

ফেন্‌টন জানতে চাইল: 'কিন্তু কি ক'রে, ষ্টিফেন? আগের বারও যখন চেষ্টা করেছিলাম—'

'হবে, এবারে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আস্তে আস্তে শুরু করব সংগঠন, শুধু সংগঠন। সুরু করব সংগঠন দিয়ে। ক্লানদের ভেতরে ঢুকে তাদের টাকা কড়ি দিয়ে সাহায্য করব। বন্ধুগণ, আমাদের যেটুকু আছে তাই দিয়েই সাহায্য করব। দখলকারী পল্টন যদ্দিন এখানে আছে, কিচ্ছু করব না—মানে, যাতে তারা পাল্টা কিছু করতে না পারে। মোটে গোটা কয়েক কাজ...নিগারকে নিগার ক'রে রাখা, ধর্ষণের একটা চিহ্ন, একটা লিঞ্চ—এসব আপনা থেকেই পর পর হবে। এসবের পরে ক্লান চলতে শুরু করবে। নিশীথ রাত্রির আঁধার ভেদ ক'রে কতগুলো লোক চলেছে, মুখ ঢাকা...রহস্যপূর্ণ মনে হতে পারে। প্রচার, শুধু প্রচারের জন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, সংগঠন তৈরি করতে হবে, হটকারীর মত আগেই কিছু যেন ক'রে না বসি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যারা রাজনীতিতে ঢুকতে পারে ঢুকবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ

হিসেবে নয়, পুনর্গঠন-কামীদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে। আমার প্রস্তাব হলো এই। সকলকে আমার দলে আসতে হবে। এক এক পা ক'রে ধাপে ধাপে আমরা এগুবো, প্রয়োজন হ'লে অপেক্ষা করব, আবার —'

'কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?' জেনারেল প্রশ্ন করে।

'তা বলতে পারি না, দু তিন বছর তো বটেই, হয়তো পাঁচ বছরও হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না জয়ের নিশ্চয়তা বুঝতে পারব, অপেক্ষা করতেই হবে। যতদিন না পুনর্গঠিত গোটা দক্ষিণ দেশ জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যতদিন না প্রত্যেকটি ইয়াংকী সৈন্য তুলে নেওয়া হয়, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু অপেক্ষা করতে গিয়ে হাত গুটিয়ে বসলে চলবে না। কষ্ট সইতে হবে আমাদের, কিন্তু পাগলের মত বাহবা কুড়িয়ে নয়, অবস্থা বুঝে ধীরবুদ্ধি মানুষের মত, যাতে উত্তরের লোকেরা বুঝতে পারে কতখানি ক্ষতি ও কষ্ট আমরা সইছি। মূর্খের মত চিৎকার আমরা করব না, কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে বারে বারে ঘোষণা করব যে আমাদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে। বারে বারে একথা বললে আমাদের কথা তারা বিশ্বাস করবে। উত্তর আমেরিকায় আমরা সমর্থক পাবো, শ্রোতা পাবো। উত্তরের হাজার হাজার লোক তো আমাদের চিরকাল হিংসা ক'রে এসেছে। যার বিরুদ্ধে তারা এই যে লড়াই করল ঠিক সেই সবকিছুকেই তারা হিংসা করেছে—অর্থাৎ আমাদের আবাদ, আমাদের ক্রীতদাস, আমাদের ঐশ্বর্য, আমাদের জীবনের প্রচুর সুখ-সমৃদ্ধিকে তারা হিংসা করেছে এত বেশী যে তাদের অসার মানবিক-নীতিবাদেও তা চাপা পড়ে না। আর তার চেয়েও বড় কথা, কেনা গোলাম ব'লে, হাত-পা-বাধা মানুষ ব'লে নিগারকে তো দয়ার চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু জগতকে যখন আমরা দেখাবো যে নিগাররা

অত্যাচারী, সেই কালো বর্বররা ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে মানুষের জীবনের সব কিছু, নারীর সর্বস্ব, যা কিছু ভালো, সুন্দর, সত্য—তখন কোথায় থাকবে ওদের প্রতি সেই দয়া?'

'ওরা তো আসলেই তাই।' জেনারেল নরম গলায় মন্তব্য করে।

'ঠিক আছে, এমনি ভাবেই আমরা সমর্থক সংগ্রহ করবো। তারপর, উত্তরের পুঁজি আমরা আহ্বান করব। উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল ক্রমশঃই ইংলণ্ড থেকে সরে আসছে উত্তরে। তুলোর জন্যে ওরা চিৎকার শুরু করবে। সামান্য তুলো দেব ওদের, বেশী দেব না। ওদের শিল্পকে আমরা নিয়ে আসবো আমাদের দক্ষিণে। আমাদের ভবিষ্যত সম্পদের খুঁটোর সঙ্গে ওদের শ্রীবৃদ্ধির গাঁটছড়া এমনভাবে বেঁধে ফেলতে হবে যে, যে বাতুলতাপূর্ণ নৈতিক-বোধের জন্যে ওরা লড়াইতে নেমেছিল, তা তারা ভুলে যায়, তারপর তারা ধীরে ধীরে বুঝবে যে তাদের ঐ লড়াই মোটেই ন্যায়যুদ্ধ ছিলনা, তারা বুঝবে যে আমরাই সত্যিকারের স্বাধীনতাকামী, আমরাই আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলাম।—'

'তাইতো করেছি আমরা।' বলল জেনারেল।

'তারপর দু বছর পরেই হোক, কি পাঁচ বছর পরেই হোক, সেই অবস্থা যখন আসবে, আমরা আঘাত হানবো—শক্তি নিয়ে, শক্তি আর ত্রাস-সৃষ্টির অস্ত্র নিয়ে আঘাত করব। কেননা শক্তি আর ত্রাসই হোল একমাত্র জিনিস যার ওপরে নির্ভর করছে সমস্যার সমাধান। কিন্তু ততদিনে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। উত্তর আমেরিকা জানবেও না, সামান্য যদি জানেও, বিশ্বাস করবে না। ক্লান ততদিনে একটা শক্তিশালী পল্টনে সংগঠিত হয়ে যাবে; এই যে সব মাথা উঁচিয়ে উঠেছে—ক্লান তা ধ্বংস ক'রে দেবে। এমনভাবে ধ্বংস ক'রে দেবে যে আর কোনদিন তা মাথা তুলতে পারবে না। বন্ধুগণ, আবার নিগার

হবে সেই কেনা-গোলাম—যা সে ছিল, যার জন্যে তার জন্ম, সে তাই আবার হবে। তবে সে লড়বে ঠিকই, কিন্তু সংগঠিত হতে পারবে না আতংকের ভয়ে, আমাদের ক্ষমতার ভয়ে—। কিন্তু আমরা তা পারবো। কিছু কিছু সাদা লোকও ওদের দলে যোগ দেবে বটে, কিন্তু আমি ভরসা রাখি, বেশীর ভাগই যোগ দেবে না। শাসানি আর তাদের সাদা চামড়ার সম্মান-বোধই তাদের ঠেকিয়ে রাখবে। এবং, ভদ্রমহোদয়গণ, সে-অবস্থা যখন হবে তখন আমাদের জয় অবধারিত!"

ষ্টিফেন হমস-এর বক্তৃতা যেন·আগুন আর উত্তেজনাপূর্ণ। সকলের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ হলো জেনারেল। হমসএর বক্তৃতার বিপুল তেজে সেও মুগ্ধ। কিন্তু শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন নিভে গেল। ঝিমিয়ে পড়লো উত্তেজনা, ফিরে এল নিরাশ নিস্তব্ধতা। আর একটা সিগারেট ধরালো হমস। তারপর তার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। আলোচনা-শেষে হমস বল্‌লে: 'এবার আমরা মেয়েদের কাছে যেতে পারি?'

[ছয়]

সৃষ্টি হয়েছে গঠনতন্ত্র। একটার পর একটা আইন লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুক্তি, জীবন, স্বাধীনতার সংজ্ঞা আজ নির্ধারিত হয়েছে। সুখশান্তির পথ-নির্দেশ করেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা। ১৮৬৮ সালের বসন্ত। উজ্জ্বল নবীন বর্ষ। নতুন যুগের শুরু। পুরোহিত বলেছে:

'প্রভু, দয়াময়, আমাদের প্রচেষ্টায় তোমার আশিস্ যেন পাই। ভুল যদি হ'য়ে থাকে আমাদের, সজ্ঞানে হয়নি। আমরা যে নশ্বর মানুষ,

অন্যায় ও পাপের আধার। সকল নশ্বর মানুষের মত আমরাও যদি অপরাধ ক'রে থাকি তুমি আমাদের ক্ষমা ক'রো…'

গোটা অধিবেশনের সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে দৃপ্ত গর্বের সুরে গেয়েছে :

'স্বদেশ আমার মধুর ও স্বাধীন,
সেই তো তোমারি দান,
আমার কণ্ঠে বাজিয়া উঠুক
তোমারই জয়ের গান!'

'এখন কি করবে?' কারডোজো গিডিয়নকে প্রশ্ন করল।

'দেশে যাবো ভাবছি।'

'অনেকদিন ঘরছাড়া, তাই না?'

'বহুদিন।' মৃদু হাসি গিডিয়নের ঠোঁটে: 'একটা মজা ফ্রান্সিস্, কালো মানুষের মন বাড়ী ছেড়ে দূরে থাকতে পারে না। আগের দিনেও নিগারকে বাড়ী ছাড়িয়ে যেখানে খুশী বিদেশে বিক্রি করলে সে মৃত্যুর চেয়েও বেশী কষ্ট পেত। বাড়ীর জন্য মন বড় উতলা হয়ে উঠেছে।'

'বেশ, বাড়ী গেলে, তারপর?'

'তাই তো ভাবছি।' একটু চিন্তা ক'রে গিডিয়ন বলে: 'আমার জাত তো মাটি চেনে। সহজেই অল্প কিছু তুলো ফলাতে পারে, জনারও ফলাতে পারে, তবে তার বেশী কিছু পারে না। আর—তারা রয়েছেই বা কোথায়—সে তো সেই কারওএলএর আবাদে—কিন্তু ওখানে তো চিরকাল থাকা যাবে না। গিয়েছিলাম খাসমহল অফিসে, খোঁজ নিলাম। ঋণের দায়ে কারওএলরা বেদখল হয়ে গেছে। পরের পাওনাদারও খুইয়েছে বকেয়া খাজনায়। শীগ্‌গিরই একদিন আবাদ নিলামে উঠবে—তখন কোথায় যাব আমরা সব?'

'জায়গা নেই, জমি নেই, এতগুলো উপোসী কালো মানুষ কোন্ দেশেই বা আছে—সত্যিই এ একটা সমস্যা—সবচেয়ে বড় সমস্যা, গিডিয়ন।'

'একটা কাজ আমি করতে পারি—বেশী কিছু নয়—তবে অন্ততঃ পথ দেখিয়ে দিতে পারি আমাদের লোকদের, কি ক'রে ছোট একটু জমি কিনতে পারে তারা। তাও যে সঠিক কিছু বলতে পারব, জানি-না; ঠিক বুঝি না, দেশে গিয়ে অন্ততঃ চেষ্টা করতে পারি।'

'কিছু লোকের হয়তো তাতে সুবিধে হতে পারে, গিডিয়ন, কিন্তু সমস্যার আসল সমাধান তো ওভাবে হবে না।'

'তা তো জানি।'

'আচ্ছা গিডিয়ন, কখনো রাজনীতির কথা ভেবেছ?'

'রাজনীতি! সেটা কী?'

একটু হেসে কারডোজো গিডিয়নকে মনে করিয়ে দিল দু'জনার সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। বলল: 'তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তোমার মত লোকের ওপরেই আস্থা রাখতে হবে।'

'আমার মত লোকের ওপর কেন?'

'কারণ, আমাদের শত্রুতা করছে যে সামান্য কয়েকজন, তাদের বাদ দিলে, সারা রাষ্ট্রের, গোটা দক্ষিণের সামনে রয়েছে একটিমাত্র ভবিষ্যৎ—নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলা। তুমি তাই করেছ, করেছে আরো শত শত মানুষ। সব বিষয়েই যে আমি আর তুমি এক মত, তাও নয়, গিডিয়ন। অনেক কিছুতেই তোমার আমার মতে আকাশ পাতাল তফাৎ। এত শান্তি-প্রিয় হয়েও তুমি হিংসার সমর্থক, কিন্তু আমি ঠিক সেভাবে ভাবি না। তবুও তোমার মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমার নেই। সেই অনেককিছু বড় মূল্যবান, বড় শক্তিমান। কোথায়, কি ক'রে তাকে কাজে লাগাবে বলতো?'

মৃদু হাসল গিডিয়ন। 'তা যদি থেকে থাকে—থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে···আমি অন্ততঃ জানি না। এ নিয়ে আমি ভাবতে চাই, শিখতে চাই। আমি তো অজ্ঞ মানুষ, ফ্রান্সিস। তিন মাস আগে

যদি জানতাম আমি কতটা অজ্ঞ তা হ'লে তখুনি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতাম।'

'বাড়ী ফেরার কথা ঠিক করার আগে একটু চিন্তা ক'রো, গিডিয়ন। কয়েকদিনের মধ্যেই সাধারণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সভা বসবে। আমিও আছি তাদের মধ্যে। কথাটা ভেবে দেখো, গিডিয়ন। লিঙ্কনের দল এখানেও মাথা গলাবে। দেশের সরকার যাবে ওদেরই হাতে। তা তো আমরা বুঝতেই পারছি, অধিবেশনের ভোটের ফল তো দেখেছি! এর মানে দেশের আইন সভা, সরকারের গোটা কাঠামোট', কংগ্রেস সভ্য, —সিনেট-সভ্য—তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সবকিছু। গিডিয়ন, প্রথম শুরুতে তুমি রইলে। আমাদের এই গঠনতন্ত্রের একটা অংশ অন্ততঃ, যত ছোটই হোক্ তা, তোমারই হাতে তৈরি। সেই জন্যই তো তুমি সুবিধে পাচ্ছো তাকে কাজে লাগাবার, তার আইনগুলো কার্যকরী করবার—'

'কি রকম?' চিন্তিত গিডিয়ন ধীরে কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'আমরা চাই তুমি সিনেটে প্রবেশ কর, মানে প্রার্থী হও—'

গিডিয়ন মাথা নাড়ে।

'না কেন?'

'কাজ হবে না ফ্রান্সিস।'

'ভয় পাচ্ছ গিডিয়ন?'

'ভয় আর আমি পাই না ফ্রান্সিস।' হাসি তার মুখে। 'কোন কাজ হবে না—আমি তো জানি আমি কি। বছরখানেক কি বছর পাঁচেক পরে হয়তো পারবো—এখনই নয়। আমি যে উপযুক্ত নই ফ্রান্সিস্।'

'যারা সব যাচ্ছে তাদের অনেকের চাইতেই ঢের উপযুক্ত তুমি।'

'কি জানি, হয়তো হবে।' দু কাঁধ উঁচু ক'রে গিডিয়ন অনিশ্চয়তা জানায়।

'কথাটা ভেবে দেখবে, গিডিয়ন ?'

'না, এখন বাড়ীই যাবো, ফ্রান্সিস।'

'যদি বলি ভুল করছ, গিডিয়ন ?'

'যা ভালো বুঝি তাইতো করবো।'

'তা হলে কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই বলছ ?'

'কোন লাভ নেই, আমার সাহস হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তবে থাক।' কারডোজোর স্বরে আন্তরিকতা মাখানো। দু'জনে করমর্দন করল। একমুহূর্ত পরে কারডোজো বলল :

'কি শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, গিডিয়ন !'

'কি রকম ?'

'হয়তো কোনদিন আমিও বাড়ী যেতে পারবো।'

গিডিয়নের যাবার সময় হলো। লজ্জা সরম রেখে হাউ হাউ ক'রে ছোট্ট মেয়ের মত কান্না শুরু করল কার্টার-গিন্নী। দু'হাতে গিডিয়নকে জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল তার মুখে। 'আবার চার্লস্‌টনে এলে, আমাদের বাড়ী থাকবে কিন্তু, গিডিয়ন।' গিডিয়নকে নিয়ে হুজুগ লাগিয়ে দিল কার্টাররা ; হরেক রকম খাবার তৈরি হয়েছে তার জন্য। রসেলের জন্য এক জোড়া জুতো বানিয়ে দিয়েছে কার্টার ; উঁচু হিল্‌, কালো রং, ওপরে বোতাম লাগানো। গিডিয়ন দাম দিতে চাইল। 'ছিঃ, তা কি হয় ? সামান্য উপহারের বস্তু বাবা।' আর একটা উপহার এল, বাইবেল। কার্টার বলল : 'মনের শান্তির জন্য। বড় ভালো মানুষ তুমি বাবা, কিন্তু ভগবানকে যেন ভুলোনা।' গিডিয়ন ভাবল তার চলে যাবার পরে কত নিঃসঙ্গই না হ'য়ে পড়বে এরা। বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে, যেন উৎসব। মুরগীর মাংস, বাগদা চিংড়ি ভাজা, গরম গরম ময়দার রুটি, নানান রকম শাক-সব্জী।

পাড়াপড়শীরা এসে ছোট ঘরখানায় ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। এ ব্যাপার যে এমনই হয়, গিডিয়ন আজো জানে না। প্রত্যেকের ইচ্ছে গিডিয়নের হাতে হাত মিলিয়ে করমর্দন করে। আজ তাদের চোখে যত জল এত আর কোনদিনও আসেনি। গিডিয়নের সর্বচেতনায় এতদিন ছিল শুধু অধিবেশন আর গঠনতন্ত্র, আর কিছু নয়—মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, তাদের হাসি আনন্দ গর্বের ভিত্তিতে নয়, সেসব ছিল যেন একক।

এণ্ডারসন ক্লের সঙ্গে গিডিয়ন পুরো একঘণ্টা কাটাল। ক্লে বললে: 'দেখ, আমি ওদের মত খুশীতে আটখানা হয়ে গান ধরতে পারছি না। সবে মাত্র তো শুরু। কথার কথা বলছি, যদি ভেঙে যায় সব—তা হলে আমাদেরই তো আবারও শুরু করতে হবে। এখানে ওখানে আমাদের কেউ না কেউ সব সময়ই থাকবে; আমাদের লোক আমরা ঠিক চিনে নেব।'

দীর্ঘ, শীর্ণ এণ্ডারসনের হাতখানা জড়িয়ে গিডিয়ন বলল: 'হ্যাঁ ভাই, আমাদের লোক আমরা ঠিকই চিনে নেব।'

কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে, তার নাগালের বাইরে ইতিমধ্যেই ঘটনার চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। সে তো আজ বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু যে ক্ষুদ্র পৃথিবী সে অধিকার ক'রেছিল গত চারমাস ধরে, তা ছিল এক পরিবর্তনশীল ও উত্তেজনাময় পৃথিবী। আপন জাতকে দেখবার এত আকুলতা সত্ত্বেও বইপত্র গুছিয়ে বাঁধবার পরে মনে হলো গিডিয়নের, সে যেন নিঃসঙ্গ, একলা। বইয়ের স্তূপটা আজ যেন বেশ বড় আকারের ঠেকছে। জামা কাপড় ছোট একটা থলের মধ্যে পুরে নিয়েছে সে। রেলগাড়ীর টিকিট আগেই কিনে রেখেছে। না, এবার আর পায়ে হেঁটে কারওএলএ যাবে না গিডিয়ন। সেই যে লম্বা মানুষটি পা ফেলে ফেলে একদিন একশো মাইল হেঁটে এসেছিল চার্লস্‌টন শহরে, সে-মানুষটির প্রতি আজ কি খানিকটা হিংসা জাগছে তার মনে?

কিন্তু কারওএলএ কি কোন পরিবর্তনই হয়নি ? পথের শেষের কুড়ি মাইল রাস্তা যে বুড়ো কালো গাড়োয়ানটি তাকে নিয়ে চলেছে খচ্চরটানা আদিম গাড়ীতে, সে তো কিছুই জানে না অধিবেশনের সম্বন্ধে ; জানে না কম্পমান চার্লসটন শহরের কথা ; জানে না কত বড় বড় ঘটনার অংশ গ্রহণ করেছে গিডিয়ন। 'অধিবেশন, ওসব বাপু শুনিনি তো কিছু। বুড়ো বলল। গিডিয়নকে বুড়ো দেশ-গাঁয়ের সব খবর বলল। কিন্তু সবই সেই চিরন্তনী খবর—সেই জন্ম, মৃত্যু, সেই মন্থর গ্রাম্য প্রশান্তির স্রোত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপা আগ্নেয়গিরির মত মাঝে মাঝে ভয়ানক অত্যাচারের বিস্ফোরণ। 'বুলার-গিন্নীর ছাওয়ালটা শহরে জোর কদমে হাঁটছিল—একটু জোর কদমে হাঁটছিল, বাস্, সাদা মানুষেরা লাঠি দিয়ে কি মারই মারল—শেষকালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল শিমুল গাছে।' 'সে কী! কি করেছিল ?' 'কিচ্ছুটি করেনি যতদূর জানি, রাস্তায় একটু জোর কদমে হেঁটেছিল শুধু, বাস্।' গিডিয়নকে বৃদ্ধ গাড়োয়ান খবর দিল যে বড় বিলের ওপর দিয়ে রেলপথ আসছে। বিলের মধ্যে বাঁধ দিয়ে সোজাসুজি উঁচু লাইন বসাবে বলে। 'লোক নিচ্ছে তারা। দিন-মজুরী আস্ত একটা ডলার।' 'কালো মানুষকেও এক ডলার ?' গিডিয়ন জানতে চাইল। 'রোজই একটা ডলার। আরে ইয়াংকী লোক রাস্তা বানাচ্ছে যে!' তারপর কারওএল গাঁয়ের খবর জিজ্ঞেস করে গিডিয়ন। বুড়ো বলল যে, গেল বারো মাসের মধ্যে কারওএল পর্যন্ত সে যায় নি। 'কিছু শুনেছ ?' 'দাদা ভাই, কী শুনতে চাইছো তুমি ?' বুড়ো বললে : 'এত উতলা হচ্ছ কেন গো ? যাচ্ছই তো, দেখবে'খন সব। রাম রাজত্ব কিছু আসে নাই, তা বলতে পারি বটে। হুঁ, গাইরেও বাছুর হয়েছে, নিগার্নীরও বাচ্চা হয়েছে। আর কি খবর চাও বল ?' সুতরাং এ প্রসঙ্গ গিডিয়ন নিজের মনেই চাপা দিয়ে শুনতে লাগল দেড়মাস আগে রোদ-জলের অবস্থা কেমন ছিল এ অঞ্চলে আর, তারপর সপ্তাহে সপ্তাহেই বা

কেমন হয়েছে আবহাওয়ার অবস্থা। মনোরম বসন্ত-ঋতুর আগমন হয়েছে এখন দেশে। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল উপচিয়ে পড়ছে। চিরদিনের মত কা-কা ক'রে দূর-দূরান্তে উড়ে যায় কাক। কে যেন একটা লোক শিকারে বেরিয়েছে, হাতের কনুইয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে তার বন্দুকটা। সঙ্গের কুকুরটা আগে আগে চলেছে মাঠের মধ্য দিয়ে ঝপঝপ ক'রে জল ছিটিয়ে।

তারপর বেলা-শেষে ক্লান্ত গাছের ছায়া যখন দীর্ঘ, গিডিয়ন পৌঁছল কারওএলএ। সর্বপ্রথম দেখা দিল সেই রাজ-মহলের মত কারওএলএর প্রাসাদটা। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে তার উপর; সোনালী-হলুদ রংএ রাঙা হ'য়ে উঠেছে বাড়ীটার একদিক, আর একদিকে ফুটে উঠেছে প্রাসাদটির শ্বেত-শুভ্র রং। খচ্চরের দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল: 'অনেকদূর ছুটেছে, চ্ চু—চ্ চু-। ফিরতি পথে ভগবানের নাম নিয়ে আঁধারেই ছুটবো আর কি।'

স্বাভাবিক ভাবেই চারদিক থেকে ছেলেমেয়েরাই প্রথম ছুটে এল হৈ-হুল্লোড় চিৎকারে চারদিক মাতিয়ে। লাফাতে লাফাতে ছুটে এল তারা, যেন ঝাঁকের পায়রা নামছে মাটিতে। মার্কাসও রয়েছে তাদের মধ্যে। গিডিয়ন তাকিয়ে দেখে মার্কাসকে, ছেলেটা বড় লম্বা হয়ে উঠেছে। জেফও আসছে অনেক পেছনে—হেঁটে আসছে, দৌড়োচ্ছে না। বেশ ধীরস্থির মানুষে পরিণত হয়েছে সে। দু'হাতে গিডিয়ন জড়িয়ে ধরল রসেলকে; দু' চোখ ভরা তার জল....। ছেলেরা সামনে রয়েছে, লজ্জা হয় একটু।

এতদিন পরে স্বামীকে ফিরে পেয়েছে রসেল। তারও সময় যেন অফুরন্ত। রবারের খেলনার মত, টান্‌লে লম্বা হয় আবার ছেড়ে দিলে ছোট্ট হয়ে আপনার মধ্যেই জড়িয়ে যায়। সীমাহীন অনন্তকালের মত মনে হয়েছে গত মাস তিনটি। কেমন যেন মনে হয়েছে বারে বারে

রসেলের সেই পুরানো সাবেক গিডিয়ন আর ফিরে আসবে না। পরিবর্তনশীল কিন্তু নিরাকার ছায়ার মত রসেলের ভয় ছিল। দিগন্তের ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু ক'রে গোটা পৃথিবীটা জুড়ে পরিব্যপ্ত তার এই ভীতি-আশংকা। তার কাছে সবকিছুর শুরু আর শেষ এই কারওএলএ। পৃথিবীর আর কিছুই তো সে দেখেনি। তার মা'কে ভার্জিনিয়া থেকে নিয়ে এসে চার্লস্টনএর নিলামের হাটে বিক্রি করা হয়েছিল। মায়ের কোলে ছিল সেদিন একটি দুধের শিশু; সেই জন্যে তার দাম হয়েছিল বেয়াল্লিশ ডলার বেশী। সেদিনের সেই শিশু এই রসেল। কারওএলেই তার জ্ঞানের শুরু, কারওএলেই তার সবকিছু। এমন কি যে যুদ্ধ সারা দক্ষিণ দেশে ঘূর্ণিবায়ুর মত বয়ে গেছে যে ঝঞ্ঝা, তারও ছাপ কখনো খুব গভীরভাবে কারওএলে পড়েনি। একদিন এক যুবককে দেখা গিয়েছিল রাস্তায়—রক্তিম গণ্ড, নীল আঁখি আর বাদামী গালপাট্টা। পরনে অপরিচ্ছন্ন নীল পণ্টনী পোষাক, চলেছিল কারওএলএর মাঠের মধ্য দিয়ে নীল পোষাক পরা লম্বা এক বাহিনীকে নিয়ে— এ অঞ্চলে এরাই প্রথম ইয়াংকী। যুবকটি জিজ্ঞেস করেছিল রসেলকে: 'বিদ্রোহীদের দেখেছ কী, মেয়ে—?'

যুবকটির কথার নাকী টান কিছুই বোঝেনি রসেল। তার কথায় ছিল নিউ ইংলণ্ডের ছাঁপ। মার্কাস ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিল মায়ের কাপড়ের আড়ালে; তখন রসেলের মনে উঠেছিল দুঃশ্চিন্তার ঝড়: হয়তো ওরা মার্কাসকে নিয়ে যাবে, বিক্রি ক'রে দেবে যেখানে খুশী। তাই ভীত রসেল ছুটে পালিয়েছিল। আবার যখন ফিরে এসেছিল তখন ইয়াংকীরা চলে গিয়েছে। তারপর—পরে অন্য ইয়াংকীরাও এসেছিল সেখানে, এসেছিল বিদ্রোহী সৈন্যরাও। লড়াইয়ের সফেন তরঙ্গ কারওএলএ প্রথম আছড়ে পড়েছিল একদিকে তারপর অন্যদিকে। সেই তরঙ্গের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মুক্তির আকাঙ্খায় ইয়াংকী

বন্দুক হাতে নিয়ে এ গাঁয়ের গিডিয়ন ও অন্য মরদরা। দুটো সন্তান বুকে ক'রে তাদের ফেরার আশায় বুক বেঁধে থাকতে হয়েছিল রসেলকে। রসেলের কাছে গিডিয়ন ছিল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতই বিপুল ও সুনিশ্চিত। অন্য মেয়েরা পরিবারের পুরুষদের জন্য কাঁদত, রসেল কখনো কাঁদত না। মনে মনে সে বলত : 'গিডিয়ন বলেছে, সে ফিরে আসবে।' এমনি ক'রেই তার বিশ্বাস বেঁচে থাকত, কিন্তু ভয় থাকতো না তার মনে। গিডিয়নকে হারালে সমস্ত পৃথিবী যে লুপ্ত হয়ে যাবে তার কাছ থেকে। অন্য অনেক মেয়েরাই এ রকম নয়; তারা হয়তো পাপের পথেও পা বাড়াত—কেউ কেউ পাপের পথে বিকিয়েও দিয়েছে আপন দেহ। রসেল বুঝতো যে নিঃসঙ্গজীবন আর কামনাই এদের এ পথে ঠেলে দিয়েছে। মনে মনে কল্পনা ক'রে দেখেছে রসেল নিজেকে গিডিয়নএর অবিশ্বাস-ভাজন রূপে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কল্পনা মুছে যেত, মনে মনে মৃদু একটু হাসত। তাদের সত্তা যে একীভূত...। সে-ই তো গিডিয়ন আর গিডিয়নই তো রসেল। বিয়ের কথা মনে পড়ে। সেই গভীর রাত্রিতে দু'জনে চুপিচুপি ভাই পিটারএর কাছে গিয়েছিল বিবাহের গোপন উৎসব সমাধা করতে। অথচ কত মেয়ে-পুরুষ পরস্পরকে তাদের দেহের অধিকার দিয়েই খালাস। কারণ, তারা জানতো ক্রীতদাসের জীবনে বিয়ে তো অর্থহীন—বিয়ে একদিনের, এক মাসের, নয়তো বড়জোর এক বছরের জন্য—সাময়িক সুখ-স্বাদ মাত্র, ঈশ্বরের কাছে নেই কোন দায়-দায়িত্ব—আবার যে-কোন দিন তো তারা পণ্য হ'য়ে বিক্রি হ'য়ে গিয়ে কত কামনার আগুনে পুড়ে কোথায় কোন্ অতলে হারিয়ে যাবে কে জানে। তথাপি রসেল আর গিডিয়ন ভগবানকে সাক্ষী মেনে বিয়ে করেছে।

'রসেলএর মত—' একটা কথা বলে সকলে। কথাটা মনে পড়লে খুশী হ'য়ে ওঠে রসেল। ভরতপাখী যেমন মিষ্টি সুরে গান গায়, সে-সুরও

শোনায় রসেলএর মত। স্বামীকে রসেল জানে। রসেলের জীবনের সঙ্গে যখন গিডিয়নের জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন বিধাতা, তখন তিনিও হেসেছিলেন। বিচ্ছেদ তার বেদনাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। তবু রসেলএর মনে হতো, সে যেন অনুভবও করতো, এ-বিচ্ছেদ গিডিয়নকে পাওয়ারই অংশ। একটা জিনিসকে বোঝবার ধরণ গিডিয়নএর চেয়ে তার আলাদা। শৈশবে অন্য ছেলে-মেয়েদের মত সে-ও ভাবতো ঝড় আসে গাছের ডাল নড়ে ব'লে। তারপর একদিন গিডিয়ন যখন বলল যে ব্যাপারটা তা নয়, বরং উল্টো—রসেল নির্বিরোধে তাই মেনে নিয়েছিল, কেননা কথাটা বলেছে গিডিয়ন। সব সময়ই গিডিয়ন সব কিছু বুঝে নিতে চাইতো, কেন-র অর্থ বুঝতে চাইতো। তার মতে পৃথিবীতে কারণ ছাড়া কোন কিছু হতে পারে না। কিন্তু রসেলএর মধ্যে যে উষ্ণ রক্ত-স্রোত বইছে তাতে পড়ে কারণ-জানাজানির সচেষ্ট মন যেন কোথায় ডুবে যায়। গভীর সতেজ অনুভূতি তাকে অনেক কিছুই বলে দেয় এবং অনেক সময়ই অদ্ভুতভাবে ঘটনার সঙ্গে সেসব মিলেও যায়। যে মানুষটি চলে গেছে শহরে, ফেরার সময় যে আর সে-মানুষটি ফিরে আসবে না, একথা বুঝতে রসেলকে চার্লসটন শহর, অধিবেশন, নতুন-গড়া পৃথিবী এসব কোন কিছুই জানবার দরকার হয়নি। 'ছেড়ে দে মোদের, ছেড়ে দে' গানের অর্থ সে বুঝেছে তার স্বামীকে, তার ছেলেমেয়েদেরকে অনুক্ষণ কাছে পাওয়ার অর্থে। তবুও আবার এই গানই যে গিডিয়নএর মনকে টেনে নিয়ে যায় কোন্ এক দীপ্তোজ্জ্বল দিগন্তের পানে তাও সে অনুমান করতে পারে। তার স্বামীর লেখা প্রথম চিঠিক'খানা তার হাতে এসেছিল চার্লসটন শহর থেকে। প্রথম প্রথম সে চিঠি পড়াতে হতো ভাই পিটার, নয়তো জেমস এল্যোনবিকে দিয়ে। সেই লজ্জাই তাকে পড়তে শিখিয়েছে। রাত্রে ছোট ঘরের মধ্যে অন্য মেয়ে পুরুষের সঙ্গে বসতো সে—পড়াতো এল্যোনবি। দিনের বেলায় পড়তো ছেলেমেয়েরা।

রসেলকে শিখতে হয়েছে ধীরে ধীরে, প্রথম প্রথম তার মাথা ধরতো পড়তে বসলে। ওদিকে তার মনের মধ্যে দেখছে সে তখন গিডিয়ন চলেছে দূর থেকে কোন্ সুদূরে…

সেই মানুষটি ফিরে এসে আজ আবার তাকে আলিঙ্গনে বেঁধেছে। আজ যেন রসেল সব চেয়ে ভাল ক'রে বোঝে 'মুক্তি হ'লো বহু কষ্টার্জিত সম্পদ' কথাটার মানে কি।

কাল গিডিয়ন দেশে ফিরেছে। আজ রবিবার; মাঠের রোদ্দুরে পিটার সভা ডেকেছে। সকলে একসঙ্গে গান ধরেছে:

'হাত ধরে তুমি তুলে নাও, প্রভু,
মোর হাত ধরে তুলে নাও…'

পুঁথি খুলে ভাই পিটার পড়ল: 'কঠিন একখানা হস্ত লইয়া প্রভু আসিবেন, তাঁহার সেই হস্ত তাঁহার হইয়া শাসন চালাইবে: শোনো, পুরস্কার তিনি সঙ্গে আনিবেন, কিন্তু তৎপূর্বে প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। মেষপালকের ন্যায় তিনি তাঁহার মেষদিগকে খাদ্য বিতরণ করিবেন: তাঁহার সন্তানকে তিনি স্বহস্তে বক্ষে তুলিয়া লইবেন এবং শিশুদিগের সঙ্গে যাহারা থাকিবে তাহাদের তিনি সস্নেহে পথ-নির্দেশ করিবেন।' সকলে বলে উঠল: 'আমেন।' ছেলেমেয়েরা এখানে ওখানে সরে গিয়ে জড়াজড়ি আরম্ভ করেছে, এ ওর চুল টানছে, কুকুরগুলোকে ভেউ ভেউ ক'রে ভেঙ্গাতে শুরু করেছে। গিডিয়ন বসেছে রসেল, জেফ, মার্কাস আর জেনিকে সঙ্গে নিয়ে। রসেল কিছুতেই গিডিয়নকে ঐ চমৎকার চার্লসটনের পোষাক নিয়ে মাটিতে বসতে দেয়নি; এক টুকরো কাপড় সে পেতে দিয়েছে। আজকের গিডিয়নকে দেখে গর্বে ফুলে উঠছে সকলেই। বল সবাই: 'আমেন!' শ্রোতারা বলে উঠল। বুড়ো এল্যোনবির সঙ্গে বসেছে অন্ধ বালিকা এল্যোন জোনস্। জেফের চোখ

জোড়া বারে বারে সেদিকে ফিরছে। দেখতে পেয়ে গিডিয়নের কপাল কুঁচকে উঠল। মরিয়ন জেফারসনের একরত্তি মেয়েটি কান্না জুড়েছে। ঝুঁকে পড়ে মরিয়ন সান্ত্বনা দিচ্ছে: 'অ—অ, অ—অ, চুপ চুপ।' চারদিক কাঁপিয়ে জনতার কণ্ঠ বেজে উঠল: 'প্রার্থনা—শুরু হোক্!' ভাই পিটার বলল:

'আজ আমি কোন বাণী দেব না, গিডিয়ন ভাই আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে, ভগবানের জয়গান করো। দয়াময় প্রভু আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনেছেন। তিনিই আমাদের জমি দিয়েছেন এখানে, অফুরন্ত উর্বর জমি। কিন্তু অন্য কালো মানুষদের দেখো, খেতে পাচ্ছে না, মাথা গুঁজবার একটু জমিও নেই তাদের। দয়াময় প্রভু আমাদের 'ভোট' দিয়েছেন আর গিডিয়নএর সাথে সাথে তিনি চার্লস্‌টন শহর পর্যন্তও ছিলেন। কি ক'রে হয়েছে সেটা? অধিবেশনের সভায় গিডিয়ন ভাই বসেছিল বড় বড় লোকেদের সাথে—দয়াময় ওকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেছিলেন ডেভিডএর মতন ক'রে, প্রার্থনা কর দয়াময় প্রভুর!'

'তুমিই সত্য ভগবান!' জনতা বলল।

'গিডিয়ন ভাই ফিরেছে, আমার বাণী পাঠের বদলে আজ সে আমাদের বলবে। সে আমাদের বলবে যে, জিনিসটা কি রকম ভাবে হয়েছে। ওঠো গিডিয়ন, এখানে চলে এসো, যাতে সবাই তোমায় দেখতে পায়।'

যতদূর সম্ভব সহজ ক'রে গিডিয়ন ঘটনাবলীর বর্ণনা সুরু করল: কেমন ক'রে সে পায়ে হেঁটে চার্লস্‌টনে গিয়েছিল, তার ভয়, কেমন ক'রে সে জাহাজী কুলির কাজ করেছিল, কেমন ক'রে সে কার্টারএর বাড়ীতে থাকত এবং কেমন ক'রে সে শেষ পর্যন্ত গিয়ে অধিবেশনে বসেছিল। আজ আর তার জলের মত ক'রে বুঝিয়ে দিতে মোটেই কষ্ট হলোনা ভোট জিনিসটার মানে কি, কংগ্রেসের এই গোটা

পুনর্গঠন নীতির পেছনে কি আছে এবং এখন যখন নতুন রাষ্ট্র-গঠনতন্ত্র তৈরি হয়েছে, কি উপায়ে পুনর্গঠনের কাজ অগ্রসর হবে। এক এক ক'রে গঠনতন্ত্রের বিধি-বিধান বর্ণনা করল গিডিয়ন আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষন ক'রে পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়েও দিল যে কাগজে গঠনতন্ত্রের বিধি লেখা আর সেসব বিধি বস্তুতঃ কাজে প্রয়োগ করা—এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কত বেশী। গঠনতন্ত্রে লেখা হয়েছে যে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত হবে—কিন্তু টাকা জোগাড় করতে হবে, উপযুক্ত শিক্ষকের বন্দোবস্ত করতে হবে, ইস্কুলের জন্য ঘরবাড়ী তৈরি করতে হবে। কিন্তু এ-সব যদ্দিন না হয় তদ্দিন সকলকে যে ভাবে সম্ভব লেখাপড়া শিখতে হবে। গিডিয়ন এ কথাটাও বুঝিয়ে দিল যে মানুষের গায়ের রং নিয়ে এই যে বিদ্বেষ, এটা আইন হয়েছে বলেই লুপ্ত হয়ে যায়নি; লুপ্ত হতে লাগবে অনেক অনেক বছর।

'আর আমরা যারা এখানে রয়েছি, আমাদের কি হবে? আমাদের ভবিষ্যত কি? শোন, শহরে গিয়ে চারদিক খোঁচাখুঁচি ক'রে কিছু কিছু খবর পেয়েছি। এই আবাদটা ডাডলে কারওএলএর হাত থেকে আর একজনার দখলে গিয়েছিল, খাজনার দায়ে তারও বেদখল হয়ে গিয়েছে। তার মানে, আজ হোক্ কাল হোক্ এ-জমি নিলামে উঠবেই, যে বেশী দামে ডাকতে পারবে তারই হবে কারওএল। সেই সময় আসুক, তখন আমরাও লেগে যাবো। এখনই কিছু ক'রে ফেলা ঠিক হবে না। আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এখনো আমি কিছু পরিষ্কার ভেবে পথ পাইনি। বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু যাই করবো ব'লে ভাবিনা কেন তাতেই টাকার দরকার। কোত্থেকে আমরা পাবো সে-টাকা, এখনো কিছু ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। নিরাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দেবার দিন আর নেই। এখন

এসেছে নতুন দিন, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, উজ্জ্বল নতুন দিন এগিয়ে আসছে।'

চার্লস্‌টনের মত এখানে আর সে-তাড়া-হুড়ো নেই, নেই সময়ের টানাটানি। মন্দ্রস্রোতে গড়িয়ে চলেছে এক একটা দিন। আবার সেই আটপৌড়ে সস্তা পোষাক পড়েছে গিডিয়ন, খুলে রেখেছে চমৎকার চার্লস্‌টনে তৈরি করা সেই পোষাকটা। রুগ্ন মাদী শূয়োরটার বাচ্চা হবে কিন্তু প্রসব আর কিছুতেই হচ্ছে না—এই নিয়ে খামারেই গিডিয়ন সারারাত কাটাল। বৈষম্যটা আর আজকাল তত প্রকট ভাবে চোখে ঠেকে না। চার্লস্‌টন থেকে ফেরার পরে প্রথম প্রথম যে চালাগুলো ভীতিপ্রদ ঠেকেছিল, ধীরে ধীরে সেসব ঠিক আগের মতই সহনীয় হ'য়ে গেছে। আবার সেই পরিচিত, চিরচেনা চারিদিক।

রাত্রে মোমের আলোয় গিডিয়ন পড়তে বসে। প্রায়ই সে পড়ে উচ্চকণ্ঠে। তার পাশে বসে শোনে মার্কাস, জেফ, জেনি আর রসেল। এল্যোন জোন্‌সকে সঙ্গে নিয়ে এল্যোনবিও আসে প্রায়ই; কখনো আসে ভাই পিটার, কখনো হয়তো অন্য কেউ। গিডিয়ন পড়ে শোনায় হুইটম্যান আর এমারসন্‌। কখনো তার কণ্ঠে জাগে জন ব্রাউনের শেষ-বাণীর ঝংকার, কখনো পড়ে জন গ্রীনলিফ হুইটারের কবিতা। কবিতায় শ্রোতাদের কল্পনার পাখা মেলে যায়। গিডিয়ন অবিশ্যি পড়েও ভাল। ছন্দিত সুরে মুখর হয়ে ওঠে সকলে, বেজে ওঠে মৃদু হাততালি। জেফ যেন বাপের পড়া গিলতে থাকে; গিডিয়ন ঠিক করেছে শীগগিরই একবার ছেলের সঙ্গে কথা কয়ে সে বুঝবে ওর কালো চোখ দুটো আর নিরুত্তর মলিন মুখখানার অন্তরে কি আছে লুকোন। মার্কাস শুরু করেছে সহজ নির্বিরোধী জীবন; লেখাপড়ায় উৎসাহ ও বুদ্ধি দেখিয়ে বৃদ্ধ এল্যোনবিকে সে মুগ্ধ করেছে। এক সঙ্গে

এত সব ভাবনা। নাই বিরতি, নাই বিশ্রামের মত একটু সময়। ক্রমবর্দ্ধমান অধৈর্যের আলোড়ন অনুভব করে যেন গিডিয়ন। একদিন ভাই পিটার তাকে বললে: 'মনে পড়ে গিডিয়ন, সেদিনের কথা, বলেছিলাম, পরিষ্কার শীতল জল-ভরা বালতির মত তুমি একদিন ভরে উঠবে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'চার্লসটনএ গেলে, ভগবান তোমায় গৌরবান্বিত করলেন—ফিরে এসে তুমি যেন ভুলে গেছ তোমার নিজের জাতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক।'

'এ কথা ঠিক নয় পিটার—'

'শোনো ভাই, ভগবানকে যদি ভুলে যাও, তিনিও তোমায় ভুলে যাবেন, জেনো।' চিন্তান্বিত হ'য়ে খানিকটা দুঃখের সঙ্গে ভাই পিটার আবার বলে: 'তুমিও যে তাই করেছ, গিডিয়ন—'

'না-না, তা করিনি, তবে তার চেয়ে ঢের ভালো কাজ আমি করেছি পিটার। চারদিকের ঘটনাগুলো একমাত্র যে-ভাবে আমি দেখতে পারি, বুঝতে পারি, সেই ভাবেই শুধু দেখেছি, বিচার করেছি। মানুষকে দেখেছি দাসত্বের দড়িতে বাঁধা কিন্তু ভগবান তো ছেঁড়েননি সে-দড়ি, ছিঁড়েছে মানুষ। মন্দ মানুষকেও দেখেছি, দেখেছি বিভিন্ন মানুষকে, যারা একাই মহৎ উদ্দেশ্যে বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে, আর সেই রক্ত আর বেদনার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই যা কিছু।'

'কিন্তু মানুষের মুক্তি কিসে, গিডিয়ন?'

"কি জানি, আমি তো দেখি আমার এই পথেই রয়েছে মুক্তি, রয়েছে বস্তুর সত্যের মধ্যে, ইস্কুলের মধ্যে, ভালো আইনের মধ্যে, এই আমাদের নোংড়া ঘিঞ্জি চালার বদলে ভালো ঘরবাড়ীর মধ্যেই রয়েছে মানুষের মুক্তি—'

রাত্রে বিছানায় রসেলও বেপরোয়া হয়ে বলে গিডিয়নকে:

'এই, শুনছ গো—'

'কি হয়েছে ?'

'বল, তুমি আমায় ভালোবাসো ?'

'তবে আর কাকে ভালোবাসবো ?'

'তা হলে কি হয়েছে তোমার, কেমন ধারা কথা কইছো, কেমন ধারা সব কাজ করছো—আমাদের তুজনার তা হলে—?'

'না—গো—না, কিছু নয়।'

'হু, ঢের দেখেছি, এইতো আবার তুমি দূরে চলে যাচ্ছো—আমায় ফেলে দূরেই যাচ্ছো কেবল—'

'না—না।'

'হ্যাঁ তো বলছো মুখে, মনে মনে তো বলছো না।'

'না—নাগো।' গিডিয়ন স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে।

এদিকে ক্যাপ হলস্‌টেইন একখানা চিঠি নিয়ে এসে হাজির—কারডোজোর লেখা : 'সে-সম্বন্ধে ভেবেছ কি গিডিয়ন ? এখানে তুনিয়া কাঁপছে, তোমাকে তো ওখানে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটালে চলবে না।'

একদিন শেষ বেলায় আবার সেই আগের মত ফসলের খামারে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে গিডিয়ন, ভাই পিটার, হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এল্যেনবি, এনড্রু আর ফারডিনাণ্ড। এনড্রু আর ফারডিনাণ্ড ইতিমধ্যে তাদের নামের শেষে পদবী নিয়েছে—লিঙ্কন। কেউ ঘাসের শীষ দাঁতে কাটছে, কেউ পায়ের আঙ্গুলে ধুলো নাড়ছে—

'জল আসবে মনে হচ্ছে।'

'আসতে পারে, তু'এক ফোঁটা হবে হয়তো।'

'যা ধুলো উড়ছে, একটু জল হলে ভালই হয়।'

'হয়তো জল হবে।'

'পশ্চিম থেকে আসছে।'

'ওঃ বড় জোর আসছে তো।'

'আমার তো ইচ্ছে, এবারে কয়েক বিঘেয় তুলো দাও।' গিডিয়ন বলল।

'আর যেন কোনদিন তুলোর শুঁটিটি ফাটতে দেখিনা। বাব্বাঃ।'

'একেবারে হতভাগা ফসল।'

'আরে, এ-মাটির ফসলই হচ্ছে তুলো—নগদা পয়সার ফসল—আমাদের তো দরকার এখন নগ্দা পয়সার।'

'তুমি তো ঐ এক কথাই বলছ।' বলল এল্যেনবি।

'বলছি, কেননা, এখানকার কিচ্ছুটি তো আমাদের নয়। জমি নয়, এমনকি যে-চালায় ঘুমোই, তাও পর্যন্ত নয়। কিচ্ছু নয়। এদ্দিন পর্যন্ত তো সবই ছিল গোলমেলে—কেউ ছিল না দলিলপত্র টেনে বার ক'রে দেখবার, কেউ ছিল না যে জিজ্ঞেস করে নিগাররা কি করছে ওখানে? এবার নির্বাচন আসছে, বেসামরিক সরকার বসবে দেশে।—তখন আর এক হাত জমিও বেহিসেবী পড়ে থাকবে না।'

'জমি থেকে খেদাবে কে আমাদের, গিডিয়ন?'

'যে কিনে নেবে!'

'সেই সাদা লোকটা তো আর একলা ক্ষেতের কাজ করতে পারবে না। যে-ই আসুক, নিগারের ডাক পড়বেই।'

'তা পড়বে—বদ্‌লা খাটতে ডাক পড়বে। লড়াইয়ের আগে সাদা লোকেরা যেমন করত। আর কি, আগাগোড়া সব জমিতে ঢালা তুলো দেবে আর বাচ্চা কাচ্চাগুলোকে এক গ্রাস খাওয়াতে নিগাররা ছুটবে ভিখ মাঙতে! ভাই পিটারই তো বলে যে আমাদের দেশ হলো সুজলা সুফলা। কিন্তু কেন? কারণ, আমরা ক্ষেতে জনার ফলাই, খাবার ফলাই; কেননা, নগদ পয়সা না হলেও আমাদের চলে।

বই পড়তে একটা মোম কিনতে গেলে নগদ পয়সা লাগে, আর ছেলেমেয়ের জন্য বই কিনতে যাও, তাতেও নগদ পয়সা লাগবে।'

'আচ্ছা, গিডিয়ন, সরকার নিগারের জন্য জমি কিনবে না?' প্রশ্ন করে হ্যানিবাল ওয়াশিংটন।

'কিনতে পারে—ধর যদি কেনেও—সরকার হলো হাজারো লোকের ব্যাপার, ঢিমে তেতালায় তার গতি। এক বছরও লাগতে পারে, দু বছরও লাগতে পারে, আবার হয়তো কোন কালেই নাও হতে পারে। তা ছাড়াও সরকার তো এ-ও বলতে পারে যে এই তো জর্জিয়ার দিকে জমি পড়ে আছে, এখানে চলে এসো সব তোমরা। সে তো আর ভালো হবে না। এখানে আমরা থেকেছি, এখানে আমাদের জায়গা, এই এখানেই। এ জায়গা আমাদের যে ক'রে হোক্ পেতেই হবে।'

'কিন্তু কি ক'রে?'

'কিনতে হবে, খেটে পয়সা জমিয়ে জায়গাটা কিনতে হবে।'

'কিন্তু তাতে তো অনেক টাকা লাগবে, গিডিয়ন—' এল্যোনবি বলল।

'হ্যাঁ, তাতো লাগবেই, কিন্তু শুরু তো করতে পারি আমরা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেয়—নিগারদেরও দেয় যদি দেখে যে টাকাটা মার যাবে না, যদি বোঝে যে আমাদের উদ্দেশ্য ভালো। কিছু নগদ টাকা পয়সা আমাদেরও আছে···আমাদেরও ধার দেবে। রেলপথ পাতা আরম্ভ হয়েছে, বিলে বাঁধ বাঁধবে, সে-কাজে লোক চাইছে, মাথা পিছু রোজ এক ডলার মজুরী দেবে—সাদা কালো সবাইকেই। ধরো, আমরা যদি দেড় মাস কি দু' মাস গিয়ে খাটি সেখানে —'

'ফসলের কি হবে?'

'ফিরে এসে তুলবো।'

অনেকক্ষণ কাটল, সকলেই নীরব! শেষে ধীর কণ্ঠে পিটার বললে:

'এইভাবে পরিবার থেকে মরদদের ছাড়াছাড়ি, কেমন জানি ভাল ঠেকে না।'

'গিডিয়ন কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে।' হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলে।

'তা হলে সকলের আলোচনা দরকার। পঞ্চায়েৎ ডাকি।' গিডিয়ন বলে।

তবু মেয়েদের কাছে এই বারতা সত্যিই দুঃখের। ঝর্ণার জলে কাপড় কাচতে কাচতে তারা তাকিয়ে দেখে রসেলের দিকে। নীরবে বসে বসে কাপড় কাচছে রসেল। মানুষের জীবনে পরিবর্তন হলো ক্লেশজনক। আর এখন থেকে জীবনের অঙ্গ হলো এই পরিবর্তন। হ্যাঁ, মুক্তির অংশ হলেও এই পরিবর্তন ক্লেশজনক। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মত হ'লে অত ভাবনা-চিন্তার কিছু ছিল না···তারা তো উলঙ্গ হ'য়ে জলে ঝাঁপ দেয়, উচ্ছল আনন্দে হৈ-চৈ করে···এতটুকু সরম নেই। কিন্তু গৃহিণীরা তো আর ছেলেমানুষ নয়। বিলের জল তো ম্যালেরিয়ায় ভরতি। এক এক জনকে রোগে ধরবে আর সে চোখ বুঁজবে। ও বিল তো আবার মায়াপুরীও··· অদ্ভুৎ তার আকর্ষণ! রসেল তবু নিঃশব্দে কাপড় কাচে। তার নজরে পড়ে জেনি হুমড়ি খেয়ে জলে পড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল সে: 'আয় জেনি, আয়, উঠে আয়, কিচ্ছু হয়নি—আয়তো মা।' তারপরেই চুপ ক'রে গেল···অন্যসব গৃহিণীরা তার দিকে তাকিয়ে আছে···

···এল্যোনবি গিডিয়নকে জিজ্ঞেস করল: 'জেফকেও সঙ্গে নেবে না কি?'

'হ্যাঁ, ও তো এখন জোয়ান হয়েছে বেশ।'

'কিন্তু আমার মত নেই, গিডিয়ন।'

'কেন?'

খামারের যে-অংশে এল্যোনবির ইস্কুল ঘর, কথা বলতে বলতে তারা

সেখানে এসেছে। গরু খাওয়ানোর একটা বাক্স উল্টে পেতে এল্যোনবি তার টেবিল ক'রে নিয়েছে। দিনের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওপর থেকে। ঘরের মধ্যে এক স্তূপ সস্তা কাগজ আর কয়েক খণ্ড সরু কাঠ-কয়লা দেখে কেমন এক ছেলেমানুষের মত মনে হয় গিডিয়নের, অথচ এই মনোভাবের কোন পরিষ্কার সংজ্ঞাও সে মনে করতে পারছে না। ছেলে মেয়েরা সব চলে গেছে ···তবু গোটা পরিবেশে রয়ে গেছে যেন সেই কিশোর বয়সেরই ক্ষিদে আর আকাঙ্খা। একদিন পড়াবার সময় গিডিয়ন এসে দেখে গেছে বুড়োর কি অসম্ভব ধৈর্য। বুড়োকে সে বলেছিল তখন : 'বাচ্চারা সব বাধ্য, কথা শোনে, তাই না!' বুড়ো বলেছিল : 'তা বটে, তা ছাড়া আর হবেই বা কি? তবে ওরা সব পড়ছে ভাল।' ছেলেদের উৎসাহও অদম্য আর এল্যোনবি পড়ায়ও ভালো, অসম্ভব ধৈর্যশীল লোকটি।

'কেন?' জিজ্ঞেস করেই গিডিয়ন মনে মনে চমকে উঠল। ছেলেকে যে-কথা জিজ্ঞেস করবে ব'লে ভেবেছিল তা আজ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারে নি।

'কেন, তা ঠিক বলা যায় না। হয়তো ছেলেটা আগুনের মত বলেই ঐ রকম। জানো গিডিয়ন, ওর ভেতরে কি হচ্ছে?'

বিব্রত গিডিয়ন উত্তর দিতে পারে না।

'এর মধ্যেই ছেলেটা অনেকখানি লেখা পড়া শিখেছে। যা দেবে সব যেন শুষে নেয় সে। গোটা পৃথিবীটাকেই সে নিজের মধ্যে শুষে নিতে চাইছে—অত্যন্ত ত্বরিতগতিতে, যে আমরই ভয় হয়। ও তো ঠিক ক'রে ফেলেছে কি হবে। ডাক্তার হতে চায় ও।'

'জানলে কি ক'রে?'

'আমায় বলেছে।'

'কিন্তু আমায় তো বলেনি কখনো!'

'কোনদিন কি জানতে চেয়েছিলে ?'

গিডিয়ন মাথা ঝাঁকায়, এল্যোনবি বলতে থাকে : 'কোনদিন কি নিজের কথা ভেবেছ, না, কিছু জিজ্ঞেস করেছ, গিডিয়ন ? সেদিনের কথা মনে পড়ে গিডিয়ন, যেদিন পায়ে হেঁটে চলেছিলে চার্লসটনে, মনে পড়ে ? বেশী দিনের কথা নয়—কিন্তু সে-মানুষ তো তুমি আর নেই। কখনো নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করেছ, কি হচ্ছে তোমার, কি হচ্ছে আমাদের সকলের, কি হচ্ছে আমাদের এই জগতের ? অধিবেশনে বসে যখন এত সব পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়েছ, একবারও কি তোমার মনে হয়েছে যে পরিবর্তন জিনিসটা ঠিক প্রসব-বেদনারই মত কষ্টকর ?'

ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে গিডিয়ন : 'জেফএর হয়েছে কি বলতো ?'

'হয়েছে কি ? তোমার ছেলে সে। তুমি তাকে বিলে নিয়ে যাও, একটা ক'রে ডলার আনবে সে রোজ, অন্যায় বলব না নিশ্চয়ই, কিন্তু শুরু তো করতে হবে আমাদেরই। আজও আমাদের এদিকে ইস্কুল গড়ে উঠলো না, তবে উত্তরের কোন ইস্কুলে তো ও যেতে পারে ; মাসাচুসেট্‌এ ইস্কুল রয়েছে। কালো ছেলেদেরও ওখানে ভরতি করে। সেখানে ও পড়বে, শিখবে—'

'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—' দিশেহারার মত গিডিয়ন বলে।

'চার্লসটনে তো তোমার বন্ধুরা রয়েছে। ঐ তো, কারডোজোই তো বলতে পারবে।'

'পাঠিয়ে দেবো তা হলে ?' গিডিয়ন বলে।

পাইনবনের মধ্য দিয়ে জেফ বেড়াতে যায় এল্যোনকে নিয়ে···চারপাশের ছোট-বড় কত কিছু কথায় বুঝিয়ে দেয় জেফ। 'ঐ তো কোলা বেঙটা

তোমার পায়ের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।' অস্তগামী সূর্যের বর্ণনা শোনায় অন্ধ-বালিকাকে···

'যেন একটি ঝরা গোলাপফুল, বুঝলে এল্যোন, গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝরে পড়ছে····'

অন্ধ-বালিকা অনুভব করে ঝিরঝিরে হাওয়া, বলে:

'বাঃ, কার হাতের পরশের মত যেন···' এক কালে এল্যোন মানবেতর জীবের মত গভীর অন্ধকার গুহায় পালিয়ে থাকত। ছিলনা রং, ছিল না আলো। প্রথম প্রথম ভয় আর আতঙ্ক ছেয়ে থাকতো তাকে। সেই ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছিল জেফ···যাদুর ছোঁয়ায় ভেঙ্গে দিল জেফ সেই আতঙ্ক। ধীরে ধৈর্য ধরে সেই তমসা সরিয়ে দিল জেফ এল্যোনের জগত থেকে। জেফএর চোখে এল্যোন জগতের সেরা সুন্দরী। মাঠের কোলে নিয়ে যেত সে এল্যোনকে, ঘাসের ফুল তুলে দিত তার হাতে, নরম ফুলের পাঁপড়ী ছুঁয়ে অনুভব করত অন্ধ-বালিকা, ছুঁয়ে দেখত শ্যামল দূর্বা! ওর হাতের তেলোয় একটা মিষ্টি বুনো ফল ভেঙ্গে দিল জেফ। বৃদ্ধ এল্যোনবির নির্দিষ্ট গৃহে অবাধ গতি ছিল জেফএর। অন্ধ এল্যোনকে বই পড়ে পড়ে সে শোনাত, শোনাত কত কথা, কত কাহিনী, জলা-ভূমির কত গল্প, সেক্সটন খুড়োর কাছে শোনা গল্প সব। গত বছর সেক্সটন খুড়ো মারা গিয়েছে। বলতো কত পাখী, কত রকমারী জীব-জানোয়ার আর কাঠবেড়ালীর কথা, তারা নিজেরা আবার কথা কয়; কি অদ্ভুত জীবন তাদের—কাজ করতে করতে এল্যোন শোনে জেফের কথা।

জেফের ভরাট মনের স্নেহ-ভালবাসার উপচে-পড়া দেখে রসেল··· প্রাচুর্যেভরা গিডিয়নের মত···রসেল বোঝে তার ছেলে ভালবেসেছে একটি মেয়েকে, তবু মনের কোণে খোঁচা ঠেকেছে অহরহ—মেয়েটা যে অন্ধ; অন্ধ মেয়েকে দেখাশোনা করতে হবে; যে ভাবেই দেখা যাক

না কেন, অন্ধ পুত্রবধূ যে ছেলের ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকবে।—অথচ বয়সও কিছু কম হয়নি ছেলের। যে-বয়সে গিডিয়ন তাকে বিয়ে করেছিল, জেফও তো প্রায় সেই বয়সেই পড়ল। পুরুষের দরকার নারীর, নারীর প্রয়োজন পুরুষের, কিন্তু তুজনকে হতে হয় সমান, দাড়ির তুটো পাল্লার মত!

এল্যোনবি বলেছে রসেলকে: 'বিশ্বাস করো বলছি বোন, ভালো হবে, ভালো হবে।'

দক্ষিণী মাঠের প্রান্তসীমায় আধমাইল দূরে বনের মধ্যে প্রায় তিন বিঘা খালি জায়গা পড়ে আছে। সেখানকার গাছ কেটে তক্তা করা হয়েছে। গোড়াগুলো থেকে গেছে রোদ্দুরে। বাজ পাখীরা সেখানে ক্ষয়িষ্ণু মুড়োর ওপর বসে একটা আর একটার দিকে মাথা নাড়ায়। কুণ্ডলীপাকানো সাপ রোদ্দুর পোহায় সেখানে। এল্যোনকে সঙ্গে নিয়ে জেফ এল এখানে। গরম বালির ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে একটা গাছ। তাতে ঠেস দিয়ে বসে তারা। চমৎকার জায়গা; কথার সঙ্গে কথা জুড়ে কত কথার বাগান গড়ে তোলে জেফ, আর অন্ধ-বালিকা বসে বসে সেই কথার উদ্যান থেকে চয়ন ক'রে গড়ে তোলে তার মনোরাজ্যে স্বপ্নমাখা তুনিয়া....মেঘের খেলা চলেছে নীলাকাশের গায়ে, নীলকণ্ঠ পাখী গেয়ে ওঠে...নিজের স্বপ্নকে কথার ছবিতে সাজিয়ে তুলে ধরে জেফ এল্যোনএর সামনে।

ধীরে, অতি ধীরে একটু একটু ক'রে পরিবর্তন আসে এল্যোনের জীবনে। এখন তার চারদিকে মানুষের আদর আর সৌহার্দ্যের পরিবেশ,—সারাদিন মানুষের গলা, ছেলে মেয়েদের উচ্ছল হাসি আর দূর থেকে একজন আর একজনের চিৎকার ক'রে ডাকা, আর সেই সঙ্গে আছে —জেফ। জেফ একদিন বলেছিল এল্যোনকে: 'এল্যোন, তোমায় আমি কী যে ভালবাসি!' আর একদিন তাকে তু হাতে আলিঙ্গন করেছিল জেফ।

ব্যথা দিওনা আমায় যেন জেফ!' মৃদুকণ্ঠে বলেছিল এল্যোন। সেই থেকে জেফও অনুভব করতে শুরু করেছে জীবন কি, বুঝতে শুরু করেছে অন্ধ মেয়ে এল্যোনএর কাছেই বা জীবনের অর্থ কি! এ এক অদ্ভুত অবস্থা। নিজে নিজে বুঝতে হচ্ছে—এমন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যায় একথা। তার বয়সী অন্য ছেলেরা তো খালের বাঁকে লতা-ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে স্নানরতা মেয়েদের উঁকি দিয়ে দেখে, কিংবা সুযোগ পেলে পেছু ছুটে গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসে ঝোপের আড়ালে—

'তুমি কি হতে চাও জেফ?' একদিন এল্যোন জেফকে জিজ্ঞেস করে।

'মনে হয় যা চাই তা-ই হতে পারি বোধ হয়।'

'কিন্তু কী?'

'তোমার বাবা যা ছিলেন!' জেফ আজই সর্বপ্রথম এল্যোনকে তার বাবার কথা বললে।

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ।' ছবি হয়ে ভেসে উঠল জেফএর চোখে অতীত দিনের একটি ছবি···গাঁয়ের ডাক্তার, ঘোর মাতাল, তামাকের ধোঁয়ায় দাড়ি মেহেদি-রং-এর মত দেখায়···মনে পড়ে, একদিন কে একজন স্ত্রীলোক ব্যথায় মরমর হ'য়ে কঁকিয়ে উঠছিল বারে বারে—তার কানে যেন এখনও আসছে সেই অস্থির টুকরো টুকরো বেদনামাখা কথাগুলো—'ডাক্তার—ডাক্তার'। সে ভেবেছিল বাবাকে জিজ্ঞেস করবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করা আর হয়ে ওঠেনি। গিডিয়নকে সে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কারণ বাবা তার কত কিছু জানেন। কথাটা সে বৃদ্ধ এল্যোনবিকে জিজ্ঞেস করেছিল পরে:

'আচ্ছা, ডাক্তার কাকে বলে?'

'অসুখ হলে যে সুস্থ করে তাকে বলে ডাক্তার।'

'তাই না কি ?' মাইল কয়েক দূরে ঝোপের মধ্যে এক বুড়ী থাকে; ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকের কাছ থেকে সে পয়সা নিয়ে থাকে। সেই বুড়ীর কথা বলে জেফ জিজ্ঞেস করেছিল: 'সেই রকম কী ?'

'না, সেরকম নয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি জন্যে রোগ হয় তা বুঝে শুঝে ওষুধ দিয়ে যে রোগ সারায়।'

'কি জন্যে রোগ হয় ?'....

এই ভাবেই সেদিন শুরু হয়েছিল। হাত ধরে এল্যোনকে পাইন বনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে জেফ বলল : 'আমায় দূরে পাঠিয়ে দেবে।'

'দূরে পাঠিয়ে দেবে ? কোথায় ?'

'বোধ হয় উত্তরে। পড়াশুনা ক'রে ডাক্তার হতে হবে।'

কথাটা বিশ্বাস হয়নি। শঙ্কিত এল্যোন বলল জেফ চলে গেলে কে তাকে দেখবে। —সে যেন এখুনি অনুভব করছে যে তার চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। একবারও জেফের মনে একথা জাগে নি। সে শুধু বললে : 'তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকেই শুধু ভালবাসি!'

'কিন্তু তুমি যে চলে যেতে চাইছো, জেফ ?'

'যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো, ঠিক ফিরে আসবো, দিব্যি করছি, ঠিক ফিরে আসবো তোমার কাছে...' অসহায় করুণ স্বর তার।

কারডোজোর কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পর গিডিয়ন কথাটা বলল রসেলকে। কারডোজো লিখেছে, হ্যাঁ ব্যবস্থা করা যাবে। জেফকে যেন চার্লস্‌টনে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; ফ্রেডারিক ডগলাস এবং আরো জনকয়েক উত্তর দেশের বন্ধুর কাছে সে চিঠি লিখবে। এক সঙ্গে গোটা পঁচিশেক ডলার হলেই যথেষ্ট। জাহাজে বোস্টন যাওয়ার বন্দোবস্ত কারডোজো ক'রে দেবে। গিডিয়নের কাছে শুনে রসেল জিজ্ঞেস করে : 'বোস্টন জায়গাটা কতদূর ?'

'বোধ হয় এখান থেকে হাজার খানেক মাইল হবে। কিন্তু এর মানে বুঝতে পারছ কি রসেল—আমাদের ছেলে, গোলামীর মধ্যে জন্মেছে যে ছেলে, সে যাচ্ছে বোস্টনে ডাক্তারি পড়তে!'

রসেল শুধু ঘাড় নাড়ে।

'আমি কিন্তু ওকে চেয়েছিলাম আমারই পাশে?' গিডিয়ন বলে।

রসেল আবার তেমনি ঘাড় নাড়ে। গিডিয়ন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে, বলে: 'শুনছ, ওগো শুনছ,—আনন্দে, গর্বে বুক ফুলে উঠছে আমার—আমাদের ছেলে, ওকে নিয়ে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠছে—একদিন দেখব পথ চলছে ছেলে আমাদের। সার্থক জীবন, গৌরব ও সম্মানের দৃঢ় পদক্ষেপে সে চলেছে এগিয়ে···'

'হ্যাঁ, সে আমি জানি।' ধীর কণ্ঠে বলে রসেল।

দলের কর্তা ব্যক্তিটি ইংয়াকী। বেশ লম্বা গালভরা দাড়ি, পায়ে চামড়ার বুট, কাদা মাখা ভিজে পোষাক তার। যেন এইমাত্র ম্যালেরিয়া ভরতি ডোবা থেকে উঠে এসেছে। গিডিয়নকে ডেকে সে বলল: 'এই, এদের কথা বলছো?' 'হ্যাঁ।' 'কতজন?' 'আমরা বাইশজন।' গিডিয়ন উত্তর দিল। 'বেলচা কুড়ুল আর কাটারির কাজ। রোজ এক ডলার। সাত দিনে হপ্তা—সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ। মঙ্গলবারে হপ্তা দিই আমরা।' 'আচ্ছা, রাজী আছি।' গিডিয়ন রাজী হলো।

যে-চালাটা থেকে মজুরী দেওয়া হয় সেটা দেখিয়ে ইয়াংকীটা বলল: 'এদের সই করাও, নয়তো একটা চিহ্ন নিয়ে নাও।'

গিডিয়ন, ট্রুপার আর ফারডিনাণ্ড লিঙ্কন গেল গাছ-কাটার দলে। পাঁকের মধ্যে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দিনভর তাদের দু' মুখো কুড়ুল ছয়-ইঞ্চি আট ইঞ্চি চওড়া গাছগুলো তীব্র শব্দে বিদীর্ণ করল। বিভিন্ন দলের প্রায় প্রত্যেকটি কালো মানুষের কাছে রেলপথ তৈরির এই কাজ

জীবনের প্রথম স্বাধীন শ্রম। আশে পাশের শহরে ইয়াংকী কোম্পানী যখন রেলপথের কাজ করবার জন্য লোক ভরতির কেন্দ্র স্থাপন করে, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল : 'আরে—খালি সময় নষ্ট। মালিক না থাকলে আর পিঠে চাবুক না পড়লে কি আর নিগার কাজ করে!' আরে কি ব্যাপার, নিগারকে একটা ডলার রোজ দেওয়া! কী কেলেঙ্কারি! স্রেফ ব্যাটাদের মাথা খাওয়া, সর্বনাশ করা··· বলি, বাপের জন্মে কেউ শুনেছে নাকি নিগারকে মজুরী দেওয়ার কথা? কোম্পানীর-কর্তা ব্যক্তি ও ইঞ্জিনিয়াররা কাঁধ নাচিয়ে অসহায় ভাব দেখিয়ে নিজের মনে লোক ভরতি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা মন্তব্য করে : 'দূর, বাদ দাও ও-সব, বলি, ঐ বিলে বাঁধ তুলবে আর বাঞ্চোৎ ইয়াংকীগুলোকে খুশী করবে, সেটি চলবে না দাদু!' কিন্তু আশ্চর্য, বাঁধ তবু ঠিকই বাধা হতে লাগল, কাজ এগিয়ে চলল। সরু, মোটা বিভিন্ন আকারের গুঁড়ি আর ডালপালার ঝাড় যখন আর দেখতে পাওয়া গেল না, ইঞ্জিনীয়াররা জায়গাটা কুচো পাথর ঢেলে ভরাট ক'রে দিয়ে কাজ শুরু করল। বর্ষা এল, জলাজমিগুলো আলকাৎরার মত এঁটেলো কালো হয়ে উঠল, যেন একটা কাদার সমুদ্র। এক কোমর কাদায় দাঁড়িয়ে লোকগুলো অনুভূতির উপর নির্ভর ক'রে কাঠের গুঁড়ি পুতে গেল। মশা যখন ডিম পাড়ল, এল ম্যালেরিয়ার হাড় কাঁপানো কাঁপুনী; জ্বরাক্রান্ত লোকদের পাঠাতে হলো হাসপাতালে। আবার দেওয়া হ'ল লোক ভরতির নোটিশ। রেলপথ আসছে দক্ষিণটাকে ভাঙতে—গ্রামাঞ্চলের সেই হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা উৎসাহে দু'দিনেই ভাঁটা পড়ল। প্রাক্তন আবাদের মালিক, তাদের গোমস্তা আর দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে নতুন-হওয়া এই নিউ-ইংলণ্ড জায়গাটা কেমন অলুক্ষুণে ঠেকে, কেমন একটা বেপরোয়া বিদেশী ভাব যেন ফুটে উঠছে চারদিকে। কিন্তু এ যেন অনিবার্য। শেরম্যানের অবিশ্রান্ত পূর্ণবেগে সমুদ্রযাত্রার মত নিউ-ইংলণ্ডের এই কোম্পানীটাও

যেন ছুটছে রেলপথ নিয়ে প্রখর গতিতে—তেমনি বেপরোয়া, দৃক্‌পাতহীন....

কিন্তু কালো মানুষের কাছে জিনিসটা একেবারে অন্য রকমের। এই কাজের মধ্য দিয়ে গিডিয়ন প্রথম উপলব্ধি করল জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক কি। ইতিপূর্বে কেনা গোলাম হিসেবে তারা কাজ করেছে বছরের পর বছর: কিন্তু কোন কিছুই পায়নি তারা, শুধু কাজ করেছে, বলদের মত শুধু খেটে মরেছে। আজ তাদের শ্রম পণ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে তারা শ্রম কিনতে চায়। তাই লোক নিয়ে গিডিয়ন এসেছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে—দাম রোজ এক ডলার। তাদের এই শ্রমের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে একটা কল্পনা, একটা স্বপ্ন—বাঁধ, উজ্জ্বল ইস্পাতের রেল লাইন, রাত্রির অন্ধকার চিরে রেল এঞ্জিনের ফুঁ-র চিৎকার। কাজের শেষে মুক্ত মানুষ তারা ফিরে যাবে ঘরে, সঙ্গে থাকবে কিছু অর্থ, সেই অর্থে তারা আবার কিনবে তাদের যা প্রয়োজনীয় তাই; আর এখানে রেখে যাবে তাদের ঘর্মাক্ত-শ্রমের ফসল।

কেনা-গোলামী শ্রমে এমনি কোন সৃষ্টি সম্ভব হতো কিনা, গিডিয়ন সঠিক জানে না! সে শুধু হৃদয় দিয়ে জানে যে হাজারো চাবুকের ঘায়েও ক্ষত-বিক্ষত পিঠে ক্রীতদাস কখনও এমন কাজ করেনি। তার দলের কাজ হলো লম্বা কাঠগুলো কেটে মোটা কাপড়ের বুনটের মত ক'রে সাজিয়ে রাখা। একসঙ্গে দুজন এক-একটা গাছের পেছনে লেগে যায়, একজন ওপর থেকে, একজন নীচ থেকে গাছের গোড়ার খানিকটা ওপরে গোটা আটেক কোপ্ মারে, বাস্: তারপরেই চিৎকার ওঠে: 'গাছ পড়ল...গাছ পড়ল...গাছ পড়ল....' জলের ওপর গাছটা পড়ে গিয়ে শব্দ ওঠে ছলাৎ ছলাৎ...গোটা বিলের বুকে জাগে আলোড়ন...ঢেউ ভেঙ্গে নতুন ঢেউ ওঠে...তারপর সেটাকে তুলে নিয়ে খচ্চরের গাড়ীতে ছুঁড়ে

দেয় আটজন লোক। তাদের নগ্ন কৃষ্ণ দেহ চক চক করে, পেশীতে ওঠে ঢেউয়ের নাচন। খাটতে গিয়ে প্রথম প্রথম সেই পুরোনো গতর-খাটার গোলামী-গানই আসে তাদের কণ্ঠে। কিন্তু কাল গিয়েছে বদলে, সেই পুরোনো দিনের হৃদয়-ভাঙা দুঃখবিজড়িত গানের তাল যেন যায় কেটে, সে হৃদয়-নিংড়ানো সুর যেন আর বের হয় না। কণ্ঠে আসে কথা-বিহীন নতুন সুর ; সেই সুরেই তারা গুন গুন করে, তারপর যোগ হয় সেই সুরের পেছনে কথা, চিন্তার সহজতম সূত্র :

'ওহো-হো, ওহো-হো, ওহো—হো,
মোরে কয় জাডুল মামা—
ওরে গোলাম তোর কুডুল থামা—
ওহো—হো, ওহো-হো, ওহো—হো…' কথা এল, এল সুর…

গিডিয়ন কাহিল হয়ে পড়েছে। রাত্রি হলে সারা শরীরে বেদনা হয়, কোন কিছু আর ইচ্ছে করে না ; কেবল একটি ইচ্ছে মনে থাকে—কোন রকমে ব্যারাকের কঠিন খাটে শরীরটাকে এলিয়ে দেওয়ার। ঘুম আর কাজ, কাজ আর আহার —দিন যায় ফুরিয়ে। নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে সে : 'কোথায় শিক্ষা, কোথায় বিশ্রাম, কোথায় বই ; কিছু নেই ? জীবনভর কেবল এই খাটুনি ?' মানব সভ্যতার এক যুগ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করেছে এই দাসত্ব থেকে বেরিয়ে-আসার পদবিক্ষেপ, কিন্তু মানুষ কি থেমেছে সেখানেই ?

আধা-সেদ্ধ মাংস, আলু আর ভাত দেওয়া হয় খেতে, দিনে তিনবার। একেবারে মন্দ নয় যদি আবার না বদলায় অবশ্য। থালা হাতে সারি দিয়ে দাঁড়ায় সকলে, আর তাদের টিনের থালায় হাতা দিয়ে খাবার দেওয়া হয়। দিনে চোদ্দ ঘণ্টার খাটুনির মধ্যে তখনই যা একটু ছুটি মেলে। তাড়াতাড়ি তৈরি করা ফৌজি তাঁবু কিংবা কাঠের ঘরের মধ্যে তারা ঘুমোয়। চার নম্বর দলের নেতা কেলি ইঞ্জিনিয়ার রীডকে

বলেছিল: 'দিননা আমার দলটার মত দশটা দল, আপনাকে পাতাল পর্যন্ত রাস্তা তৈরি ক'রে দেব।' যুদ্ধের সময় রীড ছিল ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে। উত্তর দিল সে: 'রোসো না, এই জলটা রুখতে পারলে এখানেই পথ ক'রে সময় পাবে না!' ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হয়েছে···ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত যেন আক্রমণ। সমস্ত জলাটা পরিণত হলো যেন এক মড়কের মহাচিতায়; দিনরাত মশার পঙ্গপাল প্যান প্যান শব্দে ছেয়ে থাকে চারদিক। চারদিনের জ্বরে গিডিয়নের দলের জর্জ রিডার মারা গেল; মেয়েরা যাতে অন্তত তার গোর দেবার সময়ে সামনে থেকে দু ফোঁটা চোখের জলে শান্তি পায় তার জন্য হ্যানিবল ওয়াশিংটন আর ভাই পিটার রিডারের শব নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। যে দলটা পাথরের খোয়ার কাজ করে, গিডিয়ন গেল সেই দলে। তারপর একদিন রাত্রে বেজে উঠল রেলের বাঁশী—এসে গেল 'কাজের গাড়ী।' জলার জল গেল শুষে, মাটি হলো শুকনো, দেখা দিল ফাটল। গরম বাড়ল। তা হোক, খাটুনির পক্ষে কিন্তু এটাই ভালো। পাথরের কুচো আর খোয়ার আচ্ছাদন পড়ে গেছে এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর। ইস্পাতের রেল লাইন বসে গেল, তৈরি হ'লো ট্রেনের রাস্তা। এ সবকিছু মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে গিডিয়নএর মাথা ধরে যায়। একদিন হ্যানিবল ওয়াশিংটন তাকে জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, উত্তরের সাদা লোকেরাও কি এই ভাবে এত খাটে?'

'হয়তো কেউ কেউ খাটে।'

'একটু জিরোনো নেই, আমোদ নেই, মেয়েমানুষের কাছে দু দণ্ড থাকবারও ফুরসুৎ নেই?'

'কি জানি, হবে হয়তো।'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় এটা উচিৎ হচ্ছে?'

'ঠিক বুঝিনা, দেখি জেনে নেবো।'

গাঁয়ের মরদরা চলে যাবার পরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে কারওএলে। ট্রুপারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে জেসীকে নিয়েই ব্যাপারটি। একটা আধো আধো অসংলগ্ন বর্ণনাই দিতে পেরেছিল মাত্র মেয়েটা। টোব্যাকো রোড দিয়ে এমনি একদিন যাচ্ছিল সে। আপনমনে কিশোরী কন্যার কত কিছু আকাশ-কুসুম কল্পনা ভেসে বেড়াচ্ছিল তার মনে। হঠাৎ সে দেখল একটা টাঙা চড়ে দু'জন সাদা মানুষ যাচ্ছে। তাকে দেখে চিৎকার ক'রে তারা ডাকল : 'ওরে এ-ই—আয় আয়, এদিকে আয়।' জেসী দৌড়ল মাঠের মধ্য দিয়ে, লোক দুটো ধাওয়া করল পেছন পেছন। কাঁটালতার ঝোপের মধ্য দিয়ে দৌড়তে গিয়ে জেসী পড়ে গেল মাটিতে। লোক দুটো ওকে সেখান থেকে তুলে এনে জামা গাউন ছিঁড়ে ফেলে চরিতার্থ করল তাদের পাশবিক লালসা। তারপর তারা মেয়েটাকে মেরে ফেলবে কি ফেলবে না এই নিয়ে আলোচনা করেছিল ; কিন্তু শেষে কি ভেবে ছেড়ে দিল তাকে। উলঙ্গ জেসী ভয়ে আতঙ্কে আধ-পাগলা অবস্থায় দৌড়ে এসে পড়ে গেল বাড়ীর উঠোনে।

ঘটনার কথা ট্রুপারএর কানে যেতে নিজে সে আধ-পাগলা হয়ে উঠল। খুন চাপল তার মাথায়। অন্ততঃ একটা সাদা মানুষকে সে নির্ঘাত খুন করবেই। গিডিয়ন আর বৃদ্ধ পিটার নানা যুক্তি দেখিয়ে বোঝাল তাকে : 'বোঝনা, নিজে ফাঁসীতে লটকে যাবে যে—' 'যাই যাবো।' 'গিয়ে কি লাভটা হবে শুনি ?' 'প্রতিশোধ তো নেওয়া হবে।' শেষকালে গিডিয়ন রেগে কঠিন স্বরে বললে : 'কি বোকার মত হাউ হাউ করছ ?—খুন করতে পারবে না তুমি। সাত-সাতটা হপ্তা বিলে খাটলাম আমরা—কিসের জন্যে ? নিজেকে জিজ্ঞেস কর, কিসের জন্য, ট্রুপার ? একজন তো মরেই গেল ম্যালেরিয়ায়, গ্রামে এনে গোর দেওয়া হলো তাকে। আমরা যারা ছিলাম, একবারও তো পিছু পা দিই নি, একবার একটু আমোদও করিনি, একটা দিন একটা মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত

চোখে দেখিনি—কেন, কিসের জন্যে ট্রুপার ? তুমিই বল ট্রুপার কিসের জন্যে ?'

'কিসের জন্যে ?' হাবার মত প্রশ্ন করল ট্রুপার।

'ওরে বোকা, নতুন জীবন চাই বলে, বুঝলে !'

'তোমার তো খালি বড় বড় কথা। লম্বা বুলি আর হেন তেন কথা। তোমার কি, তুমি যাচ্ছ চার্লস্টনে, দিব্যি দুধ মাছটি খাচ্ছ সেখানে বাবু নিগার আর সাদা মানুষের পাশে বসে—'

'থাম গাধা ! চার্লস্টনে গিয়েছি কি ইচ্ছে ক'রে ? তোমরাই তো জোর ক'রে পাঠিয়েছিলে আমাকে। যাবার সময়ও ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম আমি ; কি ভীষণ ভয়ের ব্যাপার ছিল সেখানে, এখনও রয়েছে, হ্যাঁ—' দু'হাতে ট্রুপারকে জড়িয়ে ধরল সে। 'আমার কথাটা শোন ভাই। যা ঘটেছে, ব্যাপার বড় ভয়ানক সাংঘাতিক, বড় দুঃখের, বড় সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে সন্দেহ নেই—ছোট্ট মেয়েটার জীবনে কত গভীর ক্ষত হয়েছে, আমি জানি। কিন্তু ভাই, ক্ষত সেরে যাবে, দাগ মিশে যাবে, এ-দাগ চিরদিন থাকবে না। জেসীও ভুলে যাবে। একবার সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, কিসের জন্য, কেন এ ব্যাপার হলো। তোমার স্ত্রী রয়েছে, অন্য ছেলেমেয়েরাও রয়েছে, এস, বুঝতে চেষ্টা করি কিসের জন্য হলো। আমরা কাজ ক'রে ফিরে এলাম গাঁয়ে, নিয়ে এলাম প্রায় হাজার ডলার। আমরা কোনকালে এত টাকা একসঙ্গে চোখে দেখিনি। এই টাকায় মদ খেয়ে মাতলামী করা যায়, বেশ্যার ঘরে সময় কাটানো যায়। অন্যায় করতে হলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনা যায় এ টাকায়—সুন্দর সুন্দর জামা পোষাক, কত মিষ্টি মোদক, ভগবান জানেন, তাও তো করা যেতো ট্রুপার ! লোভ তো হতে পারত। কিন্তু তা তো হয়নি। সকলকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলেছে : গিডিয়ন, জমিয়ে রাখো, জমি কিনবো। চিরকালের অজ্ঞ মূর্খ কেনা

গোলাম আমরা, কিসের জন্যে আমরা চাইলাম জমিয়ে রাখতে? ভবিষ্যতের দিকে কেন আমাদের এত নজর, আশা এবং বিশ্বাস রয়েছে ট্রুপার?'

মাথা নাড়ে ট্রুপার।

'শোনো ট্রুপার, কারণগুলি বলছি। আমাদের ভবিষ্যত রূপ নিচ্ছে, অত্যন্ত ধীর গতি হলেও, রূপ নিচ্ছে। যখন সূর্য ওঠে লোকে আর ঘুমুতে পারে না। আগের দিনে লোকে তখন মনে মনে বলত, আর যেন সকাল না হয়; কোন দিন যেন আর সূর্য না ওঠে, চিরদিন যেন রাত্তির থাকে। তখন তো লোকের ভালো লাগত চুপচাপ সময়— কেননা, লোক নেই, জন নেই, তখন তো ছিল গোলামী। সেদিন শেষ হয়ে গেছে, বুঝলে। আমাদের দেশে এখন আসছে সত্যিই নতুন দিন। বিনা বিচারে নিগারের ফাঁসী, বাচ্চা মেয়ের ওপরে যা তা অন্যায় করা, আগের কালের এই সব অন্যায় ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঠিকই, সত্যিই কমে আসছে।'

জেফ চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি পড়িয়ে শোনাচ্ছে গিডিয়ন রসেলকে। সযত্নে লেখা শুধুমাত্র এই গোল গোল অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়েই ছেলের চেহারা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। আশ্চর্য ঠেকে গিডিয়নের। নিজের মনের এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে সে। জেনি আর মার্কাস যখন জানতে চাইল ম্যাসাচুসেটস জায়গাটা কোথায়, গিডিয়ন শুধু এইটুকুই বলতে পারল যে অনেক দূরে, বহুদূরে। সেখানে ইয়াংকীরা বাস করে। 'শুধু ইয়াংকীরা?' 'বোধহয় শুধু ইয়াংকীরাই,' গিডিয়ন বলল: 'এই তো লিখেছে: ওয়রসেস্টার খুব সুন্দর, অনেক লোক বাস করে এখানে···একেই শহর বলে। প্রথম প্রথম ভয় করত কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই থাকার অভ্যেস হয়ে যায়।'

'চার্লসটনের মত?' জিজ্ঞেস করে মার্কাস, যদিও চার্লসটন শহর সম্বন্ধে তার কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। 'হ্যাঁ, চার্লসটনের মতই হবে মনে হয়।' অনির্দিষ্ট উত্তর দেয় গিডিয়ন। তারপর ছেলের চিঠি পড়ে:

'আমাদের প্রেসবাইটেরিয়ান অবৈতনিক বিদ্যালয়ে চোদ্দ জন ছাত্র আছে। সবাই আমার মত কালো ছেলে, পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ তারা, আমার মত নয়। রেভারেণ্ড চার্লস্ স্মিথ আর রেভারেণ্ড ক্লড সাউথ-উইক আমাদের ইংরেজী, ল্যাটিন, অংক, ইতিহাস, ভূগোল শেখান। যদিও ক্লড হচ্ছেন একেশ্বরবাদী, প্রেসবাইটেরিয়ান নন্—'

'একেশ্বরবাদী কি বাবা?'

গিডিয়নও জানে না কি। কিন্তু ভূগোল কি সে ঠিকই বলে দিল। আর বলল যে ল্যাটিন ছিল শত শত বছর আগেকার একটা ভাষা। সে-ভাষায় কথা বলত অন্য এক দেশের লোকেরা। 'এখনও বলে?' গিডিয়ন সঠিক জানে না বলে কিনা। জেফকে তারা সেই অন্য দেশে পাঠাবার মতলব করছে কিনা তাও গিডিয়ন সঠিক বলতে পারে না। ছেলের চিঠি সে আবার পড়তে শুরু করল:

'গীর্জার কর্তার ঘরের পাশের কোঠায় আমরা পড়ি আর ঘুমোই। আমাদের রান্না করে মেয়ে-সমিতি, জামা পোষাকও তারাই দেয়। ভাল পরিষ্কার জামা পোষাক, অল্প কিছুদিন হয়তো ব্যবহার হয়েছে ওগুলো। তার বদলে আমরাও কাজ করি। উঠোনের ঘাস কেটে ফেলি, জানালা ধুই আর গীর্জা পরিষ্কার রাখি বলে আমরা সপ্তাহে দশ সেণ্ট ক'রে হাত-খরচ পাই। তোমার জন্য আমার মন কেমন করে কিন্তু এখানে ভাল আছি। এল্যোনকে বলবে, তার জন্যও আমার মন খারাপ করে...'

রসেল চোখ মুছল। কিন্তু মার্কাস আর জেনি জেফএর চিঠির-সুন্দর কথাক'টা নিয়ে তর্ক করতে করতে যেন জেফএর সঙ্গে সেই উত্তর

প্রদেশেই থাকতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। গিডিয়ন বলল : 'দেখলে, কি রকম ভালো আছে—' ছেলের স্বপ্ন নিয়েই যেন সেও পথ চলছে। চিঠির মধ্যে দিয়েই গিডিয়ন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে। একখানা চিঠিতে সে ছেলেকে লিখেছে : 'চার্লস্ ডিকেন্সএর বই প'ড়ো খোকা। তাতে ভ্রাতৃত্ব আর ভালো মানুষ খারাপ মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।'

জমি কেনা নিয়ে তখনো গিডিয়ন চিঠিপত্র লেখা শুরু করেনি। একদিন সে এল শ্বেতাঙ্গ এব্‌নার লেইটএর সঙ্গে দেখা করতে। এব্‌নার-এর বাড়ীর উঠানের বেড়ায় হেলান দিয়ে সে অপেক্ষা করল যাতে এব্‌নাররা তাকে দেখতে পায়। এব্‌নার-পত্নী একবার ঘরের দুয়ারে এসে একচমক গিডিয়নকে দেখে আবার অন্দরে ঢুকে গেল। লাফাতে লাফাতে জিমি এসে খবর দিল : 'বাবা এখন শূয়োরকে খাওয়াচ্ছে। তোমার নাম কি, নিগার?' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

'গিডিয়ন জ্যাকসন।'

'তোমায় কিন্তু আমি আগেও দেখেছি।'

'হুঁ, গেল বার শরৎকালে এসেছিলাম না, বাঃ তোমার মনে আছে তো!'

'ও-হো।'

'তোমার বয়স কত হ'লো খোকা?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'দশ বছর।'

'ইস্কুলে পড়?'

ছেলেটি দাঁত বার ক'রে মাথা নাড়ে—'চাই না পড়তে।'

শূয়োরের খোঁয়াড় থেকে বেড়িয়ে এসে এব্‌নার বলে : 'ভালতো!'

'হ্যাঁ ভালই আছি, মিঃ এব্‌নার। বাঃ, বড় সুন্দর শন হয়েছে তো,

তুলোও তো দিয়েছ দেখছি কয়েক একরে। এবার তুলোতেও পয়সা হবে, তুলোই তো ঘরে কাঁচা পয়সা আনার ফসল, বেশ বেশ।'

'তুলতে পারলে তবে না!' এব্‌নার বলে।

'তা ঠিকই পারবে।'

'সে-আশা রাখতে পারলে তো খুবই ভালো হতো। আসবে নাকি জোগান্‌ দিতে তোলার সময়?'

'তা আসতে পারি।'

পরনের প্যাণ্ট টেনে ঠিক ক'রে নিয়ে একবার থুথু ফেলে, হাত দু'খানা পাছায় ঘষে নিল এব্‌নার। 'শুনলাম, তোমরা নাকি রেলপথ তৈরির কাজ কচ্ছিলে, গিডিয়ন?' পিটার এসে উপস্থিত হলো, এব্‌নারএর ছ'বছরের মেয়েটিও এসে বাপের কোমরের বেল্টটা ধরে ঝুলে রইল। একমাথা লাল চুলের মধ্য থেকে ছোট্ট ছোট্ট বিস্ময়ভরা চোখ দুটি বার ক'রে তাকিয়ে রইল গিডিয়নএর দিকে।

'করছিলাম তো।'

'অধিবেশনে বসেছ, আর কি, ফিরে এসেছ এখন নিগারবাবু হয়ে!'

'তা তোমরা যেমনভাবে দেখ—' মৃদু হেসে গিডিয়ন বলে।

'ভাবগতিক যা দেখছি, মনে হচ্ছে নিগারই এখন সরকার চালাবে।'

'আমি কিন্তু তা ভাবি না, এব্‌নার।'

'কেন?'

'ভেতরে আসবো কি এব্‌নার? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল হ'লে বড় ভালো হয়।'

'আনছি।' ব'লে পিটার ছুটল কুঁয়োর দিকে। একটু পরে এব্‌নার বলল: 'এসো।' সে গিডিয়নকে নিয়ে চলল একটা বড় গাছের ছায়ার নীচে। সেখানে এসে বসল গিডিয়নকে নিয়ে। পিটার একটা টিনের বাটিতে ক'রে জল নিয়ে এল। গিডিয়ন কৃতজ্ঞ হয়ে পান করল: 'আঃ,

বড় চমৎকার কুঁয়োতো তোমার।' 'হুঁ, ঠাণ্ডাই থাকে, ঢেকে রাখি কি না—' এব্‌নার বলে। 'যাই বল, ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে আর তুলনা হয় না কিছুর' গিডিয়ন বলে। এব্‌নারএর স্ত্রী আর একবার বারান্দায় এসে ওদের সকলকে দেখে নিয়ে অন্দরে চলে গেল। গিডিয়ন বলল: 'সুযোগ সুবিধের দিন তো আর বারে বারে আসে না যে তুমি যখন খুশী—'

'কি বলতে চাইছ—'

'মানে, দিনকাল যা আসছে, লড়াইয়ের আগের চাইতে ঢের ভালো।' ধীরে ধীরে গিডিয়ন বলে: 'হয়তো আবাদ-মালিকদের নিড়োনোর কাজের ব্যবস্থা করাই শক্ত হবে, তবে ছোট ছোট চাষীর পক্ষে বেশ সুদিনই আসছে। এমন সুযোগ সুবিধে কিন্তু আগে কোন দিন আসেনি।'

'হুঁ—হুঁ।'

শুকনো ঘাসের একটা ডাটা ছিড়ে চিবোতে চিবোতে গিডিয়ন বলে: 'তবুও কিন্তু সুদিন হলো এক জিনিস আর বোকার স্বর্গ হলো আর এক জিনিস।' এব্‌নার নিশ্চুপ হ'য়ে শুনছে।—একবার তাকাল সে আকাশের দিকে, যেন আন্দাজ করল গিডিয়ন কতক্ষণ হলো এখানে এসেছে। এব্‌নারএর মস্ত কুকুরটা এসে গিডিয়নএর গায়ের গন্ধ শুঁকে আবার দৌড়ে চলে গেল। এক এক ক'রে ছেলে মেয়েরাও সরে গেল। অন্দর থেকে এব্‌নারএর স্ত্রীর গলা শোনা গেল: 'পিটার, ও পিটার, এদিকে আয়, এলি?'

'শোন তাহলে,' গিডিয়ন বলে: 'যা হয়ে গেছে তা তো গেছেই, কিন্তু লড়াইয়ের ফলে এমন এক ব্যাটাকেও তুমি দেখবে না যার কপালে দুঃখ কষ্ট আসেনি। ঘরের মেয়েরা খেটেছে, কষ্ট করেছে, আবার আশায় বুকও বেঁধেছে। তুমি আমি তো ফিরে এসে আস্তিন গুটিয়ে কাজে লেগে

গিয়েছি, বলেছি এত দুঃখ কষ্টের মধ্য বাস করেও এসো কিছু করি আমরা। তোমার তো বীজও আছে, দু'একটা বলদও রয়েছে। ফসলও বুনেছ, তরিতরকারী, শাকপাতাও দিয়েছ কিছু। একলা তুমি যা করেছো, কি বলব, ঢের করেছো—ফসল, তুলো—যথেষ্ট। নিজের গতর খেটে এই ফসল করেছ, সে বুঝি। হ্যাঁ, ফসল যা বুনেছ সত্যিই গর্ব করার মত। কিন্তু ভাই, যে জমিতে এত খেটেখুটে চাষ দিয়েছ, আসলে তার মালিকানা সত্ব কার এব্‌নার?'

'মালিকানা কার বলছ?' এব্‌নার গিডিয়নএর দিকে ফিরে বলল: 'অতো-শতো জানি না বাপু, পরোয়া করি না কিছুর। এককালে তো ছিল ডাড্‌লে কারওএলএর, তার হাত থেকে যায় ফারগুসান্ হোয়াইটের হাতে। এখন শুনছি তো যে আবার হোয়াইটরাও টেক্সাসে চলে গেছে।'

'ঠিক ধরেছ। খাজনার দায়ে কারওএলএর জমিজমা সব বেদখল হয়ে গেছে।'

'তবে আর কি, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম, ওঃ! দোহাই ভগবান, আমার হাতে কিন্তু নগদা কিছু নেই যে এক পয়সা খাজনা ঠেকাবো।'

'সেই ই তো কথা—' গিডিয়ন শান্ত স্বরে বলে: 'অক্টোবরে এই কারওএল আবাদটা নিলামে উঠবে কলাম্বিয়ায়। খবরটা আমি জেনেছি খাসমহল অফিস থেকে। খুব সম্ভব হাজার-একর ক'রে এক একটা প্লটে ডাক হবে। ছোট ছোট টুকরোতে ডাক হবে না। নিলামে বিক্রি হয়ে গেলে কোথায় দাঁড়াব আমরা, এব্‌নার—আর কোথায়ই বা দাঁড়াবে তুমি?'

'এই এখানে যেমন আছি ঠিক তেমনিই থাকবো।' বলে এব্‌নার: 'আমায় ওঠাতে কোনো বাঞ্চোৎ ইয়াংকী আসবে না, কোনো বাঞ্চোৎ নিগ্রোমালিকও আসবে না। সারাটা লড়াই লড়লাম—পেলাম কি

বলতো ?···উঁহুঁ, সেটি হবে না। গাধাটায় চড়ে স্রেফ এইখানে বসে থাকবো, দেখব কোন্ ব্যাটা আসে ওঠাতে—'

'মাফ করো এব্‌নার—, কি যে বলছ কথাটা ভেবে দেখ দেখিনি। কেউ যদি চলে যেতে না বলে সে তো খুব ভালো, কিন্তু এতো আর ঠিক কথা হলোনা। শেরিফ যখন আসবে, তখন করবে কি ? আইনের বিরুদ্ধে লড়বে ? জমিদারের সাথে লড়বে তুমি, তার পেছনে আইন আদালত থাকবে তখন। লড়বে কী নিয়ে ?'

'কি নিয়ে সেকথা নিগারকে বলতে হবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা এব্‌নার। নিগারদের তুমি যা-ইচ্ছে ভাবতে পারো, সেকথা এখন উঠছে না। কিন্তু, যা-ই মনে করো না কেন, আমি বলব নিগাররা কিন্তু তোমার শত্রু নয়।'

'তুই বাঞ্চোৎ ভাগ দেখিনি এখান থেকে।' রেগে উঠল এব্‌নার।

'ভাগতে তো নিশ্চয়ই পারি।' গিডিয়নএর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে : 'আমি চলে যেতে পারি ঠিকই। তারপর কারওএল গ্রাম যখন নিলামে উঠবে তখন তোমার ঘেন্না হবে সারা দুনিয়াটার ওপর, কিন্তু তখন করবে কী শুনি ? গোটা কয়েক কথা তোমায় বলব আমি এব্‌নার, তা তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। আমরা গিছলাম জলা অঞ্চলে কাজ ক'রে নগদা আনতে জমি কিনবো বলে। এ দেশে যার জমি নেই সে তো কেনা-গোলামের সমান। তফাৎ বেশী নেই এব্‌নার, তা সে নিগারই হোক আর সাদা মানুষই হোক। হুঁ, প্রায় এক হাজার ডলার পেয়েছি কাজ ক'রে। এখন যদি কোন ব্যাঙ্কারকে রাজী করাতে পারি বন্ধক রেখে নগদ টাকা দিতে, তা হলে আমরা নিলামে গিয়ে গোটা কয়েক হাজারী লট ডাকতে পারি। কি চমৎকার হয় বল দেখি—নিজে গিয়ে নিজের জমি নিলামে ডেকে আনছ।'

ধীরে ধীরে কোমর সোজা ক'রে শক্ত হয়ে উঠল এব্‌নার। মাটির

দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আঙুল দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটল সে মাটিতে। একটা একটা ক'রে মুহূর্ত কেটে যায়, সাদা মানুষ এব্‌নারের মুখ নিস্তব্ধ। একবার দীর্ঘ বক্র হাত দু'খানা দেখছে, একবার দেখছে চামড়ার ভেতর থেকে ফুঁড়ে বেরুনো বাদামী লোম, একবার সেই লোম শক্ত তারের মত ক'রে পাকাচ্ছে আর দেখছে কব্জির ওপর ইয়াংকী বেয়নেট যে জখম করেছিল তার শুকনো দাগটা। সারা জীবনের হৃদয়-ভাঙ্গা অসঙ্গতি নিয়ে এব্‌নারএর অন্তরে যে দ্বন্দ্বের তুফান উঠেছে তার খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করল গিডিয়ন : কাকে তার ঘৃণা? কিসের আশায় সে লড়াই করেছে? কিসের কামনায়? বছরের পর বছর মানুষকে খুন ক'রে, পল্টনে কুচকাওয়াজ ক'রে, আর অপরের আক্রমণ থেকে আপন প্রাণকে বাঁচানোর চেষ্টার ভেতর দিয়ে মানুষ যায় বদলে···আগের মানুষ আর থাকে না। সে-মানুষ ঘরে ফিরে আবার লাঙল হাতে নিতে পারে, আবার তেমনি শূয়োর, মুরগী ডেকে খাওয়াতেও পারে, কিন্তু সেই পুরোনো মানুষটি আর নেই।

'নগদ নেই আমার।' শেষকালে কথা ফুটল এব্‌নারের। ক্লান্ত সে, ক্ষয়ে গেছে কথার ধার : 'ঘরে আছে সাড়ে চার ডলার, গিডিয়ন—এই-ই আমার সম্বল।'

'পয়সার দরকার নেই তোমার। দরকার এখন লোকজনের, পরিবার পরিজনের। পয়সা আমাদের যা আছে তাতে খুব হ'য়ে যাবে এখন। আমাদের কারওএল গ্রামে কালো পরিবার আছে সাতাশটি আর সাদা আছে সাতটি—সবাই বাস করছি আমরা একই আবাদে। কারওএল যখন বিক্রি হ'য়ে যাবে তখন তো সকলকেই হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, নয়তো, খাজনা দিয়ে থাকতে হবে। ধরো, কম-বেশী আশী নব্বই একর তো চাই এক একটি পরিবারের, অবশ্য পরিবার বুঝে। এর মধ্যে জ্বালানী কাঠের জন্য থাকবে খানিকটা জায়গা, খানিকটাতে থাকবে

গোচারণের জমি আর খানিকটা চাষের জমি। হাজার তিনেক একরের লট হলেই আমাদের কুলোবে—ওতেই আমাদের সবার প্রয়োজন মিটে যাবে।'

'তা আমায় কি করতে বোলছ? আমি তোমাদের জন্যে করেছি কি? আমার তো নিগার-প্রেম নেই আর আমি তো শালা স্কালওয়াগও নই যে আমার পা চাটবে তোমরা!'

'তা বটে।' গিডিয়ন স্বীকার করে।

'তবে?'

'আচ্ছা, জিনিসটাকে এইভাবে দেখনা—আমাদের এই দক্ষিণে চল্লিশ লক্ষ নিগার আছে আর আশী লক্ষ আছে সাদা মানুষ। আর এই দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে কালো মানুষের সংখ্যা সাদার চেয়ে অল্প কিছু বেশী। দিনকালে তো চিরদিন আর এক হালে চলে না। লড়াইর মধ্য দিয়ে পুরোনো হাল খতম হয়ে গেছে। অধিবেশন আর ভোটের ফলে নতুন জীবন আসছে আমাদের দক্ষিণে। কেমন জিনিস, কি রকম হবে সেই নতুন জীবন, এবনার? এখান থেকে পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারবে না। এখানে তো এখনও সেই লড়াইয়ের আগে যেমন লোকেরা থাকতো ঠিক সেই পুরোনো ভাঙা চালা, সেই বিশ্রী সম্পর্ক, সেই ঘেন্না, সে-ই সবই একই রকম আছে। কোথায় তবে সেই নয়া জীবন? শোন, নয়া জীবন আপনি আপনি হয়ে যাবে না, নিজের ইচ্ছেয় অম্‌নিতে হয়ে যেতে পারে না। কিছুই আপনা থেকে হয় না। সবই তৈরি করতে হয়। বিলের মধ্যে রেলপথ হয়েছে, কেন?—না, লোকেরা গিয়ে সেখানে কাজ করেছে—শুধু কথায় তো আর হয়নি। এও তাই। দেশটা আমাদের চমৎকার—যদি খেটে খেটে করতে পারো, তো দুধ ঘি ভরা সোনার দেশ আমাদের রয়েছে। দেখনা, শীত নেই তেমন ইয়াংকীদের উত্তরে দেশের মতন, অসুখ বিসুখও নেই ওই সব নদী-নালার দেশের

মতন। মানুষও আছে ভালো—ভালো ভালো সাদা মানুষ, ভালো ভালো কালো মানুষ—'

'হারামজাদা ইয়াংকীরাই তো ছারখার ক'রে দিলে সবকিছু।'

'কিন্তু এখন আর করছে কী? লড়াইটা ভারী বিশ্রী জিনিস—কেবল দুঃখ আর ধ্বংসই নিয়ে আসে। তুমি তুলেছ বন্দুক, আমি তুলেছি বন্দুক—এবং একভাবে বলতে গেলে, তুমি আমি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করেছি। কেন? ঠিক কথা, ইয়াংকী এসেছে এখানে, গোলামী-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে স্বাধীন করেছে নিগারদের এবং বোধহয় শতকরা পঞ্চাশ জন আবাদ-মালিকই এখন দেখতে পাচ্ছে যে তারা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু জমিদারী কটা? দেখনা চারদিক—যতদূর চোখ যায় কেবল সেই কারওএল। তাতে আমার কি হয়েছে, বলবে?—আমি তো আর এখন নিগার গোলাম নই, আমি এখন স্বাধীন মানুষ—আর তুমি তো আগেও যা ছিলে এখনো তাই, হয়তো একটুখানি ভালো। লড়াইয়ের আগে কোনদিন তো আশাও করোনি যে নিজে জমি পাবে। প্রত্যেক ইঞ্চি ভাল জমি ছিল কোন না কোন জমিদারীর মধ্যে—গরীব সাদা মানুষরা বড়জোর পেত হয়তো কোন জলাজমি কিম্বা এক টুকরো পাইন বন। দু দানা ফসল বোনা ছাড়া কিছু হতো না তাতে। ইয়াংকীরা দেশটা রেখে গেছে আমাদের হাতে---এখন হয়তো আগের চেয়ে একটু আশা আছে।'

এব্‌নার আঙুল দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে: 'হুঁ, তারপর বলে যাও।'

'আচ্ছা। ভবিষ্যৎটা কেমন হবে, আমরা যেমন করবো তেমনই তো? কালো, সাদা—সবার জন্যে যদি একরকম ব্যবস্থা না করি তা হ'লে তো আর ভালো হবে না। পরস্পরের প্রতি এই ঘেন্না কোনকালে কমবে না যদি সেই ভবিষ্যতটা তোমার আমার দুজনারই

না হয়। জমি কিনতে কতবেশী জোর পাই বলতো, যদি তুমি থাকো আমাদের সঙ্গে, যদি ম্যাক্স্ ব্রোমলি আসে, যদি কারসন্ ভাইরা আসে, যদি আসে ফ্রেড্ ম্যাক্হুগ।'

'উঁহুঁ, ওরা আসবে না।'

'হয়তো আসবে, এব্নার। দুনিয়াটা বদলাচ্ছে। এই তো আমাদের ওখানে, আমাদের লোকেদের মধ্যে ছোট একটা ইস্কুল বসেছে। তোমার ছেলেমেয়েরাও তো যেতে পারে সেখানে। না যাওয়ার কোন কারণ নাই। হয়তো দেখবে একদিন সরকার এসে আসল ইস্কুলই ক'রে দেবে। তোমার ছেলেমেয়েদের আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইস্কুলে যেতে কোন বাধা নেই, খালি একজনার রংটা সাদা আর একজনারটা কালো, এই তো!'

এব্নার মাথা ঝাঁকায়—।

'বুঝি এব্নার, বিষয়টা নিয়ে দু দণ্ড ভাবতে হবে—সময় নেবে—তা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে এই জমির ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে তোমার না আসার কোন কারণ নেই।'

'কোনো বাঞ্চোৎ নিগারের দান-খয়রাত চাইনা আমি।' একগুঁয়ের মত চিৎকার ক'রে উঠল এব্নার।

'আরে দান-খয়রাত আর কে কাকে করে বল! ব্যাঙ্কারকে গিয়ে যদি বলি যে আমাদের সঙ্গে সাদা মানুষও আছে তা হলে টাকা ধার পাওয়ার জোরটা তো অনেক বাড়ে, এটা বোঝ তো।'

'তা হয়তো হয়। কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে যে তারা আমাদেরও জমি বেচবে?'

'আমি কথা কয়েছি যে খাসমহলের ইয়াংকী কর্তার সঙ্গে। বলেছে নিলামে জোচ্চুরি হবে না, বেশী যে ডাকবে সে-ই পাবে।'

'তুমি মিছে কথা বলছো না তো?'

'যদি মিছে বলি—' গিডিয়ন বলল। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই সর্বপ্রথম এব্‌নারের মুখে হাসি ফুটল।

'কেনার ব্যাপারটা করবে কে?'

'আমাদের লোকেরা তো চাইছে সবার হয়ে আমিই কথা কই। তবে ঠিক কিছু হয়নি এখনও, এসোনা, আলোচনা করা যাক্—'

'আমার কিন্তু মত তুমিই কর।'

'তা হলে আসছো তুমি আমাদের সঙ্গে?' গিডিয়ন প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, আসবো।'

'বেশ বেশ, বড় খুশী হলাম মিঃ এব্‌নার। তুমি আসছো আমাদের সঙ্গে, দাও হাত দাও।'

এব্‌নারের জীবনে আজই এই সর্বপ্রথম নিগারের হাত হাত মিলিয়ে করমর্দন।

দু ঘণ্টা কথাবার্তার পরে কারসন্ ভাইরাও প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে হাতে হাতে গিডিয়নকে পয়ষট্টি ডলার দিয়ে দিল জমি কেনার তহবিলে জমা দিতে। গিডিয়নএর সব যুক্তি সত্ত্বেও ম্যাকস্ ব্রোমলির না কিন্তু না-ই রয়ে গেল। তার নাকি কোন দায় পড়েনি নিগারের সঙ্গে হাত মিলাবার। সুতরাং ব্রোমলি-পর্ব সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ফ্রেড ম্যাক্‌হুগ রাজী হয়েছে, তার শ্যালক জেফ স্টারও সঙ্গে এসেছে। কিন্তু নিজের লোকদের রাজী করাতেই গিডিয়নকে পুরো তিনটি দিন আর প্রচুর তর্ক-বিতর্ক করতে হ'লো। 'কী দরকার আমাদের সাদাদের সঙ্গে যাওয়ার?' টাকা তো জোগাড় করেছে তারাই। একটা কালো লোকের জীবন পর্যন্ত গিয়েছে ঐ জলা-অঞ্চলে এই টাকা সংগ্রহের জন্য।

গিডিয়ন বোঝাতে লাগল। বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে বোঝাল। তর্কের শুরুতে আধাআধি লোক গিডিয়নএর পক্ষে ছিল, শেষে বাকী

সকলে অনেক ভেবে চিন্তে তর্ক ক'রে রাজী হোল। গিডিয়ন জয়ী হোল; অনেকদিন পরে আবার আজ গিডিয়ন বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করল। আজ তাই রসেলকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবার মনে পড়ে গেল তার পুরোনো দিনের কথা।

গিডিয়ন যেদিন গিয়েছিল তার চারদিন পরে এব্‌নার এল গিডিয়নের কাছে তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এব্‌নার হেঁটে এসেছে পাহাড়ী পথ ধরে। দেখা হতেই গিড়িয়নকে এব্‌নার বলল: 'আমার গিন্নী হেলেনকে বললাম কথাটা, তারও মত ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ হাতেখড়ি হওয়া দরকার।'

এব্‌নারের ছেলে দুটিও জড়াজড়ি ক'রে চিৎকার শুরু ক'রে দিয়েছে। নিগারের কাছে যে তাকে আসতে হয়েছে, এব্‌নার তাতে নিজেও যেন লজ্জিত। তবু সে-লজ্জা তাকে সইতেই হচ্ছে। অবস্থাটা বুঝতে পেরে গিডিয়ন ব্যাপারটাকে একেবারে হাল্কা ক'রে ফেললে: 'বেশ বেশ এব্‌নার, এই তো সবে শুরু ভাই।'

মাথা নেড়ে এব্‌নারও খুশীর ভাব জানাল। শেষে এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে আর কথা কিছু না বলে বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

[সাত]

গিডিয়নের প্রস্তাব শুনে কলাম্বিয়ার ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সহ-অধিকর্তা কার্ল রোবিনস্‌ মাথা নেড়ে গিডিয়নকে জানাল যে সে রাজী নয়। না হওয়াই স্বাভাবিক। রোবিনসএর মাথা ভরা এক বিরাট টাক, পেছনে ঘাড়ের কাছে কিছু ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো পিটপিটে। ঘাড়ের পেছনের একতাল মাংস দেখে মনে হয় মাথাটার তাল সামলিয়ে রাখছে ঐ মাংস পিণ্ড। ধৈর্য সহকারে সে গিডিয়নকে বলল:

'দেখ জ্যাক্সন, অত সহজে কি আর কিছু হয়! তা যদি হোত তা হ'লে সবকিছু গোলমেলে ব্যাপার হ'য়ে যেত! এক হাজার ডলার সঙ্গে এনে তুমি বলছো ব্যাঙ্ক থেকে একখানা ড্রাফট দিই তোমায় নিলামে জমি কিনতে। বলছো, একদল নিগার আর কিছু হতচ্ছাড়া সাদা মানুষ আছে তোমার পেছনে। ওরা তো স্রেফ বেআইনিভাবে জবর দখল ক'রে বসে আছে কারওএলএ। এদের ভরসায় তুমি চাইছ ব্যাঙ্কের একখানা ড্রাফট যাতে তুমি নিলামে জমি কিনতে পার। একেবারেই অবাস্তব প্রস্তাব।'

'না, মানে ঠিক ড্রাফট নয়।' গিডিয়ন যুক্তি দেবার চেষ্টা করে। 'ঐ টাকাই যদি আপনি আগাম দেন তাহলে তো বন্ধকী—'

'এই তো জ্যাকসন।' রোবিনস বাধা দিয়ে বলে: 'মাথা ঠিক ক'রে কথা বল। দিনকাল বড় খারাপ। বন্ধকী নিতে লোকে ঘাবড়ায় আজকাল। আর যে জমির কথা বলছ তার তো হদিশই হয়নি এখনো। ঘর নেই, বাড়ী নেই, বেদের মত গোটা কয়েক নিগার—তারা আবার একটা জামিন না কি?'

'দেখুন, আমরা বেদের মত নই। সারা জীবন ওখানে আমরা রইলাম, চাষবাস করলাম, বছরের তিন তিনটে ফসল তুললাম ওখানে। একবার যদি যেতেন ওখানে তা হলে নিশ্চয়ই আপনি অন্য রকম ভাবতেন, এ আমি বলতে পারি।

'কি ভাবতে হবে না-হবে সে-কথা নিগারকে বলে দিতে হবে না।' রোবিনস উত্তর দেয়।

'না-না, শুনুন তা আমি বলিনি। সরল বিশ্বাসে আমি কাজ করি, বিশ্বাস করুন আপনি। আমাদের একমাত্র আকাঙ্খা কিছু জমি কেনা।'

'আমি তো তার কোন আশাই দেখি না।' অধৈর্য হ'য়ে উত্তর দিল রোবিনস। একবার সে তাকাল ঘড়ির দিকে, একবার ইসারা করল

একটু দূরে পর্দার পেছনে অপেক্ষমান দরোয়ানের দিকে। 'সরল বিশ্বাস যদি দেখাও, আর যদি কাজ করার ইচ্ছে থাকে তো যে-ই কিনুক জমিটা, ক্ষেতের কাজ করতে তোমাদেরই রাখবে। তা ছাড়া, আসলে নিগাররা জমির মালিক হবে, এটা আমি ঠিক পছন্দ করি না, চাইও না। ওতে সর্বনাশ হবে নিগারদের। না, হবে না, জ্যাকসন, আমি দুঃখিত—অনেক কাজ আমার--' সেই মুহূর্তে উপস্থিত হোল দরোয়ান—হাত ধরে বার ক'রে নিয়ে গেল গিডিয়নকে। ফিরে গেল সে।···

'ঠিক হবে, আমি বলছি হবেই, সব ঠিক হয়ে যাবে'খন।' রসেল স্বামীকে বলল। আনমনে কথাটা কানে পৌঁছুতে আশ্চর্য হ'য়ে গেল গিডিয়ন—তার জাতের কত কালো মানুষ এমনিই ভাবেই ভাবে; সব সময় শুধু আজকের কথা, একবারও আগামী দিনের কথা ভাবে না। দাসত্বের হাড় মজ্জা শেকলের মত জিনিস নয় যে রাতারাতি খুলে ফেলা যায়। হতাশায় পরাজিতের মত ফিরে এসেছে সে, কিন্তু রসেল তো তার বাড়ীতে ফিরে আসা দেখে খুশীতে আটখানা। রাগে প্রায় ফেটে পড়ে গিডিয়ন: 'দেখছ না—' কিন্তু রাগ গলে জল হ'য়ে গেল যেই রসেল বলল: 'ঠিকই হবে, হবেই ঠিক, ওগো তুমি যখন করবে ঠিকই করবে।'

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে গিডিয়নএর ঠোঁটে। সে চেয়ে আছে রসেলএর দিকে, দেখছে তার শরীরের পরিপূর্ণতা, তার নারীত্ব, তার চ্যাপ্টা গাল, তার বাঁকা ক্ষুদ্র নাক, দেখছে কৃষ্ণ কালো মেয়েটিকে, দেখছে আর মোহিত হচ্ছে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রসেল বলল: 'আমায় দেখে হাসছো কেন, বল তো?'

'না-গো, হাসছি না।' তার মনে হলো সম্বন্ধ আর যুক্তি কত অদ্ভুত ঠেকে। সহজ ধারার জীবনে দেখা দেয় কত অবিশ্বাস্য জটিলতা···এই নারী তার সহধর্মিণী। কত গভীর, কত পরিপূর্ণ ভাবে সে তাকে

ভালবাসে। মনে পড়ল : কোন্ এক অতীত যুগে আফ্রিকার তীর থেকে ছিনিয়ে এনেছিল যে হতভাগ্য কালো মানুষদের, আজকের এই রসেলএর সঙ্গে সেই মানুষের সম্পর্কের কথা। মনে পড়ল : জেফএর সাথে, নিজের সাথে রসেলএর সম্পর্কের কথা। মনে পড়ল : অবিরাম স্পন্দমান স্রোতের কথা, যে-স্রোত সৃষ্টি ক'রে চলেছে মানবজাতিকে, আর সেই মানবজাতি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সফলতা লাভ করছে··· শ্রান্তির মধ্যেও অনুভব করছে উৎফুল্লতা···

'কি ভাবছো, বলনা গো!' রসেল স্বামীকে জিজ্ঞেস করে। গিডিয়নের গলা জড়িয়ে ধরে আছে মেয়ে জেনি। মার্কাস শুয়ে আছে আগুনের সামনে। রসেল মেয়েকে বলল : 'শুয়ে পড়লি জেনি!'

গিডিয়ন মেয়েকে জিজ্ঞেস করল : 'সোনা আমার, কি চাই বলতো?'

'শেয়ালমামা—'

'শেয়ালমামার গল্প তো সব বলেছি রে, যা জানি সব বলেছি।' বাপ বলল। মেয়ে জানতে চাইল : 'কেন শেয়ালমামার কোন দরকার নেই কচ্ছপ ভাইয়ের সঙ্গে।' 'শেয়ালমামা ভয়ানক চালাক কিনা, পাইন বনের সবচেয়ে চালাক হলো সে। সে পরোয়াই করে না কচ্ছপ ভাইকে। কচ্ছপ ভাইয়ের আবার খোলাটা এত মোটা যে কেউ কোনদিন তাকে চালাক বলে না—' মাঝে মাঝে গল্পের দিকে কান থাকে বটে, কিন্তু রসেল লক্ষ্য করছে গিডিয়নকে। মার্কাসও কিছু কিছু শুনছে। সে জানে পুরোনো গল্প এমনিই, খুব বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। তবু কতগুলো ধরা বাঁধা নিশ্চিত গুণ থাকে বলে সেগুলো চিরকালই ভালো। দরজায় কে যেন টোকা দিল। রসেল গিয়ে খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল জেমস এল্যেনবি। যতক্ষণ গিডিয়ন গল্প বলল, একটি কথাও না বলে চুপ ক'রে রইল বৃদ্ধ। এ রকম গল্প খুশী মত বড় ছোট করা যায়। বাপ তাই মেয়ের ঘুমিয়ে পড়ার উপযোগী ক'রে গল্পটাকে ছোট ক'রে

শেষ ক'রে ফেলল। শুইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঘুমন্ত মেয়েটা দু'হাতে জড়িয়ে থাকে বাপের গলা, ছাড়তে চায় না। মার্কাস আগুনের পাশে তন্দ্রাবিষ্ট। আর রসেলকে কি রকম সুন্দর দেখাচ্ছে···। এল্যোনবি বলল: 'কলাম্বিয়ার ব্যাপারটাতো একবার ভাবা দরকার, গিডিয়ন।'

'হুঁ, তা তো দরকার।'

'এখন কি করা, ভেবেছ না কি কিছু?'

'একবার চার্লসটনে গিয়ে দেখি।'

'চার্লসটনেও যে কিছু সুবিধে হবে মনে তো হয় না।'

'না হ'লে রয়েছে বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেল্‌ফিয়া—'

'মা-গো—একেবারে পৃথিবীর পরপারে—' রসেল ভাবে। এল্যোনবি চিন্তা ক'রে বলে: 'জমি তো কিনবেই ঠিক করেছ, তাই না, গিডিয়ন?'

'চেষ্টা ক'রে দেখব।'

'আমার মনে হয়, জমি ঠিকই কেনা হবে, গিডিয়ন। এক রাত্তির আমার বাড়ীতে ছিলে, মনে পড়ে? তখনই আমি দেখে শুনে বুঝেছি—নিজের কাজে তুমি সফলতা লাভ করবেই। তবে হ্যাঁ, কিছু করতে হবে বলেই যেন সব সময় কিছু কোরে বসো না। আর জানো তো, ব্যবহার না করলে ক্ষমতার কোন দামই থাকে না।···কিন্তু বাড়ীতেও আসা যাওয়া রেখো।'

'কিন্তু কথাটি পরিষ্কার হলো না এল্যোনবি।'

এল্যোনবির ঠোঁটে মৃদু হাসি: 'দেখ গিডিয়ন, আমার অনেক বয়েস হয়েছে—হয়তো আমি একটু বেশী কথা বলি। উত্তরে ইয়াংকীদের মধ্যে যাবে যখন মনে রাখবে একটা কথা, ওরা আমরা এক মাটির মানুষ নই। ওদেরই কেউ কেউ কালো মানুষকে ঘেন্না করে—হ্যাঁ, যে-কোন দক্ষিণী সাদা মানুষের চেয়েও বেশী ঘেন্না করে। আর তাদেরই বিরুদ্ধ আমরা, আমরা যারা কালো চামড়ার কিম্ভুতকিমাকার জীব সব। দক্ষিণী মানুষ

যদি আমাদের ঘেন্নাও করে, তবু আমরা তাদের বিরুদ্ধে নই। এই পাইন বন, এই তুলো ক্ষেত, এই তামাক ক্ষেত, এসব যেমন এ দেশের অংশ তেমনি অংশ দক্ষিণী সব মানুষেরা। অবশ্য কিছু কিছু ইয়াংকীও তুমি পাবে যারা নিজেদের মানুষ বলতে যা বোঝায় একেবারে সত্যিকারের সেই মানুষ। শুধু তারাই তোমার সঙ্গে বসে খাবে, হাতে হাত মেলাবে। তোমার গায়ের রং কালো বলে কিচ্ছু এসে যাবে না। তাদের বিশ্বাস কোরো গিডিয়ন, মর্যাদা দিও। দু' পুরুষ ধরে তারাই লড়েছে আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের নীতিতে। তাদের নামে নানা কুৎসা কানে আসবে তোমার,—সেগুলোর দাম দিও না কখনো।'

গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানায়। ঝুঁকে পড়ে গিডিয়নএর হাঁটুর ওপর হাত রেখে বুড়ো বলে: 'দেখ, মিলে গেলে গর্বে আত্মহারা হয়ো না। দেওয়া নেওয়ার লোক সব সময়ই থাকে, তা নইলে তো মানুষে আর বর্বরে কোন তফাৎই থাকতো না। ভালো কথা, অনেক বড়ো বড়ো কাজ নিয়ে যাচ্ছ, খুব ব্যস্ত থাকবে নিশ্চয়ই। তবু একটা কাজ ক'রো—কিছু বই যদি আনতে পার গিডিয়ন, আর কিছু কাগজ, স্লেট, চক্—এ সবের বড় প্রয়োজন আমাদের এখানে।'

'আচ্ছা, মনে রাখব নিশ্চয়ই।' গিডিয়ন বলে।

গিডিয়নএর পড়াশোনা এগিয়ে চলেছে। কলাম্বিয়ায় ব্লাকস্টোনের লেখা 'ইংলণ্ডীয় আইনের ভাষ্য' বইখানার একটা কপি তার হাতে এসেছে। বইখানা বহু পুরোনো, জীর্ণ। ষাট সেণ্টে গিডিয়ন সেখানা কিনে এনেছে। পেইনের 'মানুষের অধিকার'এর দোমড়ান মোচড়ান একখানা কপি পাঠিয়ে দিয়েছে এণ্ডারসন ক্লে। বইখানা শত অস্পষ্টতা সত্ত্বেও, গিডিয়নের জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকা সত্ত্বেও, একটা

নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় হয়ে আছে তার কাছে। এমন এক বিস্ময়ের আধার হ'য়ে আছে, যা কোনদিন শুকোবে না। এলেন পোর কতগুলো কবিতা ছিল এল্যোনবির কাছে। সেগুলো সে গিডিয়নকে দিয়েছে। কিন্তু সে-কবিতা পড়তে গিয়ে গিডিয়ন দিক্‌বিদিক্‌ হারিয়ে ফেলে হতভম্ব হয়ে যায়। 'বাঁচিয়া নাহিকো কেউ,' লেখা আছে তাতে। কিন্তু এমারসন পড়ে সে তৃপ্তি পায়। এল্যোনবি বলেছে : 'কোনদিন যদি এই মানুষটির দেখা পেতে গিডিয়ন—'

শরতের শুরু। গিডিয়ন ফিরে এসেছে চার্লসটনে ; ফিরে এসেছে আবার কার্টারদের কাছে। পরমানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়েছে কার্টার দম্পতি। তারপর গিয়েছে কারডোজোর বাড়ী। কেমন এক নতুন হাসি হেসে হাতে হাত মিলিয়েছে কারডোজো। 'তা হলে ফিরে এলে, গিডিয়ন ?'

'হ্যাঁ, এলাম।'

'একটু যেন বয়সে বেড়েছ ; জ্ঞানও বেড়েছে !'

'দু'টোই কিছু কিছু বটে।' মৃদু হেসে গিডিয়ন বলে। কারডোজোর বৈঠকখানা। হাঁটুর ওপরে হাত রেখে কাঠের মত শক্ত হ'য়ে বসেছে গিডিয়ন। এক গ্লাস পানীয় আর গোটা কয়েক সুস্বাদু পিঠে সে ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়েছে। ঘরখানা যেন আগের চেয়ে ছোট মনে হয়। কারডোজোও যেন আগের চেয়ে ছোট হ'য়ে গেছে। ধীরে ধীরে সতর্ক হ'য়ে কথা বলে গিডিয়ন। নানা কথার পরে গিডিয়ন যখন কলাম্বিয়ার ব্যাঙ্কারের ঘটনায় এল তখন কারডোজো মুখ খুলল : 'আশ্চর্য হয়েছিলে গিডিয়ন ?'

'না, খুব বেশী আশ্চর্য হইনি। কতকটা আন্দাজ করেছিলাম ঐ রকমই কিছু একটা ঘটবে ব'লে।

'এখানেও ঐ একই অবস্থা ঘটবে দেখো। জান গিডিয়ন, তার মত

অবস্থায় রোবিনস যে খুব একটা অন্যায় করেছে তা নয়। তুমিই বা কী নিয়ে গিয়েছিলে? গোটা কয়েক নগদ টাকা, তোমার মুখের কথা, আর কয়েক ঘর কপর্দকহীন নিগার আর গরীব সাদা লোকের অনির্দিষ্ট সমর্থন, আর নেহাৎ অনিশ্চিত স্বপ্নের মত একটা ভবিষ্যতের কল্পনা— এই তো তোমার সম্বল।'

'সব ভবিষ্যতই তো স্বপ্ন—' ধীর-কণ্ঠে বলে গিডিয়ন।

'হুঁ, কমবেশী তাই, স্বীকার করি। কিন্তু দেখছো না কি যে এই জমির সমস্যা রয়েছে সারাটা দক্ষিণের প্রত্যেকটি জায়গায়, দেখছো না কি যে এইটাই হোল একক বৃহত্তম সমস্যা, যার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ! এর সমাধান কি ক'রে হবে বলো? এইতো, গেল মার্চের আগের মার্চে থেডিয়াস ষ্টিভেনস 'জমি বিলির বিল' আনলেন কংগ্রেসে। প্রস্তাবটা কি ছিল? প্রস্তাব ছিল, বিদ্রোহী জমিদারদের বড় বড় জমিদারীগুলো দখল ক'রে নিয়ে ভেঙ্গে প্রত্যেকটি মুক্ত লোককে চল্লিশ একর ক'রে জমি আর ঘর-দোর তৈরির জন্য পঞ্চাশটা ক'রে ডলার দিতে হবে। দাঁড়াও, শুনিয়ে দিচ্ছি ষ্টিভেনস্ নিজে কি বলেছেন এর ওপর—'। কারডোজো গিয়ে তার ডেস্ক থেকে এলোমেলো একতাল কাগজপত্র নিয়ে এসে পড়তে শুরু করল:

'এই পরিকল্পনার ফলে নিঃসন্দেহে দক্ষিণের হালচাল এবং ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের ভাবধারা ও চিন্তাকে বৈপ্লবিক করা। যাহারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব, তাহারা হয়তো আতংকিত হইবে, হয়তো আঁৎকাইয়া উঠিবে। রাজনৈতিক এবং নৈতিক জগতে সকল বৃহৎ উন্নতির সময়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। জনগণের সরকার নয়, দক্ষিণ দেশ সর্বসময়েই স্বেচ্ছাচারের রঙ্গভূমি হইয়া রহিয়াছে। যেখানে মাত্র কয়েক হাজার লোক সম্পূর্ণ জমিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে সেখানে সকলের প্রকৃত সমানাধিকার

থাকিতে পারে ইহা বস্তুতঃ অসম্ভব। যেখানে রহিয়াছে নবাব ও ক্রীতদাসের পাঁচ-মিশালী সম্প্রদায়, বিশ হাজার একর খাস-খামার ও প্রাসাদোপম অট্টালিকার অধিপতি আর জীর্ণ কুটীরের অধিবাসীরা, সেখানে কি প্রকারে প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা, অবৈতনিক বিদ্যালয়, সর্বসাধারণের ধর্ম-মন্দির এবং স্বাধীন সামাজিক মেলামেশা থাকিতে পারে?'

এবার কারডোজো গিডিয়নএর দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ঠিক আছে, হ্যাঁ, এইতো চাই! ষ্টিভেনস যেমন বলেছেন আমরাও ঠিক সেইভাবে আমাদের অধিবেশন আর নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি ক'রে এক প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছি। কেননা যদি আমাদের চমৎকার প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিই সুদৃঢ় না হয়, তা হ'লে কি মূল্য আছে তার? আর সেই ভিত্তিমূলে ভূমিহীন ক্রীতদাস আর চাকর থাকবে না, থাকবে—স্বাধীন কৃষক, যারা নিজেরাই হবে জমির মালিক।'

'তা হ'লে তুমি কি করতে চাইছ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করে: 'আমার তো একটা পরিকল্পনা আছে, অন্ততঃ কিছু লোকের জন্য। পরিকল্পনাটা বাস্তব আর কার্যকরী করাও বোধহয় সম্ভব।'

'আর আমার পরিকল্পনা হলো এই এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের জন্য।' কারডোজো চেয়ারে হেলান দিয়ে, দু হাত পেছনে ঝুলিয়ে বসেছে। মৃদু হাসি তার মুখে। 'গেল মাসে থেডিয়াস ষ্টিভেনস্ যখন মারা গেলেন, আমরা সেদিন সত্যি সত্যিই এক মহান সৈনিক ও এক বন্ধুকে হারালাম। পথদ্রষ্টা তিনি—। তিনি বলেছেন: বুঝতে দাও জনগণকে, ভোটের অধিকার দাও তাদের, শিক্ষা দাও, সৎলোক প্রতিনিধিত্ব করুক তাদের, আর আইন সভায় ও কংগ্রেসে লড়াই কর সর্বসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে জমি ভাগ ক'রে দেবার জন্য।'

'আর ততদিন বসে বসে সবাই কষ্ট পাক!' গিডিয়ন মন্তব্য করে।

'ততদিন কষ্ট হবে ঠিকই। যতদূর পারি কষ্ট দূর তো আমরা করবই।

তবে চারদিকের যে অবস্থা তাতে আর বেশী কিছু করা সম্ভবও হবে না।'

'তবু জমি আমি কিনতে চাই।' গিডিয়ন বলে: 'এখানে যদি টাকা না পাই তো বোস্টনে পাবো, নয়তো, নিউইয়র্কে।'

বাঁকা হ'য়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে কারডোজো একটুক্ষণ গিডিয়নএর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার সোজা হ'য়ে বসে বলল: 'এসো তবে একটা কাজ করা যাক, গিডিয়ন। আইজাক ওয়েণ্ট আছে বোস্টনে। ব্যাঙ্কার সে, লোকটা দাসপ্রথা বিরোধী। আমার পরিচিত। খুব বেশী সুদ নেয় না সে। তার কাছে একখানা চিঠি লিখে দেবো তোমার সঙ্গে। মনে হয় সে-চিঠিতে কাজ হবে। আর একখানা চিঠি দেবো ফ্রেডরিক ডগলাসএর কাছে। যদি কোথাও কিছু না হয় তো সেই চিঠি দেখে ডগলাস তোমায় সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু এর পরিবর্তে আমি একটি জিনিস চাই। তুমি আমাকে কথা দেবে যে আসছে নির্বাচনে তুমি আইন সভায় দাঁড়াবে।'

'উত্তরটা কাল দেব কারডোজো—' গিডিয়ন বলে।

'বেশ। কাল তে মার নিমন্ত্রণ রইল এখানে।'

পরদিন গিডিয়ন দেখা করল চার্লসটনএর দুজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে। একজন হলো কর্ণেল ফেনটন। হমসএর বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিডিয়ন তাকে দেখেছিল। ফিরে এসে দেখা হতেই কারডোজো প্রশ্ন করল: 'কি হলো?' গিডিয়ন আগেই এ-প্রশ্ন আন্দাজ করেছিল।

'তুমি কি ভেবেছিলে?' মৃদু হেসে গিডিয়ন বলে।

'নিগারের খুশীর সুনামটা অন্তত বজায় রাখো। সুখে দুঃখে তারা তো সমান খুশী।'

'তাই করছি। অখুশী হইনি।'

'আর আইন সভা?'

'কেউ যদি আমাকে চায় তো যাবো। ভাববো না বছর কয়েক আগে কি ছিলাম। আইন তৈরি নিয়ে যেটুকু পড়াশোনা আমি করেছি, তাতে খুব একটা খারাপ কিছু আমি করতে পারি না।'

'বাঃ বেশ, বড় আনন্দিত হলাম!' কারডোজো বলে।

'কিন্তু আমি হইনি—দেখছো তো, এখনো আমার কথাবার্তা জলা-অঞ্চলের নিগারের মত। পারি যদি তো খুব শীগগিরই উত্তরে যাব। কাল যাওয়া যাবে কি?'

'তা পারবে—'

রাত্রির অন্ধকারে যে রেলগাড়ী গিডিয়নকে বহন ক'রে এনেছে ওয়াশিংটন থেকে উত্তরে, ভীষণ গর্জনে সে এসে ঢুকল এক নতুন জগতে। আজ পর্যন্ত, তার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবই ঝঞ্ঝা আর বিস্ফোরণপূর্ণ। সে সবই ছিল তার চেনা পৃথিবী। দক্ষিণদেশ, যে-দেশ তাকে ধারণ করেছে, জন্ম দিয়েছে, আহার জুগিয়েছে, বেত মেরেছে, সে-দেশের তার সবই চেনা। চিরচেনা তার সবকিছু··· সেখানকার ক্ষয়ক্ষতি, অন্ধ-অজ্ঞতা বিফল-বিক্ষত জীবন···সব সে জানে। সেখানে বেতনভোগী দরিদ্র সাদা মানুষ আর কৃষ্ণ ক্রীত-দাসের শ্রমের পলিমাটির উপর বিরাজ করে বিশাল জমিদারী মহল। তা সত্ত্বেও দক্ষিণের যেখানেই সে গিয়েছে সেখানেই তার মনে হয়েছে আপনার, মনে হয়েছে সবকিছু সহনীয়, আপন-সত্ত্বার সঙ্গে বিজড়িত। কিন্তু এই নতুন পৃথিবীতে মেলে না তার কণামাত্রও। দানবীয় শ্বেত-মহল আর মাটির পথের শহর এই ওয়াশিংটন, তার সারা জীবনে দেখা কোন কিছুর সঙ্গেই এর মিল নেই। রেল কামরার মধ্যে বসে আছে সে, চারপাশে সাদা মানুষ—খবরের কাগজ পড়ছে, একজন অপরের সঙ্গে কথা বলছে, একটু রাগ কিম্বা একবার

ভ্রূক্ষেপও করছে না যে তাদেরই পাশে বসে চলেছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। শরৎ-এর শুরু, চারদিকে হিমের ছোঁয়া। বৃষ্টি যখন নামে, ফোটাগুলো যেন বেঁধে বেত্রাঘাতের মত। এখানের মানুষেরা কথা বলে তাড়াতাড়ি কাটা কাটা ব্যস্ত কণ্ঠে :

'গ্র্যাণ্ট তো সেনাপতি, তাকে দিয়ে কি আর রাজনীতি চলে ?' 'কেন মশাই, সেনাপতি প্রেসিডেণ্ট হ'লে দোষটা কি ?' 'উঁহুঁ তা হয় না, তাতে কাজ হয় না।' 'তা তো হবেই না, জন্‌সন্ আরও একবার গদি আঁকড়ে থাকুক এইতো চান আপনি ?' 'থামুন, থামুন, আপনাকে আর শেখাতে হবে না কি-চাই না-চাই।' 'তা তো মনে হয় না মশাই—।' 'গম—গমের দর তো বাষট্টি উঠলো।' 'ও মশাই, ওটা কি আপনার হেরাল্ড পত্রিকা নাকি : দেখতে পারি একবার ?' 'দুই ছেলে আমার চিকাগোতে আছে—আছে ওরা ভালোই—'

এমনি ধারা আলাপ শুনতে শুনতে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে গিডিয়ন। হাতে একটা মিটমিটে লণ্ঠন, তা থেকে কেরোসিন-পোড়া গন্ধ বের হচ্ছে —টিকিট চেকার ঢুকল কামরায়। গিডিয়নএর তন্দ্রা গেল কেটে। বেঞ্চিটা শক্ত, মোটেই আরামের নয়। গাড়ীটাও কয়েক মাইল পর পর থামছে, হঠাৎ ধাক্কা লাগছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। তারই পাশে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, জনৈকা শ্বেতাঙ্গ মহিলা আর ছোট্ট একটি মেয়ে বসেছিল, তারা নেমে গেছে মাঝের কোন্ ষ্টেশনে…। পরদিন দেখা দিল অগোছালো কুৎসিৎ শহর নিউ আর্ক। এবং শেষকালে জার্সি সিটি পেরিয়ে নদীর ওপারে দেখা দিল নিউ ইয়র্ক। ফেরিতে উঠে রেলিং ধরে গিডিয়ন তাকিয়ে দেখছে : নদীর জলে নৌকাগুলোকে যেন দেখাচ্ছে পুকুরের জলে ভাসা ছোট ছোট কাঠির মত। পেছনে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ষ্টিমার চলেছে। সাদা আকাশের গায়ে সেই কালো ধোঁয়াকে দেখায় যেন সাদা কাগজের বুকে কাঠ-কয়লার কালির

দাগের মত। পাল উড়িয়ে ভেসে চলেছে নানা আকারের ছোট বড় জাহাজ। ক্ষিপ্রবেগে চলেছে ছোট ছোট লঞ্চ, কী লম্বা বজরার ঐ কাছিটা, আর ঐতো ওপারে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ঘরবাড়ীর ভীড়। যেন এই থেকেই একমুঠো নিয়ে চার্লস্‌টন তৈরি হয়েছে। আর এক মুঠো দিয়ে তৈরি হয়েছে কলাম্বিয়া শহর। কলাম্বিয়া অপ্সরী নগরী নয়, কলাম্বিয়া যেন স্নেহ-দরদ মাখা মহিমাময়ী মায়ের মত। হুইটম্যানএর কথা মনে হয়: অগনিত মানুষের রক্তমাংসে গড়া নগরী তুমি।

দেখে দেখে গিডিয়নএর মনে পড়ল সেই মন্থর, বিমর্ষ ইয়াংকী পল্টনের কথা, যারা জোর ক'রে প্রবেশ করেছিল দক্ষিণে। হাজারবার যারা নিজেরা ছিন্ন ভিন্ন হয়েও, প্রতিবারই অপটু অদক্ষের মত বহু কষ্টে সকলে মিলেছিল, লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই আয়ত্ব করেছিল লড়াইয়ের কৌশল; অবশেষে সমগ্র দক্ষিণ তোলপাড় ক'রে দিয়ে যারা বাজিয়েছিল মুক্তির বিষাণ। এখানে সেই মানুষ, সেই ক্ষুদ্রকায় লোকগুলোই ভীড় করেছে—পথে আর ফেরিতে। তারাই ত্বরিত গতিতে ছুটে চলেছে আপন কাজের ব্যস্ততায়। তারাই তালগোল পাকাচ্ছে, ভীড় ক'রে আছে চারদিকে। তারাই চিৎকার করছে আর হড়বড় ক'রে কথা বলছে। জেটিতে জেটিতে স্তূপাকার মাল, ময়লা রাস্তা, ঠেলাগাড়ী, মানুষটানা গাড়ী, ওয়াগন, ভ্যান ঠেলাঠেলি ক'রে একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। লাল ইঁটের বাড়ীর ওপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, কানে আসে নানান্ স্বরের হড়বড়ে ব্যস্ত কথা···এখানেই মিলেছে নানা জাত—কেউই একবার ভ্রূক্ষেপও করছে না যে তাদেরই মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। পরবর্তী গাড়ীর জন্য গিডিয়নকে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে এখনও। নদীর পার ছেড়ে সে হেঁটে চলল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কোনমতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য বাসা বাড়ী। গিডিয়ন তারই মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। আজ আবার ফোস্কাপড়া

গরম পড়েছে। গতকাল ছিল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। শহরের পক্ষে এই রকম আবহাওয়াই ভাল। চতুর্দিক থেকে নানারকম শব্দের তর্জন গর্জন শোনা যায়; রাস্তায় মুরগী আর আবর্জনা; চারদিকে যেন কেমন একটা নৈরাশ্য। তবুও নিঃসন্দেহে এই শহর হ'তে চলেছে পৃথিবীর এক সেরা শহর। খানিক বৃষ্টি হ'য়ে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। রাস্তার যেখানটা বাঁধান ছিল, ছিল জল-কাদাহীন, বৃষ্টির পরে সেখানটা জলকাদায় ভরতি আর ময়লার স্তূপে পরিণত হলো। জলপাই রংয়ের কয়েকটি ছেলেমেয়ে নর্দমার জলে কাঠের টুকরো ভাসিয়ে খেলা করছে। কয়েকটি ছেলে রাস্তার ধারে খবরের কাগজ বিক্রি করছে, দৌড়চ্ছে আর গলা ফাটানো হাঁক ছাড়ছে। মনে মনে গিডিয়ন হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে: এ কি সেই শহর যেখানে উন্মত্ত জনতা একশো নিগ্রোকে খুন করেছিল! এ কি সেই শহর, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক হরতাল করেছে, আপন আপন অর্থ উজার ক'রে ঢেলে দিয়েছে পল্টনী পোষাক আর বন্দুক কিনতে। অথচ তারা জানত না, লড়াই কি, মৃত্যু কি, খুন কি—শত শত মাইল মার্চ ক'রে তারা গিয়েছিল দক্ষিণে যাতে কালো মানুষ দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে! এ কি সেই শহর যে বছরের পর বছর একটার পর একটা রেজিমেণ্ট দিয়েছে লড়াই করবার জন্য! অথচ আবার এখানেই ঘটেছে সাংঘাতিকতম দাঙ্গা, যুদ্ধ-বিরোধী অত বড় দাঙ্গা, সারা দেশের ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না! দেখে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল গিডিয়ন…

বোস্টন এক অতি সাধারণ শহর। আইজাক ওয়েণ্ট বাস করে নিরিবিলি বে স্ট্রীটে। পথটা যেন অবিকল চার্লস্‌টনএর রাস্তার মত…পথের দু' ধারে সবুজ গাছের ছায়া পড়েছে। ঘরবাড়ী পুরোনো, আর পুরোনো বলেই মারমুখো নয়। তকতকে সাদা রংয়ে ঢাকা হ'লেও দরজা জানালার কাঠে ঘুন ধরেছে, কোথাও কোথাও ফেটে গেছে।

দরজার কড়ায় নাড়া দিতেই রুক্ষ চেহারার এক পরিচারিকা এসে নম্র সুরে প্রশ্ন করল, কাকে তার চাই? গিডিয়ন বলল, আইজাক ওয়েণ্টকে। 'ভেতরে আসুন না আপনি--' মেয়েটি বলল। তার চোখ দু'টো নীল, চুলগুলো সোনালী, গলার স্বরে কেমন একটা আকর্ষণ রয়েছে।

টুপি হাতে গিডিয়ন ভেতরে ঢুকল। দরজা পেরুলেই ছোট দেউড়ি, সামনা সামনি দু'খানা মেহগিনী কাঠের আয়না, চারখানা মেহগিনীর চেয়ার আর ছোট দু'টো কালো টেবিল, তাতে চীনা কায়দায় বার্নিশ করা। মেয়েটি এসে আখরোট কাঠের দরজা খুলে দিল, সামনেই পড়ল চমৎকার একটা পুরোনো সিঁড়ি। সিঁড়িটা গাড়ী-বারান্দা আর খাবার ঘরের মাঝখান দিয়ে উঠেছে। দক্ষিণদেশের প্রকাণ্ড ঘর আর উঁচু ছাদের তুলনায় এখানকার ছাদ নীচু কিন্তু কামরাগুলো বড় বড়। গিডিয়ন দেখল এখানেও ষ্টিফেন হমস্এর বাড়ীর মত সম্পদের নিদর্শন চারদিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা তফাৎ রয়েছে। এখানে অচেনা অজানা হলেও তার সম্ভ্রম আছে। পরিচারিকা মেয়েটি বললে:

'বসবেন না? আমি মিঃ ওয়েণ্টকে খবর দিচ্ছি—আপনার নাম যেন কি বললেন?'

'গিডিয়ন জ্যাকসন।'

'গিডিয়ন জ্যাকসন—না?'

'হ্যাঁ, ফ্রান্সিস্ কারডোজোর কাছ থেকে একখানা চিঠি আছে।'

'আচ্ছা একটু বসুন।' মেয়েটির ব্যবহার নম্র হ'লেও নিষ্প্রাণ। সে ধরে নিয়েছে অন্য সকলের মত এই লোকটিও মান-সম্ভ্রমের অধিকারী। গিডিয়ন যাতে স্বাভাবিক পরিবেশ অনুভব করতে পারে তার ব্যবস্থার জন্য মেয়েটির তরফ থেকে কোন চেষ্টাই নেই। কিন্তু গিডিয়নের অনেক স্বাভাবিক পরিবেশ মনে হয়। ইতিপূর্বে কোন সাদা মানুষের বাড়ীতেই

এত স্বাভাবিক পরিবেশ সে পায়নি। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে গিডিয়ন দেখল ফায়ার প্লেসের পাশে বড় বড় দু'খানা আরাম কেদারা রয়েছে। বিপরীত দেয়ালে পিঠ-ঠেকান আরাম কেদারাটার দিকে এক পা এগুল সে। এটা তার ভাল লেগেছে। প্রশস্ত কেদারাটায় বসে আনন্দিত হ'লে গিডিয়ন। কিন্তু পায়ের শব্দ কানে আসতেই উঠে দাঁড়াল। বিকেল পাঁচটা এখন। এ সময় সাক্ষাৎ করতে আসাটা উচিৎ হোল কিনা গিডিয়ন ঠিক বুঝতে পারল না। আইজাক ওয়েণ্ট ঘরে ঢুকতেই গিডিয়ন টান হ'য়ে কেমন একটা বিশ্রী ভাবে দাঁড়াল।

ওয়েণ্ট লোকটি ক্ষুদ্রকায়। গিডিয়নের পাশে দাঁড়ালে তার টাক মাথার শীর্ষদেশ গিডিয়নএর দড়ির মত গলাবন্ধটার কাছাকাছি পৌঁছোল। ওয়েণ্টএর মুখখানা সরু, তীক্ষ্ণ চিবুক, ছোট্ট একটু বাদামী গোঁফ। পরনে কালো কোট, পায়ে রেশমী চটি, গলায় শক্ত সাদা কলারের ওপর কালো গলাবন্ধ। ওয়েণ্ট পা ফেলছে পাখীর মত থপ্ থপ্ ক'রে, কেমন যেন দিশেহারা সে। গিডিয়নএর দিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে বলে :

'তোমার নাম ? জ্যাকসন ? গিডিয়ন জ্যাকসন ? মেয়েটি বলছিল কার একখানা চিঠি নিয়ে এসেছ, নামটা আর মনে রাখতে পারেনি সে। ঘাড়ের ওপর যে তার একটা মস্তক আছে সেটা যে কি ক'রে মনে রাখে তাই বুঝি না—।'

'চিঠি দিয়েছে ফ্রান্সিস্ কারডোজো।' গিডিয়ন বলে।

'কারডোজো ? ও—, তুমি তা হলে দক্ষিণ থেকে আসছ ?'

'দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে।' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'বেশ, তা কারডোজো করছে কি আজকাল ? হোমরা চোমরা রাজনীতিজ্ঞ হ'য়ে পড়েছে নাকি ? কই, চিঠি দেখি ?'

গিডিয়ন চিঠিখানা বাড়িয়ে দিল। খাম ছিঁড়ে ত্রস্তে পড়ে নিয়ে আবার

সে গিডিয়নএর দিকে তাকাল। 'কারডোজো তো বহু আশা রাখে দেখছি তোমার সম্বন্ধে। তা বসছ না কেন? পানীয় কিছু আনবো?' পাশের একটা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে সে ঘাড় নাড়ল। ইতিমধ্যে একটা মদ্যপানের পাত্র আর দু'টো গ্লাস সে নিয়ে এল। গিডিয়ন বসে পড়েছে। 'এটা শেরি মদ। তোমার শেরি পছন্দ হয় তো?'

গিডিয়ন ঘাড় নাড়ল।

'হুঁ! খাবে না! জানতাম প্রায় সব কালো মানুষই কখনও মদে আপত্তি করে না। কিন্তু এই শেরি—এ জিনিসের স্বাদ বিশেষ পায়নি তারা। সত্যি, এর স্বাদের কোন জুড়ি নেই। আগে আমি হুইস্কি খেতাম, এখন শেরি। তবু হুইস্কি আমার এখনও পছন্দ। তবে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তোমার চুরুট চলবে তো?'

গিডিয়ন মাথা নাড়ল।

'বেশ। তা আমি খেলে কিছু মনে করবে না তো? মনে করলেও আমি বাপু মানবো না। স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, এসব খেতাম খাবার পরে।' ওয়েণ্ট একটা দীর্ঘ কালো চুরুট ধরাল। তারপর আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে লাগল। চিঠির উল্লেখ ক'রে বলল: 'লিখেছে যে তুমি অধিবেশনে বসেছিলে। তাহ'লে তো সব বলতে হবে আমাকে। কাগজের রিপোর্ট থেকে মাথা মুণ্ডু কিছু হদিশ করতে পারিনি। আগে তোমাদের জমির পরিকল্পনাটা কি করেছ বল দেখিনি?—না, থাক, খেতে খেতে হবে। আমি চাই ডাঃ এমেরিও শুনুক, এখনই আসবে সে। এমেরি আবার এত বোকা যে কিছু ঠিক না করতে পেরে মাঝামাঝি ঝুলছে। তা, বল দেখিনি অধিবেশনের কথা—'

গিডিয়ন একে একে সব বলল। এই ক্ষুদ্র মানুষটির সামনে গিডিয়নএর কোন রকম সঙ্কোচ নেই, নেই কোন প্রতিবন্ধক! ওয়েণ্ট কখনও আঘাত করল, তর্ক করল, যুক্তি দেখাল, মতানৈক্য

প্রকাশ করল; কখনও বা ক্ষেপে গিয়ে মারমুখো হলো—কিন্তু সর্বক্ষণই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের মত তার ব্যবহার। এখানে গিডিয়ন আর কালো মানুষ নয়। কালো মানুষের কিংবা সাদা মানুষের সঙ্গে যখনই সে বসেছে, আজকের মত কোনদিন কোথাও নিজের গায়ের রং সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ বিস্মরণ তার জীবনে হয়নি। জীবনে আজই প্রথম সে এমন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে যে যে-মানুষ গভীর মনোবিজ্ঞানী-জ্ঞান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সকল বর্ণের ও জাতির সমানাধিকারে স্থির বিশ্বাসী হয়েছে; নিশ্চয়ই এমন মানুষের এই শিক্ষা শুরু হয়েছিল তার শৈশব থেকেই। ওয়েণ্টের কাছে গিডিয়ন একজন মানুষ; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাধারণ আমেরিকানের মত এ ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতে পারে না। ....অধিবেশনে জমির প্রস্তাবের ওপর যে বাক্-বিতণ্ডা জমে উঠেছিল সেকথা শুনে ক্ষেপে উঠল সে গিডিয়নএর ওপর :

'একেবারে বোকা তোমরা—তোমরা সবাই! ষ্টিভেন তো তখনও বেঁচে ছিল—তার পরামর্শ নিয়েছিলে তোমরা? ওয়াশিংটনএর সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিলে তোমরা! না, তা করোনি, শুধু নিজেরা নতুন ক'রে সভ্যতা গড়তে লেগে গিয়েছিলে! আর ঐ কারডোজোটা! যত সব সংকীর্ণ বিজ্ঞ নপুংসক জুটেছিলে এক জায়গায়! তোমরা এক ঐতিহাসিক সুযোগ হারিয়েছ! জমিদারী প্রথাটা তখুনি সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করতে পারতে—কিন্তু তোমরা করলে না—'

সমকক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার মত ওয়েণ্ট গিডিয়নকে নিয়ে পড়ল। সাদার তারতম্য নেই, নেই সৌজন্য, নেই কোন সঙ্কোচ। কেন সে এসব এমনভাবে বলেছে পরে তার খানিকটা আঁচ দিল ওয়েণ্ট: 'দেখ জ্যাকসন, দাসত্ব-বিরোধী দলের আমি। হয়তো তাদের কারুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি নই। আমি তো প্রায় বসেই

ছিলাম যখন আর সবাই লড়ছিল এবং লড়ে মরছিল। তবে কিছু কাজ আমিও করেছি—আমার অর্থ সম্পদ বহু কাজে লেগেছে। ওসাওয়াটোমি ব্রাউন ঠিক তোমার ঐ জায়গায়ই এসে বসতো... অস্ত্র, বন্দুক, লোকের প্রয়োজন তখন। গোটা দক্ষিণকে দাসত্বমুক্ত করবার জন্য গৌরবময় অভিযানে আমি তাকে অর্থ দিয়েছি, দিয়েছি বন্দুক। মনে হয় যেন হাজার বছর আগেকার কথা সব ..। বিষাক্ত ব্যাধি এই দাসত্ব যাতে বিদূরিত হয় তাই নিয়ে লোকে কত কথাই না বলত। তখন চার চারটি বছর ধরে নিঃশেষে রক্ত দিয়েছি আমরা। ঠিক ঐখানে বসতো বুড়ো ব্রাউন—মুখে দাড়ি, চোখদুটো যেন অগ্নিশিখা। শুনবে তার কথা? এখনও আমার হুবহু মনে আছে—'ভগবান আমাদের ছেড়ে যাননি, বুঝেছ ওয়েন্ট, আমরা যত ক্ষুদ্র নগণ্য ভীত জীব, আমরাই ছেড়েছি পরমপিতা ঈশ্বরকে। তিনিই আমাদের পিতৃ-পুরুষের দেবতা, তিনিই ঈজিপ্ট থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন ঈসরাইলের সন্তানদের।' যতদূর মনে পড়ে এই ছিল তার বাণী। ঠিক তোমার ওখানে বসতো সে, এমারসন বসতো এখানে আর আমি থাকতাম দাঁড়িয়ে। ওয়াল্ডো তাকাতো আমার দিকে, আমি তাকাতাম তার দিকে। বুঝলে জ্যাকসন, জন ব্রাউন ছিল মহাপুরুষ, কিন্তু লোকেরা তাকে ভুল বুঝল। মানুষকে সে দিতে পারত ভগবানে বিশ্বাসের ক্ষমতা; আমি কিন্তু ভগবান মানি না। আমার গর্ব আছে নাস্তিকতা নিয়ে, এমনকি ডাঃ এমেরির চেয়েও বেশী। কিন্তু এখানে বসে ব্রাউনএর কথা শুনত শুনতে, আমিও ভগবান বিশ্বাস ক'রে ফেলতাম। ভগবান যেন এসে যেত আমার মধ্যে—আমার পিতৃপুরুষদের ভগবান। আমার পিতৃপুরুষ, হায়রে—কোন্ এক ঈশ্বরের কি চমৎকার, কি সাংঘাতিক এক সৃষ্টি ছিল আমার পিতৃপুরুষদের, যারা তীর্থান্বেষী হ'য়ে এসেছে এদেশে, সঙ্গে এনেছে তাদের

ঈশ্বর। রাগ করলে জ্যাকসন? জানি না, তুমি ভগবান বিশ্বাস করো কি না। অনেক কালো মানুষ—'

'না না, রাগ করব কেন?' গিডিয়ন ধীরে ধীরে বলল।

আরও কিছুক্ষণ তারা নানা কথা কইল। আহারের পূর্বে কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করতে বলল ওয়েণ্ট। 'ওটা আমার অভ্যেস, বুড়ো হয়েছি কি না। তুমি জ্যাকসন জোয়ান মানুষ, তবু তুমিও খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নাও।' গিডিয়ন বলল যে এই বোস্টন শহরে থাকার মত কোন স্থান সে এখনও পায়নি, ওয়েণ্ট যদি কোন কালো মানুষের হোটেলের হদিশ দেয়—। 'তোমাকে যে এখানেই থাকতে হবে।' ওয়েণ্ট তার কথার মাঝেই বলল। গিডিয়ন দুর্বল আপত্তি জানাল, কিন্তু সব আপত্তি ঝেড়ে সরিয়ে দিল ওয়েণ্ট। 'ডগলাস্‌ও তো আমার বাড়ীতে থাকে, তোমারও থাকবার বেশ ভালো বন্দোবস্তই হবে।' তারপর পরিচারিকা এসে গিডিয়নকে ওপর তলায় নিয়ে গেল।

'যুদ্ধের পরে দু বছর আমরা যে অধিকার পেলাম তাতে ফল হলো এই যে আমরা জেগে উঠলাম। হতচ্ছাড়া কৃষ্ণ-আইন তৈরি করা হয়েছিল সোজাসুজি আবার আমাদের দাসত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। অমনি আবাদের মালিকরাও ভাবল ইউনিয়নের বিজয়কে তারা ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। খানিকটা তারা ঠিকই ভেবেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তা হবে না। আমরা সত্যিকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি গরীব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ, আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে। ক্ষমতা হাতে পেয়েছি, আমাদের উদ্দেশ্য এখন এই ক্ষমতাকে বাঁচিয়ে রাখা।' বলল গিডিয়ন।

খাবার টেবিলে তারা তিনজন বসেছে। ব্যাঙ্কার আইজাক ওয়েণ্ট, ডাক্তার নরম্যান এমেরি আর গিডিয়ন। ডাঃ এমেরি আস্তিক

অস্ত্রোপচারে বোস্টনের শ্রেষ্ঠতম হিসেবে স্বনামধন্য। লোকটার চেহারা লম্বা, কৃশ, চোখদুটো কালো, তাতে কালো ফিতেয় বাঁধা পাঁশনে চশমা, মুখে ছুঁচলো দাড়ি। তাকে দেখলে তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা হয়। কেমন যেন সবকিছু থেকে ছাড়া ছাড়া, নিরুৎসাহ ভাব। বৈবাহিক আর রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে তার সম্বন্ধ আছে লোয়েল, এমারসন ও লজ বংশের সঙ্গে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শানিত ছুরির মত ব্যঙ্গ-চাতুর্য নিয়ে অনর্গল আঘাত ক'রে চলেছে সে ওয়েণ্টকে। অল্পক্ষণেই গিডিয়ন বুঝল যে যদিও লোকটা ব্যঙ্গকুণ্ঠ, যদিও সে নিজের মনুষ্যত্ব-বোধ প্রকাশের সম্বন্ধে আত্মসচেতন, তবু লোকটার মানুষের জন্য সত্যি-কারের দয়ামায়া আছে। ওয়েণ্ট আর সে, এই দুই বিপরীতের মধ্যে অত্যন্ত সাবধানী অথচ হৃদ্যতাপূর্ণ একটা বন্ধন বিদ্যমান। এমেরি গিডিয়নকে প্রশ্ন করল :

'কিন্তু জ্যাক্সন, কি উপায়ে আপনি ক্ষমতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন ?'

'তিন রকম উপায়ে। প্রথম—নির্বাচন। প্রত্যেক বারে আবাদ-মালিকদের ভোটে হারাবো আমরা ; আমাদের যেখানে কুড়িটা ভোট পড়বে তারা পাবে মাত্র একটা। দ্বিতীয়—আমরা লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত করছি। দশটা বছর সময় পেলেই হয়। তার মধ্যেই আমরা সমস্ত ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারবো। এবং সেটা হবে আমাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। ক্রীতদাস লেখাপড়া শিখতে গেলে আবাদ-মালিক মহা অন্যায় ব'লে মনে করত, এমন কি নিজে নিজে শিখতে গেলেও বাধা দিত ; আর তখনই আমরা বুঝেছিলাম শিক্ষা কি জিনিস। তৃতীয়—হলো জমি ; যেমন বললাম। ওখানে আমরা সবাই চাষের কাজ করি। আমাদের ওখানে তো আর আপনাদের এখানকার মত কল-কারখানা নেই। হাতে লাঙল থাকতে খোরাকীর

ভাবনা থাকে না। জমি পেলে, জমি ভাগ ক'রে দিলে, স্বাধীন চাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, আপনাদের এখানকার মত আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারব, বড় বড় কথাও বলতে পারবো। জমি যদি একবার দখলে আসে তো আর কোনদিন ছাড়ব না।'

ওয়েণ্ট বলল: 'বেশ,- মানলাম তোমার দক্ষিণ দেশ গড়বার কাল্পনিক আদর্শ, মানলাম তোমার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার চমৎকার সব কল্পনা। হ্যাঁ, ব্রাণ্ডি চলবে না এমেরি ?'

'বলেছি তো, তোমার হৃদ্‌যন্ত্রে সইবে না। বলে বলে তো হয়রান হয়ে গেলাম বাপু।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এখনো আমার হৃদ্‌যন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, বুঝলে! হ্যাঁ, জ্যাকসন তোমার সব কথাই মানলাম, সবই তো বৈধভাবে ভবিষ্যৎ গড়বার পরিকল্পনা। কিন্তু ব্যবসা জিনিসটা আলাদা। যদি তুমি আমার কাছে দান হিসেবে টাকা চাইতে এসে থাক, তা হ'লে আগুপাছু ভেবে চিন্তে দেখবো। মনটা আমার মোটেই নরম নয়, আর আমি ভাবপ্রবণও নই, বুঝলে ?'

'হ্যাঁ, উনি তা বোঝেন।' এমেরি বলে উঠল।

'কিন্তু গিডিয়ন, তুমি এসেছ সত্যিই একটা অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা নিয়ে। কিছু টাকা জমিয়েছ তোমরা। তাই দিয়ে তোমরা এই অনিশ্চিত জমির বাজারে মাথা গলাতে চাইছ। এ হেন দুরাশা যদি করতেই হয় তো ঐ যা টাকা তোমরা তুলেছ, ওর প্রত্যেকটার পেছনে আরও অন্ততঃ পনেরটা ক'রে ডলার জুড়তে হবে, বুঝলে! তা ছাড়া, কারবারটা কাদের সঙ্গে করতে হবে তাও আমাকে দেখতে হবে তো কয়েক ঘর লোক, সেদিনও যারা ছিল কেনা-গোলাম; কয়েক ঘর গরীব সাদা লোক, কালও যারা ছিল বিদ্রোহী পল্টনে; আর খানিকটা সদিচ্ছা—এই তো তোমার মোট সম্বল। এ-হেন একটা ব্যাপারে টাকা যে কত লাগবে তারও কোনো ঠিক-ঠিকানা

নেই, তবু তুমি বলছ এই অনিশ্চিতের পেছনে টাকা খাটাতে। কথাটা কি যুক্তিযুক্ত হলো, জ্যাকসন? বল, তোমার ওপরেই বিচারের ভার দিলাম।' একটা চুরুট ধরাল সে। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে এমেরি লক্ষ্য করছে গিডিয়নকে, ঠোঁটে মৃদু হাসি। এতক্ষণে একটা প্রকাণ্ড নৈরাশ্য বোঝার মত গিডিয়নের মনটাকে ঠেসে ধরেছে। এতদূর সে এগিয়েছে, জমা ডলারও তো ইতিমধ্যেই আংশিক খরচ হ'য়ে গেছে—। এই ডলারের জন্য প্রাণ দিয়েছে তারই গাঁয়ের একটি মানুষ। একখানা রেলের টিকেটের দামই তো কতগুলো ডলার! অথচ এ পর্যন্ত কতটুকু সে এগিয়েছে—কতদূর সে এগুতে পারবে এমনি ক'রে? কারডোজোর কথা কি সবখানি সত্যি? সত্যিই কি প্রগতির পশ্চাতে রয়েছে অনন্ত দুঃখের ধারা? প্রগতির জন্যই কি নিঃস্ব মানুষকে চিরকাল বইতে হয়েছে এমনি ক'রেই বিপুল বোঝার ভার?

গিডিয়ন উত্তর দিল: 'হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়…ব্যবসার কিছু বুঝিনা আমি। কিন্তু তুলো আমি চিনি, চালও চিনি। সারা জীবন দেখেছি তুলোর চারা জন্মাতে, দেখেছি গুটি ফাটতে, দেখেছি কালো মানুষকে ক্ষেতে নেমে তুলো তুলতে। একটা বিচি দেখেই বলে দিতে পারি তুলোটা কোন্ জাতের। দুটো চাল দেখেই বলে দিতে পারি কোথায় ফলেছে, নীচু না উঁচু জমিতে। বিশ্বাস করুন, এ আমি জানি। আরো জানি আমি। এখানে আপনারা ইয়াংকীরা কি এক বিশেষ কায়দায় তুলো থেকে কাপড় বোনেন। আপনাদের এই সারাটা নিউ ইংলণ্ড জুড়ে গড়ে উঠছে কাপড়ের কল। কেউ যদি গুটি না-ই জন্মায় কি দিয়ে আপনারা সূতো তৈরি করবেন? বলবেন, আবাদের মালিকরা ফলাবে। কিন্তু তাতে সময় লাগবে—আগের মত তুলো ফলাতে হ'লে প্রথমে আমাদের খুন বইয়ে নিতে হবে। আর মোটে জনকয়েক মালিক যদি সব তুলো দখল ক'রে বসে থাকে, তো দাম

পড়বে কত ? জিজ্ঞেস করছিলেন, আমাদের লোকদের কাছ থেকে কি ভরসা পাবেন। হ্যাঁ, প্রশ্নটা ঠিকই। দেশটা তো আমাদের তুলোর জন্য খা-খা করছে, জগৎ-জোড়া তুলোর ক্ষিদে আজ। গেল চার বছরে একবারও সত্যিকারের ভাল তুলো হয়নি। বাজারটা এখন হলো চাহিদার বাজার। আমাদের লোকেদের জমি দিন—দেখবেন, তারা দেখিয়ে দেবে উৎপাদন কাকে বলে। আপনারা শুধু সাহায্য করুন, তারা ক্যারোলিনাকে দেখিয়ে দেবে যে এ করা সম্ভব। জানেন বোধহয় যে আরো একবার কালো মানুষেরা সমুদ্রের দ্বীপগুলোয় উপচে-পড়া চাল ফলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। যাক, সেসব তো হলো গিয়ে সরকারের জমি দখল নেবার আগের দিনের কথা। সেই জমি কিন্তু কালো মানুষেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়ে দখল ক'রে নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল এই ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে। আপনি যদি দেন, যদি ভয় না পান, তা হ'লে অন্য কেউও ভয় পাবে না। মোটে পাঁচটা বছর যদি আমরা নিজেদের দখলে জমি পাই তো আপ্রাণ খেটে তুলো লাগাবো, আপ্রাণ খেটে তুলো তুলবো। আপনার প্রত্যেকটি পয়সা মুনাফা নিয়ে ফিরে আসবে। নিগারকে কোনদিন কাজ করতে দেখেছেন ? আগের দিনে কোনদিন যদি দক্ষিণে থাকতেন তবে দেখতেন পিঠে ঘা খেয়েও কি ক'রে নিগাররা কাজ করতো। আমি বলছি আপনাদের, স্বাধীন নিগার তার নিজের জমিতে আরো দ্বিগুণ খাটুনি খাটতে পারে। আমি ঠিক জানি। বিশ্বাস করুন মিঃ ওয়েণ্ট, আমি দান চাইতে আসিনি, দেমাকও দেখাতে আসিনি। দেশে আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় একজন বৃদ্ধ মাষ্টার। সে আমাকে বলেছে : গিডিয়ন, গর্ব ক'রোনা কখনো। বলেছে : ছেলেমেয়েদের দরকার বই আর কাগজের—তাঁরা যদি দেন তো নিয়ে আসবে, কিন্তু গর্বিত হয়োনা কিছুতেই। আর এতো অন্য জিনিস—

টাকাতো আমি দান হিসেবে চাইছি না। আপনাদের আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার সমস্ত সত্ত্বা ও সম্মানের নামে কথা দিচ্ছি আপনাদের।'

গিডিয়ন শেষ করল। ইতিপূর্বে কোনোদিন কোনো সাদা মানুষের সামনে একসঙ্গে এতগুলো উত্তেজিত কথা সে বলেনি। গিডিয়ন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বসে বসে একদৃষ্টে টেবিলের ঢাকনাটার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার এমেরি নিজের আঙুলের নখ নিরীক্ষণ করছে। দীর্ঘ নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো গড়িয়ে চলেছে। কোণের প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটার টিক্‌টিক শব্দ ক্রমাগত সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছে। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে এক সময় ওয়েণ্ট বলে উঠল :

'কারওএল জায়গাটা কত বড়, জ্যাকসন ?'

'প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার একর হবে।'

এমেরি শিস্‌ দিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে ওয়েণ্ট বললে :

'তুমি জাননা, জানলেও ভুলে গেছ, তামাম যুদ্ধটাই ভুলে গেছ।'

'একটা ছোটখাট জায়গিরদারী বিশেষ, কি বল !' এমেরি বলে।

'জমিটা কি রকম বলতো ?'

'অন্তত অর্ধেক ভাল চাষের জমি। বাকীটাতে ঝোপঝাড় আছে, পাইনবন আছে, গোচারণ ভূমি আছে ; আর একটা ছোট বিলও আছে।'

'ওখানে তো একটা বাড়ীও আছে, তাই না ?'

'সে তো মস্ত জমিদার-বাড়ী। কারওএলরা মাঝে মাঝে এসে ওখানে থাকতেন, চার্লসটনেই তাঁরা থাকতেন বেশী।'

'বাড়ীটা কিনবে কেউ—তোমার কি মনে হয়—মানে, কিনলে ওটাতে চাষ-বাড়ীর কাজ হবে ?'

গিডিয়ন ঘাড় নাড়ে। 'বিরাট বাড়ী সেটা—। 'যে-সব জমিদারের

নিজেদের আবাদ আছে তারা এরকম বাড়ী রাখে। আমার তো মনে হয় না অত টাকা কারুর এমনি পড়ে আছে।'

'কত দাম হবে জায়গাটার—ঘর বাড়ী সব নিয়ে?'

'খাসমহল থেকে তো লড়াইয়ের আগে দাম ধরে দিয়েছে—ক্রীতদাসদের বাদ দিয়ে ধরে দিয়েছে—চারশ' পঞ্চাশ হাজার ডলার, নিলামে একর-প্রতি পাঁচ ডলার ক'রে নেবে ঠিক করেছে। এক এক ভাগে বাইশ হাজার একর ক'রে ফেলবে শুনলাম, কিছু কমবেশীও হতে পারে কোথাও কোথাও।'

'তুমি তো বললে গোটা ত্রিশেক পরিবার আছে তোমাদের ওখানে। তিন হাজার একর তো যথেষ্ট। মাসাচুসেট্সএর লোকদের তো জানি, ত্রিশ একর নিয়ে বেশ ভালো চাষ চালাচ্ছে, তার ওপর ব্যাঙ্কেও টাকা জমাচ্ছে। জমিও যে তাদের খুব সেরা, তাও নয়।'

'তা হয়তো ঠিক। তবে আমাদের জমি ভালো। কিন্তু যে ভাবে ভাগ করছে তাতে মোটে অর্ধেক জমিতে চাষবাস করা যাবে। লোকেরা অবশ্য ঝোপঝাড় জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করবে ঠিকই, তবে সময় লাগবে। ততদিন আমরা আপনাদের এখানকার চেয়ে আলাদা রকম চাষবাস শুরু ক'রে দেবো। এখানে তো আপনাদের দুগ্ধাগারের জন্য জমি আছে। খোরাকীর গম আর শাকপাতা লাগানো ছাড়াও দুটো একটা শূয়োরও পুষতে হয় আমাদের, তা ছাড়া নগদ টাকার জন্যেও ফসল তুলতে হয়। অন্তত পনরো-কুড়ি একরে একসঙ্গে না লাগালে তুলোতে পয়সা হয় না।'

'তা বাজারে আনবে কি ক'রে?'

'ওজন তোলার যন্ত্র কিনবো, গাঁটবাঁধা যন্ত্র কিনবো, প্রচুর পাওয়া যায়। রেলপথ তো এগুচ্ছে। দশ মাইল অন্তর অন্তর মাল তুলবে।'

'খচ্চর আছে?'

'আছে কয়েকটা; আরও কিনবো।'

ওয়েণ্ট এবার এমেরিকে জিজ্ঞেস করে : 'তুমি কি বল, ডাক্তার ?'

'এর চেয়েও নিকৃষ্টতর কাজে তোমাকে টাকা খোয়াতে দেখেছি।'

'তা হোক, তুমি একটা অংশ নেবে ?'

'আমি তো আর ব্যাঙ্কার নই।' এমেরি ক্ষীণ হাসি হেসে বলে।

'আমার চেয়ে তোমার ঢের বেশী আছে—টাকা তো আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কিন্তু হাতে থাকলে লাগে চমৎকার।'

'আমি যদি দায়িত্ব নি রাজী আছো ?'

'তুমি যদি দায়িত্ব নাও তবে আবার আমার টাকা চাইছো কেন ?'

'আমি চাই যৌথভাবে। এ হেন হতচ্ছাড়া ব্যাপার আগে আমি কোনদিন সমর্থন করতাম না।' নির্ভরশীলতার সুর ওয়েণ্টের কণ্ঠস্বরে।

'তুমিও এটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।' এমেরি বলে।

'তা পারবো না ঠিক।…বুঝলে জ্যাকসন, ওসাওয়াটোমি আমার কাছ থেকে যা আদায় করেছে তার তিনগুণ আদায় করলে তুমি। লোক হিসেবে তুমি যে তার তুলনায় একটা কিছু, বোধহয় তাও ঠিক নয়। আচ্ছা, তা হলে পনরো হাজার ডলারের ড্রাফট দিচ্ছি একখানা তোমাকে। ধন্যবাদ দিও না যেন। এদিক তো চুকেবুকে গেল; এবার এসো অন্য কথা বলা যাক—তোমার নিজের কথা বল দেখিনি—'

ওয়েণ্ট শুধু একজন মানুষই নয়, তার চেয়ে আরো কিছু বেশী। এমেরি উঠে যাবার পরেও সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে গিডিয়নএর সঙ্গে নানারকম কথা বলল। কালো লম্বা চুরুটে বারে বারে আগুন ধরাচ্ছে আর ঘন ঘন ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিচ্ছে সে। মস্ত আচকানটার মধ্যে জবুথবু হ'য়ে বসে ওয়েণ্ট গিডিয়নকে বললে :

'সাতষট্টি বছর বয়স হলো আমার, কিন্তু একলা। কেবলই তাই পুরোনো দিনের কথা মনে হয়। তোমার মত বয়সে, বুঝলে গিডিয়ন, —তখনও বিপ্লবী পল্টন ভেঙে যায়নি,—আমরা ছিলাম তখন এই নিউ ইংলণ্ডে ভয়ানক সাহসী মানুষ। কথাটা ভেবে দেখ একবার। এখানে আমরা এসেছি ঈশ্বরের বাণী নিয়ে, তাঁরই বিধি নিয়ে। হাতে যষ্ঠি, মুখে নেই হাসি —এই পাথুরে দেশের অনাহূত অবস্থায়ও কোন রকমে খড়কুটো সম্বল করেই আমরা জীবন শুরু করি। কিন্তু মহৎ কাজ আমরা করেছি, গিডিয়ন। আমাদের গণতন্ত্র ছিল প্রাণবন্ত জিনিস। প্রবীণ মহাপুরুষরা অনুক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বিপ্লবের সময় প্রাণ দিয়ে লড়েছে জেলেরা, কৃষকরা; মনে হতো যেন তাদের সহায় ছিলেন ভগবান স্বয়ং। এসব তো এখন লোকে ভুলে গেছে, তাই না? আমার তো যাবার সময় হোলো, এমেরিরও দিন ফুরলো, ওয়াল্ডোর বয়স বাড়ছে, থোরো সংসারত্যাগী, হুইটীয়ার তো কোথায় চুপচাপ বসে গেছে, লংফেলো শূন্যগর্ভ কথায় মশগুল—কোথায় গেল আমাদের অত গৌরব? ঐ তো, ব্রুকলীন আর হুইটম্যান বর্বরের মত গর্জন করছে—যদিও তাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। ধীর মস্তিষ্কে যখন খুঁজি আমাদের নাভিস্থল, দেখি, আরো অনেকে আছে সেখানে। আর একটিমাত্র স্ফুলিংগ আমাদের বাকি আছে গিডিয়ন! নিউ-ইংলণ্ড ছেড়ে পেন্‌সিলভেনিয়ায় গিয়ে বৃদ্ধ ষ্টিভেন উচিৎ কাজই করেছিল। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেওনা যেন, যতদিন শক্তি ছিল, আমরা অনেক মহৎ কাজ করেছি। মনে পড়ে, আমাদের গান ছিল—

"মোর দু'নয়ন দেখেছে—
পরমাত্মার আসা-পথ বেয়ে
মহাজ্যোতিধারা ভেসেছে—"

আচ্ছা এবার ওপরের তলায় চলতো—'

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত ওয়েণ্ট ওপরে উঠছে, মাঝে মাঝে থেমে শ্বাস নিচ্ছে। গিডিয়ন তাকে অনুসরণ করছে। ওপরে উঠে তারা যে ঘরে প্রবেশ করল সেটা একটি ছেলের পড়ার-ঘর। চারদিকে তাকিয়ে গিডয়নএর মনে হলো বহুকাল এ-ঘর কেউ ব্যবহার করেনি। রাশীকৃত বই, খাতা, নানান খনিজ দ্রব্যের একটি সংগ্রহ, দুটো পশমের তৈরি প্যাঁচা, কোন কচি মেয়ের হাতে-আঁকা একখানা ছবি, একজোড়া ডাংগুলির লাঠি, একজোড়া নরম জুতো, সুন্দর বাঁকা একখানা খেলনা-ছিপ-নৌকো। ওয়েণ্ট বলল :

'লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনে দিশে হারিয়ে ও মারা যায়। পরে ওর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস ক'রে সব শুনলাম। তিন-তিনবার ছেলেটা জখম হয়েছিল—এক হাতেই দু'বার, একবার মাথায়। তবু সে সেখানে দাঁড়িয়েই লড়েছিল। গিডিয়ন, অন্তত পাঁচশো বার আমি নীচতলায় ফায়ার প্লেসের সামনে বসে চিন্তা করেছি ওকে বুঝতে পারি কিনা। ওর অবস্থায় নিজেকে কল্পনা ক'রে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি, কেন ও ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েও রক্তাক্ত অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে মরল, কেন সেখানেই ও দাঁড়িয়ে রইল। গিডিয়ন, তুমিও যুবক, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে। তোমার জাতির একজন নেতা তুমি হবে এ আমি বুঝতে পারছি। যাই ঘটুক না কেন আমাদের বুঝবার চেষ্টা করো গিডিয়ন, আমাদের ছেড়ে যেয়োনা।'

'না, যাবো না।' গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে বলে।

'বেশ, ভালো কথা। বইগুলো এখন আমাকে ঝুড়ি ভরতি করতে হবে, এখানে যা যা আছে সব। ওর ছেলেবেলার বই আর খেলনা ওপরের চিলে-কোঠায় রয়েছে। তাও তুমি নিয়ে যেয়ো—'

'কিন্তু নেওয়া কি উচিৎ হ'বে আমার—' গিডিয়ন বলতে বলতে থেমে পড়ে।

'কোন মানে হয় না তোমার এ-কথার। এক বছরের মধ্যে একবারও

আমি এঘরে ঢুকিনি। ওকে আমি রেখেছি আমার প্রাণের মণিকোঠায় এ জঞ্জালের কোন প্রয়োজন নেই আমার। তুমি এসব কাজে লাগাতে পারো, লাগানোই উচিৎ। পনরো হাজার ডলার যদি আমি দিতে পারি তো কুড়িখানা শ্লেট আর একখণ্ড খড়িও দিতে পারব। শুধু বল কোথায় এসব পাঠাতে হবে, তারপর আমি বুঝবো কি করতে হবে না-হবে।'

গিডিয়ন তাকে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু এ অবস্থায় তা সম্ভব নয়। চমৎকার আরামপ্রদ পালঙ্কে সে শুয়ে পড়েছে। শিয়রের জোছনা-উজ্জ্বল জানালার ওপর দিকের ছাদের কার্নিশটা প্রলম্বিত। ঘুমিয়ে পড়ার আগে গিডিয়ন বহুক্ষণ বিগত দিনের নানা ঘটনার কথা ভেবে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে যায়। মানুষের গায়ের রং কিছু মুখ্য নয়, চেহারায়ও বহু পার্থক্য থাকতে পারে।···মানুষের জীবনের যাত্রাপথ কত বিভিন্ন, কত বিচিত্র। প্রার্থনার সঙ্গীত গর্জে ওঠার জিনিস নয়, ধীর, প্রশান্ত সুর হয় সেই সঙ্গীতের। যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করলে সব প্রশ্নেরই উত্তর মেলে, মেলে না শুধু এই প্রশ্নের : কেন পৃথিবীর অন্তত সামান্য কয়েকজন লোকও জীবনে শান্তি ও ভরসা পেতে চায় মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন গড়ে।

পরদিন অরসেসৃটারএ জেফকে দেখতে যাবার আগে গিডিয়ন এক-বার এমেরির ডাক্তারখানায় গেল। কিন্তু সেই মধুর বিনয়ী লোকটি গেল কোথায়! সাদা গাউন পরে অপর কে যেন একজন বৈজ্ঞানিক বসে আছে; সঙ্গে দু'জন সহকারী। বারান্দায় রোগীর বেজায় ভীড়। বোস্টনের এই দৃশ্য গিডিয়নকে মনে করিয়ে দেয় নিউইয়র্কের কথা—সেই ভগ্নপ্রায় বাড়ী, জীর্ণ কুড়ে, ময়লা রাস্তা, চারদিকে দৈন্যের ছাপ, আর আয়র্ল্যাণ্ডের, পোল্যাণ্ডের ও ইতালীর গরীব লোকের ভীড়। বাড়ীটা পুরোনো হলেও এমেরির ডাক্তারখানা নিখুঁত সংস্কার করা, আগাগোড়া সাদা ঝক্‌ঝক্ করছে। রোগী-পরীক্ষার ঘরে বসে গিডিয়ন ডাক্তারকে

নিরীক্ষণ করছে। একটি ছেলের বুকটা কোটরে ঢুকে গেছে, হাড়গোড় দুমড়ে গেছে—

'দেখছেন তো, জ্যাকসন?' ছেলেটির বয়েস আট বছর, হাত দু'খানা আড়াআড়ি ক'রে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। 'আমরা ঠিক বলতে পারি না এটা কি রোগ। এই রোগ নিয়ে হপ্তায় অন্তত বারো-চোদ্দজন আসে—যারা আসে সবাই গরীব। আমি নিজে এ রোগের একটা নাম দিয়েছি—ম্যালেফিসিও পপারটাটিস—না-খেতে-পাওয়া রোগ আর কি!'

ছেলেটির গায়ে হাত বুলাল সে। 'বাস্, হ'য়ে গেছে, জামাটা পরে নাও তো খোকা। জানালেন মিঃ জ্যাকসন, সমাজের কলঙ্কগুলো কত বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। আপনাদের জাতকে মুক্ত করতে গিয়ে আমরা যখন লড়েছি, মরেছি, তখন আমাদের এখানে জমেছে মলকুণ্ড। ব্যাপারটা সুখের নয়! নিজেদের আমরা সভ্য বলে থাকি; অথচ পারি না বিনা পয়সায় ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করতে, পারি না এমনকি সামান্য একটুখানি গবেষণার ব্যবস্থা করতে যাতে এই ওষুধ তৈরির যাদুবিদ্যাটা বোঝা যায়। এই প্রাচুর্যের দেশেও লোকের রোগ হয় আলো হাওয়া না পেয়ে, এখানেও অনাহারে লোক মারা যায়। দেখুন, দানশীলতা আমি পছন্দ করি না, ও-কাজটা আমার মনে হয় হঠাৎ দরদের মতই খেলো। এক একবার ভাবি আমার পাড়া-পড়শী এই শহুরেরা যে নিজেদের পকেটটি একেবারে সেলাই ক'রে রেখেছে, বোধহয় সেটাই ঠিক।'

শেষকালে এমেরি গিডিয়নকে জিজ্ঞেস করল জেফ্-এর কথা: 'ঠিক তো, সে সত্যিই ডাক্তার হতে চায়?'

'ষোল বছরের ছেলে আর কতটা নিশ্চিত হবে বলুন? তবে ছেলেটি চালাক···নিজের ছেলে বলে বলছি না।'

'এ দেশে শিক্ষা পাওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব। আমাদের ডাক্তারী ইস্কুলগুলো তো স্বীকারই করে না যে কালো মানুষের রোগ হতে পারে কিংবা

তারা আবার রোগ সারাতেও পারে। ক্যারেলিনাতে আপনার স্বপ্ন যখন সফল হবে তখন আশা করি আপনি সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। যাই হোক, সে তো ভবিষ্যতের কথা। পরীক্ষায় পাশ করলে ওকে স্কট্ল্যাণ্ডের এডিনবড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি করানো যাবে।'

'স্কটল্যাণ্ড?' অনিশ্চিত হ'য়ে মাথা নাড়ে গিডিয়ন। 'সে তো বহুদূর, তাই নয়?'

'হ্যাঁ, তা বেশ খানিকটা দূর তো বটেই। তবে ভরসার কথা, ওদেশে এখনো লোকেরা ভাবতে শেখেনি যে চামড়া যাদের কালো তারা মানবেতর জীব।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, ওতো এখনও ছেলে মানুষ—অতদূরে একলা পাঠিয়ে দেব? এক বছর হ'লে—'

'তিন বছর অন্তত—' বলতেই নিগ্রোর মুখে বেদনার ছায়া ফুটে উঠল। নিঃশব্দে এমেরি তা লক্ষ্য করল। কেমন যেন বেসামাল হ'য়ে গেল গিডিয়ন, একটা যুক্তি মনে পড়ল তার: 'মানে আমি তো বুঝি কিসে ওর ভালো হবে, তবে রসেল, ওর মা—'

'তাহ'লে আমি বলব, ছেলের ডাক্তার হবার আশা ছেড়ে দিন।' এমেরি নান্যোপায়ের ভাব ক'রে বললে।

'কিন্তু ওযে তাই-ই হ'তে চায়।' গিডিয়ন বলল।

'কিছু টাকাও তো লাগবে।'

'দক্ষিণে ফিরে গিয়ে ভেবেছি নির্বাচনে দাঁড়াব আইন-সভায় যাবার জন্যে।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে গিডিয়ন: 'অধিবেশনে থাকতে মাইনে ছিল রোজ তিন ডলার, তা থেকে দেড় ডলার ক'রে জমিয়েছি—হবে তাতে?'

এমেরির দৃষ্টি কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ। 'হ্যাঁ, হবে।' ধীরকণ্ঠে ব'লে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একদৃষ্টে জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে

রইল বাইরের দিকে। তারপর ফিরে এসে বলল: 'আপনার ছেলে এখন আছে কোথায়, জ্যাকসন?'

'অরসেস্টারএর প্রেসবাইটিরিয়ান ইস্কুলে।'

'ওটা আমার জানা জায়গা—সামান্য লেখাপড়া ওখানে শেখাবে ঠিক, তবে বেশী কিছু নয়। কতদিন সেখানে রয়েছে?'

'চার মাস।'

'আরো দু মাস থাক না কেন, বয়েস তো বললেন মোটে ষোল। আর দু মাস পরে এখানে চলে আসুক। ওরা দশ বছরে যা শেখাবে আমি এক বছরে তাই শেখাব। কিছু মনে করবেন না যেন, তাকে নিজের সবকিছু নিজেকেই ক'রে নিতে হবে। ছেলেকে দিয়ে আমি ঝাড়-পোছ, ডাক্তারীর ছুরি-কাঁচি পরিষ্কার করানোর কাজও করাবো। আমি কিন্তু ওয়েন্টের মত অকেজো দাসত্ব-বিরোধী নই। ছেলে যদি চালাক চতুর হয়, যদি তার কাজ করার ইচ্ছে থাকে, তা হ'লে দু' বছরে আমি যা শেখাব তাতে সে ভালভাবে এডিনবড়ার পরীক্ষা পাশ করতে পারবে। আর যদি তা না হয় তো—'

ওরসেস্টারে রেভারেণ্ড চার্লস্ স্মিথের পড়ার ঘরে বসে ডাঃ এমেরি যা বলেছে গিডিয়ন তার সব পুনরাবৃত্তি করল। স্মিথ লোকটি ভদ্র, শান্ত, কিন্তু একটু বেসামাল। সে স্বীকার করল, হ্যাঁ, জেফ ছেলে ভালই, খুব ভাল, লেখাপড়ায় ভয়ানক আগ্রহ, তাদের কোন অসুবিধা করে না। তা হ'লেও গিডিয়নএর বোঝা উচিৎ যে লেখাপড়া জিনিসটা ধীরে ধীরেই হয়, বড় কষ্টসাধ্য কাজ। গিডিয়নএর মনে রাখা উচিৎ যে এই কয়েকদিন আগেও সে মোটে বর্ণই চিনত না। একথা সত্য যে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ডাক্তারী জিনিসটা এমন এক জিনিস যা বুঝতে উচ্চতম শিক্ষার প্রয়োজন। দু' বছরেই সে

খোকাকে এডিনবড়ার পরীক্ষা পাশ করার মত তৈরি ক'রে দেবে একথাটা বলা কি এমেরির পক্ষে প্রগল্ভতা হয়নি? গিডিয়ন ঠিক বোঝে না এসব। আচ্ছা এ কথাও কি বলা ঠিক যে জাতির সেবা করতে হলে, একমাত্র ডাক্তারীই হলো সেই পথ? ধর্মযাজক হয় তবে কি জন্যে? খোকার মধ্যে যে ধর্মভাবের লক্ষণ আছে তাও তো অস্বীকার করা যায় না।

'আপনি যে এত করেছেন সে জন্য আমি মোটেই অকৃতজ্ঞ নই।' গিডিয়ন বলে। সে কি স্মিথকে বোঝাতে পারবে, ছেলেকে এতদিন না দেখলে তার নিজের মনের অবস্থা কি হবে, পাঁচ পাঁচটি বছর ছেলেকে চোখে না দেখলে রসেলএর মনের অবস্থা কি হবে? সাদা মানুষ কি বুঝতে পারে, সন্তানের প্রতি কালো মানুষের স্নেহ কত গভীর? 'কিন্তু আমার মনে হয় খোকার যা ইচ্ছে ও তা-ই হোক।'

'স্বভাবতই, ছেলে নিজে যতটা বোঝে, কেমন --'

'আচ্ছা, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

জেফকে মনে হয় আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে, চেহারায় যেন বাপের সাদৃশ্য আরো বেশী ফুটে উঠছে। প্রথম দর্শনে দুজনেই অপরিচিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষন গিডিয়ন কথা বলতে পারে নি; এবারে তার মুখে কথা ফোটে। বিকেলবেলা; বাপছেলে একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। শহরের অনেক লোক জেফএর চেনা। সগর্বে সে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয় বাপের সঙ্গে: 'এই যে আমার বাবা!' মানুষের পরিবর্তনে গিডিয়নএর অভ্যেস হয়ে গেছে। তার গোটা জীবনটাই তো এক পরিবর্তনের ইতিহাস। ছেলের মধ্যে এত পরিবর্তন বুঝতে পেরেও তার এতটুকু বিস্ময় জাগে না।

শহর ছেড়ে দু'জন গ্রামের পথ ধরে চলেছে। এরণ্ডা গাছগুলো লাল হ'য়ে উঠেছে, সুসম অংশে ভাগকরা আছে পরিচ্ছন্ন মাঠ…

এদিকে লাল:চ খামার, ঝকৃঝকে সাদা বাড়ী আর পাথর-চিহ্নিত গোচারণের মাঠ।

'তোমার ভাল লাগে এখানটা ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করে জেফকে।

জেফ বলল, হ্যাঁ, তার ভালই লাগে। ভাল লাগার কারণ এ নয় যে লোকেরা সবাই তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে—কারণটা অনেক বেশী গভীর। লোকেরা সবাই তো আর ভদ্র নয়, কেউ কেউ তাকে নোংরা নিগার বলে। শহরের বেশীর ভাগ লোকই চিরকাল কালো মানুষকে ঘেন্না ক'রে এসেছে এবং আজও করে। তবুও এখানকার লোকের মনোভাব দক্ষিণের থেকে অনেকখানি আলাদা।

গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে অনুধাবন করে। যদিও তার নিজের পক্ষে এখানে থাকার মানে বনবাসের মত, তবু অন্যের ভাল-লাগা সে বুঝতে পারে।

'খুব পড়াশোনা করতে হয়।' জেফ বলে।

'খুব ভাল, বেশ।' একটু পরে গিডিয়ন প্রশ্ন করে: 'কি করতে চাও, ভেবেছ কিছু—মানে, এর পরে ?'

'আমার এখনও ইচ্ছে ডাক্তার হবো।' জেফ উত্তর দেয়।

দু'জনে তখন উঠেছে একটা টিলার ওপরে, দিগন্তে সূর্য নামছে পাটে। একজন কৃষক তার গরু দু'টো নিয়ে ধীরে ধীরে ঘাসীমাঠ পেরিয়ে চলেছে, তার কুকুরটা পেছনে পেছনে চলেছে ঘেউ ঘেউ করতে করতে।

'চল এবার ফেরা যাক্।' গিডিয়ন বলে।

ফেরার পথে দু'জনেরই গতি মন্থর। নানা কথায় কতকিছু বোঝাবার চেষ্টা করে ছেলে বাপকে। নির্বাক গিডিয়ন। 'আমরা কেমন নতুন লোক—' জেফ বলে: 'আমি কি বলছি বুঝতে পারছ, বাবা ?' গিডিয়ন মৃদু ঘাড় নাড়ে। 'বলছি, সাদা ছেলেরা যা খুশী তাই করে, তাদের তো আর কি হবে তা নিয়ে ভাবতে হয় না—'

ছেলের কথা শুনে গিডিয়ন আবার ঘাড় নাড়ে।



'প্রায়ই আমি ভাবি বাবা, কেন এখানে আমি এসেছি। মার্কাস, ক্যারি, লিঙ্কন, ওরা কেউই তো এখানে আসতে পারল না। আমার ভাগ্য ভালো। তাই আমার মনে হয় কি জান? মনে হয়, এতে সত্যিসত্যিই ভাল কিছু হবে। ফিরে গিয়ে বলতে পারব : এই দেখ না, এই তো সব শিখে এলাম। লোকের অসুখ করলে আমি হয়তো সারাতে পারব।'

গিডিয়ন বলে : 'রেভারেণ্ড স্মিথ তো চান তুমি পাদ্রী হও। সেও তো একটা ভালো কাজ।'

'হয়তো হবে।' জেফ স্বীকার করে : 'ভাই পিটারও তো একজন মস্ত বড় পাদ্রী বাবা। কিন্তু পাদ্রীর কাজ তো আর বিজ্ঞান নয়। রেভারেণ্ড স্মিথ ভালো মানুষ, খুব ভালো মানুষ, কিন্তু ও-কাজ তো আমাকে দিয়ে হবে না, বাবা।'

ছেলেকে গিডিয়ন এমেরির কথা, ডাক্তারখানার কথা, তার সাহায্য করার কথা, আর কি ক'রে কালো মানুষও এডিনবড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার হতে পারে সে-সম্বন্ধে সব বলে গেল। নিবিষ্ট মনে জেফ সব শুনল। ভালো-মন্দ দু'দিকই গিডিয়ন বুঝিয়ে বলল। এমেরির মতও তো বদলে যেতে পারে। জেফকে শেখাবার পক্ষে দু'টো বছর খুব একটা বেশী সময় নাও হতে পারে, কিন্তু এরই মধ্যে এমেরি তো বিরক্তও হয়ে উঠতে পারে।

'দু বছরে খুব হবে।' জেফ বলে : 'আমি বলছি বাবা, হবেই। ডাক্তার যা চান আমি তাই করব, প্রাণপণ খাটবো, যা বলবেন তাই করব। ঘর বাড়ী এমন ঝাড়পোছ করব, বাবা, যে সোনার মত চক্‌চক্ করবে—সত্যি ক'রে বলছি বাবা, আমি করব। খুব পারব আমি। সবাই বলে, আমি হলাম শহরের সবচেয়ে জোয়ান ছেলে। সেদিন জারভি বুড়োর গাড়ীটা খাদে পড়ে গিয়েছিল, একলা আমি ঠেলে তুলে দিলাম। না

বাবা, সে সাদা ডাক্তার কিছুতেই বিরক্ত হবেন না আমাকে নিয়ে। সারাদিন আমি তাঁর কাজ করব, একবার আমাকে সেখানে নিলেই হয়। আমি ঠিক শিখব।'

হেঁটেই চলেছে দুজনে। বাড়ী ফিরে রসেলকে কি ক'রে এসব বলবে ভেবে গিডিয়ন মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ছে। বড় ইচ্ছে হয় একবার দু' হাতে জড়িয়ে ধ'রে ছেলেকে বুকে টেনে নেয়, কিন্তু পারে না। এক যুক্তিহীন গর্বের অনুভূতিতে বুক তার ভরে যায়। তবু মনে হয়, একবার যদি ছেলেকে পাশে নিয়ে বসতে পারত, একবার যদি মনের সব কথা খুলে বলতে পারত!

হঠাৎ জেফ বলে : 'আমাকে ডাক্তারী শিখতে দেবে তো বাবা?

'হ্যাঁ, দেব।' গিডিয়ন বলে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি দুজন ফিরে এল পাদ্রীর ঘরে। খুশীতে জেফ উচ্ছল উত্তেজিত; ছেলের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে গিডিয়নকে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে হয়েছে।

যাবার আগে বিচলিত গিডিয়ন ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলে: 'খোকা, তুই আর আমি, আমরা দু'জনাই আজ বেরিয়ে আসছি আমাদের চারদিকের অন্ধকার পার হয়ে। সেই পুরোনো ব্যথা-বেদনার স্মৃতি অহরহ মনে থাকে ব'লে দূরের দেশ হলেই একলা হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমাদের মনে ভয় হয়। সাধারণতঃ হাঁটা-পথ ধরেই আমরা দূরত্ব বিচার করি। অথচ দূরত্বও খুব বেশী নয়। মোটে কয়েকটা দিনের পথ, খোকা, তার মধ্যেই এখানে আসা যায় আবার ক্যারোলিনাতেও যাওয়া যায়। আমার যদি এখানে আসার দরকার মনে করিস, লিখবি, আমি চলে আসব; তোর যদি বাড়ী যাবার ইচ্ছে হয় তো আমাকে লিখলেই আমি বাড়ী যাবার খরচ পাঠিয়ে দেব।'

তারপর গিডিয়ন ছেলের হাতে দিল কয়েকটা উপহারের বস্তু;

এগুলো সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরল তারা, বহু বছর পরে আজ আবার বাপ ছেলেকে দিল অপত্য স্নেহের গভীর চুম্বন।

গিডিয়ন ফিরে এল কারওএলএ। অনেক কিছু সে ক'রে এসেছে। অসম্ভবও মনে হ'তে পারে তার অনেক কিছু। গাঁয়ে ফিরে এসে প্রথমেই তার কানে এল একটা খবর। সবে এসে সে দু'হাতে জেনিকে কোলে তুলে আদর করছে, সবাই এসে বলতে লাগল এক অঘটনের ইতিবৃত্ত। মেয়ের পেছনে তাকিয়ে গিডিয়ন দেখল: খামারগুলোর শেষ-চিহ্ন পড়ে আছে—গোটা কয়েক পোড়া খুঁটি, বাড়ীগুলোর শেষাবশিষ্ট দু'টো চিমনি। নিঃশব্দ, বিমর্ষ সব, বেদনার রেখা সকলের মুখে। স্বামী ফিরে আসাতে রসেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

'মার্কাস কোথায়?' গিডিয়ন চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু মার্কাস সুস্থই আছে, ভীড় ঠেলে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। গিডিয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে: 'এঁ্যা, একি? কবে হলো এসব?' নিয়তির হাতছানি যেন সে দেখে চারদিকে। চারদিকে তাকিয়ে খুঁজে দেখে গাঁয়ের সকলেই আছে কিনা। ম্যারিয়ন জেফারসন্‌এর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হ্যানিবল ওয়াশিংটনএর স্ত্রী তার নবজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা জন্মেছে সেদিন, গিডিয়ন যখন বাইরে ছিল। পাশাপাশি চলেছে জন্ম আর মৃত্যু—একই সঙ্গে।

'কি ক'রে হলো এসব?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করল।

এদিকে এন্‌ড্রু সারমনএর স্ত্রী কাঁদছে আর এন্‌ড্রু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে: 'ঐ তো, দেখ, ঐ যে—কেঁদে আর কি লাভ—'। গিডিয়ন বুঝতে পারল। ওর ন' বছরের ছেলে জ্যাকি মারা গেছে। গায়ের রংটা

ঈষৎ বাদামী ছিল বলে সেই ছেলে নিয়ে মায়ের কত গর্ব ছিল! সেই ছেলে আজ নেই। দক্ষিণ ক্যারোলিনার দু'টি 'শ্রেষ্ঠ বংশে'র রক্ত ছিল সে ছেলের দেহে। সে-ছেলে আর নেই। গিডিয়ন ভাই পিটারের দিকে তাকাতে শান্ত স্বরে সে বললে: 'ভগবানের দান, ভগবানই ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

'ব্যাপারটা ঘটল কি ক'রে?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

ভাই পিটার বলতে শুরু করল; মাঝে মাঝে অন্যরাও যোগ দিল। একজনে দেখেছে ঘটনাটার একটা অংশ, অন্যরা দেখেছে আরেক অংশ। গিডিয়ন গ্রাম থেকে চলে যাবার চারদিন পরে ঘটনাটা ঘটেছে। এ হেন ঘটনার কথা কানে শুনলেও কারওএল অঞ্চলে কেউ কোনদিন চোখে দেখেনি। রাত তখন ন'টা হবে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা ছিল বলে ভাই পিটার খামারের মধ্যেই সান্ধ্য উপাসনার আসর ডেকেছিল। উপাসনার পরে সকলে যে-যার ঘরে ফিরছিল। সেদিন সে যে স্তোত্রটি পাঠ করেছিল ঠিক মনে আছে তার: 'মর্ত্যবাসী সবে, পরমাত্মার জয়ধ্বনি কর মহা-আনন্দ কলরবে।'

খামার থেকে বেড়িয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গেই যে-যার বাড়ী যায়নি। এদিক সেদিক ছোট ছোট দলে জড়ো হ'য়ে নানান কথা বলছিল, যেমন সকলেই উপাসনার পরে ক'রে থাকে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল পশ্চিমের ঘাসী-মাঠের ওদিকের পাহাড়টায়—দৈত্যের মত একটা জ্বলন্ত ক্রশ। মুহূর্তে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে সেটা। তাই দেখে একজন স্ত্রীলোক আতংকে আর্তনাদ ক'রে উঠতেই সকলের দৃষ্টি পড়ল সেদিকে।

অন্য মেয়েদেরও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে শিশুরাও আতংকে কাঁদতে শুরু করল। শুনে গিডিয়নের মনের পটে ভেসে ওঠে ডুবন্ত সূর্যের অস্তরশ্মিরাঙা আকাশের কোলে দাউ দাউ করছে এক জ্বলন্ত ক্রশ।... যাই হোক, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খুব তাড়াতাড়িই চুপ করানো গেল।

ই পিটার তখন বললে যে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন যখন, তা সে, আগুনেরই হোক আর রক্তেরই হোক, মানুষের তাতে কোন অকল্যাণ হতে পারে না। কেউ কেউ কথাটায় ভরসাও পেল। কিন্তু যারা 'কু-ক্লাক্স-ক্লান' বলে একটা জিনিসের নাম শুনেছে তারা ঠোঁট চেপে মুখ বুঁজে রইল, কিছু বলার সাহসও যেন তাদের আর ছিল না। যতক্ষণ না ক্রুশটা পুড়ে শেষ হ'য়ে গেল, সকলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শেষে সকলে বাড়ী ফিরে গেল; কিন্তু তখনও অনেকেই হতভম্ব।

এবার হ্যানিবল ওয়াংশিটন বলতে আরম্ভ করল : 'আমার তখন মনে হলো, জিনিসটা কি একবার দেখতে হবে তো, কেউ আগুন না লাগালে আপনা থেকে তো আর ক্রুশ পুড়তে পারে না, উঁহুঁ। ভয়ানক তাজ্জব ব্যাপার কিছু একটা হবে। টুপারকে বললাম, চল তো, তুমি আর আমি একবার পাহাড়টা দেখে আসিগে।'

রাইফেল নিয়ে সে আর টুপার গোটা ঘাসী মাঠটা একবার চক্কর দিয়ে পাহাড়টার পেছনে চুপটি ক'রে দাঁড়াল। কেউ নেই সেখানে। কিন্তু যা ভেবেছিল ঠিক তাই। মাটিতে কতগুলো খড়ের আঁটি পড়ে আছে আর কেরোসিনের সে কি ভুর্‌ভুরে গন্ধ! ব্যাপারটা বুঝতে আর তাদের দেরী হলো না। ক্রুশটা খাড়া ক'রে আগাগোড়া খড় দিয়ে মুড়ে, কেরোসিনে ভিজিয়ে, শেষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আতংক ছড়ানোর জন্য যেসব অর্থহীন অপকর্মের কথা তারা শুনে আসছে এটা হলো তারই একটা। এবং সেই জন্যই যথার্থ ভয়ের কারণ না থাকলেও সকলেই আতঙ্কে কষ্ট পেয়েছে বেশী।

তারা দু'জন ফিরে এসে দেখে সকলে তাদের জন্য তখনও প্রতীক্ষায় বসে আছে। তারা কি দেখে এল তা বর্ণনা করল হ্যানিবল ওয়াশিংটন। এল্যেনবি বলেছিল : 'আমাদের এখানে, এই কারওয়েলএও, যে বাঞ্চোৎ হতভাগা হারামজাদারা আছে, তা তো এতদিন টের পাইনি।' প্রায়

তখনই এব্‌নার লেইট হাজির হলো, সঙ্গে এল কারসন্‌ ভাইরা, ফ্র্যাঙ্ক আর লেস্‌লী। সকলেরই হাতে বন্দুক। পথ অন্ধকার ছিল বলে তারা হাঁকতে হাঁকতে আসছিল: 'হো-ই-ই-ই—রে।' তারাও বাড়ীতে বসে ক্রশটা দেখেছিল; এখানে এল ব্যাপারটা সঠিক কি, জানতে।

হ্যানিবল বলেছিল: 'আরে ও কিছু না।'

'হয়তো সেই ক্লান হবে। কিংবা এই অঞ্চলেরই কোন হতচ্ছাড়া শয়তানের কাণ্ড হবে।'

'এ অঞ্চলের কেউ যে অমন বোকা পাঠার মত কাজ করতে পারে, তা তো মনে হয় না।' বলেছিল এবনার লেইট। তারপর নানান কথা, নানান আলোচনা চলেছিল সে-অবস্থায় কি-করা দরকার না-দরকার তাই নিয়ে। বাস্তবিক কিছুই করবার ছিল না। সব শুনে গিডিয়ন এখন বুঝতে পারছে তো! ঐ রকম একটা পাগলা কাণ্ড দেখে কীই বা তখন করার ছিল? কেউ কেউ বলেছিল, পাহারা দেওয়ার কথা। কে যেন বলেছিল, এবং ঠিকই বলেছিল যে সকলেই তো তারা আইনানুগ ব্যক্তি এবং সভ্যদেশেই বসবাস করছে। রোজ রাত্রে পাহারা দেওয়াটা তো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

'ব্যাপারটা বুঝছ তো, গিডিয়ন?' চিন্তিত পিটার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, তারপর কি হলো?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তারপর গিয়ে তো শুতে শুতে অনেক দেরী হ'য়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘটনাটা ঘটল মাঝ রাত্তিরেরও অনেক পরে। হঠাৎ ঘোড়ার খুড়ের প্রচণ্ড শব্দে সকলে জেগে উঠল। মেয়েরা তো অনেকে ভয়ে চিৎকার ক'রে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। পুরুষরা কেউ কেউ আবার ভয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এন্‌ড্রু সেরমন, ফারডিনাণ্ড লিঙ্কন, টুপার—এরা সকলেই গুলি-ভর্তি রাইফেল বিছানার পাশে নিয়ে

শুয়েছিল। ঘোড়ার খুড়ের শব্দ কানে আসামাত্র বন্দুক নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল। ভাই পিটার, এল্যোনবি এবং আরো জনা বারো লোকও বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের কারুর হাতে অস্ত্র ছিল না। পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি প্রায় সকলেরই অনুরূপ : সাদা আলখাল্লায় সমস্ত শরীর ঢেকে ঘোড়ার পিঠে বারো জন লোক, হাতে বন্দুক। কিন্তু বন্দুক আগে নজরে পড়েনি কারও। ছ'জনার হাতে ছিল মশাল। লোকগুলোকে নজর করবার আগেই খামারটা জ্বলে উঠল, শুকনো খড় শো-শো ক'রে জ্বলে উঠল, আকাশচুম্বী শিখা লক্ লক্ ক'রে উঠল। গরু বাছুর সব ত্রাসে ডাকতে শুরু করে। টুপার প্রথম গুলি ছুঁড়ল। তার বক্তব্য হলো যে গরু বাছুরের ডাক কানে আসতেই কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই সে একটা গুলি ছুঁড়ে বসল। কিন্তু গুলি যে কারুর গায়েই লাগেনি সে-সম্বন্ধে সে নিজেও যেমন নিশ্চিত, তেমনি আর সকলেও। ভীষণ রাগের মাথায় হঠাৎ ছুঁড়েছিল কিনা। সঙ্গে সঙ্গেই, বোধহয় গুলিটার জন্যই, সাদা আলখাল্লা পরা লোকগুলো মশাল ক'টা ঘুরিয়ে আমাদের ওপর এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

এবার এল্যোনবি বলল : 'দেখলে গিডিয়ন, কিরকম ভীতু ঐ শয়তান ব্যাটারা। একটা গুলিতেই ভোঁ দৌড়! যেই বুঝেছে আমাদেরও বন্দুক আছে, কোথায় গেল তাদের হামলা, কোথায় গেল ক্রশ পোড়ানো, আর কোথায় গেল সাদা পোষাক! স্রেফ শেয়ালের মত দৌড়। তার একটু পরেই আমরা দেখি জ্যাকি সেরমন অন্ধকারে পড়ে আছে, ঠিক চোখদু'টোর মাঝখানে গুলি লেগেছে। যখন আমরা আগুন নেভাচ্ছিলাম আর ফসল বাঁচাচ্ছিলাম, তখন এসে গুলিটা লেগেছে। ছেলেটা কিন্তু একটুও শব্দ করেনি—আহা, বেচারা কচি ছেলে, শব্দ পর্যন্ত করতে পারলো না।'

ছেলের মা তখন আবার ফোঁপাতে শুরু করেছে। এরপর বাকীটা বর্ণনা করল ভাই পিটার। তাদের গোলাগুলির লড়াইতে জীবন গেল কচি ছেলেটার। ফসল তারা বাঁচিয়েছিল কিন্তু খামারগুলো আর দু'খানা চালা পুড়ে ছাঁই হ'য়ে গেল। আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল এব্‌নার লেইট, ফ্রেড ম্যাক্‌হুগ, তার ছেলে, জেক স্টার আর কারসন-ভাইরা। হ্যানিবল বলল যে ছেলেটা মরেছে দেখে এব্‌নার লেইট এমনই শাপাশাপি করল যে সে-রকম গালাগাল সে বাপের জন্মেও শোনেনি। পিটার বলল: 'জানলে গিডিয়ন, আমরা যা ভেবেছিলাম সব উল্‌টে গেল। ভগবান ভরসা, আমরা ভেবেছিলাম, এইসব সাদা লোকদেরই কীর্তি হবে হয়তো। তারপর যখন ওরা এল, তখন বুঝলাম যে ওরা নয়। ছেলেটার প্রাণ তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না, কিন্তু এতেই আমাদের চোখ খুলে গেল।'

'তোমরা কি প্রতিকার করেছো?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বর এত কঠিন ও ক্ষিপ্ত যে মনে হলো যেন অন্য কেউ কথা বলছে।

'কী-ই বা করার ছিল তখন, গিডিয়ন?' এল্যেনবি উত্তর দিল: 'পরদিন এব্‌নার তার খচ্চরে চেপে শহরে গেল। আমরা শুনেছিলাম যে শেরিফের কাছে সে প্রতিকারের দাবী জানিয়েছিল, তার কথা শুনে বলে শেরিফ হেসেই খুন। আচ্ছা, জ্যাসন হুগার নামে কাউকে চেন নাকি, লোকটা আগে লোক কেনাবেচার ব্যবসা করত?'

'হ্যাঁ, চিনি— !'

'তা—সেই ব্যাটাই; এব্‌নার শুনে এসেছে যে সেই লোকটাই এখানকার ক্লানের পাণ্ডা। এব্‌নার গিয়ে ধরল তাকে। শুনি, সে নাকি এব্‌নারকে বলেছে, হারামজাদার নিগারের জন্য দরদখানা দেখো! তার পর লাগল মারামারি। শুনেছিলাম, ব্যাটাকে এব্‌নার আধমরা ক'রে ফেলেছিল। তখন ভীড় জমে গেছে সেখানে। বন্দুকটা বাগিয়ে এব্‌নার

বলেছিল —এইবার আয় দেখি কে আসবি আগে ? চার্লি কেণ্ট লোকটা ছিল ওখানে। লড়াইয়ের সময় সে আর এব্‌নার ছিল একই পণ্টনে। সে এসে এব্‌নারএর পক্ষ নিল। তারপর এব্‌নার খচ্চর চেপে বাড়ী ফিরে এল। পরদিন হ্যানিবল গাড়ীটা শক্ত ক'রে বাঁধল, তারপর আমরা দু'জনা কলাম্বিয়ায় গেলাম, গিয়ে মেজর সেল্‌টনকে সব বললাম।

'কি বলল সেলটন ?'

'সে বলল যে ব্যবস্থা করা হবে। ওইতো তাদের ধরণ, গিডিয়ন—ব্যবস্থা করা হবে। বাস্‌—'

কলাম্বিয়ায় গিডিয়নকেও মেজর সেল্‌টন একই কথা বলল: 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।' সেল্‌টন লোকটা লম্বা, কঠিন, চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ। পুলিশ কর্তার এই চাকরি নেওয়াতে যারা তাকে সম্মান করত তারা ক্ষুন্ন হয়েছে। এককালে যাদের সে ঘৃণা করত তারাই এখন তার সমর্থক। ওয়েষ্ট পয়েণ্ট থেকে এসে সুদীর্ঘ ন' বছর দক্ষিণের এ হেন গণ্ডদেশে থাকা একজন যুবকের জীবনে যে শুধুই বীতরাগ সৃষ্টি করে সেকথা সে অহরহ ভাবে।

'সেইসব যথাযোগ্য ব্যবস্থাগুলো কী ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

'সামরিক ব্যবস্থা ; তোমার সঙ্গে সে নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছেও আমার নেই কিংবা আমি বাধ্যও নই। তোমার নালিশ মঞ্জুর করা হয়েছে ; অবলম্বন করা হবে।'

'আর ততদিন একটা ছেলে মরে পড়ে থাকুক, বাস্‌, ফুরিয়ে গেল।'

'না ফুরিয়ে যাবে কেন!' সেল্‌টন অধৈর্য হ'য়ে উঠল। 'দেখ জ্যাকসন আমাকে কথা শেখাতে এসোনা। যতদুর মনে হয়, নেহাৎ দুর্ঘটনা বশতঃই ছেলেটি মারা গেছে। তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আসামী ধরতে।'

'দুর্ঘটনা! দুর্ঘটনা বশতঃ সাদা আলখাল্লা-পরা দস্যুরা ক্রশ পুড়িয়েছে, আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেছে, খামারে আগুন লাগিয়েছে! আর সে-খামার আমাদের নয় মেজর সেল্‌টন—সেই মুহূর্তে খামারের মালিক ছিল খোদ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। কী ধরনের দুর্ঘটনা সেটা?'

'আমি দুঃখিত—'

'ভয়ানক দুঃখিত, তাই না! আশে-পাশের ক্লানের আড্ডায় খোঁজ নিয়েছেন? জ্যাসন হুগারএর মত লোকগুলোকে তালাশ করেছেন? করেছেন আপনি?'

'চেঁচিও না বলছি। যতগুলো নিগার আসবে আর বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করবে, তার সবগুলোর পেছন পেছন দৌড়ুতে আমি পারবো না, যাবোও না।'

'চেঁচাইনি, চেঁচাবোও না, বুঝেছেন? ভিক্ষে চাইতে আসিনি আমি, আমি বলছি আমাদের অধিকারের কথা। যদ্দিন না বেসামরিক শাসন কায়েম হয় তদ্দিন এ জেলায় সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেছে দেশের কংগ্রেস। হয় আপনি সেই বন্দোবস্ত কার্যকরী করুন, নয়তো আমরা করবো। যুদ্ধে আমি নিজে লড়েছি। আমি ছিলাম চুয়ান্ন নম্বর কৃষ্ণাঙ্গ মাসাচুসেট্‌স বাহিনীতে প্রধান সার্জেণ্ট—মনে করবেন না, গর্তখোড়া নিগার-বাহিনীর লোক আমরা, না—তা নই। আমরা ছিলাম এই দেশের মুক্ত নিগ্রো আর পালানো ক্রীতদাস। আলাদা আলাদা ন'টা যুদ্ধে লড়েছি আমরা—প্রতি ন'জনে আমাদের আটজন ক'রে জখম হয়েছে। ওয়াগনার দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে কর্ণেল শ' শুদ্ধ আমাদের চার-চারশো লোকের জান দিতে হয়েছে, জানেন আপনি তা? কি চমৎকার শিবতুল্য সাদা মানুষ ছিলেন কর্ণেল শ'। নিগার-বাহিনী পরিচালনা ক'রেছিলেন বলে বিদ্রোহীরা তাঁকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে নিগারের সঙ্গেই কবর দিয়েছিল। জানেন আপনি,

কি ছিল আমাদের গান ? লড়াই যদি ক'রে থাকেন, নিশ্চয়ই শুনেছেন : "হে মহামানব, তোমার লাগিয়া চিরোন্মুক্ত স্বর্গদুয়ার !" তাঁদের নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি। তাঁরা তো আর নেই, তাঁরা গেছেন অতীতে, সেই অভিশপ্ত অতীতে। আমার কথা হলো, আপনি যদি রক্ষার বন্দোবস্ত না করেন তো আমরা নিজেরাই করব।'

কঠিন কণ্ঠ মেজর সেল্‌টনএর : 'হাঙ্গামা যারাই বাধাক, সাদা কি কালো, সবাইকে আমি ঠাণ্ডা ক'রে দেব।'

'তা হলে আমরাই আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করব।'

কারওএলএ ফিরে এল গিডিয়ন। সভা ডাকল, কালো সাদা সকলের। সভায় গিডিয়ন বলল :

'আপনারা জানেন আমার উত্তরে যাওয়ার ফল কি হয়েছে। আইজাক ওয়েণ্ট নামে বোস্টনের এক ব্যাঙ্কার আমার নামে পনরো হাজার ডলারের ড্রাফট দিয়েছেন। এবার আমরা জমি কিনবো আর জমি রক্ষা করবো। এই যে সব শয়তানী ঘটনা এখানে মাথা চাড়া দিচ্ছে, আমাদের সামনে সেটাই হ'লো প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি থাকতে হবে, আমাদের নিজস্ব প'ল্টন গঠন করতে হবে। এবং, যতদিন পর্যন্ত এর প্রয়োজন থাকবে ততদিন প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে কুচকাওয়াজ করতে হবে।'

দীর্ঘ আলোচনা চলল। ফ্র্যাঙ্ক কারসন্ বলল যে সত্যি কথাটা বলতে কি, নিগারের অধীনে মহড়া দেওয়া তার পছন্দ নয়। এক সময় সে ঘোড়া চালিয়েছে স্বয়ং ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে, তাই এই গোটা ব্যাপারটাই তার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। ফ্রেড ম্যাকহুগ সারাটা লড়াই বে-সনদী অফিসার ছিল। গিডিয়ন তার নামই প্রস্তাব করল মহড়া পরিচালক হিসেবে। প্রস্তাবটা ভোটে পাশ হলো এবং ম্যাকহুগও রাজী হলো। তার দু জন

সহকারীকে সে বেছে নিল—হ্যানিবল ওয়াশিংটন আর এব্‌নার লেইটকে। এল্যোনবি প্রশ্ন করল যে ব্যাপারটা আইন সঙ্গত হ'চ্ছে কিনা। কিন্তু গিডিয়ন বলল যে অস্ত্র রাখার আইনতঃ যে অধিকার আছে, শুধুমাত্র সেই অধিকারেই এটা পারা যাবে। সকলেই তো তারা যুদ্ধের সময় থেকেই বন্দুক ব্যবহার ক'রে আসছে। তা ছাড়া, তাদের সংগঠিত মহড়ার ফলে ওই সাদা আলখাল্লা-পরা দল এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারবে যে অত সহজে তাদের গায়ে বুলেট ফুঁড়তে পারা যাবে না। গিডিয়নএর কথা খানিকটা সত্য প্রমাণিত হ'লো। এরপর অনেকদিন ক্লানরা কারওএল অঞ্চলে পা দিল না।

অন্ধ-এল্যোন এসে জিজ্ঞেস করল জেফএর সম্বন্ধে। গিডিয়ন বলল যে তার সব খবর ভালো। ডাক্তার এমেরির সঙ্গে সে কিছুদিন থাকবে তারপর এডিনবড়া শহরে যাবার সুবিধে তার হবে। এডিনবড়া—পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তে সে-শহর! গিডিয়ন বুঝল, জেফকে মেয়েটি ভালবাসে। মনে তার প্রশ্ন ওঠে, কেন সে এসব বোঝেনা? 'পাঁ—চ বছর!' সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার উৎকণ্ঠা ঝ'ড়ে প'ড়ে এল্যোনএর কণ্ঠে। 'হ্যাঁ,' ধীরকণ্ঠে উত্তর দেয় গিডিয়ন। পরমুহূর্তেই সে কথাটাকে আরও নরমস্বরে বলবার চেষ্টা করে এল্যোনএর কাছে। কিন্তু মনের মধ্যে সারাক্ষণের জন্য বিঁধে থাকে একটা ভাবনা, কেন জেফ এতদূর গড়াতে দিল? অন্য ছেলেরা যখন তাদের ভাবী সঙ্গিনীদের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করে, যখন গিডিয়ন দেখে যে নলখাগড়ার মত তর্‌তর ক'রে বেড়ে উঠছে ছোট ছেলে মার্কাস, তখন কেবলই বড় বেশী ক'রে মনে পড়ে জেফকে।

আজকাল এল্যোন এসে প্রায়ই রসেলের কাছে বসে থাকে। কত কি তাদের কথা হয়। স্বামীকে ছেলের কথা কিছুই বলে না রসেল। নিজ

থেকেই স্বামী বলেছে : 'যা হয়েছে, খুব ভালোই হয়েছে জেফএর, কোন সন্দেহ নেই।' রসেলএরও এখন তাই মনে হয়। কখনও কখনও গিডিয়ন নিজেকে নিয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, কত অসংখ্য কাজের স্রোতে পড়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কেবলই সে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গিডিয়ন স্ত্রীর অস্বাভাবিক প্রিয় হবার চেষ্টা করে। এটা ওটা সবকিছু ছোটখাটো ব্যাপারেও দেখাতে চেষ্টা করে যে স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ তার ঠিকই আছে। রসেল বাধা দেয় : 'না গো না, আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না।'

'তোমাকে আমার কত ভাল লাগে রসেল!'

কিন্তু গিডিয়নের এ-কথাটাও যেন কেমন বেসুরো শোনাল। তার ভাবনা, চিন্তা, কথা, কাজ সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন আজ ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য মেয়েরা তার আর তার স্বামীর কথা আলোচনা করে— একথা যখন রসেল খেয়াল করল তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে সেও গিডিয়নএর গুণগানে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল। অন্য মেয়েদের সে বলে, জগতে গিডিয়নএর মত মানুষ নেই ; এমনি ক'রেই দ্বেষ, হিংসা নয়তো শ্রদ্ধা জমে ওঠে গিডিয়নের প্রতি। কিন্তু নিজের কাছে ঠিক এমনি ক'রে একথা তো সে বলতে পারে না। রাত্রে ঘুম ভেঙে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কাঠের মত শক্ত নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে থাকে স্বামীর পাশে। একদিন গিডিয়ন টের পেল রসেল জেগে আছে। জিজ্ঞেস করল : 'কি গো, কি হলো ?'

'কিছু না তো।'

'তা হ'লে ঘুমোও।'

একটু পরে রসেলএর অস্ফুট কথা শোনে গিডিয়ন : 'জেফ চলে গেছে। ঠাকুর, আমায় আর একটি ছেলে দাও।'

'দু'টো চমৎকার ছেলে আর একটা মেয়ে তো রয়েছে আমাদের।'

'ভেতরটা আমার খা-খা করছে—একটি ছেলে চাই—।'

'যেন দয়াল ঠাকুর তাই করছেন আর কি!' স্ত্রীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে স্বামী বলে: 'ছেলে হবে কি না-হবে—তাতে কী আর আমাদের হাত আছে!'

'তুমি তো ঠাকুর-দেবতাই মানো না।'

'শোন, আমার কথা শোন—'

'ভালবাসা থাকলে তো ছেলে হয়—'

'তোমায় আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ভালবাসি।'

'জেফ চলে গেল।' করুণ স্বর রসেলএর। 'সে তো গেছে চলে কত দূরে—'

সিদ্ধান্ত হলো যে নিলামে জমি কিনতে যাবে এব্‌নার লেইট, গিডিয়ন আর জেমস্ এল্যোনবি। সকলের হয়ে কাজকর্ম করার জন্য গিডিয়নকে তারা আম্-মোক্তার দিয়ে দিল। ইয়াংকী উকীল ড্যানিয়েল গ্রীন সম্প্রতি কলাম্বিয়াতে ব্যবসা পেতেছে। জমির একখানা নক্সা সে গিডিয়নকে জোগাড় ক'রে দিয়েছে। নিলামের আগে যে-ক'দিন সময় পাওয়া গেল, সকলে নক্সা নিয়েই মেতে রইল, সেটাকে বারে বারে নানাভাবে বিচার ক'রে দেখল তারা। সরকারী আমিনরা যে কিভাবে জমিটাকে হাজারী-লটে ভাগ করবে সে-সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারনা তাদের নেই কিন্তু সম্ভবপর সকল অবস্থার কথাই তারা বিবেচনা ক'রে বুঝতে চেষ্টা করল। গোটা একটা সপ্তাহ ধরে এবনার ও ফ্র্যাঙ্ক কারসনকে সঙ্গে নিয়ে গিডিয়ন কারওএল তালুকের পুরোপুরি বাইশ হাজার একর জমিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছে। তার ফলে এমন সব জায়গাও চোখে পড়েছে যার অস্তিত্বের খবরই তাদের জানা ছিল না। ফ্র্যাঙ্ক কারসন দেখিয়ে দিল যে ঝরণার

জল যেখানটায় পড়ে পুরো সাত ফিট নীচে সেখানে জলে-চলা একটা চাকা সস্তায় বসানো যেতে পারে এবং তাতে নিজেদের ময়দা ইত্যাদি ভাঙ্গা যাবে। একটা চমৎকার ডুমুর গাছের ঝাড় পাওয়া গেল ; বেশ উঁচু, ঘন পাতায় ছাওয়া। ঘর ক'রে থাকার পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। সাতশো একরের বিলটা দেখে এব্‌নার লেইট বললে যে ওটা বাদ দিলেই ভালো হয়। গিডিয়ন বললে যে আরো ভালো ক'রে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে হবে। বিলের গাছপালা যা আছে তা সহজেই পরিষ্কার করা যাবে। মাটিওতো কালো আর এঁটেল, চমৎকার উর্বর, এমনিতেই পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। 'বছরে দু' ফসলা ভাল ধান হবে এ-জমিতে। ধান চাল থাকলে আর কাউকে উপোস করতে হবে না!' গিডিয়ন এমন স্বপ্নে বিভোর যে অতি উৎসাহে দেখিয়ে দিল যে একটা বাঁধ যদি দেওয়া যায় বিলে, তা হ্'লে মাত্র চার মাইল দূরেই রেল লাইন পাওয়া যাবে। ফ্র্যাঙ্ক কারসন খানিকটা কাদা আঙ্গুলে ক'রে চেপ্টে বলে ওঠে: 'ও-ও! বাঃ খাসা বাড়ী হবে তো! ঐখানে বাড়ী করব, ঠিক ঐ ডুমুরে-টিলায়।' ধান বুনে চক্‌চকে কাঁচা পয়সার ফসল তুলবো, বাঞ্চোৎ ঐ তুলো আর বুনছি না! উঁহুঁ। একটা মানুষও দেখলাম না যে তুলো বুনে সুখে আছে।' 'কিন্তু আমি ভাই তুলোই বুনবো। দেশটা এমন তুলোর জন্যে খা-খা করছে! আমি খালি গুটি ফাটা দেখব আর বলব এই তো আমার, আমার নিজের!'—স্বপ্নাবিষ্ট গিডয়ন বলে। 'তবে খাদ জমি কোনদিন ম্যালেরিয়া ছাড়া দেখিনি কিন্তু—' এব্‌নার বলে।

হেঁটেই চলল তারা ; মাইলের পর মাইল হেঁটে চলল পাইন বনের মধ্য দিয়ে। পাহাড়ের ওপর উঠে দেখে একটা ধার ঢালু হ'য়ে বহুদূর নীচে নেমে গেছে···অতল সমুদ্রের মত। হঠাৎ এক বিস্ময় ভাব জেগে ওঠে ফ্র্যাঙ্ক কারসনএর মনে। গলাটা নীচু ক'রে সে বলে ওঠে: 'জায়গাটা তো আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু কোনদিন তো এরকমভাবে দেখিনি।

ভাই···এক ·কাঁধে বন্দুক, আরেক কাঁধে কিছু খাবার ভরতি ঝোলা ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে এ দৃশ্য দেখে আমার বুড়ো দাদুর মনে যা হ'তো আমারও ঠিক তাই ই মনে হ'চ্ছে···'

এই ভাবে অবশিষ্ট ক'টা দিন তারা সমস্তটা কারওএল পায়ে হেঁটে ঘুরে এল। ক্ষেতে ফসল কাটা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। বর্ষা কেটে গিয়ে এসেছে শরৎ। শুরু হ'লো শুভ বৎসর। ১৮৬৮। ছোট ছোট অস্থায়ী ধানের গোলা তৈরি হয়েছে এখানে-ওখানে। হলুদ ফসলের স্তূপ জমে উঠেছে এখানে-সেখানে। কোন-রকমে-তৈরি একটা চালার নীচে মজুত রয়েছে বিচালি। তুলোর চাহিদা সাদা লোকেরা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর একদিন রাত্রে তীব্র শব্দে বেজে উঠল রেলের বাঁশী···এসে গেল প্রথম দূরপাল্লার মালবাহী ট্রেন।

বাইশে অক্টোবর। গিডয়ন, এব্‌নার লেইট আর জেমস্ এল্যেনবি কলাম্বিয়া শহরে গাড়ী ভিড়িয়ে নিলামের জনসমুদ্রে মিশে গেল। গিডিয়ন ভীড়ের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে, এমন সময় ইশারায় ডাকল উকীল ড্যানিয়েল গ্রীন। নিলাম ডাকবার জন্য আগেই তাকে গিডিয়নরা নিযুক্ত করেছিল। উকীলের পরনে চেক্-চেক্ স্যুট, মাথায় সাদা টুপি, ঠোঁটের এক কোণ থেকে ঝুলছে একটা কালো মোটা চুরুট। 'এই যে জ্যাকসন, এই যে!' নক্সা আর দলিলপত্রে পকেটটা তার বোঝাই।

নিলামে লোক এসেছে তামাম শহর-গ্রাম থেকে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। কাদা-জমা রাজধানীর পথে ভীড় করেছে হরেক রকমের গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী আর জীন-পরানো ঘোড়া। নিলাম গৃহের সিঁড়ির ওপর মঞ্চ তৈরি হয়েছে···প্রকাণ্ড এক অর্ধসমাপ্ত পাথরের স্তূপ··· তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের মাইলের পর মাইল নজরে পড়ে। একখানা বোর্ডে খাজনার দায়ে বেদখলী জমির একটা মানচিত্র ঝোলান রয়েছে। রঙিন মোটা মোটা দাগ দিয়ে তাতে চিহ্নিত করা আছে বিভাগসমূহ।

তাদের চারদিকে ভীড়ের মধ্যে মিশে আছে সব রকম লোক—চার্লসটনী ভদ্রবৃন্দ, নিগ্রো ক্ষেতমজুর, ইয়াংকী ফট্‌কা বাজারের দালাল, উত্তর দেশের কৃষক আর জমিদার। এমনকি সুদূর নিউ অরলিনস্‌ আর টেক্‌সাস্‌ থেকেও এসেছে জমিদারেরা। এসেছে মর্গ্যান আর গীর্জার প্রতিনিধিরাও। এসেছে দু'টো বিলিতী জমি-ব্যবসায়ী কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। এক লক্ষ ষোল হাজার একর জমি বিক্রি হবে।

গিডিয়নএর জামার আস্তিন গোটান; চোখ তুলতেই সামনে পড়ল ষ্টিফেন হমস্‌এর মৃদু হাসি-মাখা চোখ। স্বাভাবিক সহজ অবস্থায় হমস্‌ বেশ ভদ্র ব্যবহারই করল। এব্‌নার লেইট আর জেমস্‌ এল্যোনবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হমস্‌ ভদ্রতায় মাথা নোয়ালে।

'এখানে যে? জমি কিনতে?' হমস্‌ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে উদ্দেশ্য আমাদের দু'জনারই এক। ডাডলে কারওএল, কর্ণেল ফেন্‌টন আর খানিকটা নিজেরই তাগিদে আমার আসা।'

'কারওএল গ্রাম নেবেন না কি?' অল্প কথায় গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

'নিতে পারি—না হ'লে অন্য কোনটা যদি ভাল হয়। ডাডলে আর বাড়ীটা রাখতে চাইছে না, চিরকাল ওটা একটা শ্বেতহস্তী পোষার মত হ'য়ে আছে আর কী। হ্যাঁ, শুনছিলাম, চার্লসটন্‌এ নাকি ধারের চেষ্টা করছিলে?'

'বোস্টন থেকে ধার পেয়েছি।'

'পেয়েছো? দেখো যেন আবার তুমি আমি দরাদরি ক'রে না বসি —বলা তো যায় না, কত যে অচেনা লোক চারদিকে। ও! হ্যাঁ, সেদিন যে গণ্ডগোলটা হলো, তোমাদের লোকেদের সঙ্গে, না?'

'ক্লানদের সঙ্গে।' গিডিয়ন উত্তর দিল।

'যতসব হতচ্ছাড়া হারামজাদা হয়েছে ঐ সাদা জঞ্জালগুলো। তা, খুশী হলাম, গিডিয়ন, তোমার সঙ্গে দেখা হলো—আর আপনাদের সঙ্গেও।'

হমস্ চলে যেতে লেইট মন্তব্য করল: 'মালকে তো চিনি, গিডিয়ন! পণ্টনের অফিসার ছিল না?'

'বোধহয়।'

'ঝুনো মাল বটে! ক' গণ্ডা নিগার পুষত আগের দিনে? লোকটা বোধহয় নিজের মায়ের গলায়ও ছুরি বসাতে পারে, হুঁ।'

একটু পরে নিলাম আরম্ভ হ'লো। দুই বন্ধু সহ গিডিয়ন এবং উপস্থিত জনতার বেশীর ভাগের কাছেই নিলাম জিনিসটা আগাগোড়া একটা গোলমেলে বিভ্রান্তি হয়ে দাঁড়াল। পালা করে দু'জন নিলামকারী ক্রমান্বয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে: 'খতিয়ান নম্বর চার, চিপডেন, উত্তর দক্ষিণ, বাইশ, সরকারী ডাক দু' ডলার—আটশো ডলার, দু' ডলার, দু' ডলার—দু' ডলার দুই, দু' ডলার—তিন ডলার গেল—গেল তিন ডলার দশ সেণ্ট, পনরো সেণ্ট, তিন ডলার—পনরো সেণ্ট—' গ্রীন উকীলের নিশ্বাস পড়ছে না, মুখের চুরুটটা নিভে ঝুলে পড়েছে। গিডিয়নকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল: 'নক্সাটা দেখুনতো! ভাগ করেছে দেখি তেইশ ভাগে—সামান্য কম হাজার-একর এক-একটা! বাড়ীটা যাচ্ছে দু'শো একরী আলাদা একটা ভাগে। সরকারী দর একর প্রতি এক ডলার!'

গিডিয়ন, লেইট আর এব্‌নার ভীড় ঠেলে বাইরে এসে নক্সা নিয়ে বসল। গ্রীন বলল: 'আগে আসল তিনটে বাছুন, তারপর পরপর একটা বাদে একটা নেবেন।'

'কি বললেন?'

'বলছি, আগে ভালোটা তো দেখি। একটার নম্বর দিলাম ক-১।' সবচেয়ে লোভনীয় তিনটি দাগ বেছে বার করল, সবাই মিলে। 'আগেরটা না পারলে, এখন থেকে—' গিডয়ন আর এব্‌নার তাড়াতাড়ি খুঁটিনাটি

বিচার ক'রে অবশিষ্ট কুড়িটা খতিয়ানেও নম্বর চিহ্নিত ক'রে দিল। 'খুব বেশী হলে পাঁচ ডলার পর্যন্ত তো ?'

'হ্যাঁ, পাঁচ ডলার—তবে দেখুন যদি কমে করতে পারেন।'

'সে হলে তো কথাই নেই।' ঘাড় নেড়ে গ্রীন আবার ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। নিলামকারীরা অনবরত একঘেয়ে হেঁকে চলেছে। চার দিক থেকে ক্রেতারা নিজেদের পছন্দমত দাম ডাকছে। জমিদারের গোমস্তারা ধাক্কাধাক্কি ক'রে নিলামমঞ্চে গিয়ে হাজির হয়েছে। সকাল ন'টায় সেই যে ডাক শুরু হয়েছে, আর এখন এই দুপুর নাগাদও তেমনি চলেছে। কিন্তু কারওএল লট্ এখনও ডাকে উঠল না।

বেলা দু'টোর সময় কারওএলের প্রথম লট্ ডাকে উঠল। গ্রীনকে গিডিয়ন দেখল মঞ্চ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাম হাঁকছে; কিন্তু সে নিজে কিছুতেই এ-সবের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। শেষে পাঁচটার সময় সব শেষ হ'য়ে গেল। উকীল তো হাঁপিয়ে, শুকিয়ে, চিম্‌সে হ'য়ে গেছে; কিন্তু মুখে বিজয়ীর হাসি; ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল : 'ঠিক পেয়েছি!'

'কোন্‌টা কোন্‌টা ?'

'ক-১-এর দু'টোই।' দোমড়ান নক্সাটা উকীল রাস্তার ওপর বিছিয়ে ফেলল। হাঁটু গেড়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল গিডিয়ন, এব্‌নার আর এল্যোনবি। 'এই দু'টো, পুরোপুরি চার ডলার।' আনন্দের চোটে লেইট সিংহনাদ ছেড়ে একেবারে লাফাতে শুরু ক'রে দিল। দু'হাতে উরু চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল : 'বাঞ্চোৎ, বাঞ্চোৎ, ওরে গিডিয়নরে! দেখছো! ওটা যে সেই ডুমুরে-টিলেটা! অঃ—হঃ অ—খাসা—খাসা যেন বাঞ্চোৎ তাজা মোৎখানা!' গ্রীনএর ঠিক পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মহানন্দে গিডিয়ন দাঁত বার ক'রে হাসছে। 'তিন নম্বরটা কই ?'

'আপনার নম্বরের চার—কিন্তু মজার কথা, ওটার ডাক উঠেছিল পাঁচ পর্যন্ত। ঠিক তো, চেনেন তো এ জমিগুলো?'

'শোন কথা, হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ, চিনি!' এব্‌নার জবাব দিল: 'ঠিক আছে—খাসা জমি, বাঞ্চোৎ একেবারে খাসা জমি হয়েছে।'

'সাত হাজার তিনশো লেগেছে প্রথম দু'টোয়—খরিদ বটে, বুঝলেন, খাসা খরিদ হয়েছে—আরে এতো আপনার বিনি.পয়সায় জমি · একেবারে জলের দাম। চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ লেগেছে তিন নম্বরটায়। তাহ'লে ওখানে পেলেন তো জমি! প্রায় তিন হাজার একর—'

জয়োল্লাসে বাড়ী ফিরে চলেছে সকলে। বুড়ো এল্যেনবি হয়েছে খচ্চরের গাড়ীর গাড়োয়ান। গিডিয়ন আর এব্‌নার নেশায় মশগুল হ'য়ে গান ধরেছে—

'কল্‌মী লতার যোবন জেগেছে
ও তার শিশির লেগেছে;
সখি আমার সখি গো—
একলা আমি তোমার তরে
আর কত যুগ জাগি গো—'

দু'টো ডলার খরচ ক'রে এব্‌নার এক বোতল ধেনো এনেছিল কলাম্বিয়া থেকে। দূর পাল্লার এই গোটা পথটা সে আর গিডিয়ন মহানন্দে তাই টেনেছে। গিডিয়নএর ভালো অভ্যেস নেই; কালেভদ্রে ছিটেফোঁটার আস্বাদ নিত সে। এব্‌নার গিলেছে চারভাগের তিনভাগ, বাকীটুকু গিডিয়ন। কিন্তু অবস্থা হয়েছে দু'য়েরই সমান। লোক দেখে গিডিয়ন হৈ হৈ ক'রে বলে উঠল: 'আমরাই ভবিষ্যৎ, আমরাই —!' এল্যেনবি ঘটনার সমস্ত কাহিনী বিবৃত করল। হাসতে হাসতে রসেল তাড়াতাড়ি স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে দিল। রসেলকেও জোর ক'রে টেনে নিজের

পাশে শুইয়ে দিল গিডিয়ন। রসেল আপত্তি ক'রে বলে উঠল: 'আঃ, লজ্জার মাথাও খেয়েছো!' কিন্তু আজকে গিডিয়নএর সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর মতই মনে হয়। মোটা গলায় খুব খানিকটা হেসে গেয়ে শেষে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন। ভাই পিটার এক বিশেষ সভা ডেকেছে। গিডিয়নকে বললে: 'ভগবানকে যদি ভুলে যাও ভাই, যদি তুমি ভগবানের অনুগত না হ'য়ে ধৃষ্টতা কর, তা হ'লে ভগবানও তোমাকে ভুলে যাবেন।' গলাটা আরও নরম ক'রে বললে: 'গিডিয়ন, সকলের নেতা তুমি, সে-টাই তোমার কর্তব্য, সে-কথা তোমাকে জানতে হবে, নম্রভাবে তাই বুঝবে। তুমি যে ন্যায়ের কাজ কর সে তো সকলের বিশ্বাস তোমার ওপর আছে ব'লে। অনেকদিন আগেই তোমার ওপর আমি বিশ্বাস আরোপ করেছি। আমাকে যেন নিরাশ ক'রো না, গিডিয়ন। ভাই, তুমি তো বিচক্ষণ, ক্রমেই তুমি ওপরে উঠছো, কিন্তু নীচের দিকে তাকাতে ভুলোনা কখনও, গিডিয়ন, নীচের দিকে যেন সবসময়ে নজর থাকে।'

'আমি দুঃখিত, বিশ্বাস কর ভাই পিটার, বড় দুঃখিত।'

'তা তুমি হবে জানি, মহৎ অন্তর তোমার। আমার কথা শোন গিডিয়ন, নিজের অন্তরের দিকে তাকাও, দেখবে ভগবান রয়েছেন; তাঁকে ভক্তি ক'রো।'

কোমল স্বরে গিডিয়ন বলে: 'তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। বিশ্বাস করো, জগতে সবার চেয়ে বেশী তোমায় শ্রদ্ধা করি আমি, বিশ্বাস করো, পিটার।'

'তোমাকে বিশ্বাস না ক'রে পারি ভাই?' ধীর-কণ্ঠে পিটার উত্তর দিল। তারপর সভাস্থ সকলের উদ্দেশ্যে সে বলতে শুরু করল: 'আজকের আমার পাঠ হ'লো: তোমার আজ্ঞায় আমরা এখানে এসেছি তাইতো এই শুভফল, তাইতো এস্থান এত সুজলা সুফলা!' ধীরে

ধীরে স্পষ্ট কথায় বাণী দিল সে। জমিহীনের দেশে তারা জমি পেয়েছে। তারাই লাভ করবে ভগবৎকৃপা। কেননা, যেখানেই কালো মানুষ এক টুকরো জমি কিনবে, সেখানেই পড়বে হাজারো চোখের শ্যেন দৃষ্টি। 'এখন উত্তমরূপে জমি ভোগ কর।' ভাই পিটার তার বাণী শেষ করল।

সভা-শেষে জমি ভাগ শুরু হলো। এখুনি এর প্রয়োজন বড় জরুরী। কেননা শীত প্রায় এসে পড়ল। তার আগেই এখান থেকে উঠে গিয়ে যার যার জমিতে যেমন তেমন চালা এক একটা খাড়া করতেই হবে। গিডিয়ন ভেবেছিল কাজটা বোধহয় কিছু কঠিন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, এ বলবে ওরটা বড় আমারটা ছোট, ও বলবে নেব না আমি এত ছোট ইত্যাদি, আর এই নিয়ে এ ওকে হিংসা করবে, শাপাশাপি, গালমন্দ শুরু হ'য়ে যাবে—এতটা সে ভাবতে পারেনি। সাদা লোকেরা জোট পাকিয়ে সব গেলো কালোদের বিরুদ্ধে, স্বভাবতই কালোরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়াল। এসব দেখে শুনে গিডিয়ন গর্জে উঠল :

'থাম্—যত অপদার্থ মূর্খের দল! এতদূর আমরা এগোলাম, এখন তোরা শুরু করেছিস এ ওর গলা কাটতে! হবে না ওসব! একজনকে আমরা ভোট দিয়ে ঠিক করবো—সে-ই সকলকে জমি ভাগ ক'রে দেবে। বল, এখন কাকে চাই?'

সকলেরই পছন্দ গিডিয়নকে; কিন্তু গিডিয়ন রাজী হ'লো না। এল্যেনবি আর ভাই পিটারএর নাম উঠল। ভোট নেওয়া হ'লো, তাতে ভাই পিটার তিন ভোটে জিতল। 'তোমার নিজেরটা কে বাছবে?' প্রশ্ন করলে ট্রুপার। 'কেউ যেটা নেবে না সেটাই হবে আমার—ওতে কিছু যায় আসে না।' ধীরকণ্ঠে ভাই পিটার উত্তর দিল। সুতরাং সবাই মহা লজ্জায় দাঁত বার ক'রে হি-হি ক'রে খানিকক্ষণ হাসল। এরপর আর কোন ঝামেলা হ'লো না।

বছর ঘুরে এল ; স্বভাবতই মনে হয় আবার ভোটের সময় হয়েছে—সাধারণতঃ তাইতো হয়। এবং তাদেরও উচিৎ যে-সমস্ত ছোটখাটো হাজারো ব্যাপার রয়েছে তাদের এই শ্রমসিদ্ধ পরিবর্তনের মূলে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর সময় নষ্ট না করা। একটি বছর আগে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে তারা পায়ে হেঁটে গিয়েছিল ভোট দিতে। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। পরিবর্তন এসেছে দেশে ; এসেছে মানুষের মধ্যেও ; ভবিষ্যৎ কল্পনার সুদিন যেন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে তাদেরকে, আজ তারা সেই সুদিনেরই অংশ।

নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার ভোরবেলা একসঙ্গে সকলে চলল শহরে—একসঙ্গে কালো আর সাদা মানুষ। আগামী শীতের চিমটি লাগে হাওয়ায়। শুকনো পাতা উড়ে যায় ধূলোভরা পথের এ-ধার থেকে ও-ধারে। ঠিক ছিল, কালো মানুষ সকলেই একসঙ্গে রিপাবলিকানদের ভোট দেবে। কিন্তু এব্‌নার বলল যে সবই যখন হ'লো তখন তার ইচ্ছে সে ডেমোক্রাটদেরই ভোট দেয়। তার বাবা, তার ঠাকুর্দা সকলেই তাই দিয়েছে ; তারও ইচ্ছে নয় যে এই রকম একটা রীতি সে একেবারে উল্টে দেয়। তথাপি একসঙ্গে সকলে হেঁটে চলল শহরে ভোট দিতে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সংগ্রাম

[আট]

একবার ঘড়িটা দেখে নিল গিডিয়ন। তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। দু'টো থেকে সে অপেক্ষা ক'রে আছে। ভেবেছিল, এখানের সাক্ষাৎ সেরে পাঁচটা-ষোল নাগাদ ষ্টেশনে পৌঁছতে পারবে। ছেলে আজ নিউ ইয়র্ক থেকে আসছে এখানে। মনে হয় এ-কাজ সেরে সে সময়মত ষ্টেশনে পৌঁছতে পারবে। বাস্তবিকই এখানে তো এখন আর কিছুই বলার নেই তার। কিছু বললেও যে তেমন কিছু ফল হবে না সে সম্বন্ধে সে এখন প্রায় নিশ্চিত।

বাইরে হিমেল ফেব্রুয়ারীর দুপুর, ঝিরঝির বরফ নেমেছে, ওয়াশিংটনের বরফ। বড় বড় বরফ-কণা জানালার কাঁচে লেগে খানিক পরে গলে গলে কাঁচের ওপর সর্পিল রেখায় নীচে গড়িয়ে পড়ে। নরম চামড়ার চেয়ারে গিডিয়ন গা এলিয়ে দিল, হাত দু'খানা কোলের ওপর জোড় করা। এ মুহূর্তে তার ইচ্ছে হয় একটু নিদ্রা উপভোগ করার। দীর্ঘ নিদ্রা, এত দীর্ঘ যার স্বাদ সে বহু দিন পায়নি। নিদ্রিত হয়ে সে কিছুক্ষণের জন্য ভাবনা-চিন্তা থেকে রেহাই পেতে চায়। তারপর আবার জেগে উঠবে—সতেজ, উৎসাহী মানুষ হ'য়ে। কিন্তু পয়তাল্লিশ বছরের মানুষ কতখানি উৎসাহী হতে পারে? মৃদু মাথা নাড়ে গিডিয়ন; মৃদু হেসে সে ছেলের ভাবনায় নিজেকে নিবিষ্ট করে। আর কিছু না ভেবে ছেলের কথা ভাবা ভালো—ছেলে এক পূর্ণ-প্রাণ বাস্তবতা।···ট্রেন থেকে নেমে দুলে দুলে দ্রুত পায়ে জেফ হেঁটে আসবে তার দিকে, কিন্তু সত্যই কি আসবে? হয়তো সে শুধু তাকিয়েই থাকবে তার দিকে চেয়ে। হয়তো ভাবের উচ্ছলতা দু'জনার মনে কিছুই প্রকাশিত হবে না। কিন্তু সে যে অসম্ভব! সাত বছরে এত বিপুল পরিবর্তন অসম্ভব। তবু এডিনবড়ায়

সাত বছর, যে সাত বছরে একটি ভীত, সংকুচিত কালো ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরে আসছে—সেই সাত সাতটি বছর সত্যিই এমন কিছু যা কত বিভিন্ন রূপে মনে আসে।

গিডিয়নএর মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন ডাক্তার এমেরি এই প্রস্তাবটি করেছিলেন। কেমন এক বাঁকা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। ডাঃ এমেরি তখন কি ভেবেছিলেন ? সে-ই বা আসলে কি বলেছিল ডাঃ এমেরিকে ? বলেছিল টাকার কথা। খুব বেশী টাকা কি লেগেছে ? কতদিন আগের কথা এ সব—আট বছর ? না, ন' বছর ? মনে হয়, এমেরিকে আর ওয়েণ্টকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যদি সে জানতো ! কিন্তু আজ আর তো তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। সেদিনের ছবি তার মনের পটে ভেসে ওঠে : ডাক্তারখানায় সে এমেরির সঙ্গে কথা বলছে, চেয়ে দেখছে সামনে শীর্ণদেহ উলঙ্গ ছেলে একটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। একটার পর একটা ক'রে এমনি কত স্মরণের স্রোত ভেসে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে। কক্ষের কোণের প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠল : এক-দুই-তিন···নিশ্চয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুহূর্তে সব স্মৃতির স্রোত মিলিয়ে গেল, সামনে তাকিয়ে দেখল দাঁড়িয়ে আছে প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারি :

'এবার প্রেসিডেণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, আসুন !'

গিডিয়ন উঠে দাঁড়াল, চোখ দু'টো একবার জোরে চেপে পরমুহূর্তে খুলে নিয়ে সেক্রেটারির পেছন পেছন সে অফিসে ঢুকল। গ্র্যাণ্ট বসে আছেন ডেস্কের ওপাশে ; ক্লান্ত, ভগ্ন, চোখ দু'টো লাল, তাঁর ভবিষ্যতের আশাহীন, নিরানন্দ নিষ্ফল দিনগুলোর কথা মনে ক'রে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। মাথা নেড়ে তিনি বললেন :

'বসো গিডিয়ন।' সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন : 'কেউ যেন এখন আমাদের আলাপের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।'

'সিনেটর গর্ডন যদি—'

'জাহান্নামে যেতে বলবে! কথা বলব না তার সঙ্গে, বুঝেছো? কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে!' সেক্রেটারির পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট গিডিয়নকে বললেন: 'চুরুট দেবো? ও, না, মনে ছিলনা, তুমিতো ধূমপান কর না আবার। আমি একটা ধরাই, কি বলো?' একটা চুরুট মুখে পুড়ে দেশলাই জেলে দীর্ঘ এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়লেন তিনি। গিডিয়নএর দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ কিন্তু প্রেসিডেণ্ট তাকে নজরে বিশেষ আনছেন না। উলিসেস সিম্পসন গ্র্যাণ্টএর জীবনে অকস্মাৎ বড় নির্মমভাবে বার্ধক্য এসে পড়েছে যেন··· চক্ষু কোটরাগত, দাড়িতে ধূসরতার ছাপ। এমনকি তাঁর ধূমপানের মধ্যেও কেমন একটা অস্থির দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছে। কথা বলতে গিয়ে তিনি যেন হাউ হাউ ক'রে উঠলেন: 'আমি জানি, তুমি কি বলবে গিডিয়ন।'

'তা হলে আর আমায় ডাকলেন কেন প্রেসিডেণ্ট?' নম্রভাবে গিডিয়ন বলে।

'কেন —' আকস্মিক হতবুদ্ধির দৃষ্টি প্রেসিডেণ্টের চোখে। এই নিঃসহায় লোকটির জন্য গিডিয়ন সত্যিকারের সহানুভূতি অনুভব করে। মনে হয়, মাত্র জনকয়েক লোক এঁকে বুঝেছে, ভালবেসেছে; এঁকে দিয়ে স্বার্থোদ্ধার ক'রে নিয়েছে কত লোক, এঁকে ঘৃণা করেছে কত লোক, অবজ্ঞা করেছে আরও বেশী। ভাগ্যের দোষে অবস্থার বিপাকে পড়ে এই মানুষটি আজ আশাহীন, অবহেলিত।

'কেন এসেছ এখানে?' নিরুৎসাহ প্রশ্ন গ্র্যাণ্টের কণ্ঠে।

'কারণ, এখনও আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট।' ধীরকণ্ঠে গিডিয়ন বলে: 'কারণ, আপনি আমার বন্ধু, আমি আপনার বন্ধু—'

'তা হ'লে আমারও বন্ধু আছে?'

'কারণ, এ দেশ আপনার স্বদেশ, দেশকে আপনি যতখানি ভালবাসেন,

খুব কম লোকই ততখানি বাসে। আমি জানি, দেশকে কী গভীর ভালবাসেন আপনি। যত ঠগ, মিথ্যেবাদী, প্রাণপণে যারা চেষ্টা করছে দেশটাকে চুরমার ক'রে দিতে, তাদের কল্পনারও অতীত আপনার এই স্বদেশ-প্রীতি। আপনার মনে আছে এভারেট হেলের সেই গল্পটা 'স্বদেশহীন মানুষ'? মনে আছে, কি ক'রে ফিলিপ নোলান তার জন্মভূমিকে চিনেছিল আর ভালবেসেছিল?'

দুঃখের হাসি ফুটে ওঠে গ্র্যাণ্টের ঠোঁটে। 'উপদেশ-বাণী শোনাচ্ছো গিডিয়ন!'

'না, না—আমি বলছি দেশের কথা। বলছি, কেননা এর পরে আর কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সামনে কথা বলার সুযোগ আমি পাবো না। বোধহয় এই শেষ সুযোগ। গত চোদ্দ দিন হ'লো আমি চেষ্টা করেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে—'

'আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম, গিডিয়ন।'

'আপনি ব্যস্ত ছিলেন, প্রেসিডেণ্ট! বাস্, ফুরিয়ে গেল—হায় ভগবান, কতই না সুন্দর সব কথা আমরা শিখেছি—ব্যস্ত আছি, জড়িয়ে আছি, হাজারো কাজ। আচ্ছা, আমাদের শত্রুরা কেন ব্যস্ত নয়?'

'সব শুনেছি আমি।' অনাসক্ত কণ্ঠস্বর প্রেসিডেণ্টের।

'তা হ'লে আর আপনার শুনতে ইচ্ছে নেই। আপনি চাইছেন—আমি চলে যাই। কিন্তু কথাটা আমি অন্যভাবেও বলতে পারি। আচ্ছা, সংবাদপত্রগুলো যা বলছে আর ইতিহাস যা বলবে আপনার এই আট বছরের সভাপতিত্ব নিয়ে, এসব বাদ দিলেও, আসল সত্যটা কি?'

'তুমি বলবে তো, আমাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করিয়েছে?' গ্র্যাণ্ট চিৎকার ক'রে উঠলেন।

'আমি তা বলব না। হায় ভগবান, শুনুন মিঃ প্রেসিডেণ্ট, এ দেশ—আমাদেরও দেশ। আসুন, ইস্কুলের ছাত্রের ভাষা দিয়েই বলি, অন্য

কিছুতে কাজ হবে না। এ আমাদের মাতৃভূমি। আমরা লড়াই করেছি এর জন্য। আমরা বেঁচে আছি এর জন্য ; এরই জন্য গেটিস্‌বার্গে প্রাণ দিয়েছে কাতারে কাতারে মানুষ। এর থেকে আলাদা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব আমাদের কিছু নেই। একসঙ্গে সব বাঁধা, সব একসঙ্গে মেলানো। দেশ মানে কী?' একটু ইতস্ততঃ ক'রে আবার গিডিয়ন শুরু করল: 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? একটা স্বপ্ন, একটা আদর্শ, অথবা গঠনতন্ত্র-লেখা কাগজের টুকরোটা, না, বহু মানুষের একটা মিলিত জোট? নাকি, এটা জনকয়েক উদ্যোগী পুরুষ, জনকয়েক আবাদ-মালিক, জনকয়েক ডাকাত-সর্দারের? এটা কি মর্গ্যান, গউল্ড কিম্বা সিনেটর গর্ডনএর সম্পত্তি? নাকি, এটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে তাকিয়ে থাকে যে লোকটা, তারও?' এবার গিডিয়ন একটু থেমে থেমে বলে: 'এটা কি একটা পাদ্রীর গির্জা না সাধারণের ধর্মসভা? এটা কি কোন মন্ত্রপাঠ, কিংবা কোন অপদার্থের খেয়াল, না, পাঁচ কোটি মানুষের দেশ? দেশ বলতে কি শুধু কংগ্রেস বোঝায়? যত দিন হ'লো আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি, এই কথাটাই কেবল ভেবেছি। দেখেছি ছোট বড় সবাইকে। বসে বসে মূর্খ পিটারসনএর বক্তৃতা শুনেছি, শুনেছি পুরুষসিংহ সাম্‌নারএর বক্তৃতা। না—আপনি, আমি একই গ্রন্থিতে বাঁধা আমরা দেশের নাড়ীর সঙ্গে, বিচ্ছিন্ন আমরা হ'তে পারি না—কারণ, আমরা যা করেছি, আমরা যা স্বপ্ন দেখেছি, আমাদের যা আছে, আমরা যা, আমাদের আমেরিকাও তো তাই!'

গ্র্যাণ্টএর চুরুট নিভে গেছে। স্থূল আঙ্গুলের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় চুরুটের টুকরোটার ওপরে তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে আছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রের মত মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমি যে শেষ হ'য়ে গেছি, গিডিয়ন!'

'আপনি আমাদের প্রেসিডেণ্ট, মিঃ গ্র্যাণ্ট।'

'মোটে আর কয়েকটা দিনমাত্র—'

'ঐ কয়েকটা দিনই ওদের ঘা দেবার পক্ষে যথেষ্ট!'

গ্র্যাণ্টএর স্বর অবসন্ন: 'আমি বুঝি না, গিডিয়ন, বড় ক্লান্ত আমি। আমি শেষ হয়ে গিয়েছি। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই, বিশ্রাম চাই। আমাকে নর্দমার মধ্যে টেনে এনেছে। বাড়ী যেতে চাই, আমি এ সবকিছু ভুলে থাকতে চাই।'

'ভুলতে আপনি পারবেন না, প্রেসিডেণ্ট।'

'কি জানি। আমি তো সলোমন নই; ভগবানও নই যে নির্ভুল বিচার করব। কিন্তু এ আমি চেয়েছিলাম না। যুদ্ধে আমি জিতেছিলাম, তার কারণ, আমি তার মূল্য দিতে ভয় পাইনি। তারই ফলে কি আমি প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলাম? আজ ওদের এই রাজনীতির নোংরা ঘৃণ্য চালে আমাকে খেলতে হবে?'

'কিন্তু যুদ্ধ তো এখনও অনেক বাকী, প্রেসিডেণ্ট।'

'কিন্তু তুমি তো জান না শত্রু কে? তুমি তো জান না কে তোমার পক্ষে লড়বে?'

'তা হ'লে কি আপনার ঐ চেয়ারে যখন হেইস্ এসে এক কোমড় রক্তের মধ্যে বসবে, তখনও আপনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন?'

'দূর ছাই! তোমার প্রমাণ কোথায় গিডিয়ন? হেইস্ তো তোমার আমার মত রিপাবলিকান। আইনতঃ সে নির্বাচিত হয়েছে। বিপদ আর বিপদ আর বিপদ—শুনতে শুনতে হয়রান হয়ে গেলাম। জগতে প্রাণী যেমন বেঁচে থাকবে, তেমনি বেঁচে থাকবে আমাদের এই দেশও—'

'আচ্ছা, বেশ।' গিডিয়ন উঠল।

'যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলতে চেয়েছিলে?'



'কি দরকার আর ? কিছুই তো হবে না।'

'আঃ, বলনা তোমার কথা !' গ্র্যাণ্ট চেঁচিয়ে উঠলেন : 'বল দেখিনি !'

'শুনতে চান আপনি ?'

'যাত্রার বিবেকের পাঠ ছাড় দেখি, তোমার কথাটা বল।'

'বেশ, তা হ'লে শুনুন, গোপন ষড়যন্ত্র ক'রে জাল জোয়াচুরি করা হয়েছে।'

'প্রমাণ দিতে পারো ?'

'প্রমাণ আছে আমার কাছে।' শান্তস্বরে গিডিয়ন বলে : 'আমার কথা আপনি খানিকক্ষণ শুনবেন ?'

'শুনছিই তো।' গ্র্যাণ্ট চুরুট ধরালেন। গিডিয়ন আবার বসল। গ্র্যাণ্টএর ডেস্কের ঘড়িতে সওয়া তিনটা বাজে। 'আমি গোড়া থেকেই শুরু করব।' গিডিয়ন আরম্ভ করে। বাইরে তখনও বরফ পড়ছে। শ্বেত তুষারকণা ধীরে ধীরে জানালার কাঁচে লেগে গলে গলে পড়ছে। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। ডেস্কের আলো থেকে চক্রাকারে হলুদ আলো ঠিকরে পড়ছে। অন্ধকার যত বাড়ছে, প্রেসিডেন্টের মুখ ততবেশী ক্লান্ত ঠেকছে, অস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। আলোর মধ্যে জড়ো হ'য়ে পাক খাচ্ছে তাঁর চুরুটের ধোঁয়া, শেষে আলোর চিম্‌নির মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে।

'আপনার মনে পড়ে দক্ষিণ ক্যারোলিনার অধিবেশন ? ন' বছর আগের কথা।' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'বলতে গেলে সেই থেকেই শুরু হয় পুনর্গঠন। অধিবেশনে আমি সভ্য ছিলাম। দু' বছর পরে আমি স্টেট-সিনেটের সভ্য হয়েছিলাম। পাঁচ বছর আগে আমি কংগ্রেসে আসি। সেই জন্যই আমি মনে করি, খানিকটা অভিজ্ঞতা নিয়েই আমি বলতে পারি কি ঘটেছে চারদিকে।

'পুনর্গঠন' কথাটা খুবই সুন্দর—১৮৬৮ থেকে দক্ষিণে যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছুর জন্যই তারা এই কথাটা ব্যবহার ক'রে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে কথাটা কিন্তু অর্থহীন। আসলে, সমস্যাটা মূলতঃ পুনর্গঠনের সমস্যা ছিল না, এমনকি বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলোর ইউনিয়নে পুনঃপ্রবেশেরও সমস্যা ছিল না। এ সবকিছু আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে বলেছি, এই পাঁচ বছর ধরে বারে বারে বলেছি। আজ আবার বলছি সেই সব কথা। কেননা, আমার মনে হয়, এইবার আসাই আমার শেষ আসা, এরপর বহুকাল কোন নিগ্রোর, তার জাতির প্রতিনিধি হিসেবে, এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির সামনে আসার অধিকার থাকবে না।'

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেললেন গ্র্যাণ্ট। এতক্ষণে তার অবয়ব ছায়ায় মিলিয়ে গেছে, চোখে পড়ে না।

'পুনর্গঠন কি জিনিস? কি হয়েছে? কী তার অর্থ, কেনই বা তা ধ্বংস করা হয়েছে? আপনাকে প্রশ্ন করছি, কেননা, সারা দেশে আপনিই আজ একমাত্র লোক যিনি পারেন এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে, প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে—আর তাই করার মধ্য দিয়ে পারেন অকথ্য দুর্দশা আর অর্থকষ্ট থেকে দেশের ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে।'

'বলে যাও, গিডিয়ন।'

'পুনর্গঠন ছিল নতুনের জন্ম আর পুরোনোর মৃত্যু। আবাদের কেনা-গোলামী ছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। এদেশের ঐতিহ্যের বিরোধী তা। কয়েক বছর আগে সমগ্র জাতকে এরই শিকলে বাঁধবার অপচেষ্টা শুরু হয়েছিল, শুরু হয়েছিল শাসন-ব্যবস্থা দখলের। এর ধ্বংসের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তখন, নইলে এই প্রথাই ধ্বংস ক'রে ফেলত এদেশের গণতন্ত্র। ধ্বংস একে করা হয়েছিল, আর সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই আমার জাত মুক্ত হয়েছিল। আরও বলব কি প্রেসিডেণ্ট?'

'হ্যাঁ, বল।'

'তা হলে শুনুন। সেই ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে এসেছিল পুনর্গঠন—অর্থাৎ মূলত গণতন্ত্রের একটা পরীক্ষা। মুক্ত নিগ্রো আর মুক্ত সাদা লোকেরা—গরীব সাদা লোকেরা লড়াইয়ের আগে ছিল ঠিক কালোদের মতই প্রায় ক্রীতদাস—একসঙ্গে থাকতে, একসঙ্গে কাজ করতে, একসঙ্গে গড়তে পারে কি না, তারই একটা পরীক্ষা ছিল এই পুনর্গঠন। আমি বলছি, সে-পরীক্ষা হয়েছিল, এবং আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে দক্ষিণে গণতন্ত্র কার্যকরী হয়েছে—এর শত দোষ, ভুল ত্রুটি, সব কিছু সত্ত্বেও গণতন্ত্র কার্যকরী হয়েছে! এ দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কালো মানুষ আর সাদা মানুষ একসঙ্গে মিলে দক্ষিণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রেছে। প্রমাণ আছে তার—ইস্কুল, কৃষিকেন্দ্র, সত্যিকারের বিচারালয়, গোটা একটা পুরুষ শিক্ষিত লোক আর উৎসাহী জনসাধারণ—এরাই তার প্রমাণ। কিন্তু সহজে হয়নি, সম্পূর্ণও হয়নি কখনও। জমিদারেরা হাজার হাজার সাদা আলখাল্লা পরা শয়তান নিয়ে তৈরি করেছে তাদের পল্টন। কখনই তারা চুপচাপ বসে থাকেনি। আপনি নিজে বলেছেন প্রেসিডেণ্ট যে, একমাত্র ইউনিয়ন পল্টন মোতায়েন থাকলেই দক্ষিণে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আমি বলছি—যেদিন রাদারফোর্ড বি. হেইস্ এখানে বসবে সেদিনই সমস্ত পল্টন তুলে আনা হবে—আর ক্লানরা শুরু করবে আক্রমণ। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে তারা আক্রমণ শুরু করবে; এমন ভয়, আতঙ্ক দেখা দেবে যা এদেশে কেউ কোনকালে দেখেনি। খুন, ধ্বংস, অগ্নি-সংযোগ, লুঠতরাজ চলতে থাকবে যতদিন না আমাদের তৈরি গণতন্ত্রের প্রতিটি চিহ্ন ধ্বংস হয়ে যায়। এক শ' বছর পেছনে আমাদের ঠেলে দেওয়া হবে এবং আগামী বহু পুরুষ ধরে মানুষ দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা-জর্জরিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে, মারা যাবে—'

গ্র্যাণ্টএর স্বর আরও ক্লান্ত, যেন বহুদূর থেকে কেউ কথা বলছে।

'তোমার কথা যদি স্বীকারও করি—অবশ্য আমি করিনা— তা অন্য উপায় কি আছে ? চিরকাল দক্ষিণে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হবে ?'

'চিরকাল নয়। আর দশটা বছর মাত্র। একসঙ্গে কাজ করতে শিখছে, হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে শিখছে যে কালো আর সাদা মানুষের গোটা একটা পুরুষ, তাদের সাবালক হয়ে উঠবার সময় দিন। তারপর জগতে এমন কোন শক্তি নেই যার ক্ষমতা হবে আমাদের সেই সৃষ্টিকে কেড়ে নেবার।'

'এ কথা আমি মানি না, গিডিয়ন। তোমার ঐ হেইস্‌কে দোষারোপ করা আমি স্বীকার করি না। ক্লানদের যে এত ক্ষমতা হতে পারে ব'লে বলছো, তাও আমি স্বীকার করি না। মনে রেখো এটা ১৮৭৭।'

'আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, প্রমাণ আছে আমার।' গিডিয়ন পকেট থেকে কতগুলো কাগজপত্র বার ক'রে ডেস্কের আলোর নীচে রাখল। 'এই যে রয়েছে নির্বাচনের ফল। টিলডেন পেয়েছে তেতাল্লিশ লক্ষ আর হেইস্‌ পেয়েছে চল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার। প্রথম মিথ্যে কথা হ'ল এটাই। আমি বলছি যে কালো আর সাদা পাঁচ লক্ষ দক্ষিণী মানুষ যে ভোট দিয়েছিল সেই ভোটে জুয়াচুরি করা হয়েছে, ভুল গোনা হয়েছে এবং ভোটপত্র নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তব প্রমাণ আমার হাতে নেই ; অন্য জিনিসগুলোর প্রমাণ পরে দিচ্ছি। বাস্তবিকই কিছু এসে যায় না এই টিলডেন আর হেইস্‌এর নির্বাচনে, কারণ, দু'জনেই এরা সমান দুর্নীতিপরায়ণ। আসলে ওরা একই মূর্তির এপিঠ আর ওপিঠ। আমাদের প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনের কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে এই দুর্নীতিই তার প্রমাণ।'

'এখন পর্যন্ত তুমি ভিত্তিহীন দোষারোপই করছো, গিডিয়ন। এ হলে আর বেশী আমি শুনবো না।'

'আপনি বলেছেন, শুনবেন। প্রমাণ দেব আমি ; তার আগে সত্যি

ঘটনাগুলো বলে নিতে চাই। এমন কি আমাদের কংগ্রেসও, পৃথিবীতে যার সবচেয়ে বেশী ভয় গণতন্ত্র আর জনগণকে, সেও আমাকে বলতে আরম্ভ করলে সত্যি ঘটনা বলার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। আমি তাড়াতাড়িই শেষ করছি। আমার ছেলে, বহুদিন তাকে দেখিনি, সে আজ নিউইয়র্ক থেকে আসছে পাঁচটা-ষোলর গাড়ীতে; কথা দিচ্ছি তার আগেই আমি শেষ করবো।'

হলুদ আলোর বৃত্তটুকু ছাড়া ঘরের মধ্যটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে। 'আচ্ছা বল।' গ্র্যাণ্ট বললেন।

'এবার আসুন নির্বাচনী ভোটের অধ্যায়ে। ডেমক্রাট টিলডেন পেয়েছে ১৮৪ আর রিপাবলিকান হেইস্, ১৬৬; কোন প্রশ্ন নেই এ নিয়ে। আর একটা ভোট বেশী হলে টিলডেন প্রেসিডেণ্ট হ'তে পারত। কিন্তু হেইস্ পেলে দক্ষিণ ক্যারোলিনা, লুইসিয়ানা আর ফ্লোরিডা—১৮৫ ভোট পেয়ে প্রেসিডেণ্ট হতে আর কত লাগতে পারে! হেইস্ ঠিকই বলেছিল—এ সবই বলে তার ভোট ছিল। বলেছি তো, জোচ্চুরি হয়েছে, ভোট নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে! অবস্থাটা ছিল এই রকম—হয় ডেমক্রাট সিনেট, নয়তো রিপাবলিকান সিনেট—এক ভোটে টিলডেন জিতে যায়, নয়তো জেতে হেইস্। গোটা দেশটা বলে চেঁচিয়ে উঠত—দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ বাঁধল, দক্ষিণীরা ওয়াশিংটন দখল করতে আসছে! প্রেসিডেণ্ট, আপনিও কি তাই বিশ্বাস করতেন? বিশ্বাস করতেন কি, যে দু'টো দুর্নীতিপরায়নের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল?'

'জ্বালাতন, ঢের শুনেছি এসব, গিডিয়ন!'

'এবার আমি প্রমাণ দিচ্ছি, মিঃ প্রেসিডেণ্ট। প্রমাণ দিয়ে আমি চলে যাবো। বোধহয় আমাদের দু'জনারই দিন শেষ হ'য়ে এসেছে। আপনি বললেন মোটে কয়েকটা দিন তো আর আপনি প্রেসিডেণ্ট আছেন, আমারও তারচেয়ে বেশী দিন বাকী নেই।'

'হুঁ, বলে যাও।' গ্র্যাণ্টএর স্বর অস্পষ্ট।

'হ্যাঁ—স্বভাবতই আমাদের দক্ষিণী ডেমক্র্যাটরা জানত যে আসলে দু'জনেই এক। টিলডেনকে তারা নিল না—ভয়ানক গণ্ডগোল হবে ব'লে। একবার তারা গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে হেরেছে; আবারও সেই ঝুঁকি নিতে তারা রাজী নয়। তারা তাই গোপন চুক্তি করল হেইসএর সঙ্গে। দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ফ্লোরিডা, লুউসিয়ানা আর ওরগন্এর ভোটও তাকে দেওয়া হবে যাতে তার জয় নিশ্চিত হতে পারে। তার বদলে, হেইস একটা অকিঞ্চিৎকর জিনিস দেবে তাদের—দক্ষিণ ক্যারোলিনা আর লুউসিয়ানার শাসন-ক্ষমতা এবং দক্ষিণ থেকে ইউনিয়ন পণ্টন তুলে নেওয়া। এত সামান্য একটা প্রতিবন্ধক একজন প্রেসিডেণ্ট পদের নির্বাচনপ্রার্থী আর সেই আসনের মাঝখানে! ···রিপাবলিকান পার্টি, লিঙ্কনের পার্টি আর তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাঝখানে! এই যে প্রমাণ। হেইসএর দুই বন্ধু, স্টেনলি ম্যথুজ আর চার্লস্ ফস্টার এই প্রমাণ দিয়েছে। জর্জিয়ার সিনেটর জন বি. গর্ডন আর কেণ্টুকির কংগ্রেস-সভ্য মিঃ জে. ইয়ং ব্রাউনএর সঙ্গে তাদের যে কথা হয়েছিল তার সারাংশ হ'ল এটা। আসল জিনিসটার হুবহু নকল এখানা। আমাকে এনে দিয়েছে ফস্টারএর একজন কালো চাকর। এ নিয়ে হলফ করতে পারি আমি। শুনুন, পড়ছি :

'"বিশেষ কয়েকটি দক্ষিণী প্রদেশের মর্যাদা এবং সেই সম্বন্ধে রাজ্যপাল হেইসএর নীতি কি হইবে সেই বিষয়ে গতকল্য আপনার সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া আমরা জানাইতে চাহি যে আমরা দৃঢ়তম ভরসা রাখি যে তিনি এমন এক নীতি গ্রহণ করিবেন যাহাতে দক্ষিণ ক্যারোলিনা ও লুউসিয়ানার জনসাধারণকে তাহাদের নিজেদের পছন্দ মত উপায়ে নিজেদের কার্যাবলী পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে; তবে তাহাদের কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয়

শাসনতন্ত্র এবং তদুদ্ভুত আইনসমূহের বাধ্য থাকিতে হইবে। আমরা আরও বলিতে চাহি যে রাজ্যপাল হেইসএর মতের সহিত পরিচিত হইবার পর আমাদের পরিপূর্ণতম বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহার শাসন-নীতি এইরূপই হইবে।"* এইতো প্রমাণ, প্রেসিডেণ্ট।'

এক দীর্ঘ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে কক্ষে। অনেকক্ষণ পরে নির্জীব-স্বরে গ্র্যাণ্ট বললেন : 'কংগ্রেসের সভায় এটা উপস্থিত করছ না কেন?'

'কারণ, মূল লেখাটা আমার হাতে নেই। যদিও আমি গাদা গাদা বাইবেল ছুঁয়ে দিব্যি করতে প্রস্তুত আছি যে এসব সত্য, কিন্তু আমি সাক্ষী দাঁড় করাতে পারব না। যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গরীব একজন কালো চাকরের কথা সত্য প্রমাণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনাকে যা বললাম একথা যদি আমাকে সিনেটে দাঁড়িয়ে বলতে হয় তো আমাদের অন্তত দশ দশজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সভ্য চিৎকার ক'রে উঠবে—এখুনি হারামজাদা বেয়াদপ নিগারটাকে সিঙ্ক করো!'

'কিন্তু তোমাকেই বা আমি বিশ্বাস করবো কেন?'

'করবেন—, কারণ, আজ দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। কারণ, বিপ্লবের সময় লড়াই ক'রে, গৃহযুদ্ধের সময় লড়াই ক'রে আমরা সগর্বে উজ্জ্বল পথে চলছিলাম—আমাদের কালো লোকেরা যাকে বলে প্রার্থনা-সঙ্গীতের পথ। আমরা এগিয়ে চলেছিলাম সমস্ত সাচ্চা লোকদের সহায়তায়; আমাদের বিশ্বাস ছিল ভগবানে। আমার কথা শুনছেন কি প্রেসিডেণ্ট? আজ আমাদের সেই পথ থেকে সরে যেতে হবে; আজ থেকে আবার দৃষ্টি ফেরাতে হবে অন্ধকারের দিকে। কিন্তু কতকালের জন্য, প্রেসিডেণ্ট? কত জীবন বলি দিতে হবে আবার এ দেশে

* উইলিয়মস কর্তৃক লিখিত "রাদারফোর্ড হেইস"এর জীবনী হইতে—১ম খণ্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

জনসাধারণের সরকার স্থাপন করতে, যে সরকার হবে তাদেরই স্বার্থে তাদেরই সৃষ্টি ?'

'তুমি বেশী বেশী ভাবছ, গিডিয়ন। অবস্থা অতটা খারাপ নয়—' গ্র্যাণ্ট বলেন।

'খুবই বেশী খারাপ—মিঃ প্রেসিডেণ্ট !'

দু'হাতে চেয়ারে ভর দিয়ে গ্র্যাণ্ট উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের আলোর মধ্যে ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে গিডিয়নএর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শেষে টেবিল থেকে সরে এসে ক্রুদ্ধভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করলেন।

'হয়ে গেল ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করে।

'আমি কী করতে পারি ?' ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্র্যাণ্ট বলেন : 'তোমার ঐ অর্থহীন আজগুবি গল্প যদি সত্যিও হয়, তো বল দেখিনি আমি কি করতে পারি ?'

'সব কিছু পারেন। আপনি এখনও প্রেসিডেণ্ট। জনসাধারণের সামনে ঘটনাটা তুলে ধরুন। কালকেই একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকুন ; এটা ছেপে বার করার সাহস রাখে এমন সংবাদপত্র এদেশে অনেক আছে। হেইস এসে প্রমাণ করুক যে তার ওপর এ দোষারোপ মিথ্যে। এই গোটা নোংরা ব্যাপারটা মেলে ধরুন, দেখুক জনসাধারণ। তারা জানে কি করতে হবে। আমরা কালো লোকেরা তো এ দেশের অনিষ্টকারী নই। অজ্ঞ মূর্খও নই। আগেও পৃথিবীতে আমরা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি। হয়ত' মন্দ কাজও করেছি আমরা, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী করেছি ভাল কাজ। আসুন, কংগ্রেসে এসে দাবী করুন সত্য ঘটনার—'

গ্র্যাণ্ট মাথা নাড়েন। 'গিডিয়ন—'

'ভয় পাচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট ?' চিৎকার ক'রে ওঠে গিডিয়ন : 'কী,

আছে আপনার হারাবার? আপনার নেতৃত্বে জয় এসেছিল যেদিন, সেদিনের কথা যাদের মনে আছে, তারা সকলে আপনার পেছনে আবার দাঁড়াবে। বাকী যারা—' গিডিয়নএর কথা কেটে যায়। কাগজপত্র গুছিয়ে পকেটে পুরে সে উঠে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা, প্রেসিডেণ্ট, বিদায়···'

গিডিয়নের যাবার পরে, বহুক্ষণ পরে, গ্র্যাণ্ট এসে ডেস্কে বসলেন; হাতের তেলোয় মুখখানা ভর ক'রে বসে আছেন, বন্ধ দরজার ওপরে তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে আছে···

গিডিয়নএর স্টেশনে পৌঁছুতে দেরী হয়ে গেছে। ট্রেন ইতিমধ্যেই এসে গেছে। স্টেশনের প্লাটফর্মে সে দেখল ছেলেকে—দীর্ঘ এক যুবক, বুকখানা চওড়া, অবিকল যেন নিজেরই প্রতিচ্ছবি—দু'পাশে দুটো থলে রেখে পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতির কথা নয়, পরিবর্তনের প্রশ্নও জাগে না মনে; প্রথম দৃষ্টিতে দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বয়সে যেমন দু'জনেই এগিয়ে গেছে অনেকখানি, তেমনি দু'জনার সাদৃশ্যও যেন বেড়েছে। কাছে গিয়ে হাতে হাত রাখল বাপ আর ছেলে। বাপ নিঃশব্দে ঢোক গিলল; বাপের হাতে হাত, ছেলের মুখে ধীরে ধীরে ফুটল হাসি।

'আগের চেয়ে তোমাকে বড় দেখাচ্ছে, বাবা!'

'তোমাকেও।' গিডিয়ন ঘাড় নাড়ে।

'ঠিক চিনতে পেরেছিলে আমায়?'

'হ্যাঁ, খোকা, তুমি ফিরে এসেছ, আমি খুব খুশী হয়েছি।'

'আমিও খুশী হয়েছি, বাবা—' ছেলে বললে। গিডিয়ন নীচু হয়ে থলে তুলবার উপক্রম করতেই ছেলে বললে: 'তুমি কেন, আমিই নিচ্ছি।'

'ভাগাভাগি ক'রে দু'জনে দু'টো নি—।'

'আচ্ছা।' ছেলের মুখে মৃদু হাসি। বাপের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে জেফ, স্নেহ-শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টি তার চোখে, গিডিয়ন যেন অনুভব করতে পারে যে ছেলে তার বুকভরা শ্রদ্ধা নিয়ে আনন্দচিত্তে দেখছে। পাশাপাশি দু'জন হেঁটে চলেছে ধীরে গতিতে, যেন অনিশ্চিত পদক্ষেপ·· হেঁটে চলেছে সুদীর্ঘ দুই পুরুষ; দুজনারই চেষ্টা এতদিনের ব্যবধানের পর আবার দু'জনার ভাবনা, চিন্তা, গতি খাপ খাইয়ে নেওয়াবার। প্রশস্ত স্টেশন-চত্বর পেরিয়ে নেমে আসতে আসতে, আগে জিজ্ঞেস না করার জন্য, কেমন এক অপরাধীর স্বরে প্রশ্ন করে জেফ: 'মা কেমন আছে, বাবা?' 'বেশ ভালো আছে। সবাই তো আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' 'কৈ, তোমায় তো বুড়ো দেখাচ্ছে না।' ছেলে বলে। আগেই গিডিয়ন গাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছিল। অপরিসর গাড়ীটায় ঠাসাঠাসি হয়ে বসল বিরাট বপুর বাপ-ছেলে। চারদিকে বরফ ঝরছে; যেন একখানা মাছ-ধরা সাদা জাল বিছিয়ে পড়ে আছে। ছেলে বলে: 'আমি ভেবেছিলাম ওয়াশিংটন বুঝি গরম জায়গা, আগে তো কখনও আসিনি এখানে—' 'না আসোনি আগে।' গিডিয়নএর মনে পড়ল, পোটোম্যাক নদীর তীরের এই দাম্ভিক অগোছাল শহরে কতগুলো বছর সে কাটিয়েছে—কাটিয়েছে জীবনের একটা অংশ। খুট্‌খুট্ খুরের শব্দ তুলে ঘোড়াটা স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। 'দু' বছর ধরে ছোট একটা বাড়ী নিয়েছি এখানে।' গিডিয়ন বলল।

'মা—'

'গেল বছর সে এসে থেকে গেছে কিছুদিন; তার কারওএলই ভাল লাগে।'

'তোমরা এখনও সেই কারওএলই বল?'

'কারওএল?' গিডিয়ন যেন খানিকটা চমকে উঠল। 'হ্যাঁ, কোনদিন অন্য নামের কথা তো ভাবিনি আমরা।···জিনিসগুলো বুঝি

একেবারে চেপে বসেছ?' গলেগুলো দু'জনার হাঁটু একেবারে ঠেসে ধরেছে।

'থাক, ঠিক আছে।' জেফ বলে।

'ক্ষিদে পেয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, একটু পেয়েছে।'

'বাড়ী গিয়েই খাবো'খন, খালি আমরা দু'জন। অন্য কাউকে বলিনি।'

জেফ ভাবে, বাবা কেন ও কথা বললে।

গিডিয়ন যে বাড়ীতে থাকে সেখানা ছোট, পাঁচখানা কামরা, রং সাদা। শীর্ণ বৃদ্ধা এক নিগ্রো পরিচারিকা বাড়ীটা পরিষ্কার রাখে, রান্নাও করে সে-ই। গিডিয়ন তাকে ডাকে বুড়ীমা বলে।

'বুড়ীমা, এই আমার ছেলে জেফ।' গিডিয়ন পরিচয় করিয়ে দিল।

'বাঃ, বেশ ডাগর ছেলে তো, বেশ ছেলে। এসো বাবা...'

খাবারের আয়োজন সাদাসিধে। বরবটীর ঝোল, তরকারী, শাক আর মাখন মাখানো রুটি।

'আটা আজ ক' বছর পরে খাচ্ছি—!' জেফ একটু হাসল।

'তা, এ জিনিস স্কটল্যাণ্ডে পাবে না তুমি।' গিডিয়ন বলল। এইসব কথা কখনও দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই হু হু ক'রে আসে না। গিডিয়ন তেমন আশাও করেনি। যা কিছু এই ক'বছরে দু'জনার মধ্যে জমে উঠেছে এমনি একটু একটু ক'রেই তা ভাঙবে। সাত সাতটি বছর...বড় দীর্ঘ সময়; এমন কি দু'জনার কথাবার্তার ধরণও বদলে গেছে। জেফএর কথা গিডিয়নএর মত অত মোলায়েম নেই এখন, কেমন একটু সুন্দর বিদেশী টান রয়েছে তাতে।

জেফ বলে: 'ডাক্তার কেন্‌ড্রিকের সঙ্গে এক বছর আমি কাজ

করেছি। খনি অঞ্চলে তাঁর একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সেখানে বেশ ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। সাংঘাতিক সব দুর্ঘটনা, হাত পা গুড়োগুড়ো হয়ে গেছে, পোড়া, কাটা ; আবার ঘরোয়া রোগও ছিল – ছেলেমেয়েদের জ্বর, কাশি, মুখফোলা—এই সব ছোট ছোট রোগ সারানো এত ঝকমারি !'

'সাদা লোকেরও ?'

'সে-দেশে আমিই ছিলাম একমাত্র নিগ্রো। সেইজন্যই তো এত তফাৎ।'

'ঘেন্না করে না তারা ?'

'এখানকার মত এতটা করে না। আমি ছিলাম তাদের কাছে এক মজার জিনিস, রহস্যজনক। এত প্যাঁচঘোঁচ তাদের নেই, তাদের যা ভয় বা সন্দেহ, তা তো একটু থাকবেই। ভালভাবে মিশলে সেগুলো দূর ক'রে দেওয়া যায়।'

গিডিয়নএর পড়ার ঘরে প্রবেশ করে তারা। ছোট ঘর, বইপত্রে ঠাসা। এই ঘরই গিডিয়ন অফিস হিসেবেও ব্যবহার করে। কয়লার আগুনের ওপরের ঝাঁঝড়িটা লাল হয়ে আছে। সেদিকে পা রেখে পিতাপুত্র বসে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। ওদের আড়ষ্টতা কেটে গেছে। জেফএর মুখে এখন খৈ ফুটছে : 'জান বাবা, আমার নিজেকে ভয়ানক গর্বিত মনে হয় !'

'কেন ?'

'তুমি কংগ্রেসে আছ যে ! আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এত ভাল লাগছে আমার !'

গিডিয়নএর দু' চোখ চিন্তাবিষ্ট। 'অবস্থার ওপর নির্ভর করে সব। অবস্থা অনুসারেই মানুষ গড়ে ওঠে। আমি যে এই হয়েছি তার কারণ রয়েছে।'

জেফ নির্বাচনের কথা জিজ্ঞেস করল। গিডিয়ন প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে পরম আগ্রহে গত আট বছরের সমস্ত ঘটনা এবং তার বিবর্তন সব একে একে বর্ণনা ক'রে গেল। আজ প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও সে বললে। একটু ভেবে আবার বললে : 'কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।'

'ঠিক বল্‌ছো বাবা? গোটা জিনিসটা এরকম ক'রে হঠাৎ বোমা ফাটার মত শেষ হয়ে যেতে পারে? তাই কি হয়?'

'হঠাৎ নয়, বহুদিন ধরেই চলে আসছে, খোকা। আট বছর আগে ক্লানরা আমাদের কারওএলীদের আক্রমণ করেছিল। সাংঘাতিক ভীতিপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। গোলায় আগুন লাগিয়েছিল শয়তানেরা, একটি ছেলেকে খুন করেছিল তারা। তখন তো তাদের সবেমাত্র শুরু, সেই তখন থেকেই তাদের উদ্দেশ্য আমাদের ধ্বংস করা। লড়াই থামল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, সেই লোকগুলোই, যারা লড়াই থামিয়েছিল—তারাই আবার আরেকটি লড়াইয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। এবার লড়াইয়ের চেহারা অন্যরকম—রাত্তিরে ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য আসে—গোপন সংগঠন ওদের। উস্কানি দেয়, শাসায়, আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চারদিকে। ওদিকে তাদের জোগারযন্ত্র শেষ হয়েছে, এখন তারা আক্রমণের জন্য তৈরি।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, তোমার মত যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না হতো, জেফ—! কিন্তু ঘটনা যে এই রকম—'

'কী করবে ঠিক করেছ?'

'ঠিক বলতে পারছি না; ভাবতে হবে। যাই হোক, বাড়ী তো ফিরে যাই। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই।' জেফ মাথা ঝাঁকে। গিডিয়ন আবার বলে : 'কিন্তু আমার পক্ষে যা উচিত হবে তোমার পক্ষেও তাই ঠিক নাও হতে পারে জেফ।'

'বুঝলাম না, কী বলতে চাইছ বাবা—'

'দিন কয়েকের মধ্যে আমি দেশে ফিরছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ফেরার কোন দরকার নেই। আমি চাই না যে তুমি আমার সঙ্গে ফের। বসন্তকাল পর্যন্ত যদি সব ঠিক থাকে—'

'কী সব বলছ কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

গিডিয়ন মাথা ঝাঁকে। 'রাগ করোনা, খোকা। আমার কথা শোন। একদিন আমার সবকথাই তুমি শুনতে—' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল; মুহূর্তের জন্য দীর্ঘ হাত দু'খানা তার জড়াজড়ি করল, তারপর একবার ছেলের দিকে একটু ঝুঁকে এগিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ আবার সে চেয়ারে বসে পড়ল। চেয়ারে বসে নির্বাক গিডিয়ন একদৃষ্টে চেয়ে রইল সামনের দিকে। আগুনের আভায় তার দীর্ঘ মুখের উঁচু হাড় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে জেফ···প্রকাণ্ড ঐ মুখখানা কেমন যেন দেখায়। কোটরাগত, রক্তিম, ঐ চোখজোড়া আজ যেন বড় ক্লান্ত। বয়সে প্রবীন আজ বাবা, পঁয়তাল্লিশ বছরের চেয়েও বেশী তার বয়স। যুক্তিতর্কেরও উর্ধে সে। সেই শিশুকাল থেকে কত অসংখ্য বার সে দেখেছে বাবার ঐ রৌদ্রদগ্ধ, ঘর্মাক্ত, স্তরেস্তরে সাজানো পেশীর বিপুল শক্তিমান প্রশস্ত কাঁধ দু'খানা···আজ তা শিথিল, কেমন বেঁকে গেছে। ছোট ছোট কোঁকড়ানো যে কেশরাশি টুপির মত ঢেকে রাখতো তার মাথা, আজ তাতে পড়েছে ধূসরতার ছাপ। সে মানুষকে জেফ চেনেনি, কোনদিন চিনতে পারেনি। সেদিন জেফ ছিল পনরো বছরের কিশোর—সে তো নরম কাদার মত। তারপর এক এক ক'রে নয়টি বছর গেছে কেটে ···এই নয়টি বছরে সেই নরম জীবন শুধু প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু হারায় নি কিছু। সে শিক্ষালাভ করেছে, বড় হয়েছে, আঘাত পেয়েছে, আঘাত সামলিয়েও উঠেছে। বিজ্ঞানের মধ্যে সে এক দেবতাকে খুঁজে পেয়েছে আজ। অনুবীক্ষণযন্ত্রের তলায় মানুষের চামড়ার রং নেই,

আছে পরমাশ্চর্য উপায়ে সাজানো অসংখ্য কোষ। সমস্ত পৃথিবীটাই যুক্তিময়। মানুষের পূর্ববর্তী যুগযুগান্তের কুজ্ঝটিকার আবরণ অপসারণ ক'রে দিয়েছেন যে-মানুষটি, নাম তাঁর ডারউইন। চামড়ার রং কালো হোক আর সাদা হোক, পা যখন ভাঙে তখন জোড়া লাগাতে গেলে তা লাগাতে হবে একই উপায়ে। বিলের পাশে এক নিজন ঘরে একজন সাদা স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব করিয়েছিল সে। নবজাতককে নাড়া দিতেই কেঁদে উঠেছিল, অদ্ভুৎ বেদনামাখা নবশিশুর ক্রন্দন। এ পৃথিবীকে বোঝা যায়, মহাশূন্যে ঘোরে এ-গ্রহ, আবহমণ্ডলে চারিদিক ঘেরা। মানুষ অসৎ হয় তার অজ্ঞতার জন্য। কিন্তু যে-মানুষ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির জ্ঞানলাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, তার তো ভয়ের কিছু থাকে না, সে মানুষ অসৎ হতে পারে না। পৃথিবীর চেহারা তার কাছে এই রকমই। কিন্তু তার বাবার কাছে? তার মনে পড়ে বাবার কথা: দীর্ঘাঙ্গী এক ক্ষেতমজুর অধিবেশনের প্রতিনিধি হ'য়ে হেঁটে চলেছে চার্লস্টনে···মাথায় ভাঙা টুপি, পকেটে ঝুলছে চেক্-চেক্ রুমাল একখানা···যখন ফিরে এসেছে, সে এক আলাদা মানুষ, কিন্তু কী মর্মভেদী বেদনার মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল সেই দ্বিতীয় মানুষটির? তারপরও অন্তর্লোকের কোন্ তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গিডিয়ন জ্যাকসন্ পরিণত হয়েছে এক তৃতীয় সত্তায়? তারপর এসেছে একই ভাবে চতুর্থ মানুষ?—যে মানুষ সম্বন্ধে ডাঃ এমেরি বলেছিলেন: 'মহত্ত্ব বলতে যা বোঝায় তার মূর্ত প্রতীক হলো এই মানুষটি, এ-কথা মনে রেখো জেফ। এর কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। যখন তোমার সব যুক্তি ফুরিয়ে যাবে, এই মানুষটির কথা মনে করো শুধু।' একে একে জেফের মনের পটে ভেসে ওঠে তার বাবার কথা, তার কাজের কথাগুলো···জেফ তাই এখন ভাবতে শুরু করেছে সেই মানুষটির কথা···দক্ষিণ ক্যারোলিনার সিনেটের সভ্য সে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের

প্রতিনিধি সে, কংগ্রেসে জর্জিয়ার এক প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে এমন এক বিবৃতি দিয়েছিল সে, যা আজ দেশের প্রতিটি শিশুর কণ্ঠস্থ। সেদিন সে বলেছিল

'জর্জিয়ার ভদ্রমহোদয় সত্য কথাই বলেছেন, অল্প কিছুদিন আগেও আমি ছিলাম ক্রীতদাস। আর আজ আমি মুক্ত, আজ আমি জাতীয় কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ভদ্রমহোদয়গণ, এই-ই হলো আমেরিকার বিধান, আমার দেশ আমেরিকার বিধান। দেশ-প্রেমের ভাবালুতায় মুহ্যমান আমি নই। এই যে আমি আজ এখানে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি, এটাই সব রকম বলা-কওয়ার চেয়েও বেশী ক'রে আমার স্বদেশের আসল সংজ্ঞা নিরূপণ করছে।'

স্কটল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে গিডিয়নএর এই বিবৃতি পড়েছিল জেফ। এই বিবৃতি নিয়ে বক্তৃতা করেছিল কমন্স সভার এক সদস্য। ফরাসী পরিষদে এই বিবৃতি নিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে বাগযুদ্ধ হয়েছিল। আর জার্মেনী, হাঙ্গেরী, রুশিয়ায় শ্রমিকদের গোপন বিপ্লবী পার্টি এই বিবৃতির অনুবাদ ক'রে ছাপিয়ে হাজারে হাজারে বিলি করেছিল।

বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন এক করুণা, গর্ব ও আশায় বুক ভ'রে ওঠে জেফএর। ইচ্ছা হয় এই মানুষটির আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে। ইচ্ছা হয় এই মানুষটিকে বুঝবার, নিজেকে তার কাছে বোঝাবার। তবুও দেখা দেয় আর এক অনুভূতি—দেখা দেয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ—সে-স্বাতন্ত্র্যবোধ গিডিয়নকে ছাড়িয়ে চলে যায় আরও দূরে—বহুদূরে—

'হ্যাঁ, কথা শুনবো, বাবা। যাই করি আমি, তোমার কথা আমি শুনবো।' জেফ বলে ওঠে।

নম্র স্বরে ধীরে ধীরে গিডিয়ন বোঝায়: 'আমি ফিরে যাচ্ছি জেফ, আমি যে ও-দেশেরই। আমার প্রকৃতি, আমার সবকিছু যে আমার

জাতির মধ্যে। তাদেরই মানুষ আমি, তাদেরই শক্তি আমার শক্তি। বহুদিন লেগেছে আমার একথা বুঝতে। একটা গুণ হয়তো আমার আছে, আমি লেখাপড়া শিখেছি, বক্তৃতা দিতে শিখেছি, নানা বিষয় আমি বুঝতে পারি। তবুও আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাদেরই এক একটা অংশ নয়। তাদেরই মাঝে আমি ফিরে যেতে চাই—সেখানেই পাবো আমি সবচেয়ে বেশী সুখ, পরমানন্দ। জানতো, খোকা, ছোট হোক, বড় হোক, মানুষের স্বভাবই হলো চিরদিন সুখ খুঁজে বেড়ানো।'

একটু থেমে আবার বলে :

'তোমার কথা আলাদা, খোকা। বহুদিন তুমি দেশ ছাড়া। তুমি ইস্কুলে পড়েছ, শিক্ষা পেয়েছ, আজ তুমি ডাক্তার। ডাক্তার হলো চমৎকার একখানা বইয়ের মত ; ডাক্তার হতে যে পরিশ্রম, যে কষ্ট করতে হয়, সেই ডাক্তারী বিদ্যার ব্যবহার হয় অন্যের প্রয়োজনে। কিন্তু আমার যেটুকু শিক্ষা হয়েছে, তার প্রয়োজন এবং ব্যবহার আমার নিজের জন্যেই, বাইরে অন্যের জন্যে তার প্রয়োজন বিশেষ নেই। কিন্তু তোমার শিক্ষার আছে। অবস্থা যত খারাপই হোক, প্রয়োজন হলে আমাদের জনসাধারণ আরও কত গিডিয়ন জ্যাকসন খুঁজে বার করবে। কিন্তু তোমার বেলা সেকথা খাটে না জেফ। তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি, তখন আমার খালি মনে হয়, আমি যেন কথা বলছি একজন খাঁটি মানুষের সঙ্গে ; তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি মনে মনে শান্তি পাই, গর্ববোধ করি। আজ যখন প্রেসিডেণ্ট গ্র্যাণ্টকে বলছিলাম যে—আমার মনে হয় বোধহয় এই শেষবারের মত একজন কালো মানুষ প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলছে, এরপর বোধহয় বহুদিন আর এ-অধিকার কালো মানুষদের থাকবে না—আমার কেমন যেন সেই বিশ্বাস, সেই অনুভূতিই হয়েছে বারে বারে এবং তাই আমি বলেছিলাম প্রেসিডেণ্টকে।

আমার আশঙ্কা হয় খোকা, আগামী বহুদিন পর্যন্ত বোধহয় আর কৃষ্ণাঙ্গরা তোমার মত শিক্ষাও পেতে পারবে না। সে-পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এখানেই থাকো খোকা, এই বাড়ীতেই; রুগ্ন, আতুর, দুঃস্থ —কত দুর্ভাগা আসবে, তাদের চিকিৎসা করতে পারবে তুমি। আমার সঙ্গে দেশে ফিরে যদি যাও তো, আমার মনে হয়, ক্ষতি হবে।'

নির্বাক বসে থাকে দু'জনে। জেফ পাইপটি ঝেড়ে তামাক পুরে চিমটি দিয়ে একখণ্ড জলন্ত কয়লা বসিয়ে দিল নরম সুগন্ধ তামাকের ওপর। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিল গিডিয়ন। ঘরের চারদিকে এক বার তাকিয়ে জেফ ধীরে ধীরে বলল: 'ঘরখানা বেশ সুন্দর, বেশ গরম। গোটা কয়েক বই পড়ার ইচ্ছে আছে। রোজই ভাবি, কাল সময় হলে বই পড়বো, কিন্তু কিছুতেই সময় আর ক'রে উঠতে পারছি না।'

'বই পড়ার সময় ক'রে নিতে হয়, খোকা।' গিডিয়ন বলে।

'আচ্ছা বাবা, তোমার আশঙ্কা যদি সত্যিই সত্য হয়, তোমরা কি তাহ'লে লড়বে?'

'এখনও বলতে পারছি না।' চিন্তাক্লিষ্ট গিডিয়ন ধীরকণ্ঠে উত্তর দেয়।

'মার্কাস তো আমায় লিখেছে, কারুর অসুখ হ'লে তোমরা সেই বুড়ো লীডকেই ডাকো। কখনও বলে সে আসে, কখনও আসেই না।'

'ডাকলে কিন্তু প্রায়ই সে আসে।'

'আর সে আসবে না। যা যা বললে যদি সত্যিই তাই হয় তো আর একবারও সে ওদিকে মাড়াবে না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে শার্সির ওপরে যে কুয়াশা জমেছে তাই মুছতে মুছতে বলে জেফ: 'ওঃ! এখনও বরফ পড়ছে। এতদিন বিদেশে থাকায় মন্দ

লাগে না বটে, কোন স্থান-বিশেষের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে না।····
আচ্ছা বাবা, এল্যোনবিকে আমি যেসব চিঠি লিখতাম এল্যোনকে পড়ে শোনাবার জন্য, তোমাকে কি একখানাও দেখিয়েছে সে ?'

গিডিয়ন মাথা নাড়ে। 'গেল মাসে এল্যোনবি মারা গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি এ দুঃসংবাদ জানতে।'

'না তো!' মর্মাহত জেফ বলে: 'বাবা আমি তোমার সঙ্গেই বাড়ী ফিরবো।'

চিরকালের মত এই ওয়াশিংটন ছেড়ে যেতে হবে? আগামী বসন্ত কালের অধিবেশনে কি আর যোগ দেওয়া যাবে না? ছেলের কথাই বারে বারে মনে হয়—"একটা দুনিয়া হঠাৎ বোমার মত বিস্ফোরিত হতে পারে না।" চিরকালের মত ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আর ফিরে আসার আশা—এই দু'য়ের মাঝপথ যদি কিছু হ'তো! প্রতিদিনের মত বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে গেল, কোন কিছুর দিকে একবার নজরও দিল না। পরিচারিকা 'বুড়ীমা'কে বলে গেল শুধু সব গুছিয়ে রাখতে। সরকারী আয়-কমিটির সভায় গিয়ে রেলপথের জমি বরাদ্দ নিয়ে তুমুল তর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল গিডিয়ন। মানুষের স্বভাবই এই রকম। দিব্যি রোজের অভ্যেস মত নানা কাজ করে সে; দাড়ি কামানো, আহার, জামা পরা, ঘুমোন সবই সে করে। একদিন সেক্রেটারি এসে খবর দিল যে সিনেট-সভ্য ষ্টিফেন হমস্ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। গিডিয়ন বলে ফেললে:

'তাকে বলে দাও যে আমি ভয়ানক ব্যস্ত। খুব শীগ্‌গিরই ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করার সময় করতে পারছি না।'

সেক্রেটারি আবার ফিরে এসে বলল যে হমস্ দেখা না ক'রে যাবে না।

'আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।' হমস্ এসে ঢুকল ; গিডিয়ন উঠে দাঁড়াবার সামান্যতম চেষ্টাও করল না, করমর্দনের জন্য হাতও বাড়িয়ে দিল না। মৃদু হেসে হমস্ টুপিটা একবার ছুঁয়ে, সযত্নে কোট খুলে, গিডিয়নএর ডেস্কের এক কোণে লাঠি আর দস্তানা খুলে রেখে নিজেই বসে পড়ল।

'কি চাই ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

'এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে, গিডিয়ন। দু'জনেই আমরা সভ্য মানুষ, যে-কোন বিষয়ই আলোচনা করতে পারি আমরা। এই অজ্ঞ, মূর্খ, সংকীর্ণ ও ইতরের দুনিয়ায় তুমি আর আমি অবশ্যই সত্য যা তাই নিয়ে আলোচনা করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, আর বেশ অবিচলিত ভাবে মিটিয়েও নিতে পারি।'

'তুমি তাই বিশ্বাস করো, তাই না ?'

হমসএর দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন ভাবছে : এই শীর্ণ তীক্ষ্ণ মানুষটি পোষাকে-আষাকে কত ছিম্‌ছাম্, বসেছে কত পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার ঈষৎ হলদে উজ্জ্বল মসৃণ চামড়ায় বয়সের রেখা মোটেই দাগ কাটেনি। মুখের কাঠিন্যে হেয়ালি ও এক আকর্ষণীয় আভাস। গিডিয়নএর কথা-বার্তা, ভাবনা-চিন্তার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে হমসএর এই সবকিছু। এ হ'লো সভ্যতারই একটি অবদান। একদিক দিয়ে বিচার করলে এই মানুষটি খাঁটি ; এই নিদারুণ অসত্য ও অসরল পৃথিবীতে হমস সত্যই খাঁটি। তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে গিডিয়নএর জগতের সবকিছুর চাইতে অসহ্য লাগে এই মানুষটিকেই। তার মনে জমে উঠছে বিতৃষ্ণা, বিরাগ আর ঘৃণা। এই সেই গিডিয়ন জ্যাকসন, কি দাসত্বে কি মুক্তিতে, যে-মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি ছিল ঘৃণা, যে-মানুষ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেছে, কেন একজন হয় লোক ভাল আর একজন হয় খারাপ, কেন একজন হয় ভদ্র আর একজন হয় রুক্ষ। এই সেই গিডিয়ন জ্যাকসন, আপন পিঠে অগুন্তি বেতের ঘা সয়েও যে সর্বসময়ে বুঝতে চেষ্টা

করেছে, ন্যায় কি, সত্য কি। এই সেই গিডিয়ন জ্যাকসন, শত্রুকে যে বিন্দুমাত্র ঘৃণা না করেও তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, প্রয়োজনে খুন করেও এতটুকু বিচলিত হয়নি, ঘৃণা করেনি যুদ্ধ কিংবা হত্যাকে। সেই মানুষ গিডিয়ন জ্যাকসন হয়তো এই ষ্টিফেন হমসকে এক্ষুণি একেবারে খুন ক'রে ফেলতো, এতটুকু অনুতাপও জাগতো না তার মনে। কিন্তু সেই গিডিয়ন জ্যাকসন আজ আর নেই। আজকের গিডিয়ন আবার নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করল :

'তুমি তাই বিশ্বাস করো, তাই না ?'

'সত্যি তা-ই আমি বিশ্বাস করি, গিডিয়ন।' নম্রস্বরে পরিপূর্ণ সারল্যে বলতে আরম্ভ করল হমস্ : 'তোমাকে আমি ভরসা দিতে পারি, গিডিয়ন —আমার শ্রেণীতে যে সামান্য জনকয়েক লোক মানুষের কালো চামড়া দেখে আঁতকে উঠে সরে যায় না, আমি তাদেরই একজন। আমি যুক্তিতর্ক মানি, এবং আমি মনে করি তুমিও তাই মানো। তুমি আমি দু'জনেই বুঝি যে সাম্প্রদায়িকতা সত্যিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার বন্ধুরা নির্বোধ, অপগণ্ড। তাদের দেখে আমার হাসি পায়, কিন্তু তবুও তারা আমার বন্ধু, গিডিয়ন। আমি স্বীকার করি তারা তোমার জাতের প্রত্যেককে, আমার জাতেরও অনেককে, নিকৃষ্ট জীব মনে করে। বিশ্বাস কর, গিডিয়ন, আমি বুঝি তারা কি পদার্থ। কিন্তু তাদেরই সঙ্গে আমার ভাগ্য যে বিজড়িত; কিছুটা আমার শ্বেতাঙ্গ পরিবারে জন্ম বলে, আর কিছুটা আমার স্বেচ্ছাকৃত। এবার আসল কথা বলি; যুদ্ধে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, শুধু ক্ষমতাই নয় —অবশ্য ক্ষমতাকে আমি ছোট ক'রে দেখছি না—তার সঙ্গে হারিয়েছি ক্ষমতা হাতে থাকলে যা কিছু পাওয়া যায় সেই সব বৈষয়িক বিভব ও জীবনধারা। আমি চেয়েছিলাম আবার তাই ফিরে পেতে, তারই জন্যে সজ্ঞানে আমি লড়াই করেছি।'

'এখন তো তা পেয়েছ।'

'কিছুটা।' মেনে নিয়ে হমস্ বলে : 'এখনও অনেক কিছুর বন্দোবস্ত করতে হবে। তবে কিছুটা আমরা পেয়েছি। ভাঁওতা আমি দেব না; তুমি তো জান কেন রাদারফোর্ড হেইস্ পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন। নিজের প্রতিশ্রুতি রাখার মত ভদ্রতাজ্ঞান তাঁর আছে এ-কথা বোধ হয় জান। সে যাই হোক, রিপাবলিকান পার্টি যখন আমাদের সঙ্গে সন্ধি করেছে তখন কিছু কাজ হবেই।'

বিস্ময়াবিষ্ট গিডিয়ন হমস্এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে : 'সত্যিই তুমি খাঁটি কথা বলো। খাঁটি কথা বলো ব'লে তুমি গর্ব অনুভব করো, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা করি বটে।'

'তা হলে তুমি এখানে মজা দেখতে আসো নি, কি বলো? অতটা নীচে তোমাকে ভাবা যায় না।'

'তা বটে, গিডিয়ন। এতটা ওপরে, যে কালো মানুষের ঠাট্টা গায়ে লাগে না। আশা করি তুমিও এতটা নীচে নও যে এখান থেকে আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।'

'তোমার বক্তব্যটা বলো তো।' শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে গিডিয়ন।

'আমি জানতাম যে তুমি আমার বক্তব্য শুনতে চাইবে। আচ্ছা, এসো, এবার এই সব কথার মার-প্যাঁচ বন্ধ করি। তোমাকে আমি মনে মনে প্রশংসা করি, গিডিয়ন। অধিবেশনে তোমাকে দেখেছি, দেখেছি তারপরেও অনেক বছর। সত্যিই বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে তোমার। অসীম তোমার কর্মক্ষমতা, অগাধ তোমার প্রতিভা; আর সেই সঙ্গে আছে তোমার হৃদয়। এককালে তুমি ছিলে ক্রীতদাস, গুছিয়ে কথা কইতেও জানতে না। আজকে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তুমি আজ শিক্ষিত, মার্জিত। এটাই তো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

কংগ্রেসে তোমার বক্তৃতা শুনেছি, কেবলই প্রশংসা করেছি। তোমার বক্তৃতার মধ্যে আছে যুক্তি আর আবেগের এক দুর্লভ সমন্বয়,মানুষকে মুগ্ধ করে তোমার বক্তৃতা, অদ্ভুৎ কার্যকরী তোমার ভাষণ।'

'তোষামোদ হচ্ছে ; হুঁ, তারপর—' গিডিয়ন বলে।

'আমার মনে হয় তুমি প্রেসিডেণ্ট গ্র্যাণ্টকে যে তাজ্জব দলিলের কপিটা দেখিয়েছ তার মূলটা যদি তোমার কাছে থাকতো, তুমি হয় তো সেটা কংগ্রেসে নিয়ে গিয়ে ইতিহাসই উল্টে দিতে পারতে। হয়তো আবার পারতেও না। কংগ্রেসে তো আমরাই দলে ভারী আজ, তা ছাড়া একজন মাত্র ব্যক্তি একটা কাজ ক'রে গোটা ইতিহাস খুব বেশী কিছু বদলে দিতে পারে, তা আমার মনে হয় না।'

'তা হ'লে তুমি সে-খবরও রাখো দেখছি! তুমি তো দেখছি বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজ করো।'

'তা তো বটেই, গিডিয়ন। আমরা তো বিজিত। আমাদের দেশ তো অধিকৃত—'

'ও! এ দেশকে তুমি নিজেদেরও মনে করো?'

'নিশ্চয়ই আমাদের। কয়েকজন বাছাই লোকেরই তো দেশ এটা, একমাত্র তাদেরই আছে শাসনের ক্ষমতা। হ্যাঁ, তোমার এ-কথা স্বীকার করা উচিৎ, গিডিয়ন। কি নীচ ঐ সাদা জঞ্জালগুলো, যে-গুলোকে আমরা ক্লানএর কাজে লাগিয়েছি, কিম্বা ঐ যত হীন অর্বাচীন চাষা নিগার—কারুরই তো শাসন করার ক্ষমতা নেই। অবশ্য তোমার কথা আর আমার কথা আলাদা। সেই জন্যেই তো তোমাকে আমি সমস্ত জিনিসটা বিচার ক'রে দেখবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করছি। অন্য উপায়ও আছে বটে, কিন্তু কত সহজে এসব মিটে যায় বল দেখি, যদি তুমি আসতে আমাদের দলে, যদি তোমার সহকর্মীরা কেউ কেউ আসত আমাদের সঙ্গে। সমস্ত নিগার জাত, তুমি যা বলবে,

তা-ই মানবে। আগেও তাই করেছে, পরেও তাই করবে। ভবিষ্যতের কথা ভাবলে দেখতে পাবে আমাদের এই পথই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। দেখ, গায়ের জোর কিংবা মারামারি, এ আমি ঠিক পছন্দ করি না। আমার মনের কথা বলছি, গিডিয়ন, বিশ্বাস কর আমাকে। দায়ে পড়েই শুধু ঐ পথ আমাকে নিতে হবে। কিন্তু দেশ-জোড়া একটা রক্তারক্তির মধ্যে না গিয়ে যদি আমাদের সুরাহা হয় তো কতখানি ভালো হয় বল তো! দেশময় সুখ সম্পদ রয়েছে সকলের জন্য, প্রচুর ধান চাল রয়েছে চাষার জন্য, কাল ভোরে কি খাবে এ দুর্ভাবনা না ক'রে শান্তিতে চাষারা রাত্রে ঘুমোতে পারবে।'

'আমার কাছে এই প্রস্তাব করছো ?' স্বতঃসন্দিগ্ধ গিডিয়নের স্বর।

'রাজী আছো তুমি ?'

'অর্থাৎ, আমার জাতকে আবার আমি ক্রীতদাসের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, কেমন ?'

'তুমি যেমন মনে কর।'

'সত্যই অবিশ্বাস্য তোমার কথা—' গিডিয়নের স্বর কোমল। 'প্রথম যখন তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম তখনই আমার বোঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু তোমাকে আমি মানুষ বলেই ধারণা করেছিলাম। সকলকেই আমি মানুষ হিসেবেই তো দেখি। আমি বুঝতে পারিনি যে মানুষের মনের মধ্যেও রোগ ঢুকতে পারে আর সে এমন রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। জানতাম না, কিছু কিছু মানুষ আছে এই সমাজে যারা রুগ্ন এবং যারা আমাদের এই পৃথিবীটাকে পর্যন্ত বিষাক্ত ক'রে দিতে পারে। ভুল আমরা সবাই করি, করি না কি ? মনে হয়, যত ভুল আমাদের লোকেরা করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো এটাই। যুদ্ধে যুদ্ধে মাটি যখন রক্তে ভেসে গেল, আমাদের লোকেরা ভেবেছিল অন্যায় বুঝি নির্মূল হয়ে গেল। কিন্তু যারা রুগ্ন, যারা বিষাক্ত, যাদের হীনতা অচিন্তনীয়, তাদের রক্ত

তো এক ফোঁটাও ঝরেনি এ যুদ্ধে; নিঃশেষে ঝরেছে তাদের রক্ত যারা ন্যায়পরায়ণ, যারা খাঁটি মানুষ—তাদেরকেই মিথ্যা আশা দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকেই বলা হয়েছিল হুকুম তামিল করতে। আমরা তোমাদের মত জীবদের বেঁচে থাকতে দিয়েছিলাম—'

ক্রোধান্ধ হমস্‌কে গিডিয়ন আগে কখনও দেখেনি। —দৃঢ় কঠিন ঠোঁট, প্রশস্ত ললাটে কয়েকটা ঋজু রেখা। হমস্ তখুনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কোট ও টুপি পরে ডেস্ক থেকে দস্তানা আর ছড়িখানা তুলে নিল।

'তাহ'লে এটাই তোমার উত্তর বলে ধরে নিলাম।'

'হ্যাঁ, তাই ধরে নিতে পারো।' ধীরকণ্ঠে বলল গিডিয়ন।

পরদিন। ছেলে আর বাপ বেলা তিনটায় দক্ষিণগামী ট্রেন ধরতে চলেছে। সঙ্গে বেশী কিছু নেয়নি। ছোট্ট একটি ব্যাগ, ছোট্ট একটি থলে সঙ্গে। তার ভেতরে আছে হুইটম্যানের কবিতার বইখানা আর চার্লস্ সামনারএর নিজ-নামাঙ্কিত একখানা ফটো। ফটোখানা মৃত্যুর আগে চার্লস্ সামনার তাকে উপহার দিয়েছিল। আর আছে একখানা নোট বই। হেইস্-টিলডেনএর ঘটনাটার একটি বিবরণী লেখার ইচ্ছা আছে তার। ভেবে রেখেছে ট্রেনের মধ্যেই শুরু করবে যাতে সময়টাও কাটানো যায়।

সঙ্গে জেফ, প্লাটফর্মের ওপর দীর্ঘ ট্রেনের পাশ দিয়ে গিডিয়ন হেঁটে চলেছে। 'শেষের কামরা।' গিডিয়ন বললে।

'কেন?'

'জাননা দেখছি!' ছেলের দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন প্রবীনের মত বললে: 'তোমার মনে পড়ে সেদিনের কথা? বলেছিলাম, বোমা ফাটার মত হঠাৎ আসেনি। এ জিনিস চলেই আসছে, বুঝলে!'

সবশেষের কামরার সামনে এসে দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কামরাটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। জানালাগুলো ধূলোময়; দু'খানা তক্তা লাগিয়ে মেরামত করা হয়েছে। দরজার ওপর শুধু লেখা: 'কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য।' পড়েই জেফ বাপকে বললে:

'না—না, এ অসম্ভব! কি ঘৃণ্য, শুনছ বাবা, সত্যিই ঘৃণ্য! তুমি না কংগ্রেসের সভ্য—'

'গাড়ীতে উঠে পড় জেফ। এ-কিছু নতুন নয়। এই-ই চলে আসছে, মানুষের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

ভেতরে ঢুকে দু'জন পুরোনো কাঠের জীর্ণ বেঞ্চে পাশাপাশি বসল। অনেক কালো মানুষ এসে চারদিকে বসেছে। তারপর সময় হ'লে গাড়ী ছেড়ে দিল। গিডিয়ন বলল:

'এই তো, কতক্ষণ আর! একটু পরেই তো আমরা কারওএলএ পৌঁছোব।'

[নয়]

মার্কাস স্টেশনে অপেক্ষা করছে। কিন্তু জেফএর কাছে সে সত্যিই অপরিচিত। পরিবারের সকলের চেয়ে ওর গায়ের রং কম কালো। সুন্দর, দীর্ঘ, তনুদেহ মার্কাসের। লম্বায় গিডিয়নএর কাঁধ পর্যন্ত হলেও, গঠন পরিমিত, নিতম্ব ছোট, কাঁধ চওড়া, চলাফেরা দ্রুত, সহজ—যেন বন্য হরিণ; এত সুন্দর যে প্রথম দর্শনেই জেফ আশ্চর্য হয়ে যায়। নিরেট দেহে শক্তির প্রাচুর্য, প্রাণে নেই ভয়। পরনে নীল প্যাণ্ট, গায়ে বাদামী চামড়ার জ্যাকেট—কেমন সহজে গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে চেয়ে হাসছে আর হাত নাড়তে নাড়তে সহজ ঔৎসুক্যে বড় ভাইকে বুঝবার চেষ্টা করছে।

'মার্কাস এসেছ যে!'—ছেলেকে সম্বোধনের পর গিডিয়ন গাড়ীর মাল রাখার জায়গায় বাক্স প্যাঁটরা তুলতে লাগল। পিতাপুত্রের মধ্যে এক গভীর সৌহার্দ বর্তমান··· জেফ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, এই দু'জনার দ্বিধাহীন করমর্দনের মধ্য দিয়ে সেই শ্রদ্ধা-ভালবাসা কিভাবে ফুটে বের হচ্ছে।

'চমৎকার দিন দেখে এসেছো তো বাবা!' মার্কাস বললে। তারপর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে: 'কি দাদা, চিনতে পারছ না বুঝি?'

'তুমি যে অনেক বড় হয়েছ দেখছি।' জেফ বলে।

বাপের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যাগগুলোও তুলে দিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করল জেফ। দু' ভাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মার্কাসএর মুখে মৃদু হাসি। গিডিয়ন গাড়ীর এপাশে চলে এসেছে। চেয়ে দেখছে তার দুই ছেলেকে, আর অনুভব করছে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে পাওয়ার বিস্ময়কর পরিতৃপ্তি। হৃষ্টপুষ্ট জেফ, সুন্দর হাসিমাখা মার্কাস। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পুত্রগর্বে গিডিয়নএর বুক ভরে ওঠে।

'আমি চালাব, উঠে বোস তোমরা।' বাপ বললে।

মৃদু হেসে ভাইকে ডাকলে মার্কাস: 'ডাক্তার জ্যাকসন?'

'হুঁ—, তোমার বয়েস কত হ'লো মার্কাস?' জেফ জিজ্ঞেস করলে।

'এর মধ্যে তাও ভুলে গেছ, দাদা?—কুড়ি।'

'ওঃ! কুড়ি—' জেফ পুনরাবৃত্তি করলে।

'ওঠ।' গিডিয়ন ছেলেদের ডেকে গাড়ীতে উঠতে বলল।

'তুমি আগে ওঠো, ডাক্তার সাহেব!' হাত বাড়িয়ে সম্মান দেখিয়ে মার্কাস জেফকে বললে।

'আচ্ছা, এখন চলো।' গিডিয়ন গাড়ী ছেড়ে দিল।

ঠাসাঠাসি ক'রে বসতে হয়েছে তিনজনকেই, 'একহাতে বড় ভাই ছোটকে জড়িয়ে ধরেছে।

'স্কটল্যাণ্ড কেমন লাগলো, দাদা ?'

'নির্জন।'

কেমন এক আলগা স্বরে মার্কাস বলল : 'বিদেশীর মত কথা বলছ যে! এখানে থাকবে তো ?'

'বোধহয়।'

'দেখবে'খন সব বদলে গেছে এখানে। আমরা বসে থাকিনি।'

গিডিয়ন ছেলেদের কথা শুনছে। বড় ভাল লাগছে তার ছেলেদের সঙ্গে এই গাড়ীতে ক'রে বাড়ীর পথে চলতে। ভাল লাগছে এমনি ক'রে বল্গা হাতে নিয়ে, ক্ষুদ্রকায় কালো ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। মার্চের এই চমৎকার স্বচ্ছ দিনে, বসন্তের ঠিক আগে, এমন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়, দক্ষিণ ক্যারোলিনা যতখানি সুন্দর, মনোরম হয়ে ওঠে, পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় ততখানি হয় না। দু' বছর আগে গিডিয়ন কিনেছিল এই ঘোড়াটাকে। পাঁচ বছর বয়স, দেখতে ছোট, খুব হুঁশিয়ার, দিব্যি ছোটে। ঘোড়া চালাতে তার ভাল লাগে। শীতের এই এতগুলো মাস ওয়াশিংটনে বসে কতবার একথা তার মনে হয়েছে। কল্পনায় তার মনে হয়েছে ঘোড়াটার রাশ ধরে পেছনে বসে চলেছে সে আর শুনছে তার খুড়ের খুট্ খুট্ শব্দ। জনহীন ম্লান বিলের এক পাশ দিয়ে চলে গেছে বাঁধের রাস্তা। ধুলোর পথ ছেড়ে সেখানে যখন তারা এল, বড় ছেলেকে গিডিয়ন সগর্বে বলল :

'এই বাঁধ আমরা তৈরি করেছি, চার বছর আগে। এতে ক'রে এখন রেলপথে যাওয়ার পথ আধাআধি হয়ে গেছে।'

'আরও অনেক কিছু তৈরি করেছি আমরা।' মার্কাস বলে ওঠে। গলার স্বরে সগর্ব তৃপ্তির পরিচ্ছন্ন আভাস সে গোপন রাখতে পারল না। জেফ তো বিদেশে ছিল ; সে তো মার্কাস যা চেয়েছিল তা-ই হয়েই ফিরেছে আজ।

আড়চোখে বাপ একবার ছেলেদের দেখে নিলে। 'জেফ এখন বাড়ী থাকবে —' গিডিয়ন নিজেই মার্কাসকে বললে।

'থাকবে নাকি ? ভারী নির্জন লাগবে কারওএল ওর কাছে।'

কি ক'রে তারা বাঁধ তৈরি করেছে তা গিডিয়ন বড় ছেলেকে বুঝিয়ে দিল। গাঁয়ের সকলেই তারা রেলপথ পাতার সময় কাজ করেছিল। তাই পথ তৈরির কায়দা-কানুনও তারা শিখেছিল। তারপর নিজেরা তারা এই দীর্ঘ দেড় মাইল পথ তৈরি করেছে, একেবারে তীরের মত সোজা রাস্তাটি—কোন ইঞ্জিনিয়ারের দরকার হয় নি তাদের এই কাজে। 'কথাটা যখন সিনেটে বললাম, তখন একমাত্র আমার এক বন্ধু জানতে চাইলে কোন্ অধিকারে সরকারী জমিতে আমরা বাঁধ বেঁধেছিলাম!'

মার্কাস বাপের দিকে তাকিয়ে আছে। জেফ গুন্ গুন্ ক'রে গান ধরেছে :

'বাপ যে আমার গিয়েছিল শিকারে—'

'বাঃ! মনে আছে গানটা ?'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে আছে।' জেফ বললে।

জেনি বড় হয়েছে। পীনোন্নত বক্ষের স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে সেমিজের ওপর দিয়ে। পূর্ণ যুবতী সে। জেফ জড়িয়ে ধরেছে মা আর বোনকে। 'ওঃ, অনেক বড় হয়েছিস, অনেক বড়!' 'কি আর বড় হয়েছি—' জেফএর মুখে মৃদু হাসি। পরিপূর্ণ সুখে র‍্যাচেলএর চোখে জল আসে। বয়সের ছাপ পড়েছে তার সর্বদেহে—গিডিয়নএর চেয়েও বেশী। এক হাতে ছেলের চিবুক ছুঁয়ে মা আদর করে, আর এক হাত ছেলের মাথার কোঁকড়া চুলে বুলোয়।

গিডিয়ন আর মার্কাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মা আর ছেলের এই মিলন দৃশ্য। মার্কাস বাবাকে বলে : 'কাগজে পড়লাম—'

'হুঁ।'

'কিন্তু? তা হলে কি—'

'ঠিক বলতে পারছি না কি বোঝায় এতে; এ নিয়ে পরে আমরা কথা বলব 'খন।'

'ছোঃ, ওয়াশিংটনে বসে ওরা যদি ভাবে যে কলমের এক খোঁচায় আমাদের ওরা ভেঙেচুরে দিতে পারবে তো মহা ভুল করবে।'

'পরে এ-নিয়ে কথা বলব, মার্কাস।'

'ওরা জানেনা আমাদের।' মার্কাস বলে।

জেফকে তারা চারদিক ঘুরিয়ে এটা ওটা দেখাচ্ছে। হঠাৎ যেন সব কিছুই নতুন হয়ে উঠেছে। বাড়ীটা দেখাল; সাদাসিদে পাঁচখানা ঘরওলা বাড়ী, বাইরেটা সাদা রং করা। চিমনিটা লাল ইঁটের। 'পাঁজা ইঁট—' জেনি বলে দিল। রসেল দেখালে রান্নাঘর; চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে টিনের কড়াই আছে তাদের,—ছোট বড় সব রকমের এক সেট্ দেয়ালে ঝোলানো। ভাজা ভাজবার জন্যে হাতলওলা প্যানও তাদের একটা আছে। এবং সব থেকে সেরা বস্তু যেটা সেটা হলো টিউবওয়েল; পাম্প ক'রে রসেল ঠাণ্ডা জল তুলল কল থেকে। 'এইতো, দেখ্, একটু খেয়ে দেখ্, খোকা।' উপায় কি, এক গ্লাস তাকে খেতে হলো এবং বলতে হলো, বাঃ, খুব ভালো তো। জেফ জিজ্ঞেস করল: 'সব বাড়ীতেই কি এই রকম, অন্য সবাইর? মানে, তুমি কংগ্রেসের সভ্য ব'লে—'

'একজন মানুষ যেমন আর এক জনার থেকে আলাদা, ঠিক তেমনি তার বাড়ীও। এ নিয়ে কোন অনুযোগ ওঠেনি আমাদের। এ দেশকে যে বোঝে, যে ভালবাসে, এদেশ তার কাছে বড় প্রিয়।' জেফ জানতে চাইলে পুরোনো ক্রীতদাসের চালাগুলোর অবস্থা কি হয়েছে। গিডিয়ন বললে যে সেগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে, কেউ নেয়নি।

'এখন আর কেউ থাকে না সেখানে ?' 'কেউ না, কারুর দরকারও হয়নি, কেউ কেনেওনি।' গিডিয়ন জোর দিয়ে বললে। বাবার গলার স্বরে কেমন এক নতুন জোর লক্ষ্য করে জেফ, উৎসুক হয়ে বাবার দিকে তাকায়। একটু পরে মার্কাস বলল যে ডাক্তার সাহেবের যদি সময় হয় তো তারা দুজন একবার জমিদার বাড়ীটার দিকে ঘুরে আসতে পারে।

নিজের হাতে রান্না মাংস আর গরম রুটি আগে খাওয়াবে, না, ছেলেকে বাড়ীর সব কিছু দেখাবে এই নিয়ে দোমনা হয়ে পড়ে রসেল। স্প্রিংএর খাট, সত্যিকারের বিছানা—এসব ছেলেকে নিজে দেখাবে না মা, ছেলে নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখুক। জেফকে শোবার ঘরে নিয়ে এল মা।

'মা, এল্যোন কোথায় থাকে ?' মাকে ছেলে জিজ্ঞেস করল।

'ভাই পিটারএর কাছে। এল্যোনবির সব ছেলেমেয়েরাই ভাই পিটারএর কাছে থাকে।'

'এল্যোনবি যখন মারা গেল, এল্যোনএর কি খুব কষ্ট হয়েছিল, মা ?

'সে তো এখানেই এসেছিল। এখানেই সে থাকতে চেয়েছিল।' মার্কাস বলল।

'তবে যে চলে গেল ?'

'হ্যাঁ, গেল তো।'

'ও জানতো, আমি আসছি ?'

'হুঁ, জানতো। সবাই জানতো। দেখবি 'খন একটু পরে সবাই ওরা এখানে আসবে।'

রসেল হাত দিয়ে চাপ দিতেই বিছানাটা একবার নীচু হ'য়ে আবার উঁচু হয়ে উঠল। 'কি নরম, কি আরাম, দেখ খোকা, যেন দোলনায় ছেলে দুলছে, দেখ্!' মা গদীর ওপর চাপ দিল। 'বোস্, বসেই দেখ।' মৃদু হেসে ছেলে বসে পড়ল। 'যা, মধ্যিখানে যা—দোলা দে, উঁচু নীচু দোলা দে, দেখ।' কয়েকবার হেঁচকা দোলা দিয়ে জেফ খাট থেকে উঠে

এসে দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। এখন আর রসেল রান্নাঘরের কথা চেপে রাখতে পারল না। অতি দ্রুত ছেলেকে অন্যান্য শোবার ঘর দেখিয়ে নিয়ে গেল সামনের বসবার ঘরে। ছোট ঘর, আদিম ফ্যাসনের আসবাবে প্রায় ঠাসা; একটা টেবিল আর গিডয়নএর বই। সেখান থেকে বেরিয়ে ছেলেকে সোজা এনে বসাল খাবার-টেবিলে। খেতে খেতে জেফ মাকে বলল, কী ভালই না লাগছে তার মায়ের হাতের রুটি! 'হ্যাঁরে—সে-দেশে জনারের রুটি হয় না?' 'না—একখানাও না, সে-দেশে কোথাও হয় না।' মাকে খুশী করার জন্য সাধ্যাতীত খেল জেফ; খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আনন্দে আত্মহারা রসেলের দুচোখ ভরে কেবলই অশ্রু জমে ওঠে। একদৃষ্টে সে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে··· ছেলের হাত স্পর্শ ক'রে আছে। 'আচ্ছা এবারে সব খাচ্ছি, মা, হলো তো!' কিন্তু মায়ের আনন্দাশ্রু আজ আর নিষেধ মানে না।

গিডিয়ন ও মার্কাস বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। 'এভাবে কাঁদছে রসেল—!' অস্থিরতা ফুটে ওঠে গিডিয়নের কথায়। কিন্তু মায়ের প্রাণের ব্যাকুলতা আজকের মত কোনদিন তো এভাবে ছাপিয়ে ওঠেনি; 'যাই, ঘোড়াটাকে গাড়ী থেকে খুলে দিগে।' মার্কাস বলে।

'জেফ বোধহয় এল্যেনের কাছে যাবে একবার।'

'যাবে না কি?'

'বোধ হয়—'

'কী দরকার, তারা তো আমাদের বাড়ী আসছে, সবাই আসছে। এখানেই তো দেখা হবে। আমি যাই, ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে আসি গে।'

গিডিয়ন ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মার্কাস চলে গেল ঘোড়াটার লাগাম খুলে দিতে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিডিয়ন; কেমন বিষণ্ণতা, কেমন অসহায়তা যেন। যেখানে শুরু হওয়ার কথা, সেখানে আসবে এমনি করেই সমাপ্তি! সজোরে মাথা ঝাঁকায় সে···

না, না, এমনি ধারা দুর্ভাবনায় মুশড়ে পড়ে শুধু নির্বোধরা। কিন্তু রাজধানী ওয়াশিংটন ? প্রাণহীন শহর, অনশনক্লীষ্ট, সংকীর্ণ, ভগ্নোৎসাহ, উচ্চাভিলাষীদের ভীড় সেখানে। কিন্তু এ-দেশ তো তা নয়, এ-দেশ তার দেশ। আমেরিকা বলতে তো শুধু ওয়াশিংটনই বোঝায় না। বোঝায় এই সব, এরই লক্ষ কোটি গুণ—এই যে ক্ষুদ্র বাড়ীখানা, এই যে ঘরের মধ্যে শত-চেনা আসবাব, এই যে চালের ওপর রৌদ্রস্নাত ছায়া-নিবিড় ওক গাছ আর মাধবীলতা, ঐ যে ঢালু পাহাড়তলী—তারই কোলে ক্ষেতের বুকে হাসছে তুলো, জনার আর তামাক…ঐ যে অদূরে হেলান দেওয়া মার্কাসের লাঙ্গলখানা…লাঙ্গলের ফলকে জমেছে মার্চের ভেজা মাটির প্রগাঢ় প্রলেপ—এর সবকিছু তার, তার একান্ত আপনার। এরই জন্যে সে লড়াই করেছে ; এরই জন্যে সে সহ্য করেছে গোলামী-জীবনের ঘাম-ঝরা শ্রমের অনন্ত ক্লান্তি ; এরই জন্যে সে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে, পরিকল্পনা করেছে। যে-মানুষের রক্ত ঝরে ধরিত্রীর বুকে, যে মানুষের মুক্ত পদক্ষেপ পড়ে মাটির ওপরে সে-মানুষ ও সে-মাটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

ঘরের মধ্যে গিয়ে মার্কাস দাদার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ নিয়ে বললে : 'ঐ যে আসছে—!' জেফ বাইরে বেরিয়ে এল একলা। পথের ওপরের ছায়াগুলো হেলে পড়েছে। এল্যেনের হাত ধরে সেই ছায়ার মধ্য দিয়ে ভাই পিটার এ-বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। জেফ লক্ষ্য করল ভাই পিটার দাড়ি রেখেছে। বৃদ্ধের বয়স এখন যাটের কোঠায়, দীর্ঘ, ক্ষীণ-দেহে যাজকীয় গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে ; মুখে সাদা দাড়ি, ভাই পিটার নুয়ে নুয়ে হাঁটছে। গিডিয়ন বলেছিল, ভাই পিটার অসুস্থ। পয়তাল্লিশের পরে দুনিয়ার কোন কাজেই তো আসে না ক্রীতদাস। সমস্ত হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় বাতব্যাধি ; ম্যালেরিয়ায় ঝোরো কাকের মত শরীর যায় ভেঙে ; শুধু অতীতের অনন্ত প্রহরের শ্রমের ইতিহাস

স্মরণ করিয়ে দেয় রুগ্ন পঙ্গু হৃদযন্ত্রটি। কিন্তু এল্যোনকে তো সে যেমনটি দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনটি রয়েছে। বরং আরও যেন পরিণত হয়ে আরও সুন্দর, আরও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। কিন্তু তবুও যেন সেই আগেরই মতন—তেমনি ঋজু শির, তেমনি চক্‌চকে কালো চুলের বেণী নেমেছে দু' কাঁধ বেয়ে—

জেফ এগিয়ে যেতেই তারা দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ঝুঁকে ভাই পিটার এল্যোনকে কি যেন বলল। এল্যোন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাসিমুখে বলল ভাই পিটার: 'দেশে ফিরলে বাবা, বেশ বেশ!'

জেফ দাঁড়িয়ে আছে তাদের থেকে কয়েক হাত দূরে। এল্যোনের মুখ এদিকেই ফেরান। এগিয়ে যায় জেফ। কাছে গিয়ে এল্যোনএর হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে: 'মনে আছে আমাকে, এল্যোন?' ঈষৎ মাথা নাড়ে এল্যোন।

'যাই, গিডিয়ন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে। তোমরা দু'জন যখন খুশী এসো।' ভাই পিটার চলে গেল।

এল্যোনএর হাত ধরে সেখানেই জেফ দাঁড়িয়ে রইল। এল্যোনের পরনে সবুজ সুন্দর ফ্রক, গলায় নীল স্কন্ধাবরণ, পায়ে কালো মোজা আর জুতো। এতক্ষণে এল্যোনএর কথা ফুটল:

'আমাকে তেমনি দেখাচ্ছে—তুমি যেমন দেখতে চাইতে?'

'ঠিক তেমনি।'

'কোন পরিবর্তন নেই, বল না?'

'পরিবর্তন আছে ঠিকই। তবে আমি তোমায় যেমন কল্পনা করেছিলাম, ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।'

'আমি যে বড় হয়েছি!'

'দু'জনেই আমরা বড় হয়েছি, এল্যোন!'

আবার জেফ এল্যোনএর হাত নিজের হাতে তুলে নিল, আবার তারা দু'জনে চলল হাঁটতে হাঁটতে। পাহাড়ের ঢালু পাশ ধরে জেফ তাকে নিয়ে চলল যে দিকে মার্কাস ক্ষেতে লাঙল দিয়েছে। আবার আগের মত সে এল্যোনকে বলে কেমন ক'রে সূর্য অস্ত যায়। আজকে তার হৃদয় জুড়ে আছে শুধুই কারওএল, কারওএল যেন জড়িয়ে আছে তার সর্বসত্ত্বাকে। পুনরাগত যৌবনের মতো তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ আবিষ্কারের আকুলতা। ধূম্রাচ্ছন্ন, ঘন কুয়াশাবৃত স্কটল্যাণ্ডের আকাশ আজ তার মনের পট থেকে কোন্ অতীতে মুছে গেছে, আজ শুধু তা এক অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র। এখানের মার্চের আকাশে ঘন নীলের ঝলক, সূর্যাস্তের সোনালী-কমলা রংয়ে এ-আকাশ ছোপানো। এখানের উষ্ণ মাটিতে উর্বরতা ও কোমলতার প্রাচুর্য। বৃক্ষহীন পাহাড়ের পাশে কঙ্করাবৃত রুক্ষ মাটিতে বাঁচতে পারে না তারা। এতদিন পরে সে দেশে ফিরে এসেছে ; আজ তাই বাবার মত তারও মনে হয় শুধু এই ফিরে-আসাই যেন তাকে দিয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখস্বাদ। এল্যোনকে সে আকাশের বর্ণনা দেয় কিন্তু বলে না এ সময় স্কটল্যাণ্ডের আকাশ দেখতে কেমন। লাঙলের ওপর ঝুঁকে নিজের হাতে ক'রে সে তুলে নেয় উগ্রগন্ধ মাটির ডেলা, এল্যোনএর হাতের তেলোয় চাপ দিয়ে সেটা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেয়। 'স্কটল্যাণ্ড কতদূর ?' প্রশ্ন করে এল্যোন। জেফ উত্তর দেয় যে এখান থেকে অন্ততঃ চার হাজার মাইল তো হবেই। কিন্তু এতখানি দূরত্বের কোন ধারণাই এল্যোনএর নেই। সে শুধু ভাবে দূর আর দূর—কেবলই দূর। 'ভাল হয়েছে, ফিরে এসেছো। কিন্তু তুমি কেমন বদলে গেছ ! এখন তুমি বড় হয়েছ। তুমি এখন ডাক্তার। আমার বাবাও ডাক্তার ছিলেন ! জান ?'

'হ্যাঁ, জানি।'

পাহাড়ের পাশ দিয়ে দুজনে ওপরে উঠে মার্কাস যেখানে একটা কাঠের বেঞ্চি তৈরি ক'রে রেখেছে সেখানে এসে বসে পড়ল। গোধূলির আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়মান। এখান থেকে ছোট বাক্সের মত দেখায় তাদের বাড়ী। ঘরে ফিরছে সব লোক; তাদের কথার স্বর যেন হারিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপাশে বাড়ীর সরু পথের ওপর শোনা যায় ঘোড়ার খুরের খুট্ খুট্ শব্দ। কে যেন সেখান থেকে ডাকছে: 'জেফ—জেফ—'

'আমাদের ডাকছে ওরা।' এল্যেন বলে।

'হ্যাঁ, এইবার ফিরব।'

সেখানেই দু'জন বসে, চারিদিকে নেমেছে সাঁঝের আঁধার। কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে ঘেউ ঘেউ। জেফ অবশেষে বললে:

'আমি ফিরে এলে আমাদের বিয়ের কথা কি কোনদিন ভেবেছ এল্যেন?'

'আমায় তুমি বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমি যে অন্ধ মেয়ে।'

'একদিন আমি শিখব কি ক'রে তোমায় চোখ ফিরিয়ে দিতে হয়।'

'চল উঠি—, ওই, ওরা আমাদের ডাকছে যে।' এল্যেন বলে।

এল্যেনএর হাত ধরে জেফ বাড়ীর পথে ফিরে চলে।

কারওএলের প্রত্যেকটি লোক আজ এখানে হাজির। খামারের গোটা উঠোনটায় সকলে যার যার খচ্চর আর ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। গৃহিণীরা এসেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নতুন নতুন সব ছেলেমেয়ে। জেফ এদের চেনে না। ঘর বারান্দা ভরতি লোক লোকে লোকারণ্য। জেফকে চারদিকে ঘিরে ধরেছে সবাই। বয়স্করা ঝুরি ঝুরি প্রশ্ন করছে, জেফএর

সাধ্য নেই যে এত প্রশ্নের জবাব দেয়। গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় যাদের সে দেখে গিয়েছিল শিশু, এখন তারা যুবক। তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। যুবতীরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেফএর দিকে। গাঁয়ের গৃহিণীরা রয়েছে রসেলের সঙ্গে। আজকের উৎসবে এসেছে অনেক সাদা মানুষ, এসে স্বাভাবিক ভাবে মিশে গেছে নিগ্রোদের সঙ্গে। এসব দেখে জেফএর বিস্ময় লাগে। তাদের কয়েকজনকে সে চেনে: রোগা লম্বা, কটা চুল মাথায়, এব্‌নার লেইট; বেঁটে ক্ষুদে-চোখের ফ্রাঙ্ক কারসন; অবও রয়েছে অনেকে যাদের জেফ চেনে না। তার বয়সী অন্য ছেলেরাও আছে। মাথায় নরম সিল্কের মত চুল, রোদে-পোড়া চেহারা, তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু নেই কোনরকম ঈর্ষার চিহ্ন তাদের কারও চোখে। ইস্কুলের নতুন মাস্টার মশাইও এসেছেন, নাম বেঞ্জামিন উইথ্রোপ, ইয়াংকী, বাড়ী রোড দ্বীপে। মাস্টার মশাই জেফকে বললেন: 'ডাক্তার জ্যাকসন, আপনাকে পেয়ে এখানের সমস্ত লোকজনের যা উপকার হয়েছে তার সীমা নেই। আশা করি এখানেই থাকবেন এখন।'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে।' জেফ মাথা ঝাঁকিয়ে বললে।

ফ্রেড ম্যাকহুগ নামে শ্বেতাঙ্গও এসেছে। ছোটখাটো সাদা মানুষ, লোকটির শরীর প্রায় ভেঙে গেছে। সে এসে ধরে পড়ল জেফকে:

'আমার স্ত্রী যে-রকম ভুগছে—তুমি বাবা একটিবার দেখতে যাবে?'

'হ্যাঁ, আমি যাব, কাল যাব।'

'পেটের মধ্যে ভয়ানক ব্যথা, এমন ব্যথা যেন মনে হয় তাকে সাপে কাটছে।'

'আমি দেখে আসব গিয়ে।' জেফ বললে।

মার্কাসের একটা এ্যাকর্ডিয়ন আছে, বারান্দার কোণে বসে সে সুর ধরেছে—

'মা তো আমায় তাড়িয়েছিল
বাড়ীর পথে আট্‌লাণ্টায়,
আট্‌লাণ্টায়, আট্‌লাণ্টায়—'

তার চারপাশের যুবকেরা তাল ধরেছে ; হাতে তালি দিচ্ছে আর মাটিতে পা ঠুকছে।

গিডিয়ন তিন ঘড়া খেনো এনেছে, সকলকেই খেতে হ'লো একটু একটু। অন্য গৃহিণীদের সঙ্গে রসেল রয়েছে উনোনের পাশে। বাইরে অন্ধকার শস্যভরা ক্ষেতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে মিলিত কণ্ঠের সতেজ সুর :

'মা তো আমায় তাড়িয়েছিল বাড়ীর পথে আট্‌লাণ্টায়—'

ভাই পিটার গিডিয়নকে বললে : 'আমাদের পুরস্কার আমরা পেয়েছি, সুখের আস্বাদ আমরা পেয়েছি।' পাশের কয়েকজন মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিয়ে বললে : 'তোমারই মহিমা ঈশ্বর।'

পরদিন জেফ মার্কাসকে ডাকল : 'আমার সঙ্গে চল।'

'ঘুরে বেড়াবার সময় আমার নেই দাদা, আমার কাজ আছে।'

'কাজের সময় ঢের পাবে।'

'সঙ্গে যাও মার্কাস, আমি তোমার লাঙল ধরব এখন।' বাপ ছেলেকে বললে। আবার গিডিয়ন পরল সেই সাবেকী দোমড়ানো জুতো, সেই জীনের প্যাণ্ট আর বাদামী রংএর একটা জামা।

মার্কাস ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুড়বার পর তারা চলল ইস্কুলের দিকে। ইস্কুল বাড়ীটা লম্বা একখানা ঘর, একপ্রান্তে ছোট্ট উঁচু একটা চুড়া। ইস্কুল আর সভা দু' কাজই এখানে হয়। বিভিন্ন বয়সের প্রায় ত্রিশটি ছেলেমেয়ে বেঞ্চির ওপর বসে আছে। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পাঠ এবং সেই সঙ্গে শৃঙ্খলা রক্ষা করা—শিক্ষক বেঞ্জামিনের সত্যিই

একটা সমস্যা। এমনিতেই সে ব্যস্ত, তার ওপর জেফ একরকম হঠাৎ এসে পড়ায় সে ঘাবড়ে গেছে।

জেফএর অপ্রত্যাশিত পরিদর্শনে শৃঙ্খলার বিন্দুবিসর্গও রইল না। ছাত্রছাত্রীরা গোলমাল শুরু করেছে। মাস্টার দোটানায় পড়েছে, ছাত্রদের সামলাবে, না, জেফকে বুঝিয়ে দেবে তার পড়াবার নানান কায়দা-কৌশল। এক বয়সীদের যখন সে মুখে মুখে শেখায়, অন্য বয়সীরা তখন নিজেরা পড়ে। এই রকম।

'বড় মুস্কিল।' নিজেই সে স্বীকার করে। 'দু'খানা ঘরে আলাদা দু'জন মাস্টার হলে খুব ভাল হয়। তবে একটা জিনিস দেখেছি যে, অন্য কতগুলো জিনিস হয় না। বড়দের যখন সাহিত্য পড়াই, ছোটরাও তখন শোনে, কোন ক্ষতি হয় না।'

'তা তো হবেই না।' জেফ বলে।

'অবশ্য আমি এখানে নতুন। মিঃ এল্যেনবি ছিলেন আমার আগে, তিনি শেখাতেন তার নিজের ধরণে। সে-ধরণ খুব আধুনিক ছিল না, বুঝলেন—'

'তবু যখন একটা কথা মনে পড়ে মিঃ উইনথ্রোপ যে, ইস্কুল ছিল এদেশে স্বপ্নের মত, তখন—'

মার্কাস গাড়ী ছেড়ে দিল। 'ম্যাকহুগের বাড়ী যেতে হবে একবার। জান, কোথায় সেটা ?' জেফ জিজ্ঞেস করে।

'জানি। তার বৌয়ের অসুখ, তাকে দেখতে যাবে ?'

'সে চায় আমি চিকিৎসা করি।'

'তা হ'লে এখন আমাদের একজন ডাক্তার হয়েছে !'

'খারাপ কিছুও হ'তে পারে !'

'হয়তো তাই।'

জেফ ফিরে তাকাল ছোট ভাইয়ের দিকে, কিন্তু মার্কাস নিঃশব্দ !

ম্যাকহুগের বাড়ীটা কারওএল-প্রাসাদের কাছেই। ছোট বাড়ী, সযত্নে সাজানো। চারপাশে ঝোপঝাড়, লতা-গুল্ম লাগিয়েছে ম্যাকহুগ, এ-অঞ্চলে এ জিনিস বড় চোখে পড়ে না। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী নিরালায় বাস করে, অন্য কারুর সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করে না। ঘরে ঢুকে জেফ রোগীকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কতদিন ভুগছে?'

'এক বছর হ'লো কেবলই ভুগছে। আজকাল তো বিছানাই নিয়েছে। কাল রাত্তিরে চেঁচায়নি একবারও, কেবল গোঁ গোঁ করেছে আর কাতরেছে।'

জেফকে সে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। বিবর্ণ, কৃশ এক প্রৌঢ়া পড়ে আছে বিছানায়, বয়স প্রায় চল্লিশ। 'গিডিয়নএর ছেলে এসেছে, জেফ। বিলেতের পাশ করা ডাক্তার। শুনছ স্যালি, বড় ভাল ছেলে। তোমার অসুখ সারিয়ে দেবে।'

স্ত্রীর কোন সাড়া নেই, নির্বাক, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ে আছে। ম্যাকহুগকে বলল জেফ: 'আপনাকে একটু বাইরে যেতে হবে।' স্বামী চলে গেলেও স্যালি নড়ল না।

জেফ বলল: 'মা, আমি ডাক্তার। আপনার অসুখ আমি সারিয়ে দিতে পারব হয়তো।'

'পারলে সারাও বাছা।'

জেফ তলপেট স্পর্শ করতেই বেদনায় গভীর আর্তনাদ ক'রে উঠল রোগিণী। বাইরে এসে জেফ জিজ্ঞেস করল ম্যাকহুগকে: 'শহর থেকে ডাঃ লীডকে এনেছিলেন?'

'এনেছিলাম।'

'কী বললেন তিনি?'

'সে বললে বাঁচার আশা নেই।' অনুচ্চ স্বর ম্যাকহুগএর।

'রোগটা ধরতে পেরেছিলেন তিনি?'

'ডাঃ লীডকে কি আর অতকথা জিজ্ঞেস করতে পারি! কারওএলের মানুষকে সে মানুষই মনে করে না। খালি একটা কথা সে বলে গেছে যে বাঁচবে না, বাস্।'

এ-পাশ থেকে মার্কাস জেফকে জিজ্ঞেস করল : 'তুমি ধরতে পেরেছ দাদা, রোগ কী?'

'হ্যাঁ, পেরেছি। আমার মনে হয় এ হলো যাকে বলে টাইফ্লিটিস্—অর্থাৎ অন্ত্রের নাড়ীর বিশেষ এক জায়গায় খানিকটা ফুলে ওঠে, ছোট কড়ে আঙ্গুলের মত খানিকটা জায়গা। প্রায়ই এ রকম ফোলে কিন্তু কি কারণে হয় আমরা এখনও ঠিক ধরতে পারিনি। একবার যদি ফোলা বন্ধ করা না যায় তো পচতে শুরু করে। একটা অবস্থা থাকে যখন বরফ দিলে ফল হয়। কিন্তু এ যা অবস্থা, এখন বরফ দিলে কিচ্ছু হবে না।'

'তা হ'লে বলছ, বাঁচবে না?' ম্যাকহুগ জিজ্ঞেস করল।

জেফ ঘাড় নাড়ল।

'তুমিও পারো না? হায় ভগবান! তুমিও পারবে না কিছু করতে?'

জেফ বললে: 'মনে পড়ছে, ডাক্তার এমেরির সঙ্গে যখন ছিলাম, দেখেছিলাম একজন ডাক্তারকে ওখানটা কেটে বার ক'রে ফেলতে। তাতে রুগী সেরে উঠেছিল। সেই তাঁকেই দেখেছিলাম, অন্য কাউকে ওরকম অপারেশন করতে দেখিনি। এডিনবড়ায় তো এসব ক্ষেত্রে এখনও তারা আশাই ছেড়ে দেয়।'

'তুমি কর না অপারেশন—' মার্কাস বলল।

'আমি তো জানি না—'

'দুত্তোর ছাই, চেষ্টা তো করতে পার, না, তাও পার না? রুগী মরবে যখন ঠিকই—!'

'আমি জানি না যে! না জানলে আর কি ক'রে চেষ্টা করতে পারি?'

'না কেন?'

জেফ মার্কাস্‌এর দিকে তাকাল। ম্যাকহুগের ঠোঁট কম্পমান। হু'ভাইকে খানিক লক্ষ্য করার পর সে বলল: 'আমার কথা শোন, জেফ। গিডিয়নকে আমি চিনি, বারে বারে গিডিয়নকে আমি চিনেছি। এমন দিন ছিল, সবাই আমায় বলত, তুই বাপ্পোৎ ঐ নিগারটার ছায়াও মাড়াবি না। তুমি তো জান সে কী ব্যাপার—রক্তের ছাপ লাগানো চিঠি পাঠিয়ে আমাকে শাসিয়েছিল যাতে নিগারের কাছে না ঘেঁষি। গিডিয়ন এসে বলল জমি কেনার কথা; আমি তার সঙ্গে গেছি। সব সময় আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গেছি। তুমি জান, একটা সাদা লোককে তারা আলকাতরা মাখিয়ে, পালক লাগিয়ে, চূড়ান্ত অপমান ক'রে ছেড়েছে। দোষটা কী? না, সে নিগারকে ভোট দিয়েছিল। সেসব জেনেও আমি আইকেনেয় গিয়েছিলাম নিগারের ভোট পরিদর্শকের কাজ করতে। গিডিয়নকেই জিজ্ঞেস ক'রো। শুধু জিজ্ঞেস ক'রো আমি কোনোদিন পিছ-পা হয়েছি কিনা। জিজ্ঞেস ক'রো একবার যে ঐ শুয়োরের বাচ্চা জ্যাসন হুগারটাকে আমি কিভাবে বলেছিলাম—'

'তা ঠিক।' জেফ মাথা নেড়ে বললে: 'এভাবে যদি আপনার স্ত্রীকে রেখে যাই তো দিন কয়েকের বেশী টিকবে না, রাতদিন ব্যথায় কষ্ট পাবে, সাংঘাতিক ব্যথা।...আচ্ছা, যাও তো মার্কাস, গাড়ীটা নিয়ে বাড়ী যাও। আমার ছোট ব্যাগটা নিয়ে আসবে, আর খানিকটা ফরসা ন্যাকড়া আর তোয়ালে। মাকে বলবে তোমার সঙ্গেই চলে আসতে।...ধেনো আছে ঘরে, ধেনো?' ম্যাকহুগের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল জেফ। ম্যাকহুগ মাথা নেড়ে জানাল, আছে। 'আচ্ছা, তা হ'লে ঘরে গিয়ে ওকে কিছুটা ধেনো খাইয়ে দিন। খুব অল্প অল্প ক'রে, দেখবেন, যেন কষ্ট না হয়, দেখবেন, যেন আবার নেশা না হয়। সব শুদ্ধ আধ পেয়ালার বেশী

খাওয়াবেন না। হ্যাঁ, আগে উনুনে খানিকটা জল চাপিয়ে দিন, ফুটতে থাকুক। মেয়েদের মধ্যে কাকে ওর সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস ?'

বিবর্ণ মুখে সঙ্কিত ম্যাকহুগ বলল : 'এব্‌নারএর পরিবার হেলেনকে।'

'তাঁকেও নিয়ে এসো মার্কাস। কাছে থাকতে পারবেন তো তিনি ? আপনি বুঝেছেন, আমি কি করতে চাইছি ? আপনার স্ত্রীর পাকস্থলী কেটে পচা অংশটা বার ক'রে ফেলবো। ওকে কষ্ট সইতে হবে। সামনে দাঁড়িয়ে আপনার পক্ষে তা দেখা কষ্টকর হবে। আর আমাকেও এখুনি এটা করতে হবে।'

ম্যাকহুগ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

'আমি আপনার অনুমতি চাই। আমি চাই, আপনি বলবেন, আপনার মত আছে।'

'আমার মত আছে।' ম্যাকহুগএর স্বর অস্পষ্ট।

'বুঝলেন—, এ এমন একটা কাজ যা আমি কোনোদিন করিনি। কি ক'রে করতে হয় তাও আমি জানি না। আমার ভুল হ'লে আপনার স্ত্রী বাঁচবেন না। ভুল যদি নাও করি, ভেতরে ঘা হওয়ার আশঙ্কা আছে ; তা হ'লেও বাঁচবেন না। যে-কোন অপারেশনেই সে দায়ীত্ব নিতেই হবে। তারপর এখানে কোনোরকম ব্যবস্থাই নেই, এখানে তো ব্যাপার আরও সংগীন।'

'আমার মত আছে।' ম্যাকহুগ বলল।

উষার আলো-আলোয় জেফ ফিরে এল বাড়ীতে। গিডিয়ন ছেলের প্রতীক্ষায় বসে আছে বারান্দায়। 'ঘুমোওনি, বাবা ?' জেফএর স্বর ক্লান্ত।

'না— আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়েছে যে। বেঁচে আছে এখনও ?'

'এখন ঘুমুচ্ছে। সেরে যাবে বোধহয়, বোধ হয় কেন, ঠিকই। ভাল আছে সে।'

'যাও, এবারে তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো গে।'

হাসি মুখে জেফ ঘাড় নেড়ে বাবার পাশে বসে পড়ে। পৃথিবীর অন্ধকার ফুরিয়ে আসছে। আকাশে প্রথম অরুণাভাস। কোথায় যেন একটা মুরগী ডাকছে। নম্রস্বরে জেফ বলে: 'যখন ভাবি—যখন ভাবি যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মাত্র দু'জন লোক এই অপারেশন করেছেন—, আমার শুধু মনে হয়, জানা থাকলে কাজটা কত সোজা! কিছু না নিয়ে, কোন কিছু ছাড়া, কী ক'রে আমি করলাম! অথচ জানা থাকলে ব্যাপারটা কত সহজ সরল!'

'আমিও তাই ভাবছিলাম, জেফ।' গিডিয়ন বললে।

'জানো বাবা, বছরে কত লোক এই টাইফ্লিটিস্এ মারা যায়? হাজার হাজার। গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তাররা বলে একে বদহজম কিংবা ফোঁড়া, নয়তো বিষ লাগা। আসলে এ হলো টাইফলিটিস্—'

ছেলের কাঁধে গিডিয়ন স্নেহমাখা হাতখানা তুলে দিল।

'তুমি তো বাবা চাওনি যে আমি বাড়ী ফিরে আসি।'

'চাইনি সত্যি জেফ, আমার না-চাওয়ার কারণ ছিল—।'

'কিচ্ছু ছিল না, বাবা। জান, ছোট থাকতে তোমাকে কেন জানি আমার হিংসে হ'তো। কত গুণ তোমার, তুমি সৃষ্টি করছিলে এক নতুন পৃথিবী। আজ আর আমার হিংসে হয় না; আজ আমি তোমাকে বুঝি। আজ এখানে আমিও কিছু সৃষ্টি করব—আমিও সৃষ্টি করব—'

'যাও, ঘুমোও গে খোকা এখন।'

'এখন ঘুম হবে না।' মৃদু হাসি তার মুখে। 'এখন আমি কি ক'রে ঘুমোবো?'

সাতদিন পরে—

জেফ আর এ্যাল্যেন আজ বিবাহের রাখী বাঁধবে। সারা কারওএলএর লোক ছোট্ট ইস্কুল-ঘরে ভীড় জমিয়েছে। ভাই পিটার এ-বিবাহের পুরোহিত। কালো রংয়ের নয়া পাদ্রীর পোষাক তার পরনে। জেফকে সে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন করল: 'জেফ জ্যাকসন, এই কন্যাকে আপনি গ্রহণ করিতেছেন—?' একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গিড়িয়ন। তার মনে হলো, কত সুনিশ্চিত, কত মন্থর, তবু কত বিস্ময়-গর্ভ এই কালের স্রোত। নিজেকে আজ বৃদ্ধ মনে হয়; মনে হয় তার প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেছে। গিডিয়ন দাঁড়িয়ে আছে, পাশে রসেল; কানে আস্‌ছে ভাই পিটারএর মৃদুমন্দ্র কণ্ঠস্বর, তার সারা জীবনের সেই সুনিশ্চিত দোসর, সেই ভরসাভরা, সেই প্রতিধ্বনি জাগানো কণ্ঠস্বর···

ইস্কুল বাড়ীর কাছে নিজের বাড়ীর জন্য জেফ জায়গা বেছে নিয়েছে। জায়গাটুকু কারওএলের সার্বজনীন সম্পত্তি। এই জমিটা তারা রেখে দিয়েছিল ইস্কুল আর সমাধি স্থানের জন্য। কিন্তু বিনা দ্বিধায় জেফ বললে যে এই দু'য়ের কাছাকাছি হ'লে তার ভাল হবে। বাড়ী তৈরির বন্দোবস্ত ক'রে দিল গিডিয়ন। এ-কাজে এতদিনে তারা সুদক্ষ হয়েছে। কাঠ তাদের নিজেদের—দু' ইঞ্চি আর চার ইঞ্চি পাইনের তক্তা, সুঘ্রাণ গন্ধ আসে তা থেকে। মেঝেয় লাগবে প্রায় এক ইঞ্চি মোটা তক্তা; ভেতরের কাজ ওক কাঠেই হবে, জোড়া দিতে হবে। সব কাঠই কলের করাতে কেটে সেখান থেকে গাড়ী ক'রে আনা হয়েছে। রাজমিস্ত্রীর কাজে হ্যানিবল ওয়াশিংটনএর জুড়ি নেই এ অঞ্চলে, গাঁথুনি আর চিমনির কাজ সে ক'রে দিল। জেফ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল নক্সা আর পরিকল্পনা নিয়ে। রুগী পরীক্ষার ঘরে রোদ্দুর আসা চাই, দুটো দুটো খাট পড়তে পারে এমন জায়গা রেখে ঘর, একটা বড় ঘর—সেখানা পরে অপারেশন-

ঘর হ'তে পারবে। নক্সা শেষ ক'রে সে গিডিয়নকে বলল : 'এ যে দেখছি কারওএলএর সবচেয়ে বড় বাড়ী হ'য়ে যাবে!'

'যেমন দরকার সেইভাবে ক'রে নাও।'

'এত টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?'

'টাকা যথেষ্ট আছে।' মুচকি হাসি বাবার মুখে।

'আর আমি তোমার টাকা নেব না, বাবা। এত বছর ধরে তো কেবল নিচ্ছিই।'

'তাতে কী, আমি কিচ্ছু মনে করব না, খোকা। তোমার তো যন্ত্রপাতি দরকার হবে, তাই না? চেয়ার, টেবিল, বেড? আরও অন্যান্য জিনিস?'

'তার দাম যে অনেক।'

'সে হবেখ'ন। কলাম্বিয়ায় কিছু কিছু জিনিস পাবে বোধহয়, তবে চার্লসটনে গেলেই বোধহয় ভাল হবে। শীগগিরই চলো একদিন চার্লসটনে যাই। চার্লসটন যাওয়ার আগ্রহের পেছনে তার অন্য কারণও আছে; তবু মনে হ'লো যদি সে জেফকে নিয়ে একসঙ্গে যায় তো সত্যিই ভাল হয়। পুত্রবধূ এখনও গিডিয়নের সঙ্গেই থাকে। পুত্রবধূ আর শাশুড়ীর মধ্যে জমে উঠেছে এক গভীর বিশ্বাস ও প্রীতি। সে-সুখের অংশ গিডিয়ন পায় না। একদিন জেফ বাবাকে জিজ্ঞেস করল : 'আমি এল্যেনকে বিয়ে করেছি বলে তুমি রাগ করনি তো বাবা?'

'যাকে মানুষ ভালবাসে তাকেই তো বিয়ে করা উচিৎ।' ধীরকণ্ঠে গিডিয়ন উত্তর দিল। অন্যান্য বিষয়ের মত এই যুক্তিতেও আপন আত্ম-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য নিজের কাছেও সে এই যুক্তিরই অবতারণা করল। কিছুদিন পরে তার মনে হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত, এই ১৮৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত, যে-জগতে সে বাস করেছে তার অধিকাংশই হ'লো নির্বোধের জগৎ। এই যে গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে

সত্যিকারের সুখের আস্বাদ সে পেয়েছে, যে-সুখ সত্যিকারের নির্মল সুখ, তারচেয়েও অদ্ভুত মনে হবে আজকে যদি তাকে বিশ্বাস করতে বলা হয় চন্দ্র-সূর্যের গতি নেই, সময়ের স্রোত ফুরিয়ে গেছে। আজকে তাই এক যুগ পরে আবার গিডিয়ন বই সরিয়ে রাখল। পড়তে ইচ্ছে করছে না, ইচ্ছে করছে না ভাবতে। জেফএর রুগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে; তাদের জন্য নিজের পড়ার ঘর ডাক্তার-ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে সে দিনভর মার্কাসএর সঙ্গে কাজই করছে।

পৃথিবীতে মানুষ পরস্পর থেকে যত বেশী দূরেই হোক, যত বিভেদই থাকুক তাদের মূল বিষয় নিয়ে, তার আর তার ছোট ছেলের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসের একটা গভীর যোগাযোগ। গিডিয়ন এবং জেফ মাথা ঘামায় সারাটা মাথা-ধাঁধাঁনো দুনিয়া নিয়ে। এ দু'জনারই মনে আছে যে সৃষ্টির ব্যথা, মার্কাসএর তা নেই। তার মনে হয় পৃথিবীটা সীমাবদ্ধ, তাকে বোঝা যায় অর্থাৎ বলা যায় পৃথিবী নির্বিরোধ এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ। মার্কাস যে নির্মল চরিত্রের, তা নয়; ভাই পিটার দুঃখের সঙ্গে হলেও কথাটা কর্তব্য হিসেবেই বললে একদিন। নারীমাত্রই মার্কাসএর ভাল লাগে; ভাল লাগে তাদের দেহ,—লজ্জাও হয় না, এমনকি কামনাও জাগে না। এই বিষয়ে জীবজন্তুর শরীর আর সাবলীলতা দেখে তার মনে জীবন-সুধার পেয়ালা উপচে পড়ে। ক্ষুদ্র দেহে আঁট স্বাস্থ্য, খাটুনিতে বাপকে সে হার মানায়। সাদা লোকেদের সঙ্গে, তাদেরই ঢংয়ে, সে মদ খায়। লেস্‌লী কারসনএর ছেলে জো'র সঙ্গে খেয়ালের বশেই সে মদ খেয়েছে—খেয়েছে ধেনোর পুরো ছ'টি বোতল। নাচ জিনিসটা তার ভারী পছন্দ। তার এ্যার্কডিয়নে পুরোনো গান পায় নবজীবন। সে গায় যত বিল-দেশের পুরোনো গান। সে গান যদিও ক্রীতদাসদেরই ব্যথা-বেদনামাখা, তবু তার গলায় সে-গান আর সে গান থাকে না, সে-হয় নতুন কিছু। পুরোনো গানে সে আনে নতুন ছন্দ, নবীন প্রাণ—

বাবাকে সে পূজো করে। তুলো সেও চেনে কিন্তু তার বাবা চেনে আরও ভাল; মাটিও সে চেনে কিন্তু এখানেও সে তার বাবার কাছে নতি স্বীকার করে। খামারে হাঁপর জ্বেলে বাপ ছেলে মিলে ঠেলা গাড়ীটার চাকায় একটা নতুন হাল লাগিয়েছে। খালি গা, নগ্ন কোমর, অবিকল কর্মকারের মত হাতুড়ী চালিয়েছে গিডিয়ন। গোটা পয়তাল্লিশটা বছরও তার বাহুর শক্তি নিঃশেষ করেনি। ক্রমাগত হাতুড়ীর ঘা পড়েছে আর চারদিকে ছড়িয়ে গেছে সেই শব্দ। লোহাটাকে এপিঠ ওপিঠ মোরাতে মোরাতে ছেলে শব্দ করেছে—'হেই-মারো, হেই-মারো, হেই মারো!' আর গিডিয়ন অবিশ্রাম চালিয়েছে হাতুড়ী, মুখ থেকে ঝরেছে ঘামের ধারা। ধীর তালে অবশিষ্ট খড়ের গাদা নতুন গোলাটায় ভরতি করেছে দু'জনে। সমান তালে চলেছে দু'জনার কাঠি। দু'জনে একসঙ্গে গেয়েছে:

'পিঠে আমার খিল ধরেছে
আমি বুড়ো হয়েছি—
আর পারি না, আর পারিনা,
আমি বুড়ো হয়েছি—'

দু'মুখো কুড়ুল অল্প একটু ঘুরিয়ে তীব্র আঘাতে বিলের জঙ্গল পরিষ্কার করেছে তারা। কাজের শেষে সদন্ত পা ফেলে হাসি মুখে বাড়ী ফিরেছে দু'জন; দেহময় ময়লা তবু মনভরা খুশী। বাড়ী আসতে একদিন জেফ বাবাকে বললে: 'এ বয়সে তোমার এ-কাজ কি সইবে বাবা?'

'এ বয়সে!' গিডিয়ন মৃদু হাসল।

'এমন তো নয় যে তোমার এই ধরণের খাটুনির অভ্যেস রয়ে গেছে; গত কয়েক বছর ধরে তো যা কাজ করছ সবই বসে বসে, এখন—'

একদিন বাপ আর ছোট ছেলে মিলে ঠিক করল শিকারে যাবে, সারা দিন তারা শিকার করবে। গিডিয়নএর আশা একটা হরিণ মারবে, সে নিল

রাইফেলটা। মার্কাসএর কাঁধে গাদা বন্দুক, গোটা কয়েক খরগোস হলেই নাকি তার চলবে। শিস্ দিয়ে শিকারী কুকুর দু'টোকে ডেকে নিল সঙ্গে। কুকুর দু'টোর রং বাবা-ফটকা। পকেট বোঝাই রুটি, শীতের সকালে শিকারে চলল তারা মাঠের মধ্য দিয়ে। মুখে মিষ্টি গান যেন তৈরিই আছে, সেই তাদের পুরাতন, শত-গাওয়া গান:

'বাপ গিয়েছিল শিকারে—

বস, বাপ গিয়েছিল শিকারে

ওরে, শিকারে-রে—'

কুকুর দু'টো মাঠের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটছে। বাপছেলে কেউই কথা বিশেষ একটা বলছে না। তাদের নিঃশব্দ চলায় কিছুই এসে যায় না। তাদের মনের মিল, তাদের শ্রদ্ধা-স্নেহ তেমনই আছে।

গিডিয়ন যখন বাড়ী ফিরল মার্কাসকে সঙ্গে নিয়ে, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হরিণ তো দূরের কথা, তার একটা শিং-ও গিডিয়নএর চোখে পড়েনি, কিন্তু মার্কাস্এর ছোট থলেটা হৃষ্টপুষ্ট খরগোসে ভরতি। চামড়া ছাড়াতে সেগুলোকে সে নিয়ে গেল খামারের মধ্যে। কুকর দু'টোকে নাড়িভুঁড়িগুলো সে ছুঁড়ে দিল খেতে। গিডিয়ন ঘরে গেছে। তারই প্রতীক্ষায় বসে ছিল জেফ; তার মুখখানা গ্রানাইট পাথরের মত স্থিরনিশ্চল, দৃষ্টি কঠিন। ছেলের এমন চেহারা সে কোনদিন দেখেনি। বাবাকে জেফ নিয়ে গেল বৈঠকখানায়: এব্‌নার লেইট বসে আছে, তার হাত দু'টো যেন হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা।

'এ কী?' গিডয়নএর গলায় আকস্মিকতার ধাক্কা।

এব্‌নারএর চোখে অদ্ভুত চাউনি। 'দোহাই তোমার, কী হয়েছে?' গিডিয়ন আবার প্রশ্ন করে। জেফ তাকে নিয়ে এল শোবার ঘরে। রসেল বসে, মুখ তার ফ্যাকাশে, ভাবভঙ্গিহীন। বিছানায় কার যেন

অস্ফুট কাতরানি, সারাটা দেহ ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। গিডিয়নএর গলায় ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ : 'ম্যাক্‌হুগ!'

ক্ষীণকণ্ঠে জেফ উত্তর দেয় : 'হ্যাঁ।'

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে গিডিয়ন ডাকে : 'ফ্রেড—ও ফ্রেড—ফ্রেড!' ফ্রেড ম্যাকহুগ তেমনি নির্জীব; একবার একটু নড়ে কাৎরে ওঠে শুধু। একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নেয় গিডিয়ন— 'ফ্রেড—আমি গিডিয়ন।'

বৈঠকখানায় ফিরে এল তারা। মার্কাসও এল। 'মেরেছে?' জেফকে প্রশ্ন করল গিডিয়ন।

'মেরেছেই বলতে পারো।'

'ওর স্ত্রী?'

'মারা গেছে।' ধীর স্বরে এবার উত্তর দেয়। 'শূয়োরের বাচ্চারা তাকে খুন করেছে। হারামজাদা বেজন্মা ব্যাটারা বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে খুন করেছে।'

'কারা?' অস্পষ্টস্বরে গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

অত্যাচারে আধ-পাগলা ম্যাক্‌হুগএর কাছ থেকে যতটা তারা উদ্ধার করতে পেরেছিল, সব জেফ বাবাকে বললে। গত রাত্রে সাদা পোষাক পরা ছয়জন ক্লানের লোক ম্যাকহুগের বাড়ী চড়াও করে। তাকে এবং তার স্ত্রীকে ঐ শয়তানরা খাট থেকে টেনে নামায়। ম্যাক্‌হুগ অনেক ক'রে বলে যে তার স্ত্রীর অসুখ, এমনি টানা হেচড়াতে সে মরে যাবে—; কিন্তু কেউ তার কথায় কানও দেয় না। ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে খামারের মধ্যে, তারপর দু'জনার হাত বেঁধে একটা আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে যত খুশী বেত চালিয়েছে। 'আমার মনে হয় না ওঁর স্ত্রীকে বেশী কষ্ট সইতে হয়েছে। বোধহয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়েছিল। অপারেশনের সেলাই খুলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা

গেছে। কিন্তু ফ্রেডকে তেমনি ঝুলন্ত অবস্থায় সব দেখতে হয়েছে প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত। তখন আমরা তাকে খুঁজে পেলাম।'

'ফ্রেড বাঁচবে তো?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করে।

অদ্ভুত হেসে জেফ উত্তর দেয়। 'এ তো গবেষণা। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হাত দু'খানাও কাজে আসবে না কোনদিন। কোন দিন কোন কাজ আর সে করতে পারবে না।'

এবার এব্‌নার বলে উঠল: 'জানো, গিডিয়ন, আমি কি করব! আমি জানতে চাই তুমি কি করবে।'

'আর নয়, ওদের এখন বলে দেওয়া উচিত, কি বল?' জেফ বলে।

'বলে তো কোনদিন কোন লাভ দেখিনি।' গিডিয়ন উত্তর দেয়।

'আমার তো মনে হয়, আর দেরী না ক'রে এখুনি ওদের বলে দেওয়া উচিত।' জেফ আবার বলে।

'আচ্ছা, কাল; কাল আমরা সভা করব।' গিডিয়ন বলে।

বারান্দায় জেফ মার্কাসের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। ছোট ভাই আসতে সে হাত ধরে থামাল। 'মার্কাস?'

'বল?'

'কি ভাবছো আমার বিরুদ্ধে?' জেফ প্রশ্ন করল।

'তোমার বিরুদ্ধে ভাবছি? কিছু ভাবছি না তো!'

'এই ভাবেই চলবো আমরা?'

'কেন, কিছু হয়নি তো তোমার আমার মধ্যে।'

'কী করেছি আমি?' জেফ প্রশ্ন করলে।

'কিছু করোনি তো!'

'আমি বিদেশে ছিলাম, আর তুমি বাড়ী ছিলে, সেই জন্যেই কী—'

'না—।'

'তবে কী ?'

'কিছু না, কতবার বলবো কিছু হয়নি ?'

'থাক, রাগ কোরো না।'

'না, আমি রাগ করিনি।'

'মনে রেখো, ছোট থাকতে ছিল অন্য কথা।'

'ছোট বেলায় সবই আলাদা।'

'তুমি ভাবছো আমি বাবার মতের বিরুদ্ধে যাচ্ছি ?'

মার্কাস নিরুত্তর।

'তাই ভাবছো, ভাবছো না ?'

মার্কাস তবু নিরুত্তর।

'জানো কি হবে ? বাবা বলেছে কিছু তোমায়, কি হবে ?'

'আমিও কিছু জিজ্ঞেস করিনি, বাবাও কিছু বলেনি।'

'বাবা মনে করে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে—জানো ?'

মার্কাস ঘাড় নাড়ল।

'কি করবে ?'

'বাবাই জানে কি করতে হবে।' স্থিরকণ্ঠে মার্কাস উত্তর দিল।

ইস্কুল বাড়ী লোকে লোকারণ্য, কালো আর সাদা মানুষ। পরনে সবার ক্ষেতের পোষাক—নীল জীন, ভারী জুতো, বাদামী আর লাল সার্ট। সাদা লোকদের ঘাড় আর কব্জি পর্যন্ত গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে গেছে; কালো মানুষদের হরেক রং। তামার মতও আছে, আবার কালো কুচকুচোও আছে। মাস্টার বেঞ্জামিন আর আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেমেয়েদের শুদ্ধ ঘরের মধ্যে জন পঞ্চাশের বেশী লোক। একজন ডাক্তার, একজন পাদ্রী, একজন শিক্ষক, একজন কংগ্রেস সভ্য ; বাকী সকলের প্রধান উপজীব্য হলো কৃষি। প্রধানতঃ তুলোই জন্মায় তারা

তবে তামাকও দেয়, আর কিছু চাল ও জনার। তারা ঘরে পোষে গরু, মোষ, ঘোড়া আর শূয়োর। একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তারা, নাম কারওএল সম্প্রদায়। এক যুগ আগেও তাদের এই সৃষ্টির চিহ্নমাত্র ছিল না। কিংবা দক্ষিণ ছাড়া অন্য কোথাও তাদের এই সৃষ্টির জুড়ি মেলে না। যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু, মুক্তি আর গোলামী তাদের বেঁধেছে দৃঢ় ঐক্যের কঠিন বাঁধনে। শূন্যতার মাঝে তারা গড়েছে তাদের এই সৃষ্টিকে। আজ তারা চারদিক দেখিয়ে বলতে পারে এ সবকিছু তাদের আপন হাতের সৃষ্টি। নিজেদের মধ্যে সবকিছু গড়েছে তারা, ইস্কুল, মিল, ঘরবাড়ী, নানান পরিকল্পনা, কেননা কিছুই ছিল না যে তাদের। একটি মাত্র দীর্ঘ পদক্ষেপে তারা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে সামন্তপ্রথা ও গণতন্ত্রের মধ্যেকার সুদীর্ঘ শতাব্দীগুলি।

আজ তাদের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে এইসব কথাই গিডিয়নএর মনে পড়ে বার বার। এক একজনার মুখ যখন চোখে পড়ে, তার মনে পড়ে—এই সব বিভিন্ন লোককে কত বিভিন্ন ধারার জীবন কাটাতে হয়েছে আগে। জেক চেয়েছিল সৃষ্টি করতে—কিন্তু মানুষের কি ক্ষমতা আছে সৃষ্টি করবার? গিডিয়নের মনে মুহূর্তের নৈরাশ্যমাত্র। তারপর সে শুরু করে বলতে :

'সকলে আপনারা আমাকে চেনেন। আগেও আমি আপনাদের সামনে বহুবার বলেছি।'

সকলেই তাকে চেনে। এরাই সকলে তাকে ভোট দিয়েছে; চারদিকে কুড়ি মাইল পর্যন্ত গাড়ী ছুটিয়ে গিয়ে এরাই বলে এসেছে যে গিডিয়ন জ্যাকসনকে ভোট দেওয়ার সত্যই সার্থকতা আছে।

'আপনারা জানেন ফ্রেড ম্যাকহুগের কি হয়েছে। আজ সকাল বেলা তার স্ত্রীকে আমরা গোর দিয়ে এলাম। ঐ যে আমাদের ক্ষুদ্র গোরস্থান,

ওখানে আমাদের চারজন শুয়ে আছে, তারা হিংসার হাতে প্রাণ দিয়েছে। গেল আট বছরে আমাদের এই কারওএলেই তাদের খুন করা হয়েছে। এ এক ভীষণ ঘটনা। যে কোন কারণেই হোক না কেন, মানুষকে খুন করা সত্যই এক সাংঘাতিক ঘটনা। কিন্তু মুক্ত মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিসন্ধি নিয়ে মানুষ যখন মানুষকে খুন করে, তখন সে হয় পশু। আপনারা জানেন, কেন ফ্রেড ম্যাকহুগকে অমন ক'রে চাবকানো হয়েছে, কেন তার স্ত্রীকে মারতে মারতে খুন করা হয়েছে— ? একটিমাত্র কারণ আছে তার, সে হলো, কারওএলের সাদা লোকদের হুশিয়ার ক'রে দেওয়া, যে আর তারা কালো মানুষের সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারবে না।···

'কেন আজ এই ঘটনা এত বেশী জরুরী ? কেন আজ এখানে এত প্রয়োজন হয়েছে সাদা মানুষের কালো মানুষকে ঘৃণা করবার, তাচ্ছিল্য করবার, অপমান করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষের সাদা মানুষকে ভয় করবার, অবিশ্বাস করবার এবং তাদের থেকে দূরে থাকবার ? এই কি কারণ, যে কালো মানুষ সাদা মানুষ পরস্পর বিরোধী, তারা পারে না একসঙ্গে কাজ করতে—বসবাস করতে ? অথচ কারওএল, গোটা দক্ষিণ জুড়ে হাজার হাজার কারওএল তো এর বিপরীত প্রমাণ করেছে। অথবা কারণটা কি এই, যে রক্তের সম্বন্ধ গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে, কালো মানুষরা সাদা মানুষদের অধঃপাতের পথে নামাবে ? এই প্রচারই তো ক্লানরা সারা দক্ষিণদেশে চেঁচিয়ে ক'রে বেড়াচ্ছে ? কিন্তু আমরা তো এখানে প্রায় এক যুগ ধরে বাস ক'রে আসছি ; কই, তা তো ঘটেনি। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ইস্কুলে একসঙ্গে বসে পড়ছে, কই, তা তো ঘটেনি। তাহ'লে কারণটা কি ? দক্ষিণের প্রতিটি জায়গায় কালো আর সাদা মানুষ যে পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়েছে, আমরা কারওএলের লোকেরাও যখন তাই করলাম তখন এমন কী মহাপাপ

আমরা করলাম? শুধু কালো মানুষেরই নয়, সাদা মানুষেরও আজ একথা জানবার জরুরী প্রয়োজন হয়েছে।…

'বন্ধুগণ, আপাদের আমি ভয় দেখাতে চাই না। আমি যখন ওয়াশিংটনে ছিলাম, সেখানে আমার ভয় করার অনেক কারণ ছিল, কিন্তু কারওএলে ফিরে এসে আমার সবকিছু মনে হয় অন্য রকম। এদেশ আমায় ভরসা ফিরিয়ে দিয়েছে, আশা দিয়েছে—এ দেশ আমার আপন—এ দেশের মানুষ আমার আপন মানুষ। আমাকে তারা জানে সেই তখন থেকে যখন আমি ছিলাম ক্রীতদাস, যখন আমি আমার প্রভু ডাডলে কারওএলের কাছ থেকে পালিয়ে যাই, যখন আমি আপনাদের অনেকেরই মত আবার ফিরে এলাম মনিবহীন, তার নায়েবহীন, বেত্রাঘাতহীন, বাধা-বন্ধনহীন এই বিশাল দেশে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম,—দেখতে পেলাম, এখানেই রয়েছে ন্যায়, এখানেই রয়েছে জীবনের মহামূল্য।—তাই আমি নিজেকে বলেছি, অন্যায় বলে যা-কিছু আমি দেখেছি, এখানে—এই যেখানে আমরা সৃষ্টি করেছি—এখানে তার স্থান হতে পারে না। কয়েকটা দিন আমি মূর্খের স্বর্গে বাস করেছি!…

'বন্ধুগণ, আজ সে-স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে। আজ আমি আপনাদের যা সত্য, যা বাস্তব তাই বলতে চাই। আমি চাই আপনারা বুঝবেন কেন ফ্রেড ম্যাকহুগ আমার বাড়ীতে শুয়ে—হাত ভাঙা, চিরকালের মত পঙ্গু, তার মাথা গেছে বিগড়ে—আমি চাই, আপনারা বুঝুন কেন তার স্ত্রী খুন হয়েছে। আমি বলতে চাই, কেন আমি আর আমার ছেলে ওয়াশিংটন থেকে আসবার সময় আলাদা 'কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য' লেখা গাড়ীতে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ আমি বলতে চাই, কেন টেক্সাস থেকে ভার্জিনিয়া পর্যন্ত গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের বাতাস বিপন্নের কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই, আপনারা

বুঝুন কেন এখন থেকে প্রায় সমস্ত সাদা মানুষকেই ভেড়ার-পেছনে কুকুরের মত ক্ষেপিয়ে দেওয়া হবে কালো মানুষের বিরুদ্ধে; বলতে চাই যে, আজকে যদি তারা তাই করতে সমর্থ হয়, তাহ'লে ভাবীকালে কারওএল বলে যে একটা জায়গা ছিল, একথা শুধু স্বপ্নের মত মনে হবে।...

'এ-ই বা কি ক'রে হলো যে কারওএলের একজন মানুষও ক্লানদের দলে নেই? কেন গোটা দক্ষিণের সরল ও কর্মঠ চাষীরা শুধু আপনাপন ক্ষেতে চাষই করে, একজনও ক্লানদের দলে যোগ দেয় না? তা হ'লে ক্লান কারা?—খবরের কাগজগুলো তো বলে যে ক্লান হলো শোষিত, লুণ্ঠিত, ক্রুদ্ধ দক্ষিণের এক সরল প্রতিবাদ! কোথা থেকে তবে এল এরা? কারা এদের সংগঠিত করেছে? দক্ষিণের বর্বর নিগারদের হাত থেকে রক্ষা করাই যদি এদের উদ্দেশ্য হয় তো কেন তারা প্রতি একজন কালো মানুষে দু'জন ক'রে সাদা মানুষ খুন করছে, কেন তারা আমাদের এখানে, এই কারওএলে এসে ফ্রেড ম্যাকহুগএর রুগ্ন স্ত্রীকে খুন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করল না!....

'ক্লান কী, কি ক'রে তারা কাজ করে, কেন ক্লান তৈরি হয়েছিল, একথা বুঝতে আমার বহুদিন লেগেছে। আজ আমি বুঝি, আজ বোঝেন আপনারাও। একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে ক্লানদের,—দক্ষিণের গণতন্ত্র ধ্বংস করা, স্বাধীন চাষীদের খুন ক'রে শেষ করা, আর এই ক'রে সাদা মানুষ থেকে কালো মানুষকে আলাদা ক'রে দেওয়া। কালো মানুষ হবে চাকর, অর্থাৎ লড়াইয়ের আগে যে কেনা-গোলাম সে ছিল, তার থেকে বিশেষ কিছু আলাদা নয় এবং নামে না হলেও কার্যক্ষেত্রে যদি তাই সম্ভব হয়, তখন সাদা মানুষকেও টেনে নামানো হবে তাদেরই সঙ্গে। যুদ্ধের আগের মত আবার জনকয়েক লোকমাত্র হয়ে উঠবে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকর্তা। কিন্তু মাত্র জনকয়েক। আর

আমরা—আমাদের ভাগ্যে হবে দারিদ্র্য, উপবাস ও ঘৃণা—এমন ঘৃণা যা আমাদের গোটা জাতকে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে দেবে।…

'আমাদের এই কারওএলে ফ্রেড ম্যাকহুগ এই অপরাধই করেছে। তাকে অত্যাচার করা হয়েছে যাতে এব্‌নার লেইট, জেক স্টুটার, ফ্র্যাঙ্ক কারসন, লেসলী কারসন, উইল বুন—যাতে এখানের প্রত্যেকটি সাদা লোক একথাটি বুঝতে পারে এবং যথা দিনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এর বিচার-বিবেচনা আপনারাই করবেন; পথ একটা আছে কিন্তু সে-পথ পথ নয়। ক্লানে যোগ দিয়ে তাদের সাহায্য করা, এবং আক্রমণ না রোখা—মানে নিজেদের ধ্বংস করা,—এই ওরা চায়! আপনারা জানেন ওরা কারা—যত ঘৃণ্য ইতর, ওরাই ছিল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী, নায়েব; ওরাই চালাত বেত; হিংস্র, জুয়াড়ী, ঠগ আর শেরিফ ওরা। ওরাই সেই, হাতে বন্দুক নিয়ে যারা সাজতো মহাবীর। দেশকে ভালবেসে হাজার হাজার দক্ষিণী মানুষ যেভাবে লড়াই ক'রে জীবন দিয়েছে, এরা তা পারে না, মরতে ওরা ভয় পায়। বেশী বলার দরকার নেই; ম্যাকহুগএর স্ত্রীকে যখন ওরা বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে, পিটিয়ে খুন করেছে, তখনই ওরা নিজেরাই নিজেদের আসল চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। এদেশের কদর্যতম আবর্জনা ওরা। দক্ষিণে ওদের প্রতি-একজনে একশো জন আছে সাচ্চা ভাল মানুষ। কিন্তু শয়তানরা সংঘবদ্ধ, সাচ্চা মানুষরা তা নয়। ওদের টাকা আছে; ওয়াশিংটনে ওদের হ'য়ে কথা বলবার দালাল আছে; বড় বড় আবাদ-মালিক রয়েছে ওদের পেছনে। আমাদের এ সব কোন কিছুই নেই—সেখানে একলা মানুষ আমি, কী-ই-বা করতে পারি আমি।…

'কি আমাদের করতে হবে? আমি জানি বন্ধু এব্‌নার কি চেয়েছিল—চেয়েছিল জ্যাসন হুগারকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে। কিন্তু সে

তো পথ নয়। মাথা গরম ক'রে ওদেরই মত খুন করা—সে তো আমাদের পথ নয়।'

'তা হলে পথ কী? কেন তুমি বলছ না ওয়াশিংটনে কি হয়েছে?' এব্‌নার লেইট চিৎকার ক'রে উঠল।

'বলছি। সব বলছি। ওয়াশিংটনে আমাদের বিক্রি করা হয়েছে। বিক্রি করেছে আমাদের পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, এব্‌ লিঙ্কনের পার্টি—আর তার বদলে দাম পেয়েছে প্রেসিডেন্টের গদি। আবাদ-মালিকরা দিয়েছে সেই দাম। হেইস প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন-সৈন্য তুলে নেওয়া হবে—কলাম্বিয়া, চার্লস্‌টন, প্রতিটি জায়গা থেকে। ক্লানরা হবে দেশের আইন—'

'তুমি তা হ'লে স্বীকার করছ!'

'হ্যাঁ, করছি। বলেছি তো, যা সত্য তাই বলবো। কিন্তু আমরা কি করবো? মাথা গরম করবো? খুন করবো? নিজেদের ছিন্নভিন্ন করবো? তারা তৈরি হবার আগে আমরাই কি তাদের কাজ ক'রে দেব? এই কি চান আপনারা?' একটু থেমে গিডিয়ন খানিক তাকিয়ে রইল উপস্থিত জনতার দিকে। 'এই কি চান আপনারা?' আবার সে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করল: 'এই যদি আপনারা চান, তা হ'লে আমার কোন প্রয়োজন নেই এখানে—আমি চলে যাই।'

দীর্ঘ মুহূর্ত কাটল নিঃশব্দে। তারপর ফ্রাঙ্ক কারসন বলল:

'বল গিডিয়ন, বল তুমি কি ভাবছ।'

'বেশ, শুনুন। মনে রাখবেন, এখনও আমাদের শক্তি আছে। এখানে এই ঘরেই আমরা পঞ্চাশজন; আমাদের আছে অস্ত্র, আমাদের আছে গোলা বারুদ; একসঙ্গে আমরা কুচকাওয়াজ করেছি, একসঙ্গে আমরা খেটেছি। আমি মনে করি, মাথা খারাপ না করলে নিজেদের

আমরা রক্ষা করতে পারি। তবে এও ঠিক, শুধু আক্রমণ ঠেকালেই চলবে না; বীরের মত হেরে গেলেও আমাদের লাভ নেই। আমাদের সংগঠিত হতে হবে অন্য সকলের সঙ্গে; সারা দক্ষিণদেশে হাজার হাজার মানুষ রয়েছে আমাদেরই মত। আমি ঠিক ক'রেছি চার্লসটনে গিয়ে ফ্রান্সিস্ কারডোজো এবং অন্যান্য নিগ্রো নেতাদের সঙ্গে দেখা করবো। এণ্ডারসন ক্লে, আরনল্ড মার্ফি প্রভৃতি সাদা নেতারাও রয়েছেন সেখানে। একসঙ্গে বসলে বোধহয় এমন কোন পরিকল্পনা আমরা নিতে পারবো যাতে আগে থাকতেই ওদের আমরা বানচাল করতে পারবো। কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না, খুব বেশী আশাও আমি রাখি না। জানি না ঠিক কি হবে—তবে আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই। না হ'লে তখন অন্য কিছু করার সময় পাওয়া যাবে। একবার আমি চেষ্টা ক'রে দেখি; জ্যাসন হুগারকে বেঁচে থাকতে দিন; ওকে খুন করলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। আমাকে যদি আপনারা একবার চেষ্টা করার অনুমতি দেন তো—'

শ্রোতারা তেমনি বসে। একটু পরে কয়েকটি মাথা নড়ে উঠে সায় দেয়: 'হ্যাঁ, তাই হোক।' এব্নারও ধীরে ধীরে বলে: 'দেখ চেষ্টা ক'রে।'

এল্যোন ঘুমোতে পারল না। সারারাত সে কেবলই শোনে দেয়ালের ওপাশ থেকে ফ্রেড ম্যাকহুগএর করুণ গোঁঙানি। কেবলই এক আতঙ্কের স্মৃতি আর ভয়-জাগানো একটা শব্দের কথা মনে হয় তার, মনে ভেসে ওঠে বাবার কথা। মনে প্রাণে না চাইলেও সমস্ত পুরোনো কথা বারে বারে ঘা দেয় মনের চারিভিতে। মনে পড়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকার কথা, মনে পড়ে সেই মৃত্যু আর আর্তনাদ। ভয় ও আশঙ্কায় শুয়ে শুয়ে শিউরে ওঠে এল্যোন বারে বারে। তার পর আর থাকতে না

পেরে সে স্বামীকে জাগায়। জেগে উঠে জেফ জিজ্ঞেস করে: 'কি হলো, কি হলো মনি?'

'ভয় করছে।'

'কিসের ভয়, কিচ্ছু নেই তো।'

'বড় ভয় করছে—' দু'হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে সে জেফকে। স্বামীর বলিষ্ঠ উরু, প্রশস্ত বুক আর শিথিল মাংস পেশী সব কিছু এল্যোনকে জড়িয়ে ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে ঘাড়, গাল, চোখ, মুখ সব। রাত্রির অন্ধকারে দু'জনে মিশে আছে এক হ'য়ে। স্বামীর কানের কাছে এল্যোন বলে: 'ওগো, ওগো, শোন।'

'এই তো আমি, এই যে রয়েছি, ভয় কি?'

কিন্তু ভয় তার একটুও কমে না। তেমনি শুয়ে কেবলই তার কানে আসে মুমূর্ষুর কাতরানি, ঘুমের মধ্যে শোনা যায় কার তীব্র গোঁঙানি। অকস্মাৎ গভীরতম অন্ধকার এল্যোনকে যেন বেষ্টন করে ফেলে··· অন্ধকারের প্রকাণ্ড একটা খাদ···ছায়ার মত মানুষ তার মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে · অগুন্তি ছায়ামূর্তি সব···এল্যোনবি এবং আরও অনেকে তার মধ্যে প্রবেশ করছে আর বেরিয়ে আসছে··। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে স্বামীর শরীরের সঙ্গে মিশে রইল, কিন্তু ভয় তবু একটুও কমল না।

'তোমার বক্তব্যের মধ্যে যে মূল সত্য আছে, তা আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু নাটকীয় কায়দায় যে বর্ণনা তুমি দিলে অতটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' কারডোজো বললে গিডিয়নকে।

'কায়দা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি, কারডোজো, আমি ভাবছি যে-বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার কথা। বাস্তবের মধ্যেই তো আমাকে বাঁচতে হবে।' গিডিয়ন বললে।

'ঠিকই, গিডিয়ন ঠিকই বলছে।' বলল এণ্ডারসন কে।

কারডোজোর বৈঠকখানায় আলোচনায় বসেছে আটজন : পাঁচজন কালো মানুষ, তিনজন সাদা। চারজন এসেছে দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে, একজন জর্জিয়া, দু'জন লুইসিয়ানার, আর একজন ফ্লোরিডা থেকে। তিনঘণ্টা পরে তারা আলোচনা করছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারছে না। এদের কয়েকজন অতি সাহসী, অন্যরা ভীতু। এদের অর্ধেকই কথার কুয়াসায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। তারা শুধু কথার মালা সাজিয়ে চলেছে···বলছে তাদের বিজয়ের ইতিহাস সৃষ্টির ইতিবৃত্ত, বাহাদুরীর কাহিনী ; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সব নিয়েই তারা কথা বলে যাচ্ছে। শেষকালে গিডিয়ন ওদের থামিয়ে দিয়ে চেচিয়ে উঠল :

'রাখুন ওসব কথা। ও সব তো কবে হ'য়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। আজ আর ও-সবের কোন অর্থ নেই।'

'কিন্তু প্রমাণ রয়ে গেছে চোখের ওপরে যে, ডজন ডজন কালো আর গরীব সাদা মানুষ, কংগ্রেসে, সিনেটে, সরকারে, এমনকি রাজ্যপালও---'

'আমি বলছি সে-সব শেষ হ'য়ে গেছে।' গিডিয়ন বলল।

'কি ভাবে—' ধীরকণ্ঠে কারডোজো জিজ্ঞেস করল। তার শান্ত বিচারিক কণ্ঠ যেখানে কারণ নেই সেখানেও কারণ খোঁজে। 'তুমি তো জানো, গিডিয়ন, তোমাকে আমি যতখানি সম্মান করি, অতখানি আর কাউকেই করি না। তবু বলবো, তোমার সিদ্ধান্তটা কি মন গড়া হচ্ছে না ? বলতো, কি ক'রে আমি এটা মেনে নিই ?'

'মানবে, কারণ, এখানে একজনকে লিঞ্চ করা হয়েছে, ওখানে শুরু হয়েছে অত্যাচার, চলেছে শাসানি ; মানবে, কেননা, সিনেটর হমস আমাকে বিশ্বাস ক'রে বলেছে। তবুও বুঝবো না ফল কি হবে ? তুমি কি তাই বলতে চাইছ ? আমায় বলছ আমি আতঙ্ক ছড়াচ্ছি ?'

'খানিকটা তো বটেই।'

'তবুও, ফ্রান্সিস, একবছর আগে তুমি তো ছিলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, কিন্তু আজ আর তা নও। কোন্ কারসাজির জন্য তুমি আর তা নও কেন? যদি বলি আর কোনদিন আমাকে কংগ্রেসে বসতে দেওয়া হবে না, সেটাও কি পরীক্ষা ক'রে বুঝতে হবে? এক হাত দূরে কি ঘটছে আমি কি তা দেখতে পাই না? এই ভাবে সব যদি বুঝতে হয় ফ্রান্সিস, তবে আজও আমি ক্রীতদাস হয়েই থাকতাম, চল্লিশ লক্ষ কালো মানুষ আজও ক্রীতদাসই থাকতো।'

ফ্লোরিডার প্রাক্তন প্রতিনিধি শ্যাপরা একবার মধ্যস্থতার চেষ্টা করল। লোকটি ক্ষুদ্রকায়, বয়সও হয়েছে। 'তোমার ব্যক্তিগত ন্যায়-পরায়ণতা নিয়ে তো কেউই প্রশ্ন করছে না, গিডিয়ন।'

'ধূত্তোর ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতা—'

'কিন্তু গিডিয়ন, তুমি বলছো যে রিপাবলিকান পার্টি ভোটের জন্য পুনর্গঠনকে বিসর্জন দিয়েছে! পার্টি তো আমরাই, আমাদেরই জীবন উৎসর্গ করেছি এই পার্টির জন্য। এই পার্টিই আমাদের জন্য লড়াই করেছে, এনে দিয়েছে মুক্তি। কিন্তু গিডিয়ন, তোমার কথা তো প্রমাণ করতে পারছো না তুমি। তুমি বলছো দশদিনের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল থেকে পল্টন তুলে নেওয়া হবে—কিন্তু প্রমাণ কোথায় তার? তুমি বলছো চারদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি হবে, আমাদের যা কিছু সৃষ্টি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?'

'এখন আর যাবে নয়, ধ্বংস হচ্ছে। দেখ না চারদিকে তাকিয়ে। ট্রেনে কোন নিগার নেই, কোন নিগার জজ নেই, সব সাদা, সব সাদা— ইস্কুলে কোন নিগার নেই, আমাদেরই তৈরি করা ইস্কুল অথচ একজনও নিগার নেই সেখানে। প্রতিবাদী উকিলের আপত্তিতে জুরিতে এখন আর নিগার বসতে পারে না। গেল বছরও বিচারক ছিল কালো মানুষ, নয়তো গরীব সাদা মানুষ,—আজ আবাদ-মালিক কিম্বা তাদেরই ধামা-ধরা

বিচারক উকিলের আপত্তি সমর্থন করে। নিগারের বিচার হয়, অথচ জুরিতে একজনও নিগার বসে না।'

'স্বীকার করি, গিডিয়ন, মূলতঃ আমরা বাধ্য হয়েছি সমঝোতা করতে—' কারডোজো বলবার চেষ্টা করে।

'একে বলছেন সমঝোতা ?' এণ্ডারসন ক্লে মৃদু হাসল : 'যে-হাওয়া আপনি বুক ভরে নেন তার সঙ্গে কখনও সমঝোতা করেন ফ্রান্সিস্ ? যে-খাবার আপনি খান তার সঙ্গে সন্ধি ? আমাদের জীবনের রক্ত, মাংস হ'লো এই সব। যে-কুত্তার বাচ্চা রক্ত খেতে চায়, তার সঙ্গে কোন সন্ধি হয় না !'

'তুমি তো সাদা মানুষের মত কথা কইছ। কালো মানুষকে জিজ্ঞেস কর না—'

'ধুত্তোর ছাই, কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল ঐ কথা শুনে শুনে ! যা কিছু আমাদের হয়েছে, হয়েছে কালো মানুষ আর সাদা মানুষ হাতে মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ব'লে। গিডিয়ন ঠিক বলেছে। তোমাদের মত যদি আমাদেরও চিন্তা ভাবনা হয়, তা হ'লে সব ছারখার হয়ে যাবে—গোল্লায় যাবো আমরা।'

এবার গিডিয়নকে প্রশ্ন করল এবেল্‌স্। তিন বছর আগে সে ছিল রাষ্ট্রের একজন সেক্রেটারি। 'গিডিয়ন, বলছো তো আমাদের পার্টি আমাদের বিক্রি ক'রে দিয়েছে, কিন্তু সংক্ষেপে বল তো, কেন বিক্রি করেছে ? বিক্রির উদ্দেশ্য কী ?'

'কারণ হলো এই, যে আবাদ-মালিকদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করেছি। গেল আট বছরে এই জাত শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে পরিণত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পযন্ত্র হিসেবে। এমন কি এই দক্ষিণাঞ্চলেও শুরু হয়েছে কল কারখানা। পশ্চিমাঞ্চল আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তো উত্তরের ওদের দখলে রয়েছেই, এবার যদি আবাদ-

মালিকরা আবার ফিরে পায় ক্রীতদাসদের, তা হইলে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে।'

'আর জনসাধারণের পার্টি তো—'

'জনসাধারণের পার্টি আর নেই।' বিতৃষ্ণায় গর্জে ওঠে ক্লে।

ক্লান্তস্বরে কারডোজো বলে: 'তা হলেও, গিডিয়ন, তুমি যা বলছ তা অসম্ভব। একবার ভেঙ্গে দেওয়ার পরে আবার নিগ্রো আর গরীব সাদা লোকের পল্টন গঠন—কি ক'রে হবে? আইন অমান্য ক'রে?'

'জনসাধারণই আইন।'

'কী বলছ গিডিয়ন, এ কথা তোমার মুখে মানায় না। জনসাধারণ আইন হয় তখনই যখন কোন ন্যায্য পদ্ধতি থাকে।'

'যে-পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রে লেখা হয়েছে জনসাধারণের অস্ত্রধারণ আর পল্টন গঠনের অধিকারের কথা!'

'তা বিষয়টা আমরা সুপ্রীম কোর্টে পর্যন্ত তুলতে পারি, কিন্তু তাতে তো ঢের সময় লাগবে। তুমি বলছ সম্মেলন ডেকে দক্ষিণের সকল পুনর্গঠনকামী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে—কিন্তু গিডিয়ন, তাতে যে সত্যিই হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে।'

'ও! বুঝলাম। আমরা যদি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করি, তা হ'লে সেটা হবে হাঙ্গামা সৃষ্টি!'

'তাই হবে।'

'আর ওরা যদি হাঙ্গামা বাধায়? বাধায় কেন, বাধিয়েছে তো—।'

এবেলস্ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: 'কী লাভ, জ্যাকসন? বারে বারেই তো কেবল এই কথাই বলছি আমরা।'

'আপনারা সবাই কি তাই-ই মনে করেন?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল। এতক্ষণে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এ-প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন ছিল, এই এই হ'লো তার সমাধান! 'বলুন আপনারা, এখানেই কি শেষ? মনে

রাখবেন দেশের প্রতিটি সংবাদপত্র যে চিৎকার ক'রে মিথ্যা ছড়াচ্ছে—সোনার পিকদানীতে আমরা থুথু ফেলেছি, লক্ষ লক্ষ লোক দিয়ে আমাদের আইনসভার দেয়ালে আয়না লাগিয়েছি, গিল্‌টি করিয়েছি ; হাজার হাজার শক্তী চাষীকে নিরস্ত্র পেয়ে আমরা চুষে খেয়েছি, দক্ষিণের পুরুষ নারীকে বিপথগামী করেছি আমরা—এই সব যত কিছু রোজ সংবাদপত্রে পড়ি, এসব অপ-প্রচার আমরা বুঝি। কিন্তু এখানে বসে শুনবো, আপনারা বলছেন যে কিছুতেই আমাদের আত্মরক্ষার কথা বলা উচিত নয়, কিছুতেই এই হতচ্ছাড়া দক্ষিণে ঐক্য গড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়—আপনাদের এ মনোভাব আমি বুঝি না। আমার জন্মভূমিকে আমি ভালবাসি। এ কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল না—কিন্তু আমাকে আজ বলতে হচ্ছে। এ-দেশকে আমি ভালবাসি, কারণ, এ যে আমার পরম আপন, মঙ্গলদায়িনী স্বদেশ আমার, এখানে পেয়েছি মর্যাদা সাহস আর ভরসা। কিন্তু দেশ কি শুধু একলা'র আমার—বলুন আপনারা ?'

সকলে নিঃশব্দ ; কেউ মাথা নীচু ক'রে বসে আছে। কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে কেউ কেউ গিডিয়নএর দিকেই তাকিয়ে আছে। এণ্ডারসন ক্লে একবার একটু মুচকি হাসে :

'তা হ'লে এবেলস্‌এর মতই আপনাদেরও মত ?'

তথাপি সকলে নির্বাক।

শান্তকণ্ঠে গিডিয়ন আবার বলে : 'সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যা কিছু আপনারা আঁকড়ে ধরে আছেন সে-সবও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। কালো মানুষ, যারা বসেছিল কংগ্রেসে, সিনেটে, তারা বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে···যে সব কালো মানুষ তৈরি করেছিল ইস্কুল, বিচারালয়—সকলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বন্ধুগণ, আর আমরা মানুষ থাকবো না। যতদিন না আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারাই, যতদিন না আমরা

ঠিক ওদেরই মতন অতখানি ঘৃণা করতে শিখি সাদা মানুষদের, ওরা আমাদের সমানে পিষতে থাকবে। ততদিন একটা অত্যাচারিত, আত্মদৈন্য জাতিতে পরিণত ক'রে দেবে ওরা আমাদের, দুনিয়ায় তেমন দীন-হীন কোন জাত আর হয় না। তারপর কতদিন, বন্ধুগণ, কতদিনে আবার আমরা দেখতে পাবো একটুখানি আলো? কতদিন? নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কতদিন!'

ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য গিডিয়ন এণ্ডারসন ক্লেকে সঙ্গে নিয়ে চলল। রৌদ্রোজ্জ্বল চার্লস্‌টনএর রাস্তায় দু'জনে চলেছে, দুধারে নিথর শ্বেত প্রাচীর। এই শহরেই বহুদিন আগে এমনি এক বসন্তের দিন গিডিয়নএর মনে পড়ে আজ। সুউচ্চ তমালের বিস্তৃত শীর্ষে নতুন ঋতুর উজ্জ্বল সবুজ রং। ঝক্‌ঝকে পাখা ঝাপটে নিয়ে পাখীরা গান ধরেছে, আকাশ স্বচ্ছ নীল, মাঝে মাঝে কোনোখানে দেখা যায় কুয়াসার প্রলেপ। আজ বহুদিন ধরে এর সবকিছু গিডিয়ন দেখে আসছে, সবকিছু তার পরিচিত। এবং পরিচিত বলেই তার মানসিক নৈরাশ্যও কিছুটা কেটে গেল। এত প্রশান্ত, এত বিভাময়, এত মনোরম ভদ্রতা এই শহরের আকাশে বাতাসে যে মানুষের প্রাণে স্বভাবতঃই ভরসা এসে যায়।

'ভেবেছিলাম এখানে থাকবো কিছুদিন।' এণ্ডারসন ক্লে বলে।

'থাকার মত জায়গাই বটে!'

একটু পরে ক্লে আবার বলে: 'জানো গিডিয়ন, একদিক থেকে দেখতে গেলে তুমি ভুল করেছ, ওরা ঠিকই করেছে। ওরা বেঁচেই থাকবে, কিন্তু তুমি--'

'হ্যাঁ, ওরা বেঁচে থাকবে, কিন্তু বদলেও যাবে ধীরে ধীরে।' চিন্তাবিষ্ট গিডিয়ন উত্তর দেয়: 'প্রতি বছর একটু বেশী ক'রে চাপ পড়বে, তারপর

আরও একটু বেশী, এমনি ক'রেই সব ছিনিয়ে নেবে। ওরা জানবেও না। কিন্তু তাই কি ভালো হবে?'

'না, ভালো আমি বলছি না।'

'কিন্তু তুমি তো প্রথম থেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলে!'

'কি জান গিডিয়ন, আমরা ঠিক বুঝিনি। যখন শুরু করি কিছুই তো ছিল না, অন্ধকারে হাতড়েছি কেবল। একটা ধারণা খালি ছিল যে গঠন করতে হবে—ইস্কুল, কোর্ট, হাসপাতাল, রাস্তা এবং মানুষকেও। হ্যাঁ, বলতে পারো যে সবাই আমরা—কি তোমার জাত আর কি আমার জাত—সবাই আমরা মেতে উঠেছিলাম; ভেবেছিলাম, চিরকালের মত স্বাধীনতা এসে গেছে। খালি ভাবতাম যে গড়তে হবে। আর ওরা চেয়েছিল তা ভেঙে দিতে, সেইজন্যে ওরা তৈরিও হয়েছে। দশদিনের মধ্যে তো আমরাও তৈরি হতে পারি গিডিয়ন,—না হয় এক বছরই লাগুক, সে আর এমন কি!'

'তারপরে?'

'তারপরে আমরা লড়বো।' ক্লের কাঁধ ফুলে ওঠে। লড়বো, কেননা, আমরা যে আগেও লড়েছি; কেননা, আমরা লড়াই শিখেছি। কিন্তু হ্যাঁ, ও-ব্যাটারাও তা বুঝে নিয়েছে ঠিক। তবু আমরা লড়াই চালাব।'

অস্ত্রঘাঁটির পাশে জেফ তাদের অপেক্ষায় ছিল। গিডিয়ন কাছে এসে পরিচয় করিয়ে দিল: 'আমার ছেলে, ডাক্তার জ্যাকসন। জেফ, ইনি হচ্ছেন এণ্ডারসন ক্লে, আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু।' হাত বাড়িয়ে জেফ দীর্ঘ সাদা মানুষটির করমর্দন করল।

'ডাক্তার, শুনলাম চার্লস্টনএ এসেছো ওষুধ-পত্তর, যন্ত্রপাতি কিনতে?'

'দেশে আমরা একটা হাসপাতাল তৈরি করছি, ছোট্ট একটা—'

'আসছে বছর ভাবছি একবার যাবো কারওএলএ।' ক্লে বলে।

'ঢের হয়েছে, ন'বছর ধরেই তো যাচ্ছ। প্রত্যেক বছরই তোমার আসছে বছর!' গিডিয়ন মুচকি হাসে।

'তা বটে। আচ্ছা আসছে বছর ঠিক যাবো।' হাঁটতে হাঁটতে তিনজন জলের ধারে গেল, সেখান থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল সামনে। ক্লের সঙ্গে জেফ নানা বিষয়ে আলাপ করল—প্রথম স্কটল্যাণ্ড, তারপর ওষুধ, তারপর দেশের সাধারণের জন্যে হাসপাতাল—চিকিৎসার অব্যবস্থার কথা। 'আমাদের একটু সময় দাও, বাবা—' ক্লে বলল।

'গোটা কয়েক ঐ রকম জমিদার-বাড়ী যদি হয়, যেমন আমাদের কারওএলএ রয়েছে···ওগুলো তো খালি পড়ে আছে, কোন কাজে লাগে না—দেশে হাসপাতাল করতে হ'লে ঐ রকমই বাড়ী হওয়া উচিত, বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

গিডিয়ন একবার ক্লের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

'শুধু রাজনীতিজ্ঞ হ'লেই চলে না।' জেফ বলল।

'তা মানি।' ক্লে বলে: 'শুনলাম, সবে তোমার বিয়ে হয়েছে, বেশ, বেশ, সুখী হও তোমরা।'

মৃদু হাসল জেফ। একটু পরে জেফ বলল 'হ্যাঁ, আপনাদের সভায় কী হ'লো— আমি অবশ্য এ নিয়ে মাথা বড় ঘামাই না। আমরা তো উন্নতি ক'রেই চলেছি। হোয়াইট হাউসের গদির জন্যে নিজেকে যে বিক্রি করে, তার পক্ষে এসব উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়।'

ধীরে ধীরে তারা হেঁটে চলল। অস্তমান সূর্যরশ্মি সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দিয়েছে রংয়ের প্রভা। গাঙ-চিল ডুব দেয়, উঠে আসে বিজয়ীর মত। পাশেই রেলিংয়ে ঝুলছে একখানা সাধারণ ফলক; তাতে লেখা আছে: 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য।' একখানি জাহাজ থেকে আঁকা-বাঁকা লতার মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বন্দরে নোঙর করছে জাহাজটা।

দ্রুতগামী একখানা ছিপের গলুইতে ঠাসাঠাসি বসে একদল ছেলে চলেছে হাসতে হাসতে। রাস্তায় একটা ঠেলাগাড়ি চলেছে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে; তারই ওপাশে রেলিং-ঘেরা চত্বরে ঘাসের ওপর দড়ি ঘুরিয়ে লাফাচ্ছে দু'টি মেয়ে।

বহু বছর পরে কারওএলএর সবকিছু হঠাৎ গিডিয়নএর কাছে কেমন আশাহীন মনে হয়, যেন স্তব্ধগতি সব কিছুর। কাল গিডিয়ন গ্রামে ফিরেছে। ভাই পিটার এসে দেখে গিডিয়ন বারান্দার এক কোণে বসে, হাঁটুর ওপর কনুই, গালে হাত, নিঃশব্দ। 'বহুক্ষণ অমনি বসে আছে, আস্তে আস্তে আসুন।' মার্কাস বললে। গিডিয়ন ডাকল:

'এসো ভাই পিটার!'

'পরিশ্রান্ত, গিডিয়ন?'

'হুঁ—।

যাজকী আচকানটার পেছনটা বিছিয়ে ভাই পিটার তারই পাশে বসে পড়ল। বেতের লাঠিখানা পাশের বেড়ায় রাখল ঠেকিয়ে—সম্প্রতি সে লাঠি ব্যবহার করছে—উঁচু কালো টুপিটাও সে তারই কাছে রাখল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাই পিটার বললে: 'অনেকখানি হেঁটেছি। আগের মত আর শক্তি সামর্থ্য নেই এখন।'

'তা নেই।'

'শক্তি সামর্থ্য একটুও নেই, গিডিয়ন।'

গিডিয়ন উত্তর দিল না। রসেল বারান্দায় আসতে ভাই পিটার উঠবার উপক্রম করল। রসেল একচমক চাইল গিডিয়নএর দিকে, স্বামী মুখ ফেরাল না। দেখে ভাই পিটার মাথা নোয়াল। এক মুহূর্ত দেরী ক'রে রসেল অন্দরে ফিরে গেল। ভাই পিটার বারান্দার কিনারেই আবার বসল। 'চমৎকার মেয়ে আমার বোন রসেল। ওর হাতের রান্না

খেলে, দু'দণ্ড কাছে বসলে, যেন মহাশান্তি পাই। তুমি ওয়াশিংটনএ গেলে গিডিয়ন, এ সব আমার ভাগ্যে জোটে না!'

'হুঁ।'

একটু পরে ভাই পিটার বললে: 'বল, কথা বল, গিডিয়ন—কথা না বললে কি লোকে শান্তি পায়। মনের অসন্তোষ বেরোনোই ভাল, আমার কথাটা শোন ভাই। চার্লস্টনএর ব্যাপার কি খারাপ নাকি, খুব বেশী খারাপ?'

'সেই কথাই ভাবছিলাম, পিটার।'

'তা হ'লে গিডিয়ন? কি ক'রে অত খারাপ হলো? হুঁঃ, করুণাময় ভগবানই দেন, তিনিই আবার ফিরিয়ে নেন। তোমার যে মোটে বিশ্বাস নেই, গিডিয়ন—'

একটু হেসে গিডিয়ন বলে: 'বিশ্বাস থাকলে হয় তো হ'তো।'

'তবে? মানুষ পৃথিবীতে আসে নগ্ন, শিশুর মত, চলেও যায় শূন্য হাতে। সেই তো বিচার, সেই তো প্রমাণ, ভাই। ভগবানের কথা আমি বলছি না—তুমি ভগবানে বিশ্বাস করবে সে-আশা অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার অনেক ক্ষমতা গিডিয়ন, কিন্তু ভগবানে ভক্তি থাকলে হয়তো আরো অনেক বেশী হতো। আচ্ছা, তাহলে মানুষের কথাই বলি; থাক ভগবানের কথা। তিনি কিন্তু রুষ্ট হবেন না। তাঁর কথা রেখে মানুষের কথাই বলি। মানুষে তো বিশ্বাস করো, গিডিয়ন?'

'মানুষে বিশ্বাস?'

'হুঁ।'

চিন্তান্বিত গিডিয়ন চোখ ফেরাল বৃদ্ধের দিকে। ভাই পিটার তার কালো টুপিটার ধুলোর ছাপটা ঝেড়ে ফেলল। তার ধর্মব্যাখ্যা শোনে যারা তাদের কাছ থেকে এটা সে উপহার পেয়েছে। আজ চার বছর,

কেবলমাত্র বৃষ্টির সময় বাদে, দিনরাত সে এই টুপিটা পরে। তা সত্ত্বেও এখনও মনে হয় নতুন।

'হ্যাঁ মানুষে আমি বিশ্বাস করি। জানি না—'

ভাই পিটার মাঝখানে ধরে ফেলল: 'তবে জানোনা কি? মানুষের দেহ পাপের বোঝা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই যে নিগার একদিন ছিল কেনা-গেলাম, আবার পরদিন মুক্ত, এ কি ক'রে হয় তবে?'

'তারপর আবারও কেনা-গোলাম।' ধীরকণ্ঠে বলে গিডিয়ন।

'তাই মনে করো না কি? ধরো, আমরা যদি সবাই মরে যাই—এখানের সবাই—মনে ক'রো না একটা কিছুও বাকী থাকবে, কিচ্ছু বাকী থাকবে না। তুমি তা হ'লে বলবে কোনদিন আর প্রার্থনার গান হবে না?'

গিডিয়ন নিরুত্তর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, সূর্য গেল ডুবে। মার্কাস বাড়ী ফিরল; ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক চমক দেখে গেল তাদের। শেষে গিডিয়ন বলল: 'ভাই পিটার। ওঠো, চলো খেতে যাই।'

'হ্যাঁ, ওঠো। তোমায় বলি কথাটা, বয়েস হয়েছে তো, ক্ষিদে পায়। হাঁটলেই ওইটি হয়। তুমি যাও, আমি আসছি ভাই।'

গিডিয়ন উঠে ভেতরে চলে গেল।

খাওয়া সেরে জেফ রান্নাঘরের কলে সবে হাত ধুচ্ছে। রসেল বলল স্বামীকে: 'শুনছো, ভাই পিটার খাবে আজ।'

'জানি।'

জেফ রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল। একটুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে রসেল স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

স্বামীর জামাটা স্পর্শ ক'রে তার হাতে রসেল নিজের হাত বুলিয়ে

দিল: 'সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট সইতে পারি না। আমার প্রয়োজন তোমার কাছে তো ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তোমার ব্যথা আমি সইতে পারি না।'

গিডিয়ন স্ত্রীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। স্বামী তাকে আজ জড়িয়ে ধরেছে দুরন্ত আবেগ আলিঙ্গনে। রসেলএর গলা কেঁপে উঠল: 'মা গো, লাগছে, পারি না—'

'রসেল, রসেল আমার।'

'বল, তুমি হাসবে?'

গিডিয়ন হেসে উঠল। আঙ্গুল দিয়ে স্বামীর জামা খুঁটতে খুঁটতে নিস্পন্দ লতার মত রসেল নিজেকে স্বামীর দেহে এলিয়ে দিল।

পরদিন সকালে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে গিডিয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এক একখানা ইঁট গেঁথে নতুন বাড়ীর চিম্‌নি তৈরি করছে হ্যানিবল ওয়াশিংটন। শহর ফিরতি এব্‌নার লেইটও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। লাগামটা ছেড়ে গাড়ী থেকে নেমে সে গিডিয়নএর পাশে এসে দাঁড়ায়।

'অমন থাবড়ে থাবড়ে চূণ বালি মাখা শিখেছ কোথায়?' হ্যানিবলকে সে জিজ্ঞেস করে।

'শিখেছি বাবার কাছে—মরে গেছে বটে, সাতখানা চিম্‌নি যা বানিয়ে রেখে গেছে ওই জমিদার-বাড়ীতে!'

'আরে বলই না, তারপর?'

'বলছি তো, সে তোমার অনেক দিন আগের কথা।'

'বাড়ীখানা কদ্দিন আগের?'

'পঞ্চাশ বছর আগের, হুঁ, হুঁ—'

'ওটা তো দেখছি চিরকালই ওখানে।' গিডিয়নএর জামায় একটা টান দিয়ে এব্‌নার লেইট বলল। পায়চারি করতে করতে সে আর

গিডিয়ন গিয়ে দাঁড়াল গাড়ীটার পেছনে। এব্‌নার বলল : 'শহর থেকে ফিরছি গিডিয়ন। তুমি ঠিক কথাই বলেছ, প্রেসিডেণ্ট সত্যিই ছিনালের পো হ্যাম্পটনএর সঙ্গে বখড়ার বন্দোবস্ত করেছে। কলাম্বিয়ার পণ্টন তুলে নেবার হুকুম হ'য়ে গেছে—দশই এপ্রিল রেলে চড়ে সব উত্তরে ফিরে যাবে।'

'কে বললে ?'

'এই তো কাগজেই দেখনা।' গাড়ীর মধ্যে ঝুঁকে, খবরের কাগজখানা তুলে এনে এব্‌নার শিরোনামায় আঙুল দিয়ে দেখালে : দ ক্ষি ণে র দ্বি তী য় মু ক্তি। 'এই যে, গোটা খবরটা রয়েছে। শহরময় খালি ঐ কথা। জ্যাসন হুগার পণ্টনি পোষাক পরে খালি দেমাক ক'রে বেড়াচ্ছে। আবার নাকি 'বিজয় উৎসবে' কলাম্বিয়ার কুচকাওয়াজও করবে। তুমি বলেছ—গোলমাল করবে না, ঠিক কথা—আমি গোলমাল করিনি, খালি দেখে এলাম ছিনালের পো হুগার শয়তানটাকে। যুদ্ধটা করবে কোথায় ? আমি তো বাঞ্চোৎ তামাম লড়াইগুলো লড়লাম, কই হুগারের পো'র টিকিওতো মেলেনি কোথাও।'

দুশ্চিন্তিত গিডিয়ন উদ্‌গ্রীব নজরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে সংবাদপত্রের লাইন্ ক'টা পড়ল : 'রাজ্যপালের সহিত মৈত্রীপূর্ণ আলোচনায় একমত হইয়া প্রেসিডেণ্ট হেইস্ এক নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন যাহার ফলে এতদিন পরে দক্ষিণদেশে গণতন্ত্র ও স্বরাজ প্রবর্তিত হইবে। আগামী দশই এপ্রিল সর্বশেষ কেন্দ্রিয় ফৌজ উঠাইয়া লওয়া হইবে—'

'মহোৎসব হবে আর কি।' এব্‌নার লেইট বিড় বিড় ক'রে উঠল।

'কী ?'

'জানো গিডিয়ন, আমার ঠাকুর্দার উচিত ছিল পশ্চিমে চলে যাওয়া। বুড়ো ডান বুল এসে কত সাধ্যসাধনাই না করেছিল কেণ্টুকে যাওয়ার জন্য। দুর ছাই, যাবো না, বলল আমার বুদ্ধিমান ঠাকুর্দা। হায় ভগবান,

একবার যদি সে চলে যেত তখন—ইস্, তখন যদি সে কেণ্টুক আর ইলিতাইস্এ চলে যেত এই পোড়া দেশ ছেড়ে! আমি তো দেখি যে এ-দেশ ছেড়ে যদি সে ঐ কালাপানির সুমুদ্দুরে গিয়েও থাকত—'

'চুপ।' এল্যেনকে দেখিয়ে গিডিয়ন ধমকে উঠল। হ্যানিবল আর জেফ তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল।

'তা কি করবে এখন, গিডিয়ন?'

'আজ ছ' তারিখ, তাই না? চারদিন আছে আর। কলাম্বিয়া যাবো। বলতে পারিনা কি করব সেখানে গিয়ে; চেষ্টা করব, দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

কলাম্বিয়ায় পশ্চিমী-ইউনিয়ন অফিস অবস্থিত সাম্টার স্ট্রীটে। গিডিয়ন টেলিগ্রাম লেখা শেষ ক'রে কাউণ্টারের দরজা দিয়ে ভেতরের বুকিং ক্লার্কএর হাতে দিল। কেরাণীটির মুখময় ব্রণের দাগ, বয়স বছর উনিশ। 'দয়া ক'রে একবার পড়ে শোনান।' গিডিয়ন বলল। কেরাণী একবার তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

'বলছি, পড়ুন একবার দয়া ক'রে।'

ছেলেটি পড়ল:

'রাদারফোর্ড বি. হেইস সমীপেষু

হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ডি. সি.

মাননীয় সভাপতি,

আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুনয় জানাইতেছি যে কলাম্বিয়া হইতে কেন্দ্রিয় ফৌজ উঠাইয়া লওয়া স্থগিত রাখুন। নিগ্রো এবং নিঃস্ব সাদা লোকদের পণ্টন ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় পুনর্গঠনকারী শক্তিসমূহের ভরসাস্থল হিসাবে রহিয়াছে

কেন্দ্রীয় সৈন্য। ফৌজ উঠাইয়া লইলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছি। এখানের রাষ্ট্রানুগত রিপাবলিকানদের কাছে দক্ষিণ হইতে সকল ইউনিয়ন পণ্টন উঠাইয়া নেওয়ার কোন অর্থই বোধগম্য হইতেছে না। আমরা আপনার সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

গিডিয়ন জ্যাকসন,

দক্ষিণ ক্যারোলিনার প্রতিনিধি।'

'কত লাগবে ?' গিডিয়ন জিজ্ঞেস করল।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে ছেলেটি বলল : 'দশ ডলার।'

এক নজর ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দাম দিয়ে গিডিয়ন চলে গেল। অপারেটরের কাছে গিয়ে ছেলেটি নিজের দন্ত শুরু করল : 'টেলিগ্রামের দাম জানে এমন একটা নিগারকেও দেখলাম না আমার জীবনে।'

'থাম, ফের ওই বলবি তো মেরে ফেলবো একেবারে। দিলে কত ?'

'দশ।'

'নাঃ, তুই ডোবালি দেখছি, দে।'

ছেলেটি টেলিগ্রামটি এনে অপারেটরের হাতে দিল। অপারেটর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে শিস দিয়ে আরো যত্ন সহকারে পড়তে আরম্ভ করল। 'কে দিয়ে গেল ?'

'একটা ইয়া লম্বা নিগার।'

'হয়েছে, শোন্। এটা নিয়ে জজ সাহেবের কাছে যা দেখি। বলবি, আমি জানতে চেয়েছি, এটা পাঠাবো কি না। হ্যাঁ, তোর ঐ রাক্ষুসে মুখটা বন্ধ রাখিস! একটি কথাও কাউকে বলবি না।'

মিনিট কুড়ি পরে ছেলেটি ফিরে এল। 'জজ সাহেব টেলিগ্রামটা রেখে দিয়েছে আর আমাকে একটা ডলার দিয়েছে।'

'ভাগ, ভাগ, ভাগ!'

'জজ সাহেব আমাদের চুপচাপ থাকতে বলেছে, নইলে বলেছে মুস্কিল হবে।'

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে গিডিয়ন গেল কেন্দ্রীয় পল্টনের কমাণ্ডার কর্ণেল জে. এল. উইলিয়মস্‌এর সঙ্গে দেখা করতে। কমাণ্ডার আজ বড় ব্যস্ত। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর গিডিয়নএর ভেতরে ডাক পড়ল। কমাণ্ডার বলল: 'আমি দুঃখিত, সময় হবে না। দক্ষিণের প্রত্যেকটি লোক আজ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

'জানি আমি। আমিও একই ব্যাপারে এসেছি। প্রেসিডেণ্টের কাছে যে টেলিগ্রাম আমি পাঠিয়েছি এই দেখুন তার নকল। উত্তর আসতে কতদিন লাগবে কিছুই জানি না। যতদিন না আসে, আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনার সব পল্টন সরিয়ে নেবেন না।'

টেলিগ্রাম পড়ে কামাণ্ডার মাথা নাড়ল: 'আমি তো আদেশ দিয়ে দিয়েছি—'

'জানি আপনি আদেশ দিয়ে ফেলেছেন। আমি ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বলছি না; এর ওপর নির্ভর করছে অসংখ্য লোকের জীবন মরণ।'

'আর আমি পারি না। আমি দুঃখিত।' কর্ণেল বলল।

'পল্টন উঠে গেলে কি হবে জানেন আপনি?'

'যা-ই হোক, আদেশের নড়চড় করতে আমি পারি না। জেলার কমাণ্ডার-জেনারেল হাম্পটনএর কাছে গিয়ে দেখলে পারেন—'

'কোন কাজ হবে না, সে শুনবে না। আদেশের মানে কি, আমি জানি। পল্টনে আমিও ছিলাম, কর্ণেল।'

'হবে না, আমি পারবো না।'

'বুঝছেন না, প্রেসিডেণ্ট এই টেলিগ্রাম উপেক্ষা করতে পারবেন না।'

'আমার কোর্টমার্শাল হ'তে পারে।'

'হবে না, ওয়াশিংটনে আমার প্রভাব আছে, সেখানে আমি—'

দৃপ্ত স্বর কমাণ্ডারের : 'এ আমি পারি না। বিশ্বাস করুন আপনি, যতকিছু করার ইচ্ছেই থাক আমার, কিছুই আমি করতে পারি না। আপনি কি ভাবেন, আমি কিছু দেখি না, বুঝি না? আমি একজন সৈনিক, রাজনীতিজ্ঞ নই!'

একমুহূর্ত গিডিয়ন শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল; চোখে মুখে আশংকা আর উত্তেজনার সাংঘাতিক ছাপ। 'দুঃখিত কর্ণেল।'

'আমিও।' ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল কর্ণেল।

গিডিয়ন বেরিয়ে এল।

দশই পর্যন্ত গিডিয়ন কলাম্বিয়াতেই রইল। ঘন ঘন কেবলই সে টেলিগ্রাফ অফিসে যায়, খোঁজ নেয় উত্তর আসে কি না। ন'ই সে আর একখানা টেলিগ্রাম পাঠাল। তারপর দশ তারিখে গিডিয়ন দেখল সেনাবাহিনী মার্চ ক'রে চলেছে অপেক্ষমান ট্রেনে উঠতে। ব্যর্থ গিডিয়ন ফিরে গেল কারওএল।

পনরই এপ্রিল, বিকেল বেলা। কারওএলএ কোথায় যেন একটি স্ত্রীলোক প্রাণপণে আর্তনাদ ক'রে উঠল। সেই সাংঘাতিক আর্তনাদ প্রতিধ্বনি জাগাল ঘটনাস্থল থেকে বহুদুর পর্যন্ত। আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চতুর্দিক থেকে লোক ছুটে এল। একটি আতংকগ্রস্ত ছেলে জঙ্গলের-মধ্যে পালাচ্ছে আর শিশু-কণ্ঠে অস্পষ্ট চিৎকার করছে : 'ঘোড়া—ঘোড়া—উইই—এসেছে, এসেছে—' ছেলেটির নাম জুডি হেইল। সকলে তার অনুসরণ ক'রে গিয়ে পৌঁছল তার বাপের ক্ষেতে। বাপ জেইক হেইল হ'লো কালো মানুষ। লোকটির বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, নির্বিরোধী সংসারী লোক সে। চাষবাসে তার হাত পাকা; তুলো বুনে নগদ পয়সা সারা গ্রামে তার মত কেউ আনতে পারে না। ক্ষেতে এসে

সকলের চোখ পড়ল জেইকএর স্ত্রী ফ্রেণীর দিকে। পাগলের মত চিৎকার করছে সে। সামনে একটা গাড়ী, তার সঙ্গে ঘোড়াটা বাঁধা। গাড়ীর ভিতরে একবার যে দেখল, শিউরে উঠে সে আর দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতে পারল না।

সকলে মিলে ঘটনাটার টুকরো অংশগুলো একত্র করল। সবে জেইক হেইলএর ছেলে দশ বছরে পা দিয়েছে। নতুন বছরে ছেলেকে একজোড়া নতুন জুতো আর কিছু উপহার দেবার মনস্থ ক'রে বাপ শহরে গিয়েছিল সওদা করতে। স্বভাবতই সে ফিরতি-পথে গা ছেড়ে ঘোড়া চালিয়ে বসন্তের চমৎকার বিকেল বেলাটা একটু উপভোগ করতে করতে আসছিল। জেইক সব সময়ই চাইত ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে, বিশেষ ক'রে আবহাওয়ায় যদি একটু উষ্ণতার আভাস মিলত।

ফিরতি পথে কোন জায়গায় একটা লোক জেইকের ধীর-গতি গাড়ীর মধ্যে নিশ্চয়ই উঠে বসেছিল। তারপর লোকটা পেছন থেকে জেইক হেইলএর মাথায় গাদা বন্দুকের পর পর দু'টো গুলি গেঁথে দেয়। গুলির শব্দে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠতেই জেইক গাড়ীর মধ্যে পড়ে যায়। সারা পথ ছুটে ঘোড়াটা সোজা বাড়ী এসে হাজির হয়। জেইকএর স্ত্রী বেড়িয়ে এসে গাড়ীর মধ্যে উঁকি দিতেই দেখে এই কাণ্ড। কাছ থেকে ছুঁড়লে গাদা বন্দুক মানুষের কি পরিনতি ঘটাতে পারে, তারই এক বীভৎস নিদর্শন তার স্বামীর মৃতদেহ।

সকলে মিলে জেইক হেইলের অন্ত্যেষ্টি সমাধা ক'রে এল। তারপর থেকে—, এই নয় বছর পরে—, কারওএলএর লোকেরা ক্ষেতের কাজে যখন নামে, তখন প্রত্যেকে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় এক একটা বন্দুক।

[দশ]

১৮ই এপ্রিল, ১৮৭৭। সকালবেলার কারওএল। সারাটা উপত্যকা কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সাইপ্রেস বীথির মধ্য দিয়ে সাদা দুধের মত যেন কুয়াসা ছুটেছে। চারটি কুকুর।—সারা রাতের শিকারে ক্লান্ত হয়ে পাইন বনের ভেতর দিয়ে সোজা পথে বাড়ী ছুটেছে। গাঁয়ের মোরগের তীক্ষ্ণ ডাক তাদের যেন স্বাগত জানায়। মাথার ওপর ডানা ঝাপ্‌টিয়ে কা-কা করে কাকেরা···দিন শুরুর জানানি দেয় যেন। মানুষ উঠবে জেগে। বিভিন্ন গোয়াল ঘরে সকলে দুইবে গাই আর শেষ করবে রৌদ্র ওঠার আগের যত সাংসারিক কাজকর্ম, আর ভাববে আবহমান কালের সেই পুরোনো ভাবনা। স্মরনাতীত কাল থেকে প্রত্যুষের নানান কাজের একটি অঙ্গ হয়ে আছে এমনি কত সব ভাবনা চিন্তা: দিনটা কেমন যাবে আজ, রোদ্দুর উঠবে, না, মেঘ ক'রে আবার গুমোট হবে! নেলী গাইটা বালতিটা ফেলে না দেয় লাথি মেরে, ওকে বাপু বিশ্বাস নেই! উপত্যকার ওধারে নির্বোধ কুকুরটা দেখছি ডেকে ডেকে ছাই, হাঁপিয়েও ওঠে না, জ্বালাতন! কাকগুলোর ডাক কত সহজ, রোজ ভোরে ঠিক এমনি কা-কা ক'রে ওরা ডাকবেই! আজ সকালে কি খাওয়া যায়, জনারের রুটি আর সঙ্গে যদি মাংস হয়? রোগা বাছুরটা কি এমন ধারা বমিই করতে থাকবে নাকি?····পাঁজড়ায় বাতের ব্যথাটা আজ আবার কক্‌কন্ ক'রে না উঠলে বাঁচি!—এই সব ভাবনার কোন একটাতেও বেশী জটিলতা নেই, তেমন কিছু উল্লেখ-যোগ্যও নয়, তবু আবার একেবারেই উপেক্ষা করবারও নয়। সূর্যটা পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে, মুহূর্তে দিগ্বিদিক আলোক-

ময় হয়ে উঠেছে। পাহাড়ী দেশে এক দিকের উৎরাই যখন রৌদ্রে ভেসে যায়, অন্যদিক তখন থাকে ছায়ায় আবৃত। উপত্যকার চারদিক আকীর্ণ করার পর এখন কুয়াসার স্রোত মিলিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যেখানে নীচু বিলের জলের ছোঁয়া লেগেছে সেখানের কুয়াসা এখনও সরছে না। যত সাপ, গোসাপ গড়াতে গড়াতে রোদ পোহাতে এসে ধন্য হয়ে উঠছে। মোটা মোটা কচ্ছপ বেড়িয়ে আসছে উষ্ণ রোদ্দুরে। খরগোস-গুলো লুকোতে গেল কাঁটা ঝোপের গভীর বনে। আর আদ্যিকালের বাদাম গাছটায় ওপর-নীচ ছুটোছুটি করছে একপাল কাঠবেড়ালী। বিরাম ও নিদ্রার আশায় হরিণগুলো চলেছে ঘন জঙ্গলে।···

সকালবেলার কারওএল। ঘরের কাজ সেরে এখন সকলে সকালের খাবার খেতে বসেছে। হাতে-তৈরি রুটি, গুড়, ডিম, মুরগী, নয়তো শূয়োরের মাংস, টাটকা মাছ ভাজা, আলু ভাজা, দুধ, হলদে পিঠার বাসি মণ্ড, মাখন তুলে-নেওয়া ঘন ঘোল, ঠাণ্ডা মাখন—চারপাশে তার ছোট ছোট জলের ছিটে—এই সবই কারওএলএর লোকেদের সকালের খাবার। এর মধ্য থেকে যার যেমন খুশি সে তাই খায়। কিন্তু এত হলেও ইতিমধ্যেই যারা দু তিন ঘণ্টা খেটেছে তাদের পক্ষে খুব একটা বেশী কিছু নয়। এরপর ইস্কুলে ঘণ্টা বেজে ওঠে। ছেলে-মেয়েরা যেখান দিয়ে খুশি সোজা পথ তৈরি ক'রে ছোটে ইস্কুলে। নির্দিষ্ট রাস্তার ধার ধারে না ওরা। সকাল আটটায় ওদের জীবনে আসে নবীন জোয়ার। চষা ক্ষেতে পা ডুবিয়ে, পাহাড়ের ধার দিয়ে উঠতে গিয়ে তীব্র স্বরে এ ওকে ডাকে, পাইন বনের কোণ দিয়ে সোজা পথ ক'রে নিয়ে ছুটতে ছুটতে, মুরগীর ডাক ডেকে, পরস্পরকে ভেঙচি কেটে ওরা ছোটে ইস্কুলের পথে। ওদের দুর্বার সাহস আর অসীম উৎসাহ মাষ্টার বেঞ্জামিন উইনথ্রোপের কাছে প্রতিদিন একটা দুঃসাহসীক অভিযান বলে মনে হয়। আপন মনে ভরসা সঞ্চার করতে গিয়ে সজোরে সে

ঘন্টাটা টেনে ধরে; আপন মনেই সে বলে ওঠে, শান্তশিষ্ট ছাত্র হ'লে তো যে কেউই পড়াতে পারতো! ফ্র্যাঙ্ক কারসন্‌এর মেয়ের কথা তার মনে পড়ে। ষোড়শীর দুই নীল চোখের দৃষ্টি অনবরত ঘিরে রাখে মাষ্টারকে। কত কিছু কল্পনা জাগে মাষ্টারের মনে। 'জন-সমবায় শিক্ষা সমিতির' মতে শিক্ষাদান হলো স্বয়ং পরমেশ্বরেরই সেবা। সেই সমিতিই তাকে এই কারওএলএ পাঠিয়েছে। মাস কয়েক যেতে না যেতেই সে বুঝেছিল কেন এটা পরমেশ্বরের কাজ, কেন তাঁরই দেওয়া দায়িত্ব এটা। হ্যানিবল ওয়াশিংটন্‌এর ছেলে জেমি, এব্‌নার লেইটএর মেয়ে এবং আরো দু একটি মেধাবী ছাত্রীই তার সান্ত্বনার স্থল। আজ সে পড়াবে এমারসন্‌। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাত্রদের চেচামেচি শুনতে শুনতে রৌদ্র-ধোয়া মাঠ ও বনের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে আপন মনে সে বলে ওঠে: 'এমারসন্‌'। দৃঢ়কণ্ঠে নিজেকে সে আবারও শোনায় 'এমারসন্‌।'

খেতে বসে মার্কাসএর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসংলগ্ন একটা ভাবনা গিডিয়নকে পেয়ে বসে। মনে হয়—মানুষের মন কি অদ্ভুত, যা দেওয়া যায় তাই-ই খাপ খাইয়ে নেয়; কত সহজে অতি অদ্ভুত হয়ে যায় নিত্যকার অতি সাধারণ; যে কোন অবস্থাতেই মানুষের মন কত পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ ক'রে নেয়।

দরজার দেহলিতে ঠেকানো দু'জনার দু'টো রাইফেল···যাবার সময় যার যারটা নিয়ে যাবে। বৈষয়িক কথাবার্তা বলছে দু'জন। গিডিয়ন বলল মার্কাসকে: 'আরও এক একরে তামাক দেব ভেবেছি, তুলো আর নয়।'

'এ মাটিতে তামাক হয় না।'

'তবু আমরা তো ভাল পাতাই ফলিয়েছি। যদিও অবশ্য পীড্‌মণ্ট কিম্বা ভার্জিনিয়ার মত অত ভাল নয় কিন্তু বাজারে তো চলবে।

ঐ যে, কি যেন নতুন জিনিসটা, যাকে সিগারেট বলে, ওতে দেখবে তামাক খাওয়া ঢের বেড়ে যাবে।'

'তামাকে কিন্তু জমি খারাপ হয়ে যায়।'

'সে তো তুলোতেও। যা-ই বুনবে, জমি তোমার খারাপ হবেই, যদি না ফি বছর আলাদা ফসল বোনো; না হ'লে অনাবাদী ফেলে রাখতে হয়। কত বছর ধরেই তো এ-কথা তোমাদের বলছি।'

'আমি হলে দিতাম জনার।' রুসেল বলে।

'আমরা তো আর রাখি-কারবার করছি না।'

'বাপ ঠাকুরদা যা ক'রে গেছে তা-ই করতে হবে না কি?'

'বিকেলে আমি কিছু কেনাকাটা করতে বেরুবো।' জেনি বললে।

'শহরে গিয়ে?'

'হুঁ—'

মার্কাস মাথা নাড়লে।

'কি দরকার?'

'হপ্তার শেষ দিকে যেও, তখন আরও অনেকে যাবে।' গিডিয়ন মেয়েকে বলল।

'বা—রে, আজ দিনটা কেমন সুন্দর, আজই যাবো, হুঁ—'

'কোথাও যেতে হবেনা তোকে, বাড়ীতে থাকবি।' মার্কাস বোনকে শাসিয়ে বললে।

'থাম, তোমাকে খবরদারী করতে হবে না। আমি যাবো কি যাবো না—তা নিয়ে তোমায় অত কথা বলতে হবে না।'

'বলছি বেরোবি না!'

বাস্, শুরু হয়ে গেল জেনির ফোঁপানি। পাশেই বসেছিল এল্যেন। জেনির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননদকে। খাওয়া সেরে গিডিয়ন উঠে পড়ল, একটু পরে মার্কাসও।

ঘর থেকে বের হ'তে গিয়ে গিডিয়ন রাইফেল ছু'টোর দিকে এক চমক চেয়ে দেখে নিল। তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে একটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেলা দশটা বাজে। জেফ এসেছে ম্যারিয়ন জেফারসনএর বাড়ী। হাতময় ফোঁড়া নিয়ে তার স্ত্রী ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। রোগটা তেমন কিছু না হ'লেও জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ; বেদনায় রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারেনি। একটা মলমের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে জেফ বারান্দায় বসে ম্যারিয়নএর সঙ্গে এটা ওটা সাত-সতেরো আলোচনায় সময় কাটাচ্ছে। ছেলে বেলা জেফ ছিল ম্যারিয়নএর বড় আদরের। বড় হয়ে ডাক্তার হ্য়ে জেফ যেন তার কাছে দেবতা। ছু'জন এমনি সাত-পাঁচ গল্প করছে ; হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ট্রুপার এল। একটু হাঁপিয়ে লম্বা একটা ঢোক গিলে সে বললে :

'জেফ, দেখলাম জ্যাসন হুগার আর শেরিফ বেণ্টলী যাচ্ছে তোমার বাবার ওখানে। চড়াইতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ভগবান সাক্ষী, সত্যি বলছি, জলজ্যান্ত দেখলাম শেরিফের সেই ছোট্ট গাড়ীটা। ঐ শয়তান ব্যাটা জ্যাসন হুগারটাও সঙ্গে আছে।'

'যাক না, ভয়ের কি আছে!' জেফ বললে।

'বলা যায়না, কি না কী ব্যাপার। চল দেখি, তোমার গাড়ী ক'রে ছুটি একবার।' এই ব'লে রাইফেলটা আনতে ম্যারিয়ন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ভয় পেয়ে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল : 'কি হ'লো ? কি করতে *যাচ্ছো ?*'

'কিছু না, এখানে কিছু না। মনে হলো শেরিফ গেল গিডিয়নএর বাড়ী। তাই একবার দেখতে যাচ্ছি ঠিক কি না।' মৃছ হাসল ম্যারিয়ন।

'না—না, গোলমাল বাঁধিয়ো না আবার, গোলমালে গোলমালে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে।' স্ত্রী বলল।

'সে যখন করেছি করেছি। এ কোন গোলমেলে কিছু নয়, ভাবনা ক'রো না। বরং এককাজ কর: এব্‌নার লেইটকে খবরটা দিয়ে এসে দেখি, যে গিডিয়নএর বাড়ী শেরিফ এসেছে।'

প্রাতরাশ সেরেই গিডিয়ন আর মার্কাস ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে লম্বা একটা পাইন গাছ মূলশুদ্ধ কাটা নিয়ে। বৃত্তাকারে চারদিকের মাটি খুঁড়ে নিয়ে এখন মোটা মোটা ভেজা শেকড়ে হাঁই হাঁই কুড়ুল বসাচ্ছে। এই শীতের সকালের উপযুক্ত কাজই বটে। এক একটা কুড়ুলের ঘা দিতেই ঝন্‌ঝন্ ক'রে ওঠে সারাটা শরীর, মনের সমস্ত রাগ গলে জল হ'য়ে যায়। আরও সুবিধে, গাছেরা কথা কয় না, যা খুশি ক'রে যাও, একটি বারও প্রতিবাদ করবে না তারা। কাটা হয়ে গেলে গোটা বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল তেমনি ঠায় ফেলে রাখা অবস্থায় থাকবে মাটির ওপর। তারপর যখন পাতাগুলো শুকিয়ে যাবে তখন ভারি নরম হবে আর সহজে টুকরো করাও যাবে। অতি সহজেই চার হাত লম্বা ক'রে কাটা যাবে; তারপর উনুনে দিলে তা দাউ দাউ ক'রে একেবারে কাগজের মত জ্বলবে। এতক্ষণে গাছটা মড় মড় ক'রে উঠতেই লম্বা গুঁড়িটা ঈষৎ একটু কেঁপে উঠল। হঠাৎ সামনের দিকে মার্কাসের নজরে পড়ল শেরিফের ছোট্ট গাড়ীটা, বিলের নীচুদিক দিয়ে সোজা তাদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। কুড়ুল ফেলে বাবার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করল সে।

একটু দেখে গিডিয়ন জিজ্ঞেস করল: 'শেরিফ না?'

'হুঁ, তার গাড়ীটাই তো মনে হচ্ছে। যাইতো ওই দিকে, ওপর থেকে দেখি তো।'

তারপর বাপ ছেলে বন্দুক দু'টো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে

চলল। গাড়ীটা খানিক গিয়ে বাঁক ঘুরে যখন পাহাড়ের ওপাশে চলে গেল এবং রাস্তা থেকে আর তাদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রইল না, তখন দু'জনে সোজা দৌড়োতে আরম্ভ করল। গাড়ীটা পৌঁছোবার ঠিক পরমুহূর্তেই দু'জনে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে হাজির হ'লো।

জ্যাসন হুগার আর শেরিফ পাশাপাশি বসে; গায়ে চামড়ার জামা, দু'জনারই আস্তিন গোটানো। হাঁটুর নীচে দু'জনারই দু'টো দোনালা বন্দুক। রসেল ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এদের হঠাৎ আগমনে দুশ্চিন্তায় কাঁপছিল সে। এখন স্বামী আর ছেলেকে আসতে দেখে সে একটু ভরসা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'এই যে, আসুন।' গিডিয়ন শেরিফকে অভ্যর্থনা জানাল। কন্যা আর পুত্রবধূ বারান্দায় এসে রসেলএর পেছনে দাঁড়িয়েছে। গিডিয়নদের বাঘা কুকুরটার নাম ক্র্যাকাস; মার্কাসকে দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে চেঁচিয়ে, লাফিয়ে মার্কাসের সঙ্গে একসাকার কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। শেষে যখন বুঝল যে কেউ তার দিকে কোনো নজর দিচ্ছে না, তখন হতাশ হ'য়ে সে শুয়ে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কনুইয়ে বন্দুকটা ঝুলিয়ে একটু ঝুঁকে লোহার মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্কাস। মা রসেল ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না যে মার্কাস এখন ঠিক আগুন-লাগা বারুদের মত; দৃঢ়, স্থির, কিন্তু যে কোন মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে। গিডিয়নএর রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে শেরিফ জিজ্ঞেস করল: 'শিকারে যাচ্ছো, গিডিয়ন?'

'হতে পারে!' মার্কাস কথাটা কেড়ে নিল: 'আর আমার বাবার সঙ্গে যখন কথা বলবেন, 'আপনি' বলে বলবেন, বুঝেছেন?'

জ্যাসন হুগার নাকীসুরে বলে উঠল: 'আ-প-নি, আ-প নি!'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, আপনি।' হুগারের মুখে বক্রহাসি।

'কিছু করতে হবে কি শেরিফ?' শান্ত গলায় গিডিয়ন শেরিফকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ঠিক, কাজের কথা বল।' শেরিফ বেণ্টলী মাথা নাড়ল: আপনি তো গিডিয়ন, বুঝদার মানুষ। যা দিনকাল পড়েছে, ভগবান, ক'জনার বুঝবার ক্ষমতা আছে! মাথা গরম ক'রে কি লাভ বলুন! আমার একটা কর্তব্য আছে, আর এখানে এলাম একটুখানি কাজে... এসে তো দেখলাম আইন অমান্য ক'রে এই বন্দুক রেখে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছেন আপনারা। ভগবান সাক্ষী, কি বলব গিডিয়ন, কাজটা তো নিগারদের মানায় না, এতে তো হাঙ্গামা বাঁধবে—'

'চুপ্, বাজে কথা কইবেন না!' মার্কাস বলে উঠল।

'দেখ্, দেখ্ ব্যাটাকে। ছিনালের পো নিগারটা বলে কী!' হুগার চেঁচিয়ে উঠল। বন্দুকের ট্রিগারের মধ্যে তার আঙুল দু'টো তখন কুঁকড়ে উঠেছে। 'ঐ পাখি-মারা বন্দুকটা নিয়ে একটু নড়েছিস কি হারামজাদা তোর সাহসটা আমি সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবো—'

রসেল কেঁদে ফেলে। গিডিয়ন মার্কাসএর কাঁধে হাতখানা রাখল, আঙুলগুলো লৌহ-নখের মত মাংস খেমচে ধরেছে; ছেলে বুঝল। 'ওর কথায় কান দেবেন না, মিঃ হুগার। কিছু মনে করবেন না আপনি।' গিডিয়ন বলল: 'গণ্ডগোল হবার কোন কারণ নেই। শেরিফ তা জানেন, তিনি জানেন আমরা আইনানুগত লোক, কোনদিন হাঙ্গামা হয় এমন কিছু করিনি আমরা। আমরা যে বন্দুক রেখেছি তার কারণ এ নয় যে আমরা আইনকে অশ্রদ্ধা করি; রেখেছি, কারণ, এইতো মাত্র দিনকয়েক আগেই আমাদের এক প্রতিবেশী খুন হয়ে গেছে।'

বেণ্টলী বলল: 'কথাটা আপনাকে বলি, গিডিয়ন। নিগারগুলোর এমন বাড় হয়েছে যে হাঙ্গামা বাঁধাবেই। ব্যাপারটা আপনারা তো ধরে নিয়েছেন—যেন সেই নিগারটা দিব্যি রাস্তায় গাড়ী চালাচ্ছিল, হঠাৎ কেউ

উঠে গুলি করেছে! হা-ঈশ্বর, এ-কথার কি কোন মানে হয়? গিডিয়ন, বলুন, একটুও মানে হয় এ কথার? ভগবান আছেন—আমি কি ক'রে জানবো, নিগারটার মতলব কি ছিল? নিগারকে একটু আস্কারা দিয়েছ কি, ব্যস্, একেবারে মাথায় চড়ে বসবে!'

'সেই কারণেই তো আমরা এসেছি।' হুগারও সায় দিল শেরিফকে।

'কারণটা কি জানতে পারি?' গিডিয়ন বললে।

'থাম্ বাঞ্চোৎ, আমাদের কথার জবাব দে আগে—'

'আ—হা-হা রাগ করো কেন জ্যাসন।' শেরিফ নিরপেক্ষতার সুরে বললে: 'গিডিয়নএর তো জিজ্ঞেস করবার অধিকার আছেই, তার জমিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কথাটা আইনমত ন্যায্যই বটে। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার অধিকার আমাদেরও আছে, যার জন্য আমরা এখানে এসেছি। বেশ শান্ত ধীর মস্তিষ্কে আমরা তার মীমাংসা করতে চাই। কাল বিকেলে, বুঝলেন গিডিয়ন, তিনটে নিগার গিয়ে হানা দিয়েছিল ক্লার্ক হেষ্টিংস্এর পেছন দরজায়। ক্লার্ক তখন গুদামে; বাড়ীতে ছিল মিসেস শেলি আর তাদের কচি মেয়েটি। ঠিক যেন পিঠে খাওয়া আর কি! —একটা নিগার বললে—মাগো, আমরা কিছু খাইনি, আপনাদের তো অনেক আছে, দয়া ক'রে দিন আমাদের দু' মুঠো। জানইতো, ক্লার্করা কোনদিন কোন নিগারকে ফেরায় না। সরল মনে শেলি গেল ঘরের মধ্যে খাবার আনতে। ন' বছরের মেয়েটি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিগারদের দেখছে—'

এই সময় গাড়ী ছুটিয়ে ট্রুপার, জেফ আর ম্যারিয়ন জেফারসন এসে হাজির হ'লো। ওদের দেখে গিডিয়ন খানিকটা ভরসা পেল। জেফ আর ম্যারিয়ন নামল গাড়ী থেকে। ট্রুপার গাড়ীতেই বসে রইল, হাতের মুঠোয় রাইফেলটা, তার গায়ে সেই লড়াইয়ের সময়কার পল্টনী কোটটা।

আস্তিন গোটাতে গোটাতে ধীর গম্ভীর গলায় সে ওখান থেকে হেঁকে বললে : 'বন্দুকের ঘোড়া থেকে আঙুল সরা, হুগার ।'

লোকটার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে ; ভ্রূর ওপর একটা শিরা ফুলে উঠেছে ; গোটা শরীর তার কাঠের মত শক্ত।

'সরা শীগ্‌গির !' ট্রুপার চেঁচিয়ে উঠল ।

ফিস্ ফিস্ ক'রে বেণ্টলী হুগারকে বলল : 'বোকামি ক'রো না, যা বলছে কর।' এব্‌নার লেইট নিজের চাষের ঘোড়াটায় চেপেই হাজির হলো। পিঠে বন্দুক ঝোলান।

'যা বলছে কর না।' বেণ্টলী আবার বলল।

যন্ত্রের মত হুগারের আঙুলগুলো টিপকল থেকে সরে গেল।

'নীচে রাখ্ বন্দুক, ঐ তোর পায়ের কাছে। আপনিও রাখুন শেরিফ।' ট্রুপার চেঁচিয়ে বলল।

'হুম্, কথা কইতে জানিস্ না —'

'রাখ্ নীচে, জলদি।' আবার ট্রুপারএর সেই গম্ভীর গলা।

দু'জনে বন্দুক দু'টো পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। গাড়ীর পাশ দিয়ে এসে এব্‌নার লেইটও সকলের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক কারসন্‌এর গাড়ীটা বিল পেরিয়ে বাঁক ছাড়িয়ে ছুটে আসছে। হুগার বললে : 'হুঁ,—মনে থাকবে, এব্‌নার।'

'মনে আমারও থাকবে, জ্যাসন।'

গিডিয়ন বলল : 'শেরিফ বলছিলেন তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য কি।' শেরিফ যা যা বলেছে গিডিয়ন পুনরাবৃত্তি ক'রে সকলকে শুনিয়ে দিল সেইসব। তারপর শেরিফকে বললে : 'বলুন, এখন বাকীটাও শুনতে চাই আমরা।'

ইতিমধ্যে ফ্র্যাঙ্ক কারসন এসে সকলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়েছে। বক্র দৃষ্টিতে একবার সকলকে দেখে নিয়ে শেরিফ তার বাকী অংশ আরম্ভ

করল : 'কচি মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ওদের তিনজনকে। বাস্, আর কি রক্ষে আছে—একটা নিগার গিয়ে ধরল মেয়েটিকে—ধরেই তার জামা ছিঁড়ে একেবারে উলঙ্গ ক'রে ফেলল। মেয়েটিতো তখন চিৎকার ক'রে কাঁদতে শুরু করেছে, শুনে শেলি ছুটে এল। একটা নিগার শেলিকে ধরেই মার। কোন রকমে হামাগুঁড়ি দিয়ে ক্লার্ক যেখানে বাক্সের মধ্যে রিভলভারটা রাখে সেদিকে যখন শেলি গেল, তাই দেখেনা নিগারগুলো এক দৌড়।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব কি?' গিডিয়ন শেরিফকে প্রশ্ন করল।

'আরে চিনতে পেরেছে যে নিগারগুলোকে! সব ক'টা গিয়েছিল এখান থেকে, এই কারওএল থেকে।'

একটুক্ষণ সকলে একেবারে চুপ। তারপর এব্‌নার লেইট হেসে ফেলল। জেফ আরম্ভ করল : 'এমন গাঁজাখুড়িও—'

'চুপ্, আমি বলছি যা বলবার।' গিডিয়ন ছেলেকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। তারপর বেন্টলীকে জিজ্ঞেস করল : 'তা আপনি করতে চান কি?'

'নিগার তিনটাকে চাই আমরা।'

'কি অভিযোগে?'

'মারধোর আর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা।'

'আসামী কে কে?'

'হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এনড্রু সারমন আর অন্য নিগারটাকে শেলি বলেছে গুদামে দেখেছে কারওএল নিগারদের সঙ্গে, কিন্তু নাম মনে করতে পারেনি।'

'আচ্ছা বেশ, আপনার এই গল্প সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলছি না; ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু লোক দু'জনার একজনও

এক সপ্তাহের মধ্যেও শহরে যায়নি। কাল সারাদিন হ্যানিবল ওয়াশিংটন; ইস্কুলবাড়ীর কাজ করেছে, ইঁট গেঁথেছে। এন্ড্রু সারমন মাঠে লাঙল দিয়েছে এবং তার অন্ততঃ বিশজন সাক্ষী আছে। তারা সবাই আমার কথা প্রমাণ করবে। সুতরাং আপনার অভিযোগ তো টেকে না, শেরিফ। কাল কারওএল থেকে একজন লোকও শহরে যায়নি।'

'আমরা নিগারের সাক্ষী মানবো না।' হুগার বলে উঠল। গিডিয়নএর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। এব্‌নার লেইট গিয়ে ওদের গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল: 'ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌ হুগার; আমি নিগার নই।'

'তোর সাক্ষীও মানবো না।'

'অনেক আগেই আমি ঠিক করেছিলাম, একেবারে সাফ ক'রে দেবো তোকে, হারামজাদা ছিনালের বাচ্চা।' ধীরে ধীরে এব্‌নার বলল।

বেণ্টলী বলল: 'রাখ, ও-সব কথায় কাজ হবে না। গিডিয়ন, আমরা হাঙ্গামা চাই না।'

'হাঙ্গামা আমরাও চাই না, শেরিফ।'

'কিন্তু আসামীদের নিয়ে যাবো। ন্যায্য বিচার হবে, ন্যায্য সাক্ষী পাবে তারা।'

'ন্যায্য সাক্ষী তো এখানেই রয়েছে।' গিডিয়ন বললে।

'আমি গ্রেপ্তার করবো। আপনি বাধা দিচ্ছেন?'

'যদি মনে করেন তো তাই ই।' গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে বলল।

'তাই-ই! বেশ, জানলাম। আমরা এসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আইন ও শৃঙ্খলার কর্তব্যে। তোমরা সকলে মিলে আমাদের ঘিরে সশস্ত্রভাবে বাঁধা দিয়েছ। উঃ এযে সাংঘাতিক ব্যাপার, গিডিয়ন!'

'লোক দু'জন ছাড়াই আপনাকে ফিরতে হ'বে।' গিডিয়ন বলল।

'হুঁ, এই ভাবেই ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারেন, শেরিফ। আমি বলছি, মিথ্যে কথা বলছেন আপনি। আমি বলছি, কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে আপনার এই আজগুবি গল্প বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এই আমার বক্তব্য, বুঝেছেন?'

'শুনেছি। বাঞ্চোৎ নিগারের কথা পাঁচ মাইল দূর থেকেও শুনতে পাই। গন্ধ শুঁকে নিগার চিনি। লোক ক'টাকে আমি গ্রেপ্তার করবো। এর জন্য দেশের সব লোকদের যদি পাঠাতে হয় তাও করবো।'

'দেশের লোক?—তার চেয়ে বলো শেরিফ যদি প্রত্যেকটি শয়তান বদ্‌মাস হুগারকে স্বৈরাচারের স্বাধীনতা দিয়ে পাঠাতে হয়! তার আগে কারওএল থেকে বেরিয়ে যাও, বেণ্টলী! এখনও আমাদের জমিতে দাঁড়িয়ে আছ তুমি! বেরিয়ে যাও—শয়তান!'

বেণ্টলীর গাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

একসঙ্গে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে সকলে তাই লক্ষ্য করছে। তারপর খানিকক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। শেষে শুরু হ'লো এব্‌নার লেইটএর শাপগাল; অনর্গল সে প্রাণের সুখে গাল দিল। জেফ বলল:

'এঃ, ওদের সামনে যদি এই গাল দিতেন, তা হ'লে?'

'তা হ'লেও কিছু হতো না।' ফ্রাঙ্ক কারসন ঘাড় উঁচু ক'রে বললে: 'অনেকদিন থেকে ওরা এই সব সাজাচ্ছে। একজন লোক বলবে আর বদল হ'য়ে যাবে, তা নয়।'

'সারাটা সপ্তাহ রোজ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছি, সব সময় আশঙ্কা হ'তো এই রকমই একটা কিছু ঘটবে।' চিন্তাক্লিষ্ট গিডিয়ন বলে উঠল: 'একটা পুরো সপ্তাহ, প্রতিদিন মানুষ এমনই আশঙ্কা করে—প্রতিদিন, —তারপর একদিন সে-আশঙ্কা সত্য হ'য়ে ওঠে।'

অনিচ্ছায় ইস্কুল থেকে বেড়িয়ে নির্বাক ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কারওএলএর প্রায় সমস্ত বয়স্ক লোকই ইস্কুলের হলঘরে প্রবেশ করছে। কেউ ভাল ক'রে বুঝলও না কেন আজ ইস্কুলের সময় তাদের বেরিয়ে আসতে হ'লো। বয়স্কদের সঙ্গে জনকয়েক বেশী-বয়সী ছাত্রও ভেতরে প্রবেশ করল; কেউ তাদের বাধা দিল না। সকলেরই গতি মন্থর। নিজের চিন্তা, বাসনা আর কাজের মধ্যে মানুষ যখন কোন সঙ্গতি গড়ে তুলতে পারে না তখন যেমন হয় তেমনি। হলঘরের বেঞ্চে উপবিষ্ট লোকদের অর্ধেকেরই হাতে আছে কিছু না কিছু অস্ত্র। এক কোণায় দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বেঞ্জামিন, উইনথ্রোপ এই সব দেখছে। তার যেমন ভয় হ'য়েছে, তেমনি লাগছে অসহ্য। মাস্টারের বয়স বেশী নয়, নিউ ইংলণ্ডের এক অতি সাধারণ ধর্ম-ভীরু পরিবারের সন্তান সে। সাবেক কালের কোনো এক গভর্ণরের বংশধর বলে যদিও এই পরিবার দাবী জানায়, নাম-ধামের ধরন কিন্তু তাদের অন্য রকম এবং যে-হেতু সে এমনি আত্মসর্বস্ব পরিবারের সন্তান, সেই হেতু তার নিজের জাতের মানুষের প্রতি যতখানি ভালবাসা আছে ব'লে তার মনে হয় তার অনেকখানিই প্রকৃত ভালবাসা নয়। এখানকার এইসব মানুষ মাস্টারের কাছে অদ্ভুত লাগে; মনে হয় শান্ত, অথচ ভয়ঙ্কর। এদের মধ্যে থাকতে গিয়ে ক্রমাগত তাকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, আজ সব দেখেশুনে অন্য সকলের মত তারও কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, এইবার সব শেষ। চাকরী তার ফুরোলো; এবার সে স্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরবে, সম্ভব হ'লে আজই।

ভাই পিটার সভার উদ্বোধন করল: 'ভাই সব, ক্রোধে ভয়ে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। ভগবান করুন, আমরা যেন সঠিক পথ খুঁজে বার করতে পারি—এবং সেই পথে যখন আমরা চলবো, ভগবান যেন আমাদের এগিয়ে যাবার শক্তি দেন। তুমি কিছু বলবে, গিডিয়ন?'

গিডিয়ন বলল: 'সমস্যাটা তো শুধু একলা আমারই নয়, কারুর চেয়ে ভাল কিছু আমি বলতে পারিও না। আমাদের কি করা উচিৎ তা আমার প্রতিবেশীও যতখানি জানে আমিও ততখানিই জানি। সকলে নিজেরাই নিজেদের কথা বলুক।'

সকলের চোখ গিডিয়নএর দিকে। বার্ধক্যের এত প্রকট ছাপ আজকের মত কোন দিন দেখা যায় নি তার চেহারায়। হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলে উঠল: 'গিডিয়ন, সবার হয়ে তুমি বললেই বোধ হয় ভাল হয়। আমাদের মধ্য থেকে কেউ উঠুক কি না-উঠুক তুমি ওঠো আমাদের হয়ে, গিডিয়ন। তুমি তো কোনদিন আমাদের ছেড়ে যাওনি। ভগবান জানেন, তোমারও হয়তো দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার সহ্য শক্তি আছে, তুমি বিনয়ী। ওঠো, শুরু করো ভাই।'

'বেশী কিছু বলবার নেই আমার।' গিডিয়ন বলল: 'আপনারা সকলেই জানেন চারদিকে কি ঘটেছে এবং কেন ঘটছে। আপনারা বোঝেন যে আজকে যদি ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়ে যায় এবং ফাঁসীতে ঝোলায়, তো সেটা হবে মাত্র শুরু।'

ক্লান্তস্বরে এনড্রু সারমন বলে উঠল: 'গিডিয়ন, আমি কিছুতেই হাঙ্গামা বাধাতে চাই না। হাঙ্গামা কি কম সয়েছি আমরা? এমনও হবে হয়তো, যে তারা ফাঁসীর মত ভয়ানক কিছু নাও করতে পারে। ধরো আমি গেলামই শহরে। তারা আমাকে দেখে বলবে: 'না, এতো সেই নিগারটা নয়!' কি ক'রে বলবে তারা যে সেই নিগারটাই আমি? গতকাল কিংবা গোটা হপ্তার একদিনও তো আমি গ্রামের বাইরে যাইনি!'

'তোমাকে নির্ঘাৎ ফাঁসীতে ঝোলাবে শয়তানরা, ভগবানও ঠেকাতে পারবে না, ঝোলাবেই।' এব্‌নার লেইট বললে।

'ফাঁসীতে ঝোলাবে তোমাকে।' গিডিয়নও লেইটএর সঙ্গে একমত

হয়ে বললে। 'আমি কোন সিদ্ধান্ত করবো না, সিদ্ধান্ত করবেন আপনারা, তারপর আপনারা যদি চান যে আমি নেতৃত্ব করবো, তো আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত করবেন আপনারা। একটা কিছু মনগড়া গল্প,—যে-কোনো একটা কাহিনী তাদের সাজাতে হয়েছে; এমন ভাবে কিছু তাদের বানাতে হয়েছে যাকে ভিত্তি ক'রে আইনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মাত্র আটদিন হলো ক্ষমতা পেয়েছে তারা। আট দিনের মধ্যে আমাদের আট বছরের সমস্ত সৃষ্টি মুছে ফেলা অসম্ভব।'

'তা হ'লে এখন আমরা কি করবো, গিডিয়ন?' ফ্রাঙ্ক কারসান্ প্রশ্ন করলে।

'সে তো আপনারা ঠিক করবেন। আমার মনে হয় তারা আজ রাত্তিরেই আসবে—আজ রাত্তিরে যদি না আসে তো কাল আসবেই। হ্যাঁ, তারা আসবেই আবার, এবং আসবে মাত্র একজন দু'জন নয়, আসবে অনেকে দল বেঁধে। এমনি ক'রেই তারা শুরু করবে আমাদের ধ্বংস করতে, এরপর তারা আর আইনের সাহায্য নেবার দরকার মনে করবে না। এ অবস্থায় কি করতে হবে আমাদের, প্রশ্ন করেছেন আপনারা। করবার অনেক পথই আছে। চুপচাপ যদি আপনারা যার যার ঘরে বসে থাকেন তাহ'লে একেকবারে দু'জন কি তিনজন ক'রে খুন হতে পারেন। সবাই যে খুন হবেন, তা বলছি না— কেউ কেউ বাদও পড়তে পারেন। অনেকে পালিয়েও যেতে পারেন, কোথাও গিয়ে কোনো একটা আবাদে হয়তো কাজও পেতে পারেন। সেখানে দু'খানা রুটি আর মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ের জন্যে গতর খাটিয়ে ক্ষেতমজুরী করতে পারেন। প্রতিবাদ যদি না করতে চান তো সেভাবে মুখ বুঁজে বেঁচে থাকতে পারেন। সাদা মানুষের বেলায় একটু তফাৎ আছে। হয়তো তাঁরা জ্যাসন হুগারের দলে ভিড়ে

যেতে পারেন, যদিও আমার মনে হয়না যে হুগার তাঁদের দলে নেবে —সাদা মানুষ হলেও অবস্থা যে আজ খুব বেশী আলাদা, আমার তা মনে হয় না। আর তা না হ'লে সকলে একসঙ্গে এখানে থেকে লড়াই করতে পারেন।'

জেফ চিৎকার ক'রে উঠল: 'এখনও এ-দেশের নাম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এখনও এখানে আইন আছে, আদালত আছে! হায়, ভগবান! আমাদের কি নিজেদেরই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতে হবে এমনি করেই?'

'না, কুড়ুল মারতে হ'বে না।' গিডিয়ন বলে: 'অন্য উপায়ও বলেছি আমি। কিন্তু আমি নিজে কোন মত দিচ্ছি না। গেল আট দিন ধরে আইন বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই, আছে উচ্ছৃঙ্খলা, আছে খুনখারাবী। আদালত যা আছে, সে আমাদের জন্য নয়। এবং একমাত্র আমেরিকা বলেই আমাদের আছে লড়াইয়ের ক্ষমতা! পায়ে কুড়ুল মারবো? কী জানি—মোটে উনিশ জন লোক নিয়ে ওসাওয়াটোমি ব্রাউন যখন হার্পারের খেয়ায় চড়েছিলেন, তখন তার বল ভরসা ছিল আমাদের চেয়েও কম। কিন্তু সারা দেশকে তিনি ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, মানুষকে তিনি চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বলছি না যে লড়াই ক'রে মরে যান; আমি চাই বাঁচবার জন্য লড়াই করতে, চাই যাতে সারা দেশ দেখতে পায় এখানে কি ঘটছে।'

'নিশ্চয়ই অন্য উপায়ও আছে।' জেফ বলে।

'কি অন্য উপায়?'

'তুমি যদি ওয়াশিংটন্‌এ যাও।'

'চেষ্টা আমি সেখানেও করেছি, বিফল হয়েছি।'

'আবারও যদি চেষ্টা করো?'

'আবারও আমি বিফল হবো, আর তখন আর সময় থাকবে না। একটা দিন দেরী হ'লে আর সময় থাকবে না।'

ধীর গলায় টেনে টেনে উইল বুন বলে: 'ধরো, আমরা ঠিক করলাম লড়বো, গিডিয়ন। আমি নিজের কথাই বলছি। হালচাল যা দেখছি তাতে তো আমার মনে হয় যে এটাই আমাদের সামনে একমাত্র পথ। আমি চাই রুখতে। কিন্তু কি উপায়ে? আমরা তো আর সৈনিক নই—সব ধরে তো তোমার এই সাড়ে তিনটি হাজার একর জায়গা। কতটুক জায়গা, কতবড়—'

'সে-কথাও ভেবেছি।' গিডিয়ন বলে: 'আমি অন্য কথাও ভাবছিলাম। লড়াই যদি করি আমরা, তা হ'লে মেয়ে আর শিশুদের এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে তারা নিরাপদে থাকবে, বেশ কিছুদিন নিরাপদে থাকতে পারবে—যতদিন না সব হাঙ্গামা চুকে বুকে যায়, যতদিন না পুড়ে শেষ হয়ে যায়। একটা জায়গার কথা মনে হয়েছে··· খুব বড়, রক্ষা করাও সহজ হবে আর কাছাকাছিও হবে—মানে, বলছি, কারওএল-বাড়ীটার কথা। পাহাড়ের ওপর বাড়ীটা···ওখান থেকে বহুদূর দেখাও যায়—ওঃ, অনেক বলেছি। আপনারা নিজেরা সিদ্ধান্ত করুন।' গিডিয়ন চুপ করল।

এক ঘণ্টা পরে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লো। ক্ষমতা ও দুর্বলতা, ক্রোধ ও ভয়, ব্যথা ও বেদনা আর তাদের অতীত দিনের ইতিহাস স্মরণ ক'রে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। নানান্ স্বরের সম্মিলিত তরঙ্গ যখন থেমে গেল তখন এব্নার লেইট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল: 'আমরা প্রতিরোধ করব, গিডিয়ন। তুমি আছো তো আমাদের সঙ্গে?'

'যদি তোমরা আমাকে চাও।'

'আমরা যে চাই তোমাকে।'

সারাটা হলঘরে একবার চোখ বুলিয়ে গিডিয়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। পা দু'খানা যেন তাকে টেনে নিয়ে চলল ঘরের সামনের দিকে। বৃদ্ধ ভাই পিটার গিডিয়নকে লক্ষ্য করছে, দৃষ্টি তার বেদনা-ক্লিষ্ট।

ঘড়ি দেখে গিডিয়ন বলল: 'ওঃ! প্রায় তিনটে। যা-ই আমরা করি, সন্ধ্যার আগেই শেষ করতে হবে। জানি না, আজ রাত্তিরেই তারা আসবে কিনা—কি জানি, হয়তো আবার অনেক দিনের মধ্যে আসবেই না। যাক্, আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের শিশু ও পরিবারদের ঐ বড় বাড়ীতে নিয়ে যাব আর সেই সঙ্গে নেব চাল, ডাল, ময়দা আর জামা-কাপড় যা আছে। দিনের বেলা একজনকে পাহারা রাখলেই চলবে, আমরা তো দিনের বেলা ক্ষেতেই কাজ করবো। সবাই নিরাপদে আছে এটুকু সম্বন্ধে তো অন্ততঃ আমরা নিশ্চিত থাকব, সান্ত্বনা পাবো। ইস্কুলের ঘণ্টাটা হবে আমাদের বিপদ জানাবার ঘণ্টা; কিন্তু ইস্কুলের বাড়ীটায় আমি হাত দেবো না—'

মাস্টার বেঞ্জামিনের দিকে ফিরে গিডিয়ন বলল: 'জানিনা, মাস্টার, এ সবে আপনি কি ভাবছেন। অবশ্যই সমস্যাটা আপনার নয়। এখন কিছুদিনের মত ইস্কুল আমাদের বন্ধ রাখতে হবে।'

কেমন অস্থির ভাবে হাত দুখানা রগড়ে মাস্টার বললে: 'দেখুন, হাঙ্গামা আমি পছন্দ করি না। আপনারা যা করছেন আমার তাতে মত নেই, তবে সমস্যাটা তো আমার নয়। কিন্তু তবুও বলবো, ছেলেমেয়েদের তো অপগণ্ড হতে দিতে পারেন না, সব ছেলেমেয়ে এক জায়গায়—'

'অন্য উপায় নেই যে আমাদের।'

হতোদ্যম মাস্টার বললে: 'কিছুদিন থাকি, দেখি যদি অবস্থা একটু শান্ত হয়। শুরুতে তো কোন শৃঙ্খলা থাকে না।'

'যদি থাকেন তো আমরা কৃতার্থ হবো।' তারপর সকলকে লক্ষ্য

ক'রে গিডিয়ন বললে: 'গোলা বারুদ যা আছে সব ঐ বাড়ীতে নিয়ে যান। জনার, সেঁকা মাংস—যা যা নিতে পারো সব নিয়ে যাও।'

যে-ভাবে সকলে ইস্কুল বাড়ীতে এসেছিল সেই ভাবেই সব ফিরে চলল; ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, বেশী কথাবার্তাও হ'লো না। কেউ গেল হেঁটে, কেউ ঘোড়ায়; সঙ্গে নিয়ে গেল যার যার ছেলে মেয়েকে। বেরুবার সময় ট্রুপার গিডিয়নকে থামিয়ে বললে: 'আমি আমার বাড়ী ছাড়ছি না।'

'কেন না?'

প্রকাণ্ড চেহারা ট্রুপারএর; দৈর্ঘে-প্রস্থে গিডিয়নএর চেয়েও কয়েক ইঞ্চি বেশী। নিরেট, বিপুল তার দেহ। মাথা নাড়ল সে।

'আমি ছাড়ছি না, গিডিয়ন।'

'সে তো তোমার ওপর নির্ভর করে, ট্রুপার।' গিডিয়ন বলল।

মেপে মেপে কথা সাজিয়ে ট্রুপার বললে: 'তোমার মতো আমি নই, গিডিয়ন। যখন আমি কেনা-গোলাম ছিলাম, সবার চেয়ে বেশী বেত পড়েছে আমার পিঠে। তুই শালা কালা ছিনালের পো, তুই বাঞ্চোৎ কালা শূয়োরের বাচ্চা, তুই শালা হারামজাদা কালা জানোয়ার—দিন-রাত্তির খালি এই তো শুনেছি। ওরলিনস্এর নিলামে আমায় কিনেছিল ডাডলে কারওএল। সবার চেয়ে আমার দাম হলো বেশী। খাটুনিও হলো আমারই বেশী। সকালে, দুপুরে, রাত্তিরে—সব সময় আমাকে খাটাতো। একটা দিন, একটা রাত্তির—একটুও শান্তি পাইনি কোনো সময়। যখন চলত চাবুক, বুড়ো নায়েব বলতো—ওই হারাম-জাদাটাকে এমন ঘা মারবি যেন অন্যগুলো দেখে শিক্ষা পায়—এক তিল জায়গা যেন ফাঁক না যায় ছিনালের পো'র।'

হঠাৎ জামাটা খুলে ফেলল ট্রুপার। 'দেখ না পিঠটা, গিডিয়ন।' কথা শুনে ভাই পিটার এবং আরও কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

তারাও চেয়ে দেখল ট্রুপারএর পিঠ—অসংখ্য বেত্রাঘাতে সারাটা পিঠ ক্ষত বিক্ষত।

'আমার বাড়ী আমি ছেড়ে যাচ্ছি না, গিডিয়ন। আমি আর আমার বৌ গতর ভেঙ্গে খেটেছি না ওই জমির জন্যে! আমার জমি, আমার সব; মালিক নেই, নায়েব নেই···মাঝে মাঝে আমি কি ভাবি জানো? ভাবি, খালি হাঁটু গেড়ে পড়ে থেকে এই জমি, এই মাটিকে চুমু খাই, হ্যাঁ, যা-ই ভাবো ভাই তোমরা, এ আমার মনের কথা। আমার বাড়ী, আমার নিজের; পা ছড়িয়ে বসে থাকি, আর বৌ নিয়ে আসে খাবার। বলো তো কেমন! গোলামের চালা নয়, উঁহুঁ—বেত মারার ঘরও নয়—একেবারে খাঁটি আমার নিজের বাড়ী। আমি বাপু ওখানেই থাকবো, গিডিয়ন। আমাকে এখান থেকে কেউ বার করতে পারবে না।'

'আর তোমার ছেলেমেয়েরা?' ভাই পিটার জিজ্ঞেস করল।

'তারাও থাকবে ঠিক। তাদের গায়ে হাত তুলতে পারবে না কেউ।'

আট বছর আগে হ'লে এতক্ষণে গিডিয়ন ঝড়ের মত গর্জে উঠত, বোঝাত, থাকা উচিৎ হবে না। কিন্তু আজ আর সেই আট বছর আগের দিন নেই, আজ সে তারই কথায় সায় দেয়: 'বেশ ট্রুপার, যদি তুমি চাও, তো থাকো।'

·

এপ্রিলের আজ আঠারো। সারাটা বিকেল ধরে কারওএলএর লোকেরা আপন আপন ঘর ছেড়ে জমিদার-বাড়ী চলেছে। স্ত্রীলোকেরা গাড়ীর মধ্যে তুলে দিল বিছানা, হাঁড়ি-কলসি, আটা, ময়দা, ছোটছোট ঘরকন্নার জিনিসপত্র, দেয়ালপঞ্জি, দু' একখানা ধর্মগ্রন্থ, সেলাইয়ের ঝাঁপি আর দু একখানা সুন্দর ছবি। কিন্তু আজ এই নিয়ে কথা কেউই বড় একটা বলছে না। অথচ গেল কয়েক হপ্তা এই নিয়েই কত

অফুরন্ত কথাই না সকলে বলেছে। এমনকি ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত—যদিও তাদের সাধারণ মন্থর জীবনে আজকের মত এই ভূকম্পনী ঘটনার ফলে জেগেছে উত্তেজনা—তারাও যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশী চুপ্‌চাপ্‌। কিন্তু মেজাজ আজ সকলেরই গরম; দেখা দিল হঠাৎ হঠাৎ রাগ। এ জিনিসটা জায়গা মত রাখা হয়নি, ও ছেলেটার কে পা মাড়িয়েছে, এমনি ছোট খাটো বিষয় নিয়ে নিজেরাই রাগে ফেটে পড়ছে; মেয়েরা তো অকারণেই রেগে কাঁই। কিন্তু তবু যেতে হবে, এই বিপুল একক সত্য বিনা বাক্যে, বিনা অশ্রুতে প্রতিটি মানুষ মাথা পেতে নিয়েছে। গোটা এক একটা পরিবার গাড়ী ভরতি হ'য়ে পাহাড়ের দিকে চলেছে। পথে ভিন্ন দিক থেকে আগত অন্য আরেকটি তেমনি পরিবার দেখতে পেয়ে আগমনী জানাচ্ছে। একটার পর একটা গাড়ী কারওএল প্রাসাদের অভিমুখে চলেছে। সমস্ত ক'টা পরিবার যখন পৌঁছে গেল, তখন ডুবন্ত সূর্যের সোনালী রংয়ে শ্বেত কারওএল হর্ম্য ঝল্‌মল্‌ করছে।

গিডিয়ন খান কয়েক বই নিল সঙ্গে, বেশী নিল না। জেফ নিল তার ডাক্তারী যন্ত্রপাতি আর চার্লস্‌টন্‌এ কেনা ওষুধগুলো। গাড়ীতে মস্ত খড়ের গাদার ওপর বিছানা পেতে আহত ফ্রেড ম্যাকহুগকে তারা যতদূর সম্ভব সাবধানে নিয়ে গেল। যা কিছু গোলা বারুদ ছিল, সব তারা সঙ্গে নিল। আর নিল গিডিয়নএর সেই স্পেন্সার পল্টনী রাইফেলটা, মার্কাসের হাল্কা বন্দুকটা, সাদা বন্দুক দুটো আর গেল-বছরে ওয়াশিংটনএ কেনা গিডিয়নএর লম্বা নলের ভারী কোল্ট-রিভল্‌ভারটা। রসেলএর ভালো গামলা, কড়াই প্রায় সব কটাই তারা সঙ্গে নিল। আর সঙ্গে নিল নিজেদের আটপৌরে জামা কাপড়। রসেলএর ইচ্ছা যে চমৎকার ফর্সা বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়ার সে রেখে যায়। কত সখের তার এই সব; কত বছর ধরে গিডিয়ন একটা একটা

ক'রে এই সব কিনেছে। জেফ বলল : 'সবই নিয়ে চলো।' কিন্তু কেন নিয়ে যেতে হবে তার কোন কারণ সে বলল না।

এব্‌নার লেইট তার উনিশ বছরের ছেলে জিমীকে জিজ্ঞেস করল : 'ভাবছিস্ কি ? দশ বছর আগের দিন তো এখন নয়। আমি তো গিডিয়নএর সুরেই সুর দেবো, তাই তো আমার এখন অভ্যেস হ'য়ে গেছে। তোর তো তা নই।'

বিয়ের পরে জিমীর নিজস্ব বাড়ীর জন্য একশো একরী আলাদা একখানা জমি কেনবার সময় গিডিয়ন এব্‌নারকে সাহায্য করেছিল। এটা এক বছর আগের ঘটনা। ছেলে আজ বাবাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

'মনে আছে বৈকী। একলার টাকায় তো হয়নি।'

'আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।'

নিজের হাতখানা এব্‌নার ছেলের কাঁধে তুলে দিল। স্নেহের এমন দুর্লভ দৃশ্য কদাচিৎ চোখে পড়ে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছেলে সে-হাত সরিয়ে দিয়ে অন্দরে ঢুকে গেল মাকে সাহায্য করতে।

ভাই পিটার আর এল্যেনবির ছেলেরাই সকলের আগে কারওএল-প্রাসাদে পৌঁছোল। বহু বছর অতীত হ'য়ে গেছে, কিন্তু বিরাট বাড়ীটার বাইরের চেহারায় তেমন কিছু পরিবর্তন আসেনি। শুধুমাত্র কোথাও রোদ-বৃষ্টির দাগ ধরেছে আর কোন কোন অংশের রং চটে গেছে। একটু দূর থেকে মনে হয় যেন আগেকার সেই ঝল্‌মলে সৌন্দর্য তেমনি অক্ষতই আছে। কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় জানালা ভেঙ্গে গেছে, আগাছাগুলো লম্বা হ'য়ে বেড়ে উঠেছে, দরজাগুলো কব্জার সঙ্গে ঝুলে আছে। আসবাব-পত্র তো সবকিছুই নিলামে বিক্রি হ'য়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু তবু শূন্যতা এখনও অতীত জাঁকজমককে সম্পূর্ণ অপসারিত করতে পারেনি। মাঝখানের ওক কাঠের সিঁড়ি আর তার মেহগিনী কাঠের রেলিং

শূন্যতার মধ্যে আরো যেন আকর্ষণীয় হয়ে আছে। দেয়ালের হাতে-আঁকা নানান ওয়াল-পেপার টুকুরো হ'য়ে পাতার মত ঝুলছে, কিন্তু রং ঠিক তেমনি রয়েছে। দেয়ালের নীচের দিকের ওয়ালনাটের ওপর একফালি চাঁদের মত খোদাই কারুকার্যটি যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ক'রে আছে—আবার একদিন আসবে নানান আসবাব, আসবে চেয়ার, সোফা, টেবিল। শক্ত কাঠের মেঝের এখানে ওখানে জমে আছে বহু বছরের ধুলো। তার ওপর প'ড়ো বাড়ী পেয়ে ছেলেরা খেলতে এসে ফেলে গেছে শুকনো পাতা, ডালপালা; চারধারে জমে উঠেছে কত ধুলো, আবর্জনা।

জিনিস-পত্তরের বালাই বলতে ভাই পিটারএর কোন কিছুই নেই, সুতরাং সে-ই সকলের আগে এই পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছে। এল্যোনবির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর ছেলে তিনটি ভাই পিটারএর কাছে আছে। সুতরাং সঙ্গে তারাও এসে গেছে। এসেই তারা ঝাঁটা নিয়ে লেগে গেছে ঘরদোর পরিষ্কার করতে। একটু পরে অন্যরাও কেউ কেউ তাদের সাহায্য করতে আরম্ভ করল। এত বছরের জমা স্তূপাকার জঞ্জাল একটুতেই পরিষ্কার হ'য়ে যায় না। তবু বিভিন্ন পরিবার সব এক এক ক'রে আসতে আসতে বাড়ীটা মোটামুটি পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। সমস্ত আগত লোকদের ভার নিল গিডিয়ন। যদিও কামরা রয়েছে বিশটারও বেশী; তবু সব মিলে শুরু হ'লো একটা গোষ্ঠী জীবন। যে ঘরখানা আগে ছিল প্রধান অভ্যর্থনাগার ঠিক হ'লো সেটা হবে পুরুষদের শয়ন কক্ষ। পরিবারগুলো যতদূর সম্ভব অবিভক্ত রেখে ছোট ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোকদের জন্য গিডিয়ন নির্দিষ্ট ক'রে দিল আগের কালের শোবার ঘরগুলো। জেক স্টারএর মত বড় পরিবারের জন্য—সে-পরিবারে আছে, ঠাকুমা, স্ত্রী, বোন আর তিনটি মেয়ে—দেওয়া হ'লো একটা সম্পূর্ণ ঘর। অতিরিক্ত পুরুষ যারা থাকবে তারা শোবে ছোট ছেলেদের সঙ্গে খাবার ঘরের মধ্যে। দিনের বেলা এ-ঘরে

খাওয়া-দাওয়াও হবে এবং পরে ইস্কুলও বসবে। আটা, ময়দা ইত্যাদি খাবার দাবার রাখা হয়েছে রান্না ঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে। কয়েকজন স্ত্রীলোক নিয়ে গিডিয়ন একটি দল তৈরি ক'রে দিল। তাদের কাজ হবে ভাঁড়ার ঘর থেকে দরকার মত জিনিস দেওয়া আর রান্নার ব্যবস্থা করা। আর একদল স্ত্রীলোক লেগে গেল ঘর পরিষ্কার করতে। পুরুষরা ভাঙা জানালায় কাগজের তালি এঁটে দিল। সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে হ্যানিবল ওয়াশিংটন চৌবাচ্চার মধ্যে নেমে গেল সেটাকে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য। রান্নাঘর থেকে মোটে এক পা, বাড়ীর পেছন দিকে রয়েছে চৌবাচ্চাটা। ঘরের মধ্যের পিপের ভরসায় না থেকে যতটা দরকার সব জল চৌবাচ্চায় জমিয়ে রাখাই ভালো, গিডিয়নএর এই-ই মত। চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। হ্যানিবল একদল ছেলেকে কুয়ো থেকে জল এনে সেটা ভরতি করার কাজে লাগিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ছ'খানা গাড়ী গিডিয়ন পাঠিয়ে দিয়েছে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসার জন্য।

কোলের শিশু যাদের আছে তারা কেউ কেউ সঙ্গে এনেছে গরু আর এনেছে অন্ততঃ কিছুদিন চলবার মত খড়। জমিদারী খামার আর আস্তাবল তো বহুদিন আগেই পুড়ে গেছে। সামনের দিকে গাড়ীগুলো একটা বেড়ার মত দাঁড় করিয়ে বাড়ীর দুই কোণের মধ্যবর্তী স্থানে গরু, ঘোড়া রাখার মত একটা ব্যবস্থা গিডিয়নকে ক'রে দিতে হ'লো।

রাত্তির নাগাদ যা গোছগাছ করা হ'লো সে-দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই গোছগাছের ব্যাপারটাই সকলের মনে অপরিমিত উৎফুল্লতা এনে দিয়েছে। মাস্টার উইনথ্রোপ ছাড়া নতুন লোক কেউ নেই এখানে। একেবারে ছোটবেলা থেকে যারা পরস্পরকে নাও চেনে তারাও অন্ততঃ বহু বছর ধরে ঘনিষ্ঠ তো বটেই। পরস্পরের হাবভাব, চালচলন একজনারটা অপরের পছন্দও হয় না অনেক সময়। কিন্তু এদের মধ্যে

তা নেই। এমনি একত্র থাকা, এমনি পরস্পরের সমস্যার বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া, আর এই যে অনেক রাত অবধি এক সঙ্গে বসে আলাপ করা—এই সবকিছুর মধ্যে নিহিত আছে এক অভিনবত্বের আস্বাদন, সেই আস্বাদনই তাদের বেঁধেছে আজ দৃঢ় ঐক্যে। প্রাচীন আলোর ঝাড় এখনও জমিদার বাড়ীর কামরায় কামরায় ঝুলছে। রাত্তিরে গিডিয়ন বেহিসেবীর মত মোম জ্বালিয়ে দিলে আজ। বড় ঝাড়ের প্রত্যেকটাতে বসিয়ে দিল একটা একটা ক'রে চব্বিশটা মোমবাতি। কাটা কাঁচের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ঢেউ ঝলমল ক'রে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়; চারদিকের পরিবেশ হ'য়ে উঠল খুশিভরা, আনন্দোজ্জ্বল।

পুরুষদেরও গিডিয়ন ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ ক'রে দিল। দশজনের একটা দল বাড়ী পাহারা দেবে। অর্থাৎ বয়স্ক ছেলেদের দলে নিলে এক একজনকে সপ্তাহে মাত্র একদিন ক'রে বাড়ী পাহারায় থাকতে হবে। খুব বেশীদিন পরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না তারা; তাতে সকলের মনে নৈরাশ্য বাসা বাঁধবে। কাল কিংবা পরশুর কথাই ওদের পক্ষে যথেষ্ট। ঘোড়াগুলোকে দেখাশোনা করবে একদল, আর একদল হবে বাড়ীর মধ্যে বিচারকমণ্ডলী। আজ রাত্তির না হয় ভালই কাটল, কিন্তু পরে এই একত্র বসবাসের ফলে লোকেদের মাথা গরম হ'য়ে যেতে পারে। তখন নানান কলহ-বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, সে-সবের মীমাংসারও প্রয়োজন হবে। ছেলেদের ব্যস্ত থাকার মতও বহু কাজ পড়ে আছে, হাজারো ছোটখাটো কাজে আটকা থাকলে তারা আর দুষ্টুমির সময় পাবে না।

বাক্স ও তক্তা দিয়ে নিজেই গিডিয়ন কোন রকমে একটা টেবিল তৈরি ক'রে নিয়েছে। প্রাথমিক আরামের সহজ ও সাধারণ বস্তু চেয়ার জিনিসটা অনেকেই সঙ্গে ক'রে এনেছে। এক বাড়ীতে একত্রে সকলের রান্না

খাওয়ার ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হলো। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে গোলমাল মিটে যেতে গিডিয়ন এক তাড়া টেলিগ্রাম লিখতে বসল। একখানা পাঠাবে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'এর সম্পাদকের কাছে। সাংঘাতিক প্রতিকূল ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে সংবাদদাতা পাঠিয়ে একদিন যে সংবাদ জোগাড় করেছিলেন সম্পাদক বেনেট, আজকের কারওএলএর খবরে যা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তার কাছে সেদিনের সে-সব খবরের মূল্যও ম্লান হ'য়ে যাবে। আর একখানা পাঠাবে প্রেসিডেণ্টের কাছে; আর একখানা রাষ্ট্র-সচিবের কাছে; আর একখানা যাবে পূজ্যপাদ নিগ্রো নেতা বৃদ্ধ ফ্রেডরিক ডগলাসের কাছে। একখানা কারডোজোর কাছে। তাতে থাকবে ঘনায়মান অবস্থার বর্ণনা এবং একতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য দক্ষিণের প্রতিটি সুষ্ঠু ও ন্যায়পরায়ন শক্তির কাছে শেষ অনুরোধ। টেলিগ্রামে সে লিখল: 'তোমাকে আমি মিনতি জানাইতেছি, ফ্রান্সিস্—মনে রাখিও, আমরা একা নই, মনে রাখিও যে দক্ষিণের কৃষ্ণ ও শ্বেত উভয় সম্প্রদায়েরই হাজার হাজার ন্যায়বান ও সত্যাশ্রয়ী মানুষ উৎসাহে একতাবদ্ধ হইয়া উঠিবে যদি শুধু এই সংবাদটুকুও তাহারা শুনিতে পায় যে এখানে এই কারওএলএর জনসাধারণ বর্বর অত্যাচার ও ভীতিকে অমোঘ পরিণতি বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে।' একখানা টেলিগ্রাম সে লিখল রালফ ওয়াল্ডো এমারসনএর কাছে, যেন বৃদ্ধ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আর একবার আহ্বান জানান। এক একখানা লিখে সে সকলের হাতে দিল, পড়ে মতামত জানাতে। সব লেখা যখন হ'য়ে গেল তখন সে মার্কাসকে কাছে ডেকে বলল:

'খোকা, আমি চাই যে তুমিই এ কাজ করো। বড় জরুরী।'

মার্কাস মাথা নেড়ে জানাল, সে প্রস্তুত।

'সোজা কলাম্বিয়া চলে যাবে। আজ রাত্রেই যেতে হবে, তা হ'লে কাল সকালে পশ্চিমী-ইউনিয়ন অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পৌঁছুতে

পারবে। ঘোড়ায় চেপে যাও; এব্‌নার তার জীনটা দেবে'খন। যা-ই ঘটুক, যেমন ক'রে হোক, মার্কাস, দেখো তারগুলো যেন যায়। তারপর সোজা এখানে ফিরে আসবে।'

'আমি ঠিক ফিরে আসবো।' মার্কাস বলল।

যাত্রার সময় ছেলের সঙ্গে গিডিয়নও বেরিয়ে এল। মার্কাস পরেছে উঁচু বুট; পকেটে টেলিগ্রামের সঙ্গে নিয়েছে মস্ত কোল্ট-রিভলভারটা। বিনা দ্বিধায় সে সকলকে বললে: 'আসি।' সেই স্বর থেকেই যেন পরম ভরসা বেরিয়ে আসছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা তার আছে। উৎসাহ উত্তেজনায় এতক্ষণে সে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আজকের রাত···জোছনা-গলা এক অপূর্ব রাত। এমন রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে কলাম্বিয়া যাওয়া সত্যিই সার্থক। ঝড়ের বেগে ছুটবে ছোট্ট ঘোড়াটা; কেউ পাবে না নাগাল, কেউ পারবে না থামাতে···তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কারওএলএর সংবাদ! সগর্বে গিডিয়ন ছেলেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল···এই তার ছেলে, এই সতেজ, সজীব যুবক—নির্ভীক প্রাণোচ্ছল—এ হ'লো, তারা যা তারই স্বাক্ষর···আগামী-কালের পৃথিবী নিজের দায়িত্ব নিজেই নেবে। 'খোকা, ভয় করছে না?' ছেলেকে প্রশ্ন করল গিডিয়ন। উত্তরে ছেলে একটু হাসল শুধু। মার্কাস ঘোড়ায় উঠবে, এমন সময় এল বড় ভাই। 'বেশ ভাই, ভালো ভাবে ফিরে এসো—' বলে ছোট ভাইয়ের ঝুলন্ত উরুতে চাপর দিয়ে মুচকি হাসল।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার!' মার্কাস দাঁত বার ক'রে হাসল। সেই চেনা স্বরে তার খানিকটা ঠাট্টা, খানিকটা সম্মানের আভাস। 'তোমার জন্যে এক বাক্স ওষুধের বড়ি নিয়ে আসবো, ডাক্তার!' তারপর সে ঘোড়া দিল ছেড়ে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে, সাবেক দিনের ক্রীতদাসদের চালার ধ্বংসাবশেষের কাছ দিয়ে ঘোড়াটাকে সে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

একটু পরে গিডিয়ন বৈঠকখানায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। এক দিকে বিশ্রী নিশ্বাসের শব্দ, অন্যদিকে চারধারে এতগুলো মানুষের অস্থির চলাফেরার আওয়াজে ঘুমোনো কেমন অদ্ভুত মনে হলো তার। দীর্ঘ পথ বেয়ে জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছে আকাশের রূপালী জোছনা; স্বপ্ন-মহলে পরিণত হয়েছে সমস্ত ঘরখানা। এই পরিবেশে তার মনে পড়ে গেল জীবনের একটি বিগত দিন। তখন সে পল্টনে, সৈনিকের ক্লান্তি অবসানের আশায় সে খুঁজে ফিরছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিশ্রামের একটু স্থান....কারওএল থেকে সে এক বহুদূরের দেশ...সেদিনের নব-যৌবনা প্রেয়সী রসেল...বহুদূরে ছেড়ে-আসা কিশোর সন্ততি,—হ্যাঁ, জীবনে এমন সময় আসে যখন সবকিছু ফেলে মানুষকে শুধু কর্তব্যই ক'রে যেতে হয়। সুদূর অতীতের এমন কত কি ভাবতে ভাবতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। উপত্যকার ওধারে হঠাৎ এক ঝাঁক গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠেছে যখন, ঘুম ভাঙ্গল তখন গিডিয়নএর। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কিছুই সে আন্দাজ করতে পারে না। তখনও গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি থেমে থেমে ক্রমাগত কানে আসছে।

কেটি তার স্বামীকে কিছুই বলে না। স্বামীকে সে ভালবাসে আবার ভয়ও করে। কারওএলএর যে-কোন পুরুষের চেয়ে বেশী শক্তিশালী তার স্বামী, চেহারায়ও হার মানে কারওএলর প্রত্যেকটি পুরুষ। তবু স্বামী তার নারীর মত কোমল; অতি সহজেই তাকে কাঁদানো যায় আবার ক্ষেপিয়ে আগুনও করা যায়। এমনই মানুষ তার স্বামী। কেটির জীবন সুখেই কাটে স্বামীর সঙ্গে। নিজে সে ছোট একটুখানি, সাদাসিধে, কিন্তু ট্রুপারকে তার খুব পছন্দ। কোনদিন অন্য স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শও করেনি। তাকে রেখেছেও ভালই, ভুলেও কোনদিন তার গায়ে কিম্বা সন্তানের গায়ে হাত দেয়নি ট্রুপার। তবে এ-কথা ঠিক যে, সে নিজের

মতে চলে। একবার কোন কিছু ধরলে সে তা করবেই, কিছুতেই ঠেকান যাবে না। অন্য সকলে যখন নামের পেছনে পদবী গ্রহণ করেছিল, ট্রুপার বলেছিল, না—, ট্রুপার, ট্রুপারই থাকবে চিরদিন। এ কথা যখন সে বলেছিল তখন না মেনে উপায় ছিল না; এবং তর্ক ক'রেও কিছু ফল হয় নি। সে যখন বলেছে যে সে এখানেই থাকবে, স্ত্রী কেটিকে তাই-ই মানতে হয়েছে। মেয়ে দুটিকে ডেকে সেই কথাই সে জানিয়ে দিল: 'আমরা এখানেই থাকবো।' তবু যত সে দেখে, একটা একটা ক'রে সব পরিবার চলে যাচ্ছে জমিদার বাড়ীতে, ততই তার মন কেবলই আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কিন্তু তার সাধ্য কি? রাত্রে তাদের ছোট ঘরখানা যেন জনপ্রাণীহীন অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেল। ভয়ে কেঁপে কেটি এতটুকু হ'য়ে গেল মনে মনে; কিন্তু স্বামীর কাছে তার বিন্দু বিসর্গও সে প্রকাশ করল না।

সারারাত তার চোখ নিদ্রাহীন। স্বামীর নিরেট দেহের পাশে শুয়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সে। স্বামী তার দিব্যি ঘুমে অচেতন, তার প্রাণে ভয় বলে কোন কিছু নেই। ঘরবাড়ী—এর সবকিছু তার; কাদের সাধ্য কেড়ে নেয়? শুয়ে শুয়ে কত অসংখ্য ভয়ের আকৃতি বারে বারে সে চোখের সামনে দেখতে পায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেমনি উৎকীর্ণ হ'য়ে শুয়ে আছে—এক সময় কিসের শব্দ যেন তার কানে গেল। সে স্বামীকে ডাকল: 'শুনছো!'

'কিসের শব্দ?'

ট্রুপার ভালো ক'রে খেয়াল ক'রে শুনল—ঘোড়ার খুরের দ্রুত শব্দ। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল সে। ঘরের মধ্যে জোছনা। সেই আলোয় সে পাৎলুনটা পরে মস্ত রাইফেলটা নিয়ে খালি পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছো?' ফিস্‌ফিসিয়ে কেটি জিজ্ঞেস করে।

'বাইরে। তুমি এখানে থাকো।'

হাতের মুঠোয় রাইফেলটা নিয়ে ট্রুপার বাইরে গিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়াল। হঠাৎ মনে পড়ল, গুলি তো সঙ্গে নেই। আবার সে ঘরে ঢুকে এক পকেট গুলি ভরতি ক'রে নিল। তখন মেয়েরা ঘুম ভেঙ্গে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ট্রুপার ঝুঁকে পড়ে একটু আদর করল তাদের। নিঃশব্দে কেটি তার স্বামীকে শুধু দেখছে—একটি কথাও বললে না। আবার ট্রুপার বাইরে গিয়ে রূপালী জোছনায় তেমনি উৎকীর্ণ হ'য়ে দাঁড়াল। বিপুল তার দেহ, কোমরের উপর ভাগ অনাবৃত। স্ফীত পেশীতে ঢেউ খেলছে প্রতিটি অঙ্গচালনায়।

ট্রুপার শুনল, খুরের শব্দ থেমে গেল। একটু পরে গিডিয়নএর বাড়ীর দিক থেকে আবার সেই খুরের শব্দ তার কানে এল, তারপর পাইন বনের ওধারে যখন গেছে তারা, সে-শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে এল। পাইন-বনের ওপাশের রাস্তাটায় জোছনার বন্যা। সেখানে স্বচ্ছ আলোয় হঠাৎ একদল লোক এসে দাঁড়াল। সংখ্যায় তারা কমপক্ষে ত্রিশজন, ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে; সকলেই সাদা আলখাল্লায় ঢাকা, মাথায় ক্লানদের সেই টুপি। সজোরে একবার শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ট্রুপার কয়েকটা গাল দিল তাদের উদ্দেশে, কিন্তু নড়ল না। তারপর রাস্তাটা আর ঠিক নজরে ঠাওর করা গেল না, খুরের শব্দ আর শোনা যায় না। তা হ'লে এখন হ্যানিবল ওয়াশিংটনের বাড়ীর কাছে এসেছে তারা। তারা এত কাছে এসে পড়েছে যে তাদের কথার অস্ফুট শব্দ কানে আসে—এপথে এলেই এবার তার নিজের বাড়ী। পা একটু ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে সে কোমরের বেল্টটা শক্ত ক'রে এঁটে নিল, বুকের ছাতিটা একটু ফুলে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রুপার দেখল, গাছের ছায়ায় বিচিত্রিত রাস্তাটার ওপরে তারা এসে পড়েছে। তার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়ার পালের মধ্যে। নির্ভীক, দুর্জয় কুকুরটা বেপরোয়া

আক্রমণ চালাল ঘোড়াগুলোর ওপরে। ধীরে ধীরে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে তারা। ট্রুপারকে দেখতে পেয়ে ঘোড়ার সেই শ্লথ গতিও থামিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রুপারএর বিশাল কালো দেহটা চকচক করছে, কোমর সমান উঁচুতে রাইফেলটা ধরা। লক্ষ্য ক'রে বেশ খানিকক্ষণ তারা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতি ধীর কদমে তারা অগ্রসর হ'লো।

'কি চাস্ তোরা ?' ট্রুপার চেঁচিয়ে উঠল। রাগে, ঘৃণায় তার স্বর দামামার মত গর্জে উঠল। কেটি দরজায় দৌড়ে এল ; সাদা আলখাল্লা জড়ানো লোকগুলোকে চোখে পড়তে সে উন্মত্তের মত ফোঁপাতে শুরু করল। তাদের একজন চেঁচিয়ে বললে : 'আমরা হ্যানিবল, সারমন আর তোকে চাই।'

'এইতো আমি।' ট্রুপার বলল।

'আগে বন্দুক নামা।'

'দ্যাখ, এই তো আমি !' আবার ট্রুপার বললে। ঘৃণায় তার স্বর অনুনাদিত ঢাকের মত বেজে উঠল : 'আমার জমিতে তোরা দাঁড়িয়ে ! জাহান্নামে যা শূয়োরের বাচ্চারা, বেরো আমার জমি থেকে !'

কুকুরটা প্রভুর গলার স্বরেই যেন ইঙ্গিত পেয়েছে। ভয়ঙ্কর শব্দে লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়াকে সে বেপরোয়া কামড়ে দিল, ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। একটা রিভল্‌ভার গুড়ুম ক'রে উঠল। মাটিতে পড়ে এধার থেকে ওধারে গড়িয়ে একেবারে থেমে গেল কুকুরটা। সারা মুখ ক্রোধে আকুঞ্চিত ; তৎক্ষণাৎ রাইফেলটা টেনে গুলি ছুঁড়ল ট্রুপার। একজন সাদা পোষাকধারী জীন থেকে আল্‌গা হ'য়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল ; একখানা পা জীনের রেকাবে জড়িয়ে গিয়ে ঝুলে রইল সে। ঘোড়াগুলো দিশে হারিয়ে লাফাতে আরম্ভ করল। মুহূর্তে গর্জে উঠল আধ ডজন রাইফেল। ট্রুপারএর দেহে হাতুড়ীর মত আঘাত

হানল এক ঝাঁক বুলেট, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সামনে এগিয়ে চলল। দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে তার সুবিশাল বুকখানা থেকে। উন্মত্ত আর্তনাদ ক'রে উঠল তার স্ত্রী। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'গেঁথে দে ছিনালের বাচ্চাটাকে !'

গুলি ছুটল আর একটা রাইফেল থেকে, ট্রুপার দুলে উঠল। চারপাশে তখন ঘোড়াগুলো লাফাচ্ছে। তবুও ট্রুপার রাইফেল উঠালো। বাধা দিতে কে যেন একখানা হাত তুলল, ঝরা ডালের মত বিদীর্ণ হ'য়ে পড়ে গেল সেখানা। লোকটার ঘাড়ের হাড় চুরমার ক'রে সোজা বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে বুলেট। আহত ট্রুপারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা। এ-অবস্থায় তাকে গুলি করলে ওদের নিজেদের গায়ে গুলি লাগবে। লম্ফমান ঘোড়া থেকে আর একজনকে টেনে নামায় ট্রুপার। হতভাগা লোকটা কুকুরের-মুখে-ইঁদুরের মত প্রাণপণ আর্তনাদে আছড়ে পড়ে। একটা লোক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ট্রুপারএর পিঠে বন্দুকের মুখটা চেপে ধরে বুলেট ছোঁড়ে। ট্রুপারের বিশাল দেহটা একবার কুঁকড়ে শক্ত হ'য়ে তারপর শূন্য থলের মত নিষ্প্রাণ হ'য়ে গেল। এইমাত্র যে-লোকটাকে ট্রুপার ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়েছে, মাটিতে পড়ে সে বেদনায় গোঙাচ্ছে। যে-লোকটার হাত উড়ে গেছে, ঘাড়ের হাড় গুঁড়ো হয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে, হঠাৎ সে শুরু করল আর্তনাদ, অমানুষিক উন্মত্ত আর্তনাদ। তখনও তারা ট্রুপারএর প্রাণহীন নিরেট দেহটাকে গুলিবিদ্ধ ক'রে চলেছে। এবার তারা সকলে ঘোড়া থেকে মাটিতে নামল। ঘরে থাকা আর সম্ভব নয়—কেটি ছুটে এল স্বামীর কাছে। লোকগুলো ওকে ধরে ওর পরনের পাতলা পোশাক ছিঁড়ে উলঙ্গ ক'রে ফেলল। মাটিতে শুইয়ে ফেলে ওর উরু খামচাতে আরম্ভ করল। পাক খেয়ে কোন রকমে যেই ও একটু আলগা হয়েছে, একটা ক্লান উত্তেজনায় গোঁ গোঁ ক'রে রাইফেলর কুঁদা দিয়ে সোজা মারল কেটির

মাথায়। মাথাটা ফেটে চৌচির হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নিমেষে ওর দেহ হ'লো প্রাণহীন, গোটা শরীর হ'য়ে গেল নিস্পন্দ। একটা ক্লান চিৎকার ক'রে উঠল : 'হারামজাদা শূয়োরের বাচ্চা!'

প্রাণহীন দেহকে ঘিরে দাঁড়াল ক্লানরা—উলঙ্গ নারী দেহ—এক মুহূর্তে অনুপযোগী হয়ে গেছে। কেটির দেহ ছেড়ে তারা দাঁড়াল গিয়ে তাদের ভগ্ন-গ্রীবাস্থি সহযোগীর চারধারে। যে লোকটাকে ট্রুপার সোজা গুলি করেছিল সে মরে গেছে। এ লোকটাও মরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলে দেখল লোকটার মৃত্যু-যন্ত্রণা, তার ছিন্ন স্নায়ু থেকে ছুটছে রক্তের ধারা।

এবার ফিরল তারা ট্রুপারের বাড়ীর দিকে; সব কিছু ইতিমধ্যে নিঝুম হ'য়ে গেছে। একজন খামারে গিয়ে এক গাদা খড় নিয়ে এল; সেই খড় সে ছুঁড়ে দিল খোলা দরজার মধ্য দিয়ে। আর একজন জ্বালল দেশলাই। ক্রমাগত আগুনে খড় দিতে দিতে বাড়ীর সম্পূর্ণ বাইরের দিকটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

ঘরের মধ্যে ট্রুপারের ছেলেমেয়েরা কান্না জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ তাদের ভয় ছিল মনের মধ্যেই চাপা। ভয়ের কারণ জানতে না পেরে মানুষ যেমন সাংঘাতিক আতঙ্কে থর থর কেঁপে ওঠে, তেমনি তাদের ভয়ার্ত ক্রন্দন বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে। শিশুর সে ক্রন্দনে ক্লানের লোকগুলো কেমন একটু অস্থির হ'য়ে ওঠে।

'বাচ্চাগুলো ভেতরে রয়েছে!' কে যেন বলে উঠল।

আর একজন মন্তব্য করল: 'বাঞ্চোৎ নিগারের বাচ্চা—বড় বেশী সংখ্যায় বাড়ছে।'

'সে যাক্, ছিনালের পো নিগারগুলো সব গেল কোথায়?'

'আবার জিজ্ঞেস করছো কি, সব গিয়ে ঢুকেছে ঐ জমিদার-বাড়ীতে।'

যে লোকটা প্রশ্ন করেছিল সে বলল: 'যা তো হ্যারি, ছুটে যা শহরে,

বেণ্টলীকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে ক্যালহাউন থেকে যে দলটা আসার কথা ছিল, বাঞ্চোৎ তারা গেল কোথায় ? কথা ছিল, আজ রাত্রেই সে দু'শো লোক এখানে পাঠাবে। কই তারা এল না কেন ?' তারপর একটু পরে বললে : 'আর বলিস, ম্যাটি ক্লার্ক আর হেপ লসন্ মারা গেছে।'

তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ট্রুপারএর জ্বলন্ত বাড়ীটা কেমন দেখায়।

গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে হলঘরের প্রত্যেকটি লোক। জানালায় ভীড় ক'রে সকলে চেয়ে আছে জোছনা-ঝরা পাহাড়ের দিকে। মনে হয়, এখনও সেখানে গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিতে হচ্ছে। রাইফেল নিয়ে তারা ছুটে গেছে প্রশস্ত বারান্দায়। সেখান থেকে শুভ্র জোছনায় অপরূপ রাত্রির অস্বচ্ছতা ভেদ ক'রে তাদের দৃষ্টি উৎকীর্ণ হয়ে আছে পাহাড়ের দিকে। উপরতলায় মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠেছে : 'ওকী ?—কী হলো ?' শিশুদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তারা উত্তেজিত হ'য়ে কান্না জুড়েছে।

জনকয়েক একবার বাড়ীটার চারধার ঘুরে এল কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না।

গিডিয়নএর সর্বপ্রথম মনে পড়েছে মার্কাসএর কথা। কিন্তু এখন তো রাত তিনটে—প্রায় ভোর—সে জানে মার্কাস এতক্ষণে বহুমাইল দূরে চলে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে এবার লেইটকে জিজ্ঞেস করল : 'কি মনে হয়, কোন্‌দিকে গুলির শব্দ হ'লো ?'

'মনে হয় যেন ট্রুপারএর বাড়ীর দিকে—'

এবারে ট্রুপারকে মনে পড়তে সকলে এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। 'হায়, ভগবান !' ফ্র্যাঙ্ক কারসন্‌এর গলায় করুণ স্বর। 'ঐ যে !' কি যেন একটা দেখিয়ে হ্যানিবল ওয়াশিংটন চিৎকার ক'রে উঠল।

রাত্রির আকাশে একটা রক্তিমাভা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হ'য়ে উঠছে। প্রথমে মনে হ'লো, কোনো গোলায় আগুন লেগেছে বোধহয়। তারপর যখন একটা শিখা লক্‌লক্ ক'রে উঠেছে, সকলে বুঝল খামারের আগুন এ নয়, এ আরও বড় কিছু। আগুনের রক্তিমাভা যখন আকাশে বহুদূর ছড়িয়ে গেছে তখন কে যেন সকলের মনের কথার ভাষা দিল।

'ট্রুপারএর বাড়ী—'

'ওদের দু'টো বাচ্চাও তো—'

একসঙ্গে সকলে ভীড় ক'রে বারান্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু গিডিয়ন সকলকে ফিরিয়ে আনল। 'মাথা গরম ক'রো না! দোহাই ভগবানের, মাথা খারাপ ক'রো না! সবাই এখানে থাকো! হ্যানিবল, চুপ ক'রে গিয়ে দেখে আসতে পারবে, কি হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যানিবল চলে গেল—জোছনায় তার সচল ক্ষুদ্রকায় ছায়াটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে হারিয়ে গেল। সকলে নিস্তব্ধ··· কয়েকজন শুধু তাকিয়ে আছে গিডিয়নএর দিকে।

'এখন থেকে সবাই আমরা একসঙ্গে থাকবো। আমাকে তোমরা তোমাদের নেতা হ'তে বলেছিলে, আমার আদেশ শুনতে হবে—নয়তো অন্য কাউকে দেখ।' দৃঢ়কণ্ঠে গিডিয়ন বলল।

'আচ্ছা শুনবো, গিডিয়ন।' নম্রস্বরে বলল এব্‌নার।

'জেমস্, এন্‌ড্রু, এজরা, তোমরা তিনজন বাড়ীর তিনদিকে চলে যাও ···ত্রিশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াবে···কিছু দেখলে কিংবা শুনতে পেলে হাঁক ছাড়বে।'

তারা তিনজন চলে গেল। কয়েকজন স্ত্রীলোক বারান্দায় বেরিয়ে এসে পুরুষদের কানে কানে কি যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল। তাদের ফিরে যেতে বলা হ'লো ঘরের মধ্যে, বলা হ'লো ছেলেমেয়েদের ঘুম

পাড়াতে। কিন্তু এই রাত্রে কারওএলএর কোন মানুষের চোখে ঘুম আর নামে না। খানিকক্ষণ কাটল চুপ্‌চাপ। কোন কিছুই দেখা গেল না দেখে পুরুষরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রুক্ষ গলায়, চাপা শব্দে, আলোচনা আরম্ভ করল নিজেদের সম্ভাব্য অবস্থা সম্বন্ধে। প্রশস্ত সিঁড়িতে কেউ কেউ বসে পড়ল, কেউ কেউ হেলান দিয়ে দাঁড়াল স্তম্ভের গায়। রাত্রির জোছনায় স্তম্ভগুলো অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা হবে, হ্যানিবল ওয়াশিংটন অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়ের দিকে। এতক্ষণ সকলে গোটা পাহাড়টা ক্রমাগত চোখে চোখে রেখেছে। এবার তারা দেখল, একটা লোকের ছায়া এগিয়ে আসছে।

'হ্যানিবল না কি ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে হ্যানিবল ; পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শিশিরে ভেজা। কি কি সে দেখে এসেছে সেসব বলবার আগে প্রথমে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে শ্বাস নিতে হ'লো।

'বাচ্চা দু'টো কোথায় ?'

হ্যানিবল মাথা নীচু করল। 'মনে হয়, পুড়ে মরেছে। গুঁড়ি মেরে যতদূর সম্ভব কাছে গেছলাম—লোকগুলোকে প্রায় পরিষ্কারই দেখলাম। ওদের কথাও কিছু শুনলাম।

'কি শুনলে ?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

'ক্যালহাউন থেকে দু'শো লোক আসবে, তাদের জন্য এরা দেরী করছে। এই দক্ষিণে যে-দলটা আছে—মনে হয় জর্জিয়ার লোক—তাদের ওখান থেকে কিছু লোক আসার কথা আছে। তারা জানতে পেরেছে আমরা এই বাড়ীতে আছি।'

সতের বছরের একটি ছেলে এদিকে বমি ক'রে ফেলেছে। বারান্দার রেলিংয়ে উপুড় হয়ে যন্ত্রণায় সে ঝুঁকছে। আকাশের রক্তিমাভা এখন কমে আসছে। কয়েকজন অন্যদিকে আরেকটা কি যেন বহুকষ্টে নিরীক্ষণ

করছে। সেদিকেও নিবিড় কালো বৃক্ষের ওপরের আকাশে একটা নতুন গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। ক্রমশঃ সে-আভা ছড়িয়ে পড়ছে দেখে এক এক ক'রে সকলে এব্‌নার লেইটএর দিকে ফিরল। বারান্দায় সে কঠিন হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে···রক্তাভ প্রকাণ্ড হাত দু'খানা তার মুষ্টিবদ্ধ, নীচের ঠোঁট এমন ভাবে দাঁতে কামড়ে আছে যে চিবুক বেয়ে রক্তের ফোঁটা নেমেছে। রৌদ্রেপোড়া দীর্ঘ মুখখানা নিশ্চল···হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল; পরিচ্ছন্ন দুই গাল বেয়ে চোখের জল নামল। অস্পষ্ট স্বরে তার কথা ফুটল :

'ছিনালের পো'রা—যা কিছু ছিল আমার, যা কিছু চেয়েছিলাম—আমার সর্বস্ব—ভগবান, তুমি শাস্তি দিও, তুমি শাস্তি দিও—কত খেটে, কত আশা ক'রে, কত সাধ ক'রে—ভগবান, তুমি ওদের শাস্তি দিও—শাস্তি দিও—'

'সব ক'খানা বাড়ী পোড়াবার আগে ওদের ঠাণ্ডা ক'রে দিই না, গিডিয়ন?' হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলে উঠল।

'সেই জন্যেই তো ওরা বাড়ী পোড়াচ্ছে। ওরা চায় আমরা যাতে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, বুঝলে?' গিডিয়ন বলল।

'গিডিয়ন, আমি যাচ্ছি হোথা।' এব্‌নার লেইট বলল।

'না, যাচ্ছো না। ট্রুপারকে আমরা ওখানে থাকতে দিয়েছিলাম এখন সে মরে পড়ে আছে, পাশে তার স্ত্রীও।' গিডিয়ন বলল।

'আমি যাবো, গিডিয়ন।'

কঠিন নির্মম স্বর গিডিয়নএর : 'তুমি যাবে না—'

এদিকে কি যেন হয়েছে। এজরা গোল্ডেন চেঁচিয়ে উঠেছে অনেকগুলো ঘোড়ার একত্র চলার খট্‌-খট্‌ খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তারপর দেখা যায় নিবিড় কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে শ্বেত আলখাল্লা পরা প্রেতের মত ক্লান বাহিনী। দেড়শো গজ তফাতে এসে তারা থেমে

গেল, দেখা গেল একপাল সাদা পোশাকে ঢাকা ঘোড়-সওয়ার, কুড়িটারও বেশী, আরও, আরও অনেক বেশী এখন।

'ঐযে—ঐ!'

'কি চাও? কে তোমরা?' চিৎকার ক'রে উঠল গিডিয়ন।

থম্‌থম্‌ রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঢেউয়ের মত ভেসে গেল তার স্বর।

'আমরা কে তা তুই ভালোই জানিস্‌, বাঞ্চোৎ গিডিয়ন! সেই লোক ক'টাকে আমাদের চাই!'

'তোদের কথায় উত্তর দিয়ে কোন লাভ হবে না। কোন লাভ হবে না।'

'আমরাও ব্যাটাদের নিতে আসছি, জ্যাকসন্‌! নেবোই ওদের, নইলে এখানকার সব বাড়ী পুড়িয়ে ছারখার ক'রে ফেলব!'

ক্ষিপ্র আদেশ করল গিডিয়ন: 'বাড়ীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়! ঝোপের মধ্যে আড়ালে আড়ালে থাকবে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে না এলে গুলি ছুঁড়বে না কেউ।' লোকেরা বসন্তের শুষ্ক ডাল ও ঝোপের মধ্য দিয়ে নুয়ে নুয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বারান্দায় যারা রইল তারা প্রস্তুত হলো সর্বশক্তি নিয়ে। একটা স্তম্ভের পাশে দাঁড়াল গিডিয়ন, এব্‌নার আর ভাই পিটার। এব্‌নারএর দিকে চোখ ফেরাল গিডিয়ন। নিজের হাতের অনিবার্য লক্ষ্যভেদী রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। পাথরের মত নিথর নিশ্চল, কিন্তু এখনও দু' গাল বেয়ে নামছে অশ্রুধারা। ভাই পিটার প্রার্থনা জানাল: 'আমাদের ক্ষমা কোরো প্রভু, ভগবান আমাদের অপরাধ নিও না।' নিজের স্পেনসার রাইফেলটা তুলে নিল গিডিয়ন। কতদিন, কতদিন আগে মানুষকে সে আজকের এই দৃষ্টিতে দেখেছিল? মানুষের প্রাণসংহার—বিশ্বভুবনে এত বড়ো অন্যায়, এতবড়ো উন্মত্ততা আর কিছু হতে পারে না। তবু শেষ ন্যায় অন্যায় বিচার এই উন্মত্ততাই

নির্ধারিত ক'রে দেয়। শ্বেত-বাহিনী বিস্তৃত হ'য়ে সামনে এগিয়ে আসছে ; প্রথমে একবার দ্রুত কদমে, তারপর ধীরে ধীরে। একশো গজ দূরে আসতে এব্নার লেইটএর সুদীর্ঘ রাইফেল গর্জে উঠল। একটা লোক সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। এবার শ্বেত-বাহিনী আরম্ভ করল গুলি ছুঁড়তে। যখন তারা পঁচাত্তর গজের মধ্যে এসেছে, গিডিয়নএর নিষেধ সত্ত্বেও বাড়ীর চারদিক থেকে চড়চড় শব্দে প্রত্যুত্তর দিল এক ঝাঁক গুলি। আর একটা লোক ঘোড়ার পিঠে ঢলে পড়ল ; আর একটা যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠল। এবার দাঁড়িয়ে পড়ল শ্বেত-বাহিনী। তারপর পেছন ফিরে জোর কদমে জোছনার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে বারান্দার সকলে নেমে এল। দু'জন সাদা আলখাল্লা পরা ক্লান মাঠের মধ্যে পড়ে আছে ; দু'জন কারওএলবাসী গিয়ে তাদের শ্বেত মুখাবরণ সরিয়ে দিল। দু'জনেই মৃত। অপরিচিত। কারওএলএর কোন লোক আগে কোনদিন তাদের দেখেনি।

আজকের এই প্রথম আক্রমণে কারওএলএর কোন লোক আহত হলোনা বটে কিন্তু ক্লানরা ফিরে যাওয়ায় যেটুকু সামান্য বিজয়োল্লাস হয়েছিল তাও স্থায়ী হলো না। কেননা তখনই আবার আকাশে দেখা দিল নতুন নতুন আগুনের লাল আভা। একটার পর একটা বাড়ী আর খামার জ্বলছে। জ্বলছে এক একজন লোকের সবকিছু, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে আশা আকাঙ্খা, বয়ে নিয়ে আসছে দুঃসহ বেদনার সঙ্কেত। ভীড় ক'রে একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে গৃহিণী ও শিশুরা। ভোর হলো, সূর্য উঠল। বাড়ীগুলো তখনও জ্বলছে আর ঘুরে ঘুরে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

গৃহিণীরা সকালের খাবার তৈরি করল, তাই খেল সকলে। কিন্তু কথা নেই কারো মুখে, এতটুকু হাসি নেই কোন ঠোঁটে। সান্ত্বনা পাওয়া

মত একটি মাত্র চিন্তা গিডিয়নএর মনে জাগে—এতক্ষণে মার্কাস সবগুলো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মার্কাস ঘোড়াকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে কারওএলএর ঘাসী-মাঠ পেরিয়ে সোজা পথ ধরে চলেছে। আগেকার দিনে এই সব জায়গায় তেজী চমৎকার ঘোড়া সব রাখা হ'তো। এই পথে গিয়ে সে নয়া রাস্তা আর বিলের বাঁধ একেবারে এড়িয়ে, সোজা এসে পড়ল বড় মোড়ে। ক্ষুদ্র ঘোড়াটা ছুটেছে ক্ষিপ্র বেগে। এমনি বেগেই সে ছুটবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জোছনালোকিত পথ জনহীন, নিস্তব্ধ। আজকের মত এমনি ঝিরঝির শীতল হাওয়ায় মানুষ যতদূর খুশী তীব্রবেগে ছুটে যেতে পারে। কারওএল থেকে আট মাইল দূরে ছুটে এসে, ঘোড়াকে সে খানিক বিশ্রাম দিল। হঠাৎ মার্কাসের কানে এল একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে। রাস্তা থেকে নামিয়ে ঘোড়াকে সে নিয়ে গেল একটা পাইন ঝোপের আড়ালে। তারপর তার কানে কি যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে নরম নাকে দু' একটা আদুরে চড় দিল। সেখানে দাঁড়িয়ে মার্কাস দেখল ঘোড়ার পিঠে একদল লোক চলেছে, সংখ্যায় প্রায় কুড়িজন তারা, পরনে সকলের সাদা ক্লান-পোশাক। যতক্ষণ তারা দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে চলে না গেল, মার্কাস তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে আবার ছুটল তার ঘোড়ার পিঠে।

দুর্ভাবনায় পড়ে গেল মার্কাস্ এই রাত্রের ঘোড়সওয়ার দল দেখে। এরা নিশ্চয়ই চলেছে কারওএলএ। সে কি ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে সকলকে সাবধান ক'রে দেবে? কিন্তু এই কুড়িজন লোকের ক্ষমতা নিশ্চয়ই হবে না অতবড় একটা বাড়ী আক্রমণ করতে। তা ছাড়া, বাবাও তো হুঁসিয়ার হ'য়ে আছে এবং তা ছাড়াও, ফিরে যদি সে যায় তো পথেই কোথাও হয়তো তাকে আটকা পড়ে গুলি খেয়ে মরতে

হ'তে পারে। এই ভেবে সে ঘোড়াকে সামনেই ছুটিয়ে দিল। জীনের ওপর উপুর হয়ে তীব্র গতির তালে দোল খেয়ে ছুটল সে। সবেগ বাতাসের স্পর্শে কখনও তার তন্দ্রা অনুভব হয়। অতি বেগে কেবল পেছু সরে যায় ঘোড়ার পায়ের নীচের মাটি। এমনি চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিশোর মার্কাস একটা কিছু দায়িত্ব পালন করার মহানন্দে ভুলে গেল কারওএলএর কথা। আনন্দের আতিশয্যে ঘোড়াটাকেই সে বলে: 'ওরে আমার সোনার ঘোড়া, চুঃ—চুঃ, কি সুন্দর ঘোড়া তুই—কি বিরাট তোর মনটা, চুঃ-চুঃ—'

রাত্রির আকাশে প্রভাতের ধূসর চ্ছটা। মার্কাস হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে তার ঘোড়াকে। খানিকটা গিয়ে সে রাস্তা ছেড়ে নামল একটা ছোট মাঠে। ঘোড়াটা জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামের প্রয়োজন তার নিজেরও; নিজেও সে বড় শ্রান্ত। কব্জিতে লাগামটা জড়িয়ে একটুক্ষণের জন্য সে শুয়ে পড়ল। শুধু মুহূর্তমাত্র, শুধুমাত্র দম নেবার জন্য; এমন ভেজা এবড়ো খেবড়ো মাটিতে ঘুম তার নিশ্চয়ই হবে না। লাগামের টানে চোখ খুলে যেতে মনে হলো শুধু এক মুহূর্ত সে চোখ বুজেছিল। আকাশে সূর্য উঠেছে। মার্কাস উঠে বসতে ঘোড়াটা কাছে এসে ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়াল আদরের আশায়। হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল মার্কাস, আটটা বেজে গেছে। তা হ'লে একঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। তাড়াতাড়ি আবার সে ঘোড়া ছুটালো। যখন কলাম্বিয়ায় পৌঁছোল, তখন বেলা দশটা।

শহরতলীর রাস্তা ধরে মার্কাস ছুটেছে, বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখছে অধিবাসীরা। শহরকে মনে হয় কেমন যেন একটু ক্ষিপ্ত, যেন কিসের সাবধানবাণী। মার্কাস সোজা উঠল গিয়ে পশ্চিমী-ইউনিয়ন অফিসে। ঘোড়াটাকে বাইরের রেলিংয়ে বেঁধে রেখে সে প্রবেশ করল অফিসের ভেতরে। সামান্য তন্দ্রায় তার শ্রান্তি সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এখনও ক্লান্তি

ঘিরে আছে তাকে। তার ইচ্ছা কাজ সেরে শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে কোন পাইন-ঝোপ খুঁজে নিয়ে সেখানে ছায়াচ্ছন্ন ঘাসের মাটিতে সে ঘুমিয়ে পড়বে। ব্রণের দাগ-মুখো ছেলেটি এখন অফিসে নেই। রয়েছে টেলিগ্রাম যে পাঠায় সেই অপারেটর। লোকটার বয়স চল্লিশ; মুখে সব সময়ই একটা একগুঁয়ে রাগ রাগ ভাব। মার্কাসকে একবার একটুখানি দেখে নিয়ে সে উঠে এল।

'কি চাই, খোকা?'

আগেই মার্কাস খবরগুলো সামনে বার ক'রে রেখেছে। 'এই ক'খানা পাঠিয়ে দিন দয়া ক'রে।'

আড় চোখে কাগজগুলোর দিকে চেয়ে অপারেটর বলল: 'এতে যে অনেক টাকা লাগবে।'

মার্কাস পাঁচখানা দশ ডলারের নোট বার ক'রে সামনের টেবিলে রাখল।

'এত টাকা বাঞ্চোৎ নিগার পেল কোত্থেকে?'

বাবা তাকে বলে দিয়েছে: 'তারগুলো যেন পাঠিয়ে দিও, আমি বিশ্বাস করি তুমি পারবে।' মার্কাস তাই যতদূর সম্ভব দয়া ভিক্ষার স্বরে বলল: 'আমি এগুলো পাঠাচ্ছি কংগ্রেস সদস্য জ্যাকসনএর হয়ে। তিনিই আমাকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

'তিনি দিয়েছেন?'

'সত্যি বলছি, তিনি দিয়েছেন।'

অপারেটর টেলিগ্রামগুলো পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ ক'রে সে মার্কাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নিল; দেখে নিল তার ধুলোকাদা মাখা পোষাক। তারপর চোখ তুলে দেখল তার ঘোড়াটাকে। পকেটে হাত দিয়ে মার্কাস রিভলভারটা নিজের আঙুলের মধ্যে নিয়ে নিল। অপারেটর আরও কয়েকটা টেলিগ্রাম পড়ল। তারপর সে সবগুলো

একসঙ্গে তুলে নিয়ে বলল : 'ঠিক আছে, খোকা। সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।' পঞ্চাশটা ডলারই সে নিয়ে নিল।

'এখুনি পাঠান, আমি এখানে থাকতেই পাঠান।' মার্কাস বললে।

'শোন, খোকা—টেলিগ্রাম জিনিসটা পাঠাতে সময় লাগে, অনেক সময়। আমার কাজ আমি বেশ জানি। নিগারের কাছে শেষে কাজ শিখতে হবে! তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে, খবরের জন্য তোমার কোন ভাবনা করতে হবে না।' অপারেটরের স্বরটা কেমন ঝাঁঝালো।

'পয়সা দিয়ে টেলিগ্রাম করছি। এখুনি পাঠান।'

'বেরো, বেরো এখান থেকে!' ধম্‌কে উঠল অপারেটর।

'মার্কাস রিভলভারটা বার ক'রে টেবিলে রাখল। লোকটার পেট থেকে অল্প কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে রিভলভারের মুখটা। নিজে রিভলভারটা আড়াল ক'রে দাঁড়াল যাতে কেউ ঢুকলে কিংবা সামনে দিয়ে চলে গেলে চোখে না পড়ে। তার আঙ্গুলটা রিভলভারের ঘোড়ায় লাগানো। 'এখুনি পাঠান। বসুন গিয়ে জায়গায়, বসে পাঠাতে শুরু করুন, বলছি।'

অপারেটরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, নীচের ঠোঁট সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। থেমে থেমে হোঁচট খাওয়া গলায় সে বলতে আরম্ভ করল: 'খোকা, আরে এ যে অনেক—'

'শুরু করুন পাঠাতে, গোলমাল করার চেষ্টা করবেন না। কি পাঠাবেন আমি ঠিক বুঝতে পারবো।'

মার্কাসের দিকে চোখ রেখে অপারেটর গিয়ে বসল নিজের টেবিলে। খবরগুলো ছড়িয়ে নিয়ে সে বোতামটা ধরল। তরপর সে শুরু করল বাজাতে : 'কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি···কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি··· কলাম্বিয়া সামটার ষ্ট্রীট ষ্টেশন থেকে খবর দিচ্ছি···নিগার ষ্টেশন আক্রমণ করেছে···রেল টেলিগ্রাফকে তার করুন পুলিশকে খবর দিতে—'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই সংকেতই বাজাতে লাগল অপারেটর। ভাব দেখাল যেন প্রথম টেলিগ্রামখানা পাঠানো শেষ করল। সেখানা একটা ঝুড়ির মধ্যে ভাঁজ ক'রে রেখে আরম্ভ করল আর একখানা। ব্রণের দাগ-মুখে ছেলেটি এবার ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে মার্কাস রিভলভারের মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে বলল : 'পেছনে যান, দেয়ালের কাছে।' ছেলেটি দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, মুখ তার হা করা কিন্তু নিঃশব্দ। অপারেটর টেলিগ্রাম যন্ত্র টিপেই চলেছে—'কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি···আমাকে পাঠাতেই হচ্ছে, থামতে পারছি না—'। তৃতীয় টেলিগ্রামখানাও একই রকমে শেষ ক'রে ভাঁজ ক'রে ঝুড়িতে রাখল। মধ্যবয়সী এক ব্যবসায়ী ঘরে এসে ঢুকল। মার্কাস রিভলভারটা ঘোরাতে সেও ছেলেটির পাশে গিয়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়াল। চতুর্থ টেলিগ্রামখানাও ঝুড়িতে রাখা হ'য়ে গেল। যন্ত্র তবু বেজেই চলেছে—টরে টক্কা—টক্কা—টক্কা—। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ'নাও তেমনি করেই ঝুড়িতে রাখা হ'য়ে গেল।

'বাস্, হয়ে গেল।' ভাঙ্গা গলায় অপারেটর জানিয়ে দিল।

'যেমন আছেন ঠিক তেমনি সব থাকুন।' মার্কাস বলল সকলকে। এবার সে পেছনে সরে আসছে। 'যেখানে আছেন ঠিক সেখানে, একটুও নড়বেন না।' পিছু হেঁটে দরজা পেরিয়ে সে রাস্তায় নামল, হাতের রিভলভার ঠিক তেমনি বাগানো। তখুনি কানে এল একটা রাইফেলের আওয়াজ, এবং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হলো বাঁ হাতে এক মর্মান্তিক বেদনা। যেন একটা জ্বলন্ত হাতুড়ীর দারুন আঘাত চুরমার ক'রে, অকর্মণ্য ক'রে দিয়ে গেল তার হাতখানা। দেহের সঙ্গে হাতখানা ঝুলতে লাগল। জীবনে এমন বিপুল বেদনার সঙ্গে পরিচয় আজও তার হয়নি। পা ছ'খানা সে কোন রকমে ঠিক রেখেছে, কিন্তু রিভলভার পড়ে গেছে হাত থেকে। টাল খেয়ে খেয়ে বহুকষ্টে ঘোড়াটার কাছে

গিয়ে তার বাঁধনটা দিল খুলে। একবার চেষ্টা করল জীনে চড়ে বসতে। রাইফেল হাতে দুজন লোক দৌড়ে আসছে রাস্তা দিয়ে। একজন একবার দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির করল। এবারে দগ্ধ যাতনার পুনরাবৃত্তি হলো মার্কাসের উরুতে। আরও চারজন অস্ত্র হাতে ছুটতে ছুটতে এল বিপরীত কোণ থেকে। চতুর্দিকে তখন লোকজন ছুটছে।

প্রাণপণে জীনটাকে আঁকড়ে ধরল মার্কাস। একখানা পা জীনে পুরে দিয়ে ঘোড়াকে হাঁকল : 'দৌড়ো—ওরে—ছোট্ !' জীনের মধ্যে আটকে আছে সে, ঘোড়া তার ছুটল সেই আগেরই মত ক্ষিপ্র কদমে। সশস্ত্র লোকগুলো এবার দাঁড়িয়ে পড়ে গুলি ছুঁড়ছে। যেন তারা চাদনির লক্ষ্যভেদ শিখছে। মুহুর্মুহু রাইফেল গর্জে উঠছে আর মার্কাসের শরীরে বিধছে অগুন্তি বুলেট। একটা বিঁধল ঘোড়াটার দেহে। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল সে, মার্কাস ছিটকে পড়ল মাটিতে। দিশেহারা উন্মত্ত হ্রেষারবে ঘোড়াটা উঠে দাঁড়াল, উঠেই দৌড় দিল। লোকগুলো ধীরে ধীরে মার্কাসএর কাছে এগোয় আর গুলি ছোঁড়ে; আবার কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেলে গুলি ভরতি ক'রে নেয়। এতক্ষণে তারা বুঝল আর গুলি ছুঁড়বার প্রয়োজন নেই—শেষ হ'য়ে গেছে। তারা এগিয়ে এল কাছে। একজন পায়ের বুট দিয়ে ঠেলে নিষ্প্রাণ দেহটাকে উল্টে দেখে নিল একবার।

জমিদার বাড়ীর মধ্যে তখন প্রথম প্রাতরাশ হয়ে গেছে। মাস্টার বেঞ্জামিনকে কাছে ডেকে গিডিয়ন বললে : 'আপনার কি এখনও এখানে থাকার ইচ্ছে আছে? আপনাকে বোধহয় ওরা চলে যেতে দেবে।'

'সারা রাত সেই কথাই তো ভাবছিলাম।' মাস্টারের দু' গালে বড় বড় দাড়ি, চোখ কোটরগত। 'আপনারা যদি চান তো আমি থাকবো। আমার মনে হয়, আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারবো।'

'ধন্যবাদ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এর জন্য যেন আপনাকে অনুতাপ করতে না হয়।'

'বিষয়টি নিয়ে বেশ একটু ভেবেছি। পরে অনুতাপ করতে হয় এমন কাজ আমি না করতেই চেষ্টা করি।' ধীর কণ্ঠে মাস্টার বললে।

'দেখুন, ছেলেমেয়েদের ওপরে নিয়ে গিয়ে কিছু একটা পড়ার বন্দোবস্ত করতে পারেন তো ভাল হয়; ভাই পিটারও আপনাকে সাহায্য করবে। বোঝেনই তো, ব্যাপারটা ওদের পক্ষে কষ্টকর হবে, সারাদিনই তো এই বাড়ীর মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে। ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা, ওরা তো বোঝে না কেন এই সব হচ্ছে। খুব সরল সহজ ভাবে যদি আপনি ওদের বোঝাতে পারেন, কেন আমরা এখানে এলাম এবং কি আমরা করছি, তা হলে খুবই ভাল হয়।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো।'

'দেখবেন, ওরা যেন ভয় না পায়। ওদের আশা দিয়ে রাখবেন··· আমার মনে হয়, আশান্বিত হবার কারণও রয়েছে আমাদের।'

সম্মতিতে ঘাড় নাড়ল বেঞ্জামিন। তারপর গেল ভাই পিটারএর সঙ্গে কথা বলতে। মেয়েরা বেশীর ভাগই এখন খাবার ঘরে জড়ো হয়েছে। গিডিয়ন সরল ভাবে সোজাসুজি বুঝিয়ে দিল তাদের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। বলল:

'এ অবস্থা আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম না। এক হ'য়ে দাঁড়াতে আমাদের হবেই। ট্রুপার চলেছিল তার নিজের খুশীমত; আপনারা জানেন তার পরিণাম। এ থেকে পার পেতে হ'লে আমাদের একমাত্র উপায় হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ঐক্যবদ্ধ ভাবে পুনর্গঠন করতে হবে এমন কিছু যা স্থায়ী হবে, যা হবে সুন্দর, আজ এই যে আমরা মূল্য দিয়ে যাচ্ছি—তা হবে এর উপযুক্ত। আমি বিশ্বাস করি, আমরা তা

পারবো। এখানে আমরা বেশ ভালো জায়গায় আছি। আমাদের খাবার আছে বহুদিনের, জল আছে যথেষ্ট, আছে ওষুধ আর একজন ডাক্তারও। মাস্টার মশাইও থাকছেন আমাদের সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের পড়াবেন তিনি। আমার মনে হয় এ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার মতে, যাই ঘটুক না কেন, এই শিক্ষাদান চলতেই থাকবে এবং চলা উচিতও। বলতে গেলে, একটা গোটা সম্প্রদায় আমরা এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে রয়েছি, এবং আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এই যে, আমরা যারা এই এতগুলো পরিবার এখানে আছি তারা সকলে এই রকম অবস্থায় একসঙ্গে থাকতে পারি কি না এবং যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হবে তার সমাধান করতে পারি কি না, তা সে যতদিনই এখানে থাকতে হোক না কেন। আমার বিশ্বাস, আমরা পারবো। আজকে আমরা যার সম্মুখীন হয়েছি এর চেয়েও বড়ো সমস্যার সামনে এর আগে আমরা পড়েছিলাম। ঐক্য-বদ্ধ হয়ে আমরা তার সমাধান করেছি। এখানে আমরা প্রতি একজন সাদা মানুষে দুজনারও বেশী আছি কালোমানুষ। কিন্তু তাই বলে কোন গোলমাল হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমরা যে শিখেছি একসঙ্গে থাকতে, একসঙ্গে কাজ করতে এবং পরস্পরকে সম্মান করতে। এদেশে কালো আর সাদা মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে। তাই যতকিছু আমরা করেছি, সবকিছুর মূলে ছিল একটা সংকল্প এবং তা হলো—একসঙ্গে আমরা কালো আর সাদা মানুষ কাজ করবো, একসঙ্গে আমরা গড়ে তুলবো সবকিছু। বাইরের লোকেরা এই সত্যকে অস্বীকার করে। তারা আমাদের ঘরবাড়ীতে আগুন দিয়েছে এই কথাই প্রমাণ করতে যে তারাই ঠিক, তারাই ন্যায়ধর্মী। কিন্তু আমাদের কাজই যে সঠিক একথা প্রমাণ করবার ভিন্ন উপায় আছে। আতঙ্ক, খুনখারাবী কিংবা ধ্বংসে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা লড়াই করবো শুধুমাত্র আমাদের জীবন আর আমাদের মাটি রক্ষার জন্যই। এদেশে আমরা স্থাপন

করবো এক সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ, মুক্তিকামী জাতির উদাহরণ।... কাল আমরা ঠিক করেছিলাম, জমিতে কাজে নামবো। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। অনুমতি ছাড়া কেউ বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না। পুরুষদের নিজেদের কাজ করতে হবে। তা ছাড়াও, তারা দেখবে চৌবাচ্চা যাতে ভরতি থাকে, যাতে মজুত জিনিসপত্তর নষ্ট না হয়, যাতে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানী কাঠ ঘরে থাকে। বাড়ী পাহারাও তারাই দেবে। বাড়ীর মধ্যের সবকিছুর পরিচালনার ভার আপনাদের, গৃহিণীদের। খাবার সব ভাগ ক'রে দেবেন আপনারা, তার জন্যে দায়ীও থাকবেন আপনারা। রুগ্ন ও আহত যদি কেউ হয় তো তার দেখাশোনার ভারও আপনাদের। একটা বাড়ী পরিচালনা করতে হ'লে আরও যে নানারকম কাজ থাকে সে-সব আপনারাই ক'রে নেবেন...

'পরিশেষে, আমি আপনাদের বলছি, নিরাশ হবেন না। হয়তো আমাদের মনে হবে যে এখানে আমরা একলা। কিন্তু আমরা একলা নই। আমরা এদেশের একটি অংশ, যে অসংখ্য সাচ্চা লোকদের নিয়ে এই জাতির সৃষ্টি, আমরা তাদেরই একটি অংশ। কখনও তাঁরা আমাদের ছেড়ে যাবেন না।'

সারা সকাল গিডিয়ন এবং অন্য সকলে লক্ষ্য করল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য-আকৃতি জীব সব মাঠের সুদূর প্রান্তে বনের মধ্যে আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু তারা রাইফেলের নাগালের বাইরে। দেখে মনে হয় তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে, কোন শৃঙ্খলা কিংবা পরিকল্পনা নেই। জনকয়েকের মাথায় এখনও সাদা টুপি, গায়ে সাদা পোষাক, কিন্তু বেশীর ভাগই সেসব খুলে রেখেছে। গতরাত্রে যা বুঝতে পারা গেছে এবং এখন যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তাতে আন্দাজ অন্তত শ' আড়াই লোক রয়েছে কারওএলএর চতুর্দিকে। বেলা এগারোটা নাগাদ তাদের সঙ্গে

যোগ দিয়েছে আরও প্রায় জন পঞ্চাশ। দক্ষিণের রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে তারা। নবাগত অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে উৎসুক চোখে পাহাড়ের ওপরের এই প্রাসাদটিকে নিরীক্ষণ করছে।

বয়স্ক ছেলে এবং পুরুষদের নিয়ে ছ'টা দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতি দলে আটজন, একজন তার মধ্যে নেতা। চারঘণ্টা ক'রে প্রত্যেক দলকেই পাহারা দিতে হবে, বাড়ীর এক একদিকে দু'জন ক'রে। সকলের ওপরের নেতা গিডিয়ন, তার অধীনে এব্‌নার লেইট আর হ্যানিবল ওয়াশিংটন। প্রত্যেক দল-নেতাই এক একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। লড়াইয়ের সময় লেস্‌লী কারসন্‌ ছিল বিউগেল বাদক। সে সময়কার বিউগেলটা ভাঙা চোরা অবস্থায় এখনও সে সযত্নে রেখে দিয়েছে। তাকেই নিযুক্ত করা হ'লো বিপদ-সঙ্কেত জ্ঞাপন করবার জন্য সঙ্কেত বাজানোর কাজে। বাড়ীর পেছনে দু'ধারে প্রলম্বিত স্থানের মাঝখানে গাড়ীগুলো চিৎ ক'রে সাজিয়ে কার্যকরী অবরোধ নির্মাণ করা হয়েছে। মজুত খাবার আনা-নেওয়ার জন্য একটু সরু পথ শুধু খোলা রাখা হয়েছে।

প্রায় দুপুর। গিডিয়ন ও এব্‌নার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কে যেন একটা লোক পাহাড়ে উঠে আসছে। লোকটা আসছে পায়ে হেঁটে, হাতের লাঠিতে জড়ানো সাদা কাপড় একখানা। প্রায় একশ' গজ দূরে এসে লোকটা চিৎকার ক'রে উঠল :

'হেই, জ্যাকসন! আসতে পারি?'

'ব্যাটা বেণ্টলী।' বললে এব্‌নার।

'চলে আসুন!' গিডিয়ন উত্তর দিল।

অনেকই, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই, বারান্দায় বেরিয়ে এল। বারান্দার একপাশে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে তারা বেণ্টলীকে দেখছে। মুখে তাদের

বিষণ্ণতা মেশানো ঔৎসুক্য, মনে হয় খুন আর মানুষের গৃহদাহ ক'রে লোকটার যে নতুন চরিত্র ফুটে উঠেছে সেই চরিত্র তারা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে, দেখছে আর বুঝবার চেষ্টা করছে।

বেণ্টলী এসে সিঁড়িতে বসে পড়ল, বসল এক হাঁটু ভেঙ্গে, দু'হাতে সেই হাঁটু ধরে। লোকটার সাহস আছে, সন্দেহ নেই। নিরস্ত্র বেণ্টলী একলা এসেছে সেই সব মানুষদের মধ্যে যাদের ঘরবাড়ী সে পুড়িয়েছে, যাদের প্রতিবেশীদের সে খুন করেছে। গিডিয়নকে বললে সে:

'গিডিয়ন, শোন কাজের কথা। এস, ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলি আমরা। লড়াই করবার তো আমাদের দরকার নেই গিডিয়ন। আমি এখানে এলাম কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করবো বলে আর দেখব কি হয়েছে, কি ব্যাপার।'

'কি হয়েছে সে আমি জানি।' গিডিয়ন বললে।

'বেশ, ধরো তুমি সেই লোক ক'টাকে আমার হাতে দিয়ে দিলে।'

'আর তারপর?' গিডিয়ন প্রশ্ন করল।

'তারপর আমরা তোমাদের দিব্যি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'আর তারপরই আমরা আমাদের বাড়ীতে ফিরে যাই, তাই তো? আমরা জন্তুর মত মাঠে ঘাটে থাকতে শুরু করি, কেমন? তারপর কারওএল ছেড়ে চলে যাই, তাই না?'

'এই তো গিডিয়ন, সে-কথা তো কেউ তোমায় বলতে বলেনি। গেল রাত্তিরে তোমরা দু'টো লোককে খুন করেছ। তার জন্যে কারওএলএর প্রত্যেকটা লোককে আমি দায়ী করতে পারতাম। আমি তো একে দুর্ঘটনাই বলতে চাই। আমি তো চাই শুধু সেই লোক ক'টাকে নিয়ে যেতে।'

'সেই লোক ক'টাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিন শ' লোকের এখানে আমার দরকার হয়েছে?'

বেণ্টলীর মুখে ঘৃণার ভাব। 'দেখ, গিডিয়ন, ক্লান জিনিসটা হ'লো আলাদা। আমি তো আর ক্লান নই, সে তো তুমি জানই। জ্যাসন হুগার তো নিজের গোঁ ধরেই আছে। তোমরা তো দেখছ কিছুটা উত্তেজনা রয়েছে আর ছেলেরাও চায় আসতে, আর হয় তো বা তারা মাথাও গরম করে খানিকটা। যাকৃগে, সেসব তো পুরোনো ব্যাপার, শেষ হ'য়ে গেছে।'

'আর ট্রুপারএর দু'টো বাচ্চাকে যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে?' গম্ভীর স্বর গিডিয়নএর।

'আরে সে তো একটা দুর্ঘটনা! ছেলেরা মাথা গরম ক'রে ফেলে ছিল যে!'

বারান্দার পেছন দিকে দাঁড়িয়েছিল উইল বুন। স্পষ্ট তীক্ষ্ণস্বরে সে বললে: 'ওর সঙ্গে কথার কোন দরকার নেই। গিডিয়ন, দিই-ই না শূয়োরের বাচ্চাকে সাবাড় ক'রে?'

বেণ্টলী একবার তাকাল বুনএর দিকে: 'কথাটা মনে থাকবে, বুন!'

ধীরকণ্ঠে গিডিয়ন বললে: 'আমি যা ভাবছি তা আপনাকে বলব, মিঃ বেণ্টলী। এ অবস্থায় আপনি যে বেঁচে রয়েছেন তার কারণ আমরা সভ্য এবং আইনানুগত লোক। আমার বিশ্বাস, আপনি তা জানেনও। আপনাদের মত লোকদের একটা গুণ আছে এই যে, সভ্যতার উপাদান কি, তার একটা সহজাত ধারণা,—যদিও একেবারে গোড়ার ধারণা,—আপনাদের আছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন কি?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—' ঈষৎ হেসে বেণ্টলী উত্তর দেয়।

'আমি চাই যে আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন। জানেন আপনি এ দেশের অধিবাসীদের অধিকার কি কি? আমি সেসব ভাল ক'রে জানি। এই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যারা তৈরি করেছে, আমি তাদের একজন। এ বাড়ীর একটি লোককেও আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন

না। বরং আমরা আপনাকে, আপনার ওই দলের প্রত্যেককে দায়ী করি। আপনাদের আমরা দায়ী করি ট্রুপার আর তার স্ত্রীকে খুন করার অপরাধে; আপনাদের আমরা দায়ী করি দু'টি কচি শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অপরাধে। এই শিশু-হত্যার বর্বরতা আপনাদের ক্লানদের সমস্ত বর্বরতাকে ছাপিয়ে গেছে; আপনাদের আমরা দায়ী করি, কারণ, সারা গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের ঘরবাড়ী আপনারা উন্মত্তের মত আগুন দিয়ে ছারখার করেছেন; আপনাদের আমরা অপরাধী সাব্যস্ত করি, কারণ, ম্যাকহুগ এবং তার অসুস্থা স্ত্রীকে খুন করেছেন আপনারা; কারণ, ম্যাকহুগএর সারা শরীরে চাবুক মেরে মেরে এবং বর্বর অত্যাচার ক'রে ভেঙে দিয়েছেন আপনারা; কারণ, জেইক হেইলকে খুন করেছেন আপনারা; কারণ, এন্ডি ফিসারকে মেরে ফেলেছেন আপনারা। অপরাধী সাব্যস্ত করি, কারণ, কারওএলএ যত অত্যাচার, খুন, জখম হয়েছে, সব করেছেন আপনারা। শুনতে পাচ্ছেন, বেণ্টলী?—এর সবকিছু অপরাধের জন্য আমরা দায়ী করি আপনাকে, আপনার দলকে। আমরা ধৈর্য ধরেই আছি; আমরা গঠনের কাজে লেগে আছি, গড়ে তুলেছি সুবৃহৎ এক মহান জিনিস, আর এ-পথ থেকে আপনারা আমাদের সরিয়ে দিতে পারবেন না। এ-সৃষ্টি আমাদের চলতেই থাকবে। কেবল আপনাদেরই নয়, যে-দোস্তদের প্রতিনিধিত্ব আপনি করেন, সকলকে আমরা শেষ ক'রে ফেলবো। এই হ'লো আমার বক্তব্য আর আমি বলছি আমাদের সকলের হ'য়ে। যান, ফিরে যান, বলুন গে আপনার দোস্তদের। বলে দেবেন যে এই বাড়ীর চতুঃসীমানায় রাইফেলের নাগালের মধ্যে যে কেউ ঢুকবে তাকেই আমরা মেরে ফেলব। যান, সব বলুন গে।'

'এই হ'লো তোমার সব বক্তব্য, জ্যাকসন?' বেণ্টলী প্রশ্ন করল গিডিয়নকে।

'হ্যাঁ, এই-ই সব।'

'বেশ, ভালো।' শেরিফ উঠে দাঁড়াল। পেণ্টটা ঝেড়ে একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর দিয়ে। চামড়া যাদের সাদা তাদের দেখল আর একটু ভালো ক'রে। তারপর সে পাহাড়ের পথ বেয়ে নেমে চলে গেল।

সেই অপরাহ্নেই এল প্রথম প্রকৃত আক্রমণ। প্রায় দুশো ক্লান পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। এখন তারা মুখের সাদা ঢাকনি খুলে ফেলেছে। বুঝেশুনে সাবধানে আক্রমণের সময় তারা ঠিক করেছে। যখন অপরাহ্নের রক্তিম সূর্য নেমে গেছে দিগবলয়ে, সমস্ত বাড়ীটা অবগাহন করছে প্রদীপ্ত আলোয়, ধাঁধিয়ে গেছে রক্ষীদের চোখ, সেইসময়ে তারা শুরু করল আক্রমণ। একসঙ্গে তিনটা দলকে গিডিয়ন আদেশ করল সেই দিকে সরে যেতে। সেই দিকেই রয়েছে বাড়ীর দুই প্রলম্বিত অংশ। তারা দাঁড়াল গিয়ে গাড়ীগুলোর পেছনে আর জানালায় জানালায়। অবশিষ্ট আঠার জন ছড়িয়ে পড়ল বাকী তিন দিকে। যতদুর সম্ভব চোখের ওপর রোদ্দুর পড়া এড়িয়ে রাইফেল পেতে তারা তৈরি হ'য়ে নিল। ওপর তলায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের বলা হ'লো মেঝেয় শুয়ে থাকতে। প্রত্যেকটি ঝোপঝাড় ও ঢিবির পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে কারওএলীদের দৃষ্টি এড়িয়ে ধীরে ধীরে ক্লানরা উঠে আসছে। 'এই সব মহারথীরা গেটিস্‌বার্গের লড়াইয়ের সময় ছিল কোথায় ?' ক্ষুব্ধ, ক্রোধান্বিত ফ্র্যাঙ্ক কারসন্ বলে উঠল। তার মনে পড়ল, কাতারে কাতারে সেদিন নির্ভীক মানুষ কেমন ক'রে সোজাসুজি হেঁটে গিয়েছিল জ্বলন্ত আগুনে।

তিনশো গজ দুরে যখন তারা, তখন প্রথম দুরপাল্লার গুলি ছুঁড়ল হ্যানিবল। দীর্ঘ রাইফেল্‌টার ওপর নুয়ে চোখ কুঁচকে বুড়ো আঙ্গুলে

চোখ মুছে সে লক্ষ্য স্থির ক'রে নিল। 'লাগল না—' নিজেই সে বলে উঠল। এবার ক্লানরাও শুরু করল গুলি ছুঁড়তে। তাদের গুলি কোন কাজে লাগল না—হয় এসে পৌঁছোলই না, নয়তো, এসে লাগল গাড়ী গুলোয় কিংবা বাড়ীর দেয়ালে। নিজের দীর্ঘ রাইফেলটা নিয়ে নিশ্চল হ'য়ে বসে ছিল ম্যারিয়ন জেফারসন। তার রাইফেল থেকে একটা গুলি ছুটে গিয়ে কি যেন একটাতে বিঁধে গেল। দূরে একটা লোক বেদনায় চিৎকার ক'রে উঠল। অন্যরা ছুঁড়ল সাবধানে, ধীরে ধীরে। একশো গজ দূরে এসে ক্লানরা একবার আঘাতের চেষ্টা করল। সূর্য এখন দিগবলয়ের নীচে, অনেক নীচে নেমে গেছে। আলোর শক্তি স্তিমিত। দূরের পাটলবর্ণের ছটায় আক্রমণকারী দুরন্তদের মনে হয় কালো কালো অশরীরী ছায়ার মত। বাড়ীর পেছনের সমস্ত জায়গায় এবং প্রশস্ত দুই অংশের মধ্যখানে রাইফেলের গুলিতে আগুন জ্বলছে মুহুর্মুহু। কুড়ি গজের মধ্যে এসে ক্লান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হ'য়ে পালিয়ে গেল। তাদের জন বারো আহত হ'য়ে পড়ে রইল। অন্যরা উর্দ্ধশ্বাসে পাহাড় বেয়ে নেমে গেল।

'থামাও গুলি। আর নয়।' গিডিয়ন হাঁক ছাড়ল।

চারদিকে ব্যথাতুর নিস্তব্ধতা। ব্যারিকেডের পেছনে কে যেন একজন যন্ত্রনায় কাতরে উঠছে, কে যেন ডাকছে জেফকে। গভীর ছায়ায় অন্ধকারাবৃত হ'য়ে আছে বাড়ীর দুই প্রলম্বিত অংশের মধ্যবর্ত্তি স্থান। কে যেন একজন নিজের হাতে নিজেই চেপে ধরল ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত-ছোটা হাতখানা। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লেসি ডগলাস্‌। তার ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে। ক্ষতবিক্ষত হাতখানায় ব্যাণ্ডেজ জড়াতে জড়াতে জেফ বলে উঠল: 'ধরোনা ওকে। যেমন আছে থাক।' সকলে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখছে কতখানি ক্ষতি সাধন ওরা ক'রে গেছে। নিজের বন্দুকটা ধরে যেখানে বসেছিল, ঠিক সেখানে সেইভাবেই আছে

ম্যারিয়ন জেফারসন্। উইল বুন তার ঘাড়ে হাত দিতেই সে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার দুই চোখের মধ্যখানে একটা গর্ত হ'য়ে গেছে। জনকয়েক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। নিঃশব্দে চেয়ে দেখল তারা ম্যারিয়নকে। দুরের পাহাড়ের কোলে নেমেছে গোধূলির অন্ধকার। সেখানে কার স্বর যেন ব্যাথায় ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। ভাঙ্গা কাঁধ লোকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জেফ বললে: 'চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটা লোক যে ওখানে জখম হ'য়ে পড়ে আছে!' কেউ নড়ল না। উইল বুন নিজের জামাটা খুলে ঢেকে দিল ম্যারিয়ন জেফারসনের মুখখানা। গিডিয়ন এসে হ্যানিবল ওয়াশিংটনকে ছুঁয়ে বলল: 'কাউকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ও-লোকটাকে নিয়ে এসো।'

এক পা এগিয়েও হ্যানিবল ইতস্ততঃ করল। এব্‌নার বললে: 'থাকুক ওখানে পড়ে।'

শান্ত গলায় গিডিয়ন বললে: 'না, যাও, নিয়ে এসো।'

হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি কামরা জেফ আগেই সাজিয়ে রেখেছিল। সব চেয়ে ভালো যেসব আলো পাওয়া গেছে—সেই সব সে সেখানে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইভা কারসন্ আর হান্নাকে সে নিযুক্ত করেছে নার্সের কাজে। একটা আলো খুব কাছে এনে সে আহত ক্লান লোকটার পা থেকে একটা গুলি বার করছে। দু' জায়গায় ঘা খেয়েছে লোকটা--পাকস্থলী আর পায়ে। লোকটার বাঁচবার আশা খুবই সামান্য। শিশের টুকরোটা দেখতে পেয়ে জেফ সেটা তুলে ফেলল। লোকটার মুখখানা ছোট, লাল, চোখ দু'টো ঈষৎ নীল। কি যেন সে জেফকে বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না।

জেফ তাকে জিজ্ঞেস করল: 'আপনার দেশ কোথায়, নাম কি?'

'স্ক্রীভেন, স্ক্রীভেন—' লোকটা কেমন একটা শব্দ করল। কিন্তু

ওটা কি তার নিজের নাম, না, জর্জিয়ার কোন জায়গার নাম, জেফ কিছুই বুঝল না।

এদিকে লেসি ডগলাস্ আছড়ে পড়েছে। কিন্তু জেফএর ক্ষমতা নেই কিছু করতে পারে। ভগ্নস্থান জোড়া লাগানো হ'ল; যদি সে বক্রদৃষ্টি এড়িয়েও যায়, তা হ'লেও আধশোওয়া হ'য়েই তাকে থাকতে হবে বেশ কয়েক সপ্তাহ। অন্য লোকটির আঘাত লেগেছে শুধু মাংসের ওপর এবং রক্তক্ষয় ছাড়া আঘাত তার তেমন মারাত্মক নয়।

আহতদের দেখাশোনা করতে করতে সে অনুভব করল ক্রমবর্ধমান তিক্ততা, আরও বেশী ক'রে নৈরাশ্য। এই পথ বেছে নিয়েছে তার বাবা, কিন্তু এ যে উন্মত্ততা। সংঘাত ক'রে মানুষ কি পেয়েছে? মৃত্যু আর ধ্বংস আর ক্ষয় ছাড়া অন্য কিছু লাভ করেছে কী?

বাড়ীর পেছনের দিকে একটি ছোট্ট কামরায় ম্যারিয়ন জেফারসন্‌কে রেখে আসা হ'লো। সেখানে এল তার স্ত্রী আর বোন, এল সন্তানেরা আর বৃদ্ধা মা…আকুল কান্না আর বিলাপ। সারাটা বাড়ীর লোক শুনতে পাচ্ছে তাদের কান্না। সেখানেও ভাই পিটার এল সান্ত্বনা দিতে। মুখে তার সেই একই বাণী: 'তিনিই পাঠিয়ে দেন, তিনিই আবার নিয়ে নেন। হে পরমেশ্বর, ধন্য হোক তোমারই নাম।'

কিন্তু কেন আজও ধন্য হবে তাঁরই নাম, সে-উত্তর সে খুঁজে পায় না। তার বাণী-শ্রোতা যে-মানুষ সে-মানুষ অন্য যাজকের বাণী-শ্রোতার মত নয়। এ-মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তর সে দেখেছে। দেখেছে জন্ম, দেখেছে কৈশোর, দেখেছে যৌবন, দেখেছে প্রৌঢ়ত্ব। আজ সে দেখছে তাদের মরণ। এ-মরণ সেই স্বাভাবিক মরণ নয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে তার শেষ নিশ্বাসে আত্মাকে বের ক'রে দেবে, পড়ে থাকবে তার নিশ্চল দেহ—আজের মরণ সে-মরণ নয়! এ-মরণ ভয়ঙ্কর, এ-মরণ নির্মম, হিংসার বলি। আজ ভাই পিটার জানে না এ-মরণে কি হ'তে

পারে তার বাণী। একসময় সে গিডিয়নকে বলেছিল : 'ছোট শিশু তুমি। তাতে কী ? কুয়ো থেকে যেমন বালতি ভরে জল তুলে আনে তেমনি ক'রে নিজেকে পূর্ণ ক'রে নাও। তারপর দেখবে কি হয়।' কিন্তু আজকে বলবার কথা সে জানে না। আপন পথে চলতে গিয়ে গিডিয়ন হ'য়ে গেছে কঠিন, অদ্ভুত। এই ঘরের মধ্যে যখন গিডিয়ন এল, যখন সে চেয়ে দেখল মৃত মানুষটিকে, সারা মুখের কোথাও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও দেখা গেল না। প্রায় পাঁচ মিনিট সে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল ম্যারিয়ন জেফারসন্‌কে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লুসির মর্মবেদনায় একটি সান্ত্বনার শব্দও সে উচ্চারণ করল না, একটি কথাও বলল না ভাই পিটারকে, একটি কথাও নয় সন্তানদের আকুলতায়···

গিডিয়ন, হ্যানিবল ওয়াশিংটন আর এব্‌নার লেইট বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে। আলোচনা করছে যা ঘটে গেল, যা ঘটবে, আর যা করা হয়েছে, আর যা করা উচিৎ—তার উপর। আজকের মত রাত্রি, জোছনায় প্লাবন-জাগা দ্বিতীয় রাত্রি। আর এক রাত্রি—যে-রাত্রে প্রান্তর আর বনানী অবগাহন ক'রে উঠেছে রূপালী বিভায়। নীচে বনের ওপাশে দেখা যায় ক্লানরা আগুন লাগিয়েছে। বৃত্তাকারে অগ্নি-শিখা ছেয়ে ফেলছে এক একটি বাড়ী। কিন্তু সেই আগুনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ে প্রশস্ত কালো ফাঁকা জায়গা। সমস্তটা বিকেল গিডিয়ন ভেবেছে শুধু মার্কাসএর কথা। সব ঠিক থাকে তো ছেলে শীগগিরই ফিরে আসবে, যদি না কোথাও থেমে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। ঘুমিয়ে থেকে ক্লানদের দৃষ্টি এড়ানো তার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। বন-জঙ্গলে মার্কাস অতি সাবলীল। এমনকি ঘোড়াটাকেও যদি সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়ে থাকে, তবু বাড়ীতে সে ফিরে আসবেই। কিন্তু

মার্কাসএর পক্ষে মানানসই হবে ওদের মধ্য দিয়ে ধাক্কা মেরে ছুটে আসা। এ কথা বলে পাহারাদারদের সাবধান ক'রে দিয়েছে গিডিয়ন। মার্কাসএর কোন বিপদের আশঙ্কার কথা যখনই তার মনে হয়েছে তখনই তার নিজের অন্তর যেন শূন্য হ'য়ে হিম-শীতল হ'য়ে গেছে। একই রক্ত মাংসে সৃষ্টি যে সে আর মার্কাস, দু'জনে যে সম্পূর্ণ একাত্মা, এ কথা সে কিছুতেই কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারেনি। এমনকি রসেলকেও নয়। জীবনের পরিপূর্ণতম সুখ সে অনুভব করেছে মার্কাসের সঙ্গে থেকে, তার সঙ্গে শিকার ক'রে, তার সঙ্গে কাজ ক'রে, তার একর্ডিয়নের সতেজ সুরে কান পেতে। জেফ তো তা নয়। তার মনে হয়েছে জেফ যেন ভিন্ন প্রকৃতির।

এব্‌নার বললে : 'একজন মরেছে তো কি হয়েছে, গিডিয়ন—ওদের মরেছে চোদ্দজন।'

'একজন যে মরেছে, তার ঘাড়ে একটি পরিবার।' ধীরকণ্ঠে বলল গিডিয়ন।

'মনে তো হয় না যে ওরা আবার আসবে।'

হ্যানিবল বলল : 'আরে ওদের কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে! তা হলেও, ওদের শিক্ষা হয়েছে। ভয় খেয়ে গেছে বেটারা। আর ওদের সাহস হবে না এ-বাড়ীর দিকে এগোতে। আসেও যদি তো আরও অনেক লোক নিয়ে তবে আসবে। ছ' সাতশো লোক যদি নিয়ে আসে তবে যদি কিছু করতে পারে, এই আমি বলে দিলাম, দেখে নিও।'

'কিছু কিছু আমরা ভুল ক'রে ফেলেছি। আমাদের লোকরা যদি ওপরতলা থেকে নীচে গুলি চালাত, তাহ'লে ভালো হতো। তা হ'লে ওরা ঐ সব ঢিবির পেছনে লুকোতে পারত না। মেয়েরা নীচতলায়ই নিরাপদ।' গিডিয়ন বলল।

'আমি গুনছিলাম ক'বার আমরা গুলি ছুঁড়েছি।' বলল হ্যানিবল।

'সে জানি।

এরা কেউ মার্কাসএর কথা তুলল না। কিন্তু এব্‌নার বলল : 'আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখব, গিডিয়ন, যেমন ক'রে হোক যদি কলাম্বিয়া গিয়ে একবার পোঁছোতে পারি।'

'আরও কিছুক্ষণ দেখি।'

এব্‌নার বলল : 'আমি ভাই গুলির কথাটাই বলব। গুলি করার মত কিছু না দেখলে তারা গুলি ছুঁড়বে না কিছুতেই। আজ তো তারা গুলি ছুঁড়েছে স্রেফ আমোদ ক'রে, যেমন ছেলেরা ৪ঠা জুলাইর উৎসবে ক'রে থাকে।'

'আমি চাই, যারা মরেছে—তাদের আজ রাত্রেই কবর দিতে।' গিডিয়ন বলল।

'ম্যারিয়নকে ?'

'অন্যদের, আমি চাই না যে সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা এইসব দেখে।' একটু পরে গিডিয়ন আবার বলল : 'কত গুলি আছে আমাদের, সব শুদ্ধ ?'

'গাদা বন্দুকের গুলি ধরবো না তো ?'

'না, রাইফেলের।'

'প্রায় দু' হাজার হবে।'

গিডিয়ন বলল : 'এই রাত্তিরেই মার্কাস ফিরে আসবে, আমি জানি।'

একলা গিডিয়ন অলিন্দে দাঁড়িয়ে ; একটু পরে রসেল এসে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলল : 'ওগো ?'

'বল।'

রসেল সরে এসে স্বামীর দেহে মিশে দাঁড়াল। 'এখানে একটু থাকতে দাও।' এক হাতে স্বামী তাকে আলগোছে জড়িয়ে ধরল।

'মার্কাস শীগগিরই ফিরবে।' গিডিয়ন বলল।

'ওগো, কেন তুমি ওকে পাঠালে ?'

'ওকে যে আমি বিশ্বাস করি ঠিক আমার নিজের মতন!'

একটুক্ষণ দু'জনে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তারপর রসেল বলল:

'কোন্ পথে খোকা আসবে, যদি ফেরে ও— ?'

'বলতে পারি না—যে-পথ সব চেয়ে নিরাপদ সেই পথে।'

'তোমার মনে হয়, খোকা ফিরবে আসবে তো ? বল না ?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'তুমি যা বল। তুমি যেমন বল সবই তো ঠিক হয়।'

স্ত্রীকে নিজের মুখোমুখি টেনে নিল গিডিয়ন: 'রসেল আমার, তোমার আমি ভালবাসি —'

রসেল উঁচু হ'য়ে স্বামীর চিবুক স্পর্শ করল একবার।

'বিশ্বাস করো, যা কিছু হোক, সব সময় তোমাকে আমি ভালবাসি। কোনদিন আমি যা হতে চাইনি, তা-ই আমি হয়ে গেছি। জনসাধারণের প্রয়োজন ছিল কোন একজনকে, আমি হয়েছিলাম তারা যা চেয়েছিল তা-ই। আর তারই জন্য তোমার কাছে আমি কেমন যেন অস্বাভাবিক হ'য়ে গেলাম। এ আমি না হ'য়ে পারিনি রসেল। যদি আরও ভালো, আরও শক্ত হ'তে পারতাম, তা হ'লে হয়তো—'

'তুমি খুব ভালো, খুব ভালো।' রসেল ফিস ফিস ক'রে বলে।

'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমার মত মানুষকে যে বেছে নিয়েছে, যে শিখিয়েছে কর্তব্য কি জিনিস, সে হ'লো এই জনসাধারণের শক্তি—এর বেশী আর কিছু আমি জানি না। আমি জানি না, কোন্ পথ সবচেয়ে সেরা। একদিন, এমন মানুষ হবে, যারা জানবে, যারা বুঝবে, ঐখানের ঐ সব ঘটনা কিসের জন্য ঘটে থাকে। মিলিত চেষ্টায় তারাই একদিন গড়বে এমন জিনিস যা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করা যাবে না—'

'ওগো, তুমি আমার কত ভালো।' অতীত দিনের মতই স্বামীকে সে বলে।

স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে রসেল ঘুমিয়ে পড়ে। থেকে থেকে গিডিয়নও তন্দ্রায় ঢোলে। হ্যানিবল ওয়াশিংটন যখন তাকে জাগাল তখন তার শরীর কঠিন হ'য়ে আছে। হ্যানিবল বলল :

'গিডিয়ন, ভোর হ'লো যে!'

হঠাৎ তার মনে হ'লো, মার্কাস আর ফিরবে না। তখনই ছুরিকাঘাতের মত একটা সুতীব্র বেদনায় গিডিয়নএর হৃদয় কেঁপে উঠল—

সেদিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন, ক্লানবাহিনী আরও নিকটে এল। আজ তারা এসেছে সংখ্যায় অন্তত পাঁচ-ছ'শো। মনে হয় আজ তারা সুশৃঙ্খল। হামাগুড়ি দিয়ে তারা এসে পড়েছে রাইফেলের নাগালের মধ্যে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে তার ভেতর থেকে ছুড়ছে 'ছোঁ-মারা' গুলি। দু'টো খচ্চর আর একটা গরু ছিল মালগাড়ীর পেছনে। এমনভাবে গুলি খেয়েছে তারা যে দেখা যায় না, তাই তাদের একেবারে মেরে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু এ-ছাড়া, খুব বেশী কিছু ক্ষতি হয়নি। স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছে প্রশস্ত হলঘরে। দেয়ালে দেয়ালে লাগানো হয়েছে তক্তা আর মাদুর। গিডিয়নএর আদেশ, উইল বুন আর হ্যানিবল ওয়াশিংটন ছাড়া আর কেউ গুলি ছুঁড়বে না। একাজে ওরা দু'জন সবচেয়ে সুদক্ষ। ছাদে উঠে ওরা দু'জন পাশাপাশি তৈরি হ'য়ে নিল। ভালো ক'রে চোখ মুছে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট ধরে অসীম ধৈর্যে এক একটা লক্ষ্য স্থির ক'রে তারা সাবধানে ছুঁড়ছে রাইফেল। উইল বুন তার প্রপিতামহের দক্ষতার প্রশংসার কথা কিছুতেই থামাতে পারছে না—তার ঠাকুর্দার বাবা এটা সেটা কত কি করতে পারত! শেষে হ্যানিবল ওয়াশিংটনএর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল :

'থাম্ তুই ! কোন্ নরকে আছে তোর ঠাকুর্দার বাবাটা এখন শুনি ?'

'তুই বাঞ্চোৎ, হারামজাদা গাধা নিগার, আমার নাম শুনে বুঝছিস না ?'

কিন্তু তাদের এই হঠাৎ ছোঁ-মারা দেখে ক্লানদের একত্রীভূত লক্ষ্য সেইদিকেই আকৃষ্ট হ'লো। দু'-তিনশো রাইফেলের গুলি এসে লাগছে ছাদের শীর্ষে। কার্ণিশের গোড়ার দিক চূরমার ক'রে বুলেট ঢুকছে; দু'জনার মুখে এসে পড়েছে ভাঙ্গা কার্ণিশের টুকরো। মিনিট দশেক হ্যানিবল ওয়াশিংটন কোন রকমে ঠিক রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের রাইফেলটার ওপর ঢলে পড়ল। উইল বুন আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে দেখল, তারপর সে শুরু করল প্রাণপণে গালা-গাল। মুখে দিচ্ছে গাল আর আঙ্গুলে টিপছে অনিবার্য লক্ষ্যভেদী রাইফেলের ট্রিগার। অনর্গল একটার পর একটা গুলি ছুটেছে, আঙ্গুলের মধ্যে রাইফেলটা উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গুলি ছোঁড়াও চিরকালের মত ক্ষান্ত হ'য়ে গেল।

ক্ষুদ্র চত্বরে ঘোড়া, গরু আর খচ্চরের পাশে সকলে মিলে গোর দিয়ে এল তাদের। অথচ অদ্ভুত—কেউ আজ একটুও কাঁদল না। অকস্মাৎ সকলের চোখে মুখে আজ বার্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে, সকলের চেহারা আজ কঠিন। এমন কি শিশুও আজ বৃদ্ধ হ'য়ে গেছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সকলে দেখল গোর দেওয়া। পুঁথি খুলে ভাই পিটার পড়ল : 'বিপদকালে জগৎপিতা পরমেশ্বরের স্মরণ লইয়াছি, তিনি আমার সেই আহ্বান শুনিয়াছেন, তিনি সাড়া দিয়াছেন।' সব দেখে শুনে গিডিয়নএর মনে পড়ল, আজ তো হ্যানিবল ওয়াশিংটন নেই···নেই সেই ক্ষুদ্রকায়, কয়লার মতো কালো, সেই শান্ত, চতুর, সেই সাহসী মানুষটি···যে-মানুষটির মহত্ত্ব ছিল অপরিমিত···যে-মানুষটি ছিল প্রতিটি কাজে নিপুন···যে-মানুষটির ভাণ্ডারে ছিল গোটা সম্প্রদায়ের যত কিছু সমস্যা, যত কিছু অভিযোগ,

যত কিছু বিপদের সমাধান। আজ সে-মানুষ ঘুমিয়ে আছে ক্যারোলিনার উষ্ণ মৃত্তিকায়। পাশে তার চিরনিদ্রিত শ্বেতদেহী অপর একটি মানুষ—যার প্রপিতামহ ছিল ড্যানিয়েল বুন।

সমস্ত রাত বৃষ্টির মত গোলা পড়ল, কিন্তু ভোর হ'তে থেমে গেল সব। সেই নিঃস্তব্ধতার মাঝে সকলে শেষ করল প্রাতঃরাশ। সেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যে মাস্টার পড়াল ছেলেমেয়েদের 'ঘুমন্ত গুহার উপাখ্যান।' সেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যে জেফ গিয়ে দাঁড়াল লালমুখো ক্ষুদ্রকায় ক্লান লোকটার কাছে; দেখল তার মৃত্যু—জানল না তার নাম, জানল না তার দেশ, জানল না কোন অদ্ভুত শক্তি তাকে ঠেলে এনেছিল এই মৃত্যুর কোলে। সেই নিঃস্তব্ধতার মাঝে সাদা নিশান হাতে নিয়ে বেণ্টলী উঠে এল বাড়ীর সামনে:

'আসতে পারি?'

কেউ দিল না উত্তর। ধীরে ধীরে আরও সামনে এসে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে সে তার বক্তব্য জানাল। কারওএলীদের ডাক্তার আছে একজন; জেফ জ্যাকসন। লীড ডাক্তার তো নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে আজ সাতদিন। তাদের, অর্থাৎ ক্লানদের, লোক আহত হ'য়ে আছে! একজনার পা ভেঙ্গে ফুলে উঠেছে। পা খানা বাদ না দিলে লোকটা প্রাণে মারা যাবে। জেফ জ্যাকসন গিয়ে ক্লানদের চিকিৎসা করবে কী? কখনও তারা কথার খেলাপ করেনি, ডাক্তারকে ফিরে আসতে দেওয়া হবে।

এব্‌নার তাকাল গিডিয়নএর দিকে। তিক্ত হাসি হেসে গিডিয়ন বলল: 'জানো, ওরা আমাদের বোঝে। আমরা ওদের যতখানি জানি, তার চেয়ে ঢের বেশী ওরা জানে আমাদের।'

বেণ্টলী চলে গেল। বারান্দায় বেরিয়ে এল জেফ। 'শুনলে তো?'

গিডিয়ন ছেলেকে জিজ্ঞেস করল। জেফ ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ। এব্‌নার লেইট বলে উঠল : 'মরুক বাঞ্চোৎগুলো!'

ফ্র্যাঙ্ক কারসন বলল : 'দোহাই ভগবান, শূয়োরের বাচ্চাটা যদি আবার এখানে আসে তো ও'কে আমি স্রেফ গেঁথে ফেলব।'

'আমি যাবো।' জেফ বলল।

ছেলের হাতখানা জড়িয়ে ধরে নিজের চারপাশে একপাক ঘুরিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল গিডিয়ন : 'ওরে হতভাগা বোকা! আমার ছেলে তুইও? ওরে, তোকেও কি আমি বোঝাতে পারি না যে যাদের সঙ্গে আমরা লড়ছি তারা সভ্য মানুষ নয়! শত্রু বলতে তুই যা বুঝিস্ তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি না—এ-কথাও কি বুঝিস না? ওরা চায় আমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে! আমরা যাদের মানুষ বলি, ওরা তা নয়। ওদের কথার কোন মূল্য নেই। ওদের চোখে ভালোয় আর মন্দে কোন তফাৎ নেই। ওদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না—ওদের যুক্তি শুধু শয়তানী। যেহেতু আমরা ওদের চিনতে পারিনি, যেহেতু আমরা মূর্খের মত ধরে নিয়েছিলাম যে, মানুষ যে-আইন মেনে চলে সে-আইন ওরাও মানে, যেহেতু ওদেরই সামনে তুলে ধরেছিলাম, ন্যায় আর বিচার আর ভব্যতার কথা—সেই জন্যই আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এই অবস্থায়! সেই জন্যই ওরা আজ জিতছে! সেই জন্যই আমাদের এই সমস্তটা দক্ষিণদেশ জুড়ে যত মহৎ, যত সাচ্চা মানুষ আছে, তারা আজ ছিন্ন ভিন্ন, দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে!'

জেফ বলে ওঠে : 'আমাকে যেতে হবে। আমি যে শপথ নিয়েছি, মানুষের সেবা করার শপথ; রুগ্ন, ভগ্ন দেহ মানুষের চিকিৎসার শপথ—'

'না—, এক ছেলেকে হারিয়েছি আমি। কিন্তু সে অন্ততঃ বুঝত কাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।'

'এখানে আমাকে ধরে রাখতে হ'লে আমাকে খুন ক'রে তবে রাখতে হবে।' ধীরকণ্ঠে জেফ উত্তর দেয়।

'হায় ভগবান—!' গিডিয়নএর কথা চেপে দিয়ে এব্‌নার লেইট বলে ওঠে : 'যেতে দাও ওকে, গিডিয়ন।'

ভাঙ্গা পা কাটা শেষ হ'য়ে গেছে। যন্ত্রণায় বিহ্বল অর্ধচেতন লোকটাকে তার সঙ্গীরা ভেতরে নিয়ে গেল। হাত মুছতে মুছতে জেফ উৎসুক জনতাকে বলল :

'এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনা থেকে যা হবে হবেই। মরা স্নায়ুগুলো যখন শুকিয়ে যাবে শেলাই তখন সহজেই খুলে যাবে। টেনে, খুব ধীরে ধীরে টেনে, পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, কেননা, বড় ব্যথা ওতে। শেলাই যখন খুলে আসবে তখন বুঝবেন আসল ঘা সেরে গেছে। যে-কোন ডাক্তারই চিকিৎসা করতে পারে—যদি না পচন শুরু হয়। আসল ভয় তো সেটাই কিনা!'

জেফ অত্যন্ত শ্রান্ত। খোলা মাঠের প্রখর রৌদ্রে তক্তা-ছাউনীর নীচে অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত স্থান নয়। বারো জন আহতকে সে চিকিৎসা করেছে এখানেই। এখন সে ক্লান্ত। 'আমি এখন যাবো।' জেফ বলল।

'বাবু!'

নুয়ে পড়ে নিজের থলেটা জেফ বন্ধ করছিল। এক চমক ওপরে তাকিয়ে যে-লোকটা কথা কইল তাকে তাকিয়ে একবার দেখল। লোকটার প্রশস্ত কাঁধ, রৌদ্রে পোড়া মুখ, হাতে একটা রিভলভার।

'বললাম, এখন আমি যাবো।'

'বাবু।'

বেণ্টলীর পাশে দাঁড়িয়ে জ্যাসন হুগার বলল : 'আপনি তো একজন ডাক্তার, জ্যাকসন। মুশকিল তো তাতেই হয়েছে। নিগারের

পো ডাক্তার হয়েছে কিনা, তার জন্যেই তো আমাদের এতসব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।'

এক মুহূর্ত জেফ তাকে দেখল; তারপর ক্ষিপ্রবেগে থলেটা বন্ধ ক'রে তুলে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটা সোজা এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

'বাবু!' সে বলল।

'কি চাই?' জেফ জিজ্ঞেস করল।

'চাই, বাঞ্চোৎ নিগারের যা হওয়া উচিত তুইও হবি তাই! যখন ভদ্রলোকের সাথে কথা কইবি, বলবি বাবু!'

অর্ধেক ঔৎসুক্যে, অর্ধেক বিস্ময় নিয়ে জেফ লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল। কিছুটা ভীত, কিছুটা শঙ্কিতও হয়েছে সে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী জেগে উঠেছে তার মনে একটা সঙ্গতিপূর্ণ ঔৎসুক্য। আপনা থেকেই জেগে উঠেছে তার এই ঔৎসুক্য।—এত তীব্র এই ঔৎসুক্য যে তার ইচ্ছে হ'ল এই মানুষটিকে সে বুঝিয়ে দেয় ভাল মন্দের তফাৎ কি, বুঝিয়ে দেয় তার বাবার কথা দিয়ে যে এই কারওএল্এ যা ঘটছে তা শুধু উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আপনি চান যে আমি বাবু বলি, এই তো?'

'হুঁ।'

'বাবু, আমাকে যেতে অনুমতি দিন, বাবু।' জেফ বলল।

বেণ্টলী হেসে উঠল। জ্যাসন হুগার বলল: 'তুই যাচ্ছিস্ না রে, জ্যাকসন।'

'তার মানে?'

'ফিরে যাচ্ছিস্ না তুই, এই আর কি!'

বেণ্টলী উঠল মধ্যস্থতা করতে: 'কাল আর ও-বাড়ীতে তোমার কোন দরকার হবে না, জ্যাকসন। এখানে থাকলেই ভাল হবে।'

একদৃষ্টে জেফ তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ভয় তার এখনও ঔৎসুক্যেরই অংশ মাত্র। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কখনও অসম্ভব বলে কিছু নেই। তার জন্যে সব সময়ই চাই কোন কারণ, কোন যুক্তি। সে বলল: 'এখানে আমি এসেছিলাম, কেননা রুগ্ন যারা, আহত যারা, তাদের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য ব'লে আমি মনে করেছিলাম। আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনারা? আমি এসেছি, কারণ, আপনারা আমাকে আসতে বলেছিলেন। ডাক্তার হ'য়ে আমি তা অস্বীকার করতে পারিনি। কোন্ যুক্তিতে আপনারা আমাকে ধরে রাখবেন, বলুন?'

চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটা বললে: 'বাবু! তুই বাঞ্চোৎ হারামজাদা শূয়োরের বাচ্চা নিগার!'

জেফ মাথা নেড়ে বললে: 'আমি যাচ্ছি—।' চওড়া-কাঁধ লোকটাকে ঠেলে সে সামনে এগিয়েছিল। এই পর্যন্তই সে জেনেছে। এরপর স্মৃতি আর স্মৃতি রইল না। একটা বিস্ফোরণ মুছে দিয়ে গেল সব কিছু। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। ওষুধের থলেটা তার দেহের নীচে। চওড়া-কাঁধ লোকটার কথা শুধু শোনা গিয়েছিল: 'জাহান্নামে যা, নিগার ব্যাটা।'

এল্যোনকে কাছে নিয়ে বসেছে রসেল আর জেনি। কিন্তু সান্ত্বনা আজ ভাষাহীন। অন্ধত্ব আজ ছড়িয়ে গেছে ভুবনময়; আজকের তমসা অসীম।

রাত্রি হয়েছে। এব্‌নার এসে গিডিয়নকে বলল: 'মার্কাস‌এর খবর কিছু জানো?'

'জানি।'

'বোধহয় ছেলেটা তারগুলো পাঠায় নি।'

'হবে।' ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল গিডিয়ন। মানুষের ব্যথা-বেদনারও সীমা আছে কোথাও।

'কাউকে দিয়ে সেগুলো পাঠাতে তো হবে।' ধীর কণ্ঠে এব্‌নার বলল: নইলে কে-ই বা কি ক'রে জানবে যে আমরা এখানে রয়েছি? নইলে জগতের লোক জানবে কি ক'রে এখানে কি ঘটছে? আমরাই কি জানি অন্য জায়গায় কি হচ্ছে? সারা গ্রামকে ওরা ঘিরে রেখেছে, একেবারে সাংঘাতিক ভাবে ঘিরে রেখেছে। হয়তো দক্ষিণের সবকিছুই ওরা এই রকম ভাবেই বন্ধ ক'রে রেখেছে। হয়তো সে-খবর কেউ-ই জানে না।'

'হয়তো তাই।' গিডিয়ন বলল।

'তারগুলো আবার লিখে দাও দেখি। আমি নিয়ে যাবো কলাম্বিয়া—পাঠিয়ে দেবো।'

'আর তারা যদি না পাঠায়?'

'তা হ'লে সোজা ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবো।'

'বেশ, তাই যদি মনে করো তো লিখে দিচ্ছি।' গিডিয়ন বলল।

এব্‌নার বেছে নিল সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটা। মস্ত চেহারা, শক্তিমান, সুন্দর। ঘোড়াটার মালিক ছিল হ্যানিবল ওয়াশিংটন। পায়ে হেঁটে এ কাজ হয় না। একমাত্র উপায় হ'লো ওদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়াটা ছুটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এবং তা-ই করতেও হবে।

হয়তো তা সম্ভব হতো। কিন্তু আধ মাইলের মধ্যেই তারা ঘোড়াটাকে গুলিবিদ্ধ করল। একখানা পা ভেঙ্গে এব্‌নার পড়ে গেল ঘোড়ার নীচে। ওরা এসে টেনে বের করল এব্‌নারকে; ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর জ্যাসন হুগার এসে বলল:

'নিগারের জন্য যারা দরদ দেখায় তাদের জন্য আছে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত। ফ্রেড ম্যাকহুগ তার স্বাদ পেয়েছিল।'

'গোল্লায় যা, শয়তানের বাচ্চা।' এব্‌নার বলে উঠল।

তারপর আর এব্‌নার কথা বলেনি। হাত বেঁধে ওরা তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল সারা রাত। জ্যাসন হুগার এসে চাবুক চালাল এক নতুন কায়দায়। বলল: 'আমি এই শূয়োরের বাচ্চাকে কথা কওয়াবো।' কিন্তু এব্‌নারএর মুখ একবারও খুলল না। পরদিনও সারা দিন এব্‌নারকে তেমনি ঝুলিয়েই রাখল; কিন্তু আর তার জ্ঞান নেই। আর সে জানে না যে, তার অমিত শক্তি বহুর শক্তির অংশ; আর সে জানে না, কি চমৎকার সংগ্রামই না সে ক'রে গেল; জানে না সেই সুন্দর পৃথিবীকে যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সে নিজের চোখে দেখে গেল; আর সে জানে না সেই মহান সাথীদের যারা ছিল তার দোসর।

পরদিন।

গিডিয়ন দাঁড়িয়ে দেখল ওরা টেনে নিয়ে আসছে কামান। টেনে এনে বসাল বাড়ী থেকে প্রায় ছ'শ গজ দূরে। প্রথমে গিডিয়ন বুঝতে পারেনি জিনিসটা কি। কিন্তু এই যে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তারা একটি গুলিও না ছুঁড়ে চুপচাপ বসে রইল, এ থেকেই সে আশঙ্কা করেছে যে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটবে। অনেক কিছু আশঙ্কার মধ্যে এ একটা মাত্র। ফ্র্যাঙ্ক কারসন বলল:

'নিশ্চয়ই কোন অস্ত্রের কারখানা থেকে এনেছে ওটা।'

'তবেই দেখ আমাদের ধ্বংস করা কত প্রয়োজন—' তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল গিডিয়ন। এ বিষয়ে আর একটি কথাও সে বলল না। অদ্ভুৎ প্রশান্ত তার ভাব যখন সে মাস্টার বেঞ্জামিনকে ডেকে বলল: 'ওদের সকলকে নিয়ে, মাস্টার মশাই, নীচের ঘরে যান।'···তুমি শেষকে ঠেকাতে চেয়েছিলে; তারই জন্য ক'রে গেলে সংগ্রাম। আশায় বুক বেঁধেছিলে; সেও তো পরম্পরীণ। সমস্ত ভীতি-আশঙ্কার মধ্য দিয়ে তুমি বুঝেছিলে,

এরও পরে, এই সুনিশ্চিত সমাপ্তির পরেও, আরও কিছু আছে। অনিবার্য অন্তিমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যারা আপন শির উন্নত রাখে—তারা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, ভীরু কি সাহসী—তাদের সকলের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র তুমি খুঁজে পেয়েছিলে।

'কিচ্ছু ভাববেন না, আমরা গান গাইব। আমি ওদের খুশী রাখব'খন।' মাস্টার বেঞ্জামিন বলল। এখনও তার চোখে রয়েছে নিকেলের সেই পুরোনো চশমাজোড়াটি।

মাস্টারকে গিডিয়ন ধন্যবাদ জানাল।

গিডিয়ন বারান্দায় এসে দাঁড়াল ; পাশে এসে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক কারসন, লেসলী কারসন আর ফারডিনাণ্ড লিঙ্কন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা লক্ষ্য করে, ওরা কামানের পাল্লা মাপছে।

ক্রোধে, ঘৃণায় লেসলী কারসন বলে উঠল : 'কামান চালানো ওদের কম্ম নয়।'

প্রথম গোলা ফাটল বাড়ী ছাড়িয়ে অন্তত একশ' গজ দূরে, এবং একপাশে ; আরও চারটে গোলা ফাটল বাড়ী থেকে দূরে দূরে। সকলকে ভিতরে ডেকে নিল গিডিয়ন। মাদুর আর তক্তার আড়ালে মেঝেয় শুয়ে তারা বেপরোয়া ছুঁড়ছে দূর-পাল্লার গুলি। যেমন ক'রে হোক পাণ্টা আঘাত দিতেই হবে, যেমন ক'রে হোক প্রতিরোধ করতেই হবে, এই হ'লো একমাত্র ভাবনা তাদের। গুলি রইল কিনা এ চিন্তা করার সময় নেই। প্রথম গোলা ফাটল বাড়ীর ওপর তলার মেঝেয়। আস্তর ভেঙে ভেঙে পড়ল সকলের ওপর।

গিডিয়ন চিৎকার ক'রে উঠল : 'সাদা নিশান তুলে ধর ! তুলে ধর উঁচুতে ; দেখি, শিশু আর মেয়েদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিনা !'

একখণ্ড সাদা কাপড় নিয়ে জেক স্টার বারান্দায় ছুটে গেল।

সেখানে দাঁড়িয়ে সে ক্রমাগত সাদা কাপড়টা নাড়াতে লাগল। ক্লানদের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই কামানের মুখটা তারা ঈষৎ একটু সরিয়ে দিল। পরবর্তী গোলা ফাটল স্লটার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে—ঠিক বারান্দার ওপরে।

সকলের মধ্যখানে দাঁড়িয়েছে ভাই পিটার। দাঁড়িয়েছে গৃহিণী আর যুবতী মেয়েদের মাঝে, শিশু আর ছেলেদের মধ্যে—সবেমাত্র যারা পা দিয়েছে দুর্নিবার পরমাশ্চর্য কৈশোরে। দাঁড়িয়েছে নবযৌবনাদের মাঝখানে —ফ্রকে আবৃত যাদের সমুন্নত পীন পয়োধর; দাঁড়িয়েছে মাতামহী আর শিশুদের মধ্যে; দাঁড়িয়েছে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাঝে—যাদের মুখে বিস্ময়ভরা ভাষার প্রথম কলি সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে···

ভাই পিটার কথা বলল, নির্ভীক তার কণ্ঠ: 'ঈশ্বর আমার আশ্রয়, ঈশ্বর আমার পরিত্রাতা, কিসের ভয় আমার?'

প্রথম গোলা ফাটল মাথার ওপর। দু' হাতে মাস্টার জড়িয়ে ধরল একটি কালো ছেলে আর একটি সোনালী চুলের কচি মেয়েকে।

ভাই পিটার আবার বলল: 'তবে আর আমার কিসের ভয়?'

সকলে সাড়া দিল: 'আমেন।'

'পরমেশ্বরই আমার জীবনের শক্তি···'

গিডিয়নের শেষ স্মৃতি···সেই অতীত দিনের কথা স্মরণে আসে তার··· সেই যখন তাদের সমস্ত কালো জাতটা ছিল ক্রীতদাস···যখন তারা কেনা-বেচা হতো গরু ভেড়ার মত; স্মরণে আসে, কেমন ক'রে তাদের সেই অবস্থার ফলে, অ-কৃষ্ণাঙ্গ খেটে-খাওয়া মানুষদেরও কেমন হীনাবস্থা হয়েছিল; স্মরণে আসে সেদিনের কথা, এদেশের মানুষের যেদিন ভরসা করবার মত কিছু ছিল না, কিন্তু তা' সত্ত্বেও কেমন ক'রে আশায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকতো তারা।

গোলা যখন এসে পড়ল, গোলা যখন বিস্ফোরিত হল, লুপ্ত ক'রে দিল তার চেতনা, তখন গিডিয়ন জ্যাকসনএর মনে শেষবারের মত ভেসে উঠল এদেশের মানুষের অমিত শক্তির কথা, ভেসে উঠল কালো আর সাদা মানুষের মিলিত শক্তির স্মৃতি···যে শক্তির বলে তারা উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম; যে-শক্তির বলে তারা ধ্বংসের মধ্যেও লাভ করেছিল ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির অঙ্গীকার, যে-উজ্জ্বল অঙ্গীকারের কথা ইতিপূর্বে এই পৃথিবীর কেউ শোনেওনি। সেই শক্তি, সেই সহজ, সরল অথচ অদ্ভুত শক্তির ধারক ছিল সাধারণ লোক : ছিল তার ছেলে মার্কাস, ছিল তার ছেলে জেফ, স্ত্রী রসেল, কন্যা জেনি, ছিল সেই বৃদ্ধ মানুষটি যাকে সকলে বলতো ভাই পিটার, ছিল সেই সুদীর্ঘ রগচটা সাদা লোকটি, এব্‌নার লেইট যার নাম, ছিল সেই ক্ষুদ্রকায় ম্লানমুখ কালো মানুষটি, হ্যানিবল ওয়াশিংটন—ছিল আরও কত, কত বিভিন্ন তাদের অঙ্গের রং, কত রকমের চেহারা তাদের···কেউ দুরন্ত, কেউ দুর্বল, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ··তবুও একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তারা যে সৃষ্টি করেছিল তার গোটা চিত্রটাই ছিল গিডিয়ন জ্যাকসনের শেষ স্মৃতি, যে-সৃষ্টির সংজ্ঞা হয় না, যে-সৃষ্টির পরাজয় নেই।

কারওএল প্রাসাদের চারদিকে জড়ো হয়েছে অনেক লোক···প্রখর সূর্যালোক থেকে সাদা টুপি দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অগ্নিসাৎ পুরোনো প্রাসাদটাকে। শুকনো কাঠ, একবার আগুন লাগলে সে-আগুন আর নেভানো যায় না। সমস্ত দিন ধরে বাড়ীটা পুড়ল, রাত্রে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, রইল শুধু মাথা উঁচিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে হ্যানিবল ওয়াশিংটনের বাবার হাতের তৈরি সেই সাতটি লম্বা চিমনি।

পরিশিষ্ট

ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কাহিনীর একটুও সত্য কিনা। যদি সত্য হয়, কেন সে-কথা পূর্বে বলা হয়নি ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ'লো : এই কাহিনীর মূল সমস্ত কিছুই সত্য। দক্ষিণ আমেরিকায় সে-সময় শুধুমাত্র একটি কারওএলই ছিল না, ছিল ছোট-বড় হাজারো কারওএল। কারওএলএ ঘটেছে বলে যেসব ঘটনা আমি বিবৃত করেছি, তার সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আরও বহু স্থানে। এই কাহিনীতে যেমন বিবৃত করেছি, প্রায় অনুরূপ ভাবেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ একসঙ্গে বসবাস করেছে, একসঙ্গে কাজ করেছে এবং একসঙ্গে সৃষ্টিও করেছে। তাদের সেই সৃষ্টিকে বাঁচাতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে তারা একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। সদিচ্ছা থাকলে এই সব সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করার যথেষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। এক সময়ে যেসব প্রদেশে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যে 'জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি' গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে পাওয়া যায় কু ক্লাক্স-ক্লানদের ষড়যন্ত্র—১৩ খণ্ডে সমাপ্ত সেই রিপোর্টে রয়েছে অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহের ইতিবৃত্ত। রয়েছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিসিসিপির নির্বাচন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত 'সিনেট কমিটি'র ২ খণ্ডে প্রকাশিত রিপোর্ট। রয়েছে দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া প্রভৃতি স্থানের অবস্থা সম্বন্ধে কার্ল চুর্জের কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট। রয়েছে হলওয়েল লিখিত 'নিগ্রো য়্যাজ এ সোল্‌জার ইন্‌ দি ওয়ার অব রেবেলিয়ন'। রয়েছে সিম্‌কিন ও উডি প্রণীত 'সাউথ ক্যারোলিনা ডিউরিং রিকন্‌স্ট্রাকসন্‌'। এসব তো কেবলমাত্র শুরু। সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলো রয়েছে; রয়েছে কংগ্রেসের বিতর্কের বিবরণী। রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা

উভয় স্থানের সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় অভিমত। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই দক্ষিণে চলেছিল সামগ্রিক হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা।

গিডিয়ন জ্যাকসন চরিত্রটি হলো সে-যুগের বহু নিগ্রো রাজনীতিজ্ঞের সমষ্টি। তার চরিত্রে যে গুণাবলী দেখান হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল সেই সব ব্যক্তির এক বা বহুর চরিত্রের অঙ্গ।

কারওএল নামটি কাল্পনিক। কারওএলএর জনসাধারণ ব'লে যাদেরকে এই বইতে অভিহিত করা হয়েছে, তারা তদানীন্তনকালের জীবিত জনসাধারণেরই প্রতিচ্ছবি। অন্যান্য অনেকগুলোই তৎকালীন আসল চরিত্র; কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র।

এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন: কেন এ-কথা পূর্বেই পরিষ্কার ক'রে বলা হয়নি। এ প্রশ্নের উত্তরও জটিল নয়। আট বছর ধরে দক্ষিণে যে নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গের মুক্তি ও পারস্পরিক সাহায্যের যুগ চলেছিল, তাকে যখন ধ্বংস করা হ'লো, তখন তাকে পুরোপুরিভাবেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র বৈষয়িক দ্রব্যাদি নিশ্চিহ্ন ও জনসাধারণকে হত্যা করাই হ'লো না, এমনকি তার স্মৃতিও নিঃশেষে মুছে ফেলা হ'লো।

এই রকম একটা পরীক্ষা যে একদিন হয়েছিল, এবং সেই পরীক্ষা যে ফলবতী হয়েছিল, এই ঘটনার সংবাদ আমেরিকার জনসাধারণ জানুক, এটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মোটেই সুনজরে দেখেনি। সেই পরীক্ষায় নিগ্রোকে এই দেশে মুক্ত মানুষ হিসেবে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিবেশীর সমান মর্যাদা। দক্ষিণী নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গদের সহযোগিতায় আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে। এবং সেই আট বছরের অধিকারের ফলে তারা সৃষ্টি করেছিল একটি চমৎকার, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সভ্যতা।

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ	লাইন	আছে	হবে
২৪	১৬	তিন টাকা	তিন ডলার
৩০	১০	দিনের যত দিন	দিনের পর দিন যত
৩৪	১২	তাকে ওরা	ওকে তারা
৪৪	২২	নেচে গর্বে	গর্বে নেচে
৪৫	২০	এসেছে, প্রচলিত	এসেছে, সেই প্রচলিত
৯২	২২	করেছিল	করেছিল এবং প্রস্তাবটিও পাশ করিয়ে নিয়েছিল।
১৪৬	১৪	ধীরে কণ্ঠে	ধীর কণ্ঠে
১৬৯	৫	পাশে ?	পাশে।
২৯৭	৩	সঙ্কিত	শঙ্কিত
৩০০	১০	যাই।	যাই।’